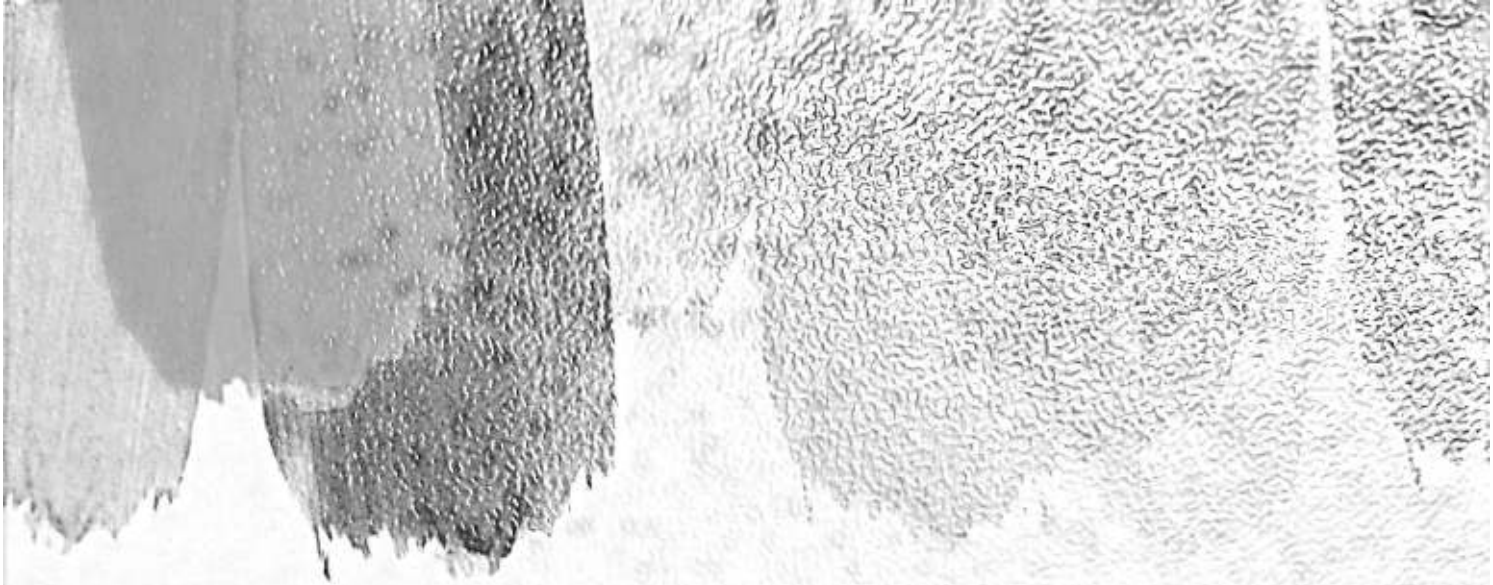

সিক্রেটস অব ডিভাইন লাভ

ইসলামের আধ্যাত্মিক পথের পাথেয়

মূল | এ হেলওয়া
ভাষান্তর | রোকন উদ্দিন খান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সিক্রেটস
অব
ডিভাইন লাভ

ইসলামের আধ্যাত্মিক পথের পাথেয়

মূল | এ হেলওয়া
ভাষান্তর | রোকন উদ্দিন খান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

প্রকাশকের কথা

মহান আল্লাহ সম্পর্কে যেসব আলোচনা প্রায়শ আমাদের কর্ণপাত হয়, তাতে মনের পর্দায় ভেসে ওঠে এক শাস্তিদাতা সত্তার অবয়ব। তিনি যেন এমন এক পরাক্রমশালী সত্তা, যিনি বান্দাকে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে মুখিয়ে আছেন। আমাদের চারপাশে আল্লাহর আজাবের ভয়াবহতা এমনভাবে তুলে ধরা হয়, যেন শাস্তি দেওয়াই তাঁর একমাত্র কাজ।

কেউ যখন পাপে নিমজ্জিত, তখন আমরা শুধু তাকে আল্লাহর কঠোর শাস্তির কথাই মনে করিয়ে দিই। জাহান্নামের ভয় দেখাতে থাকি অবিরত। অথচ এর বিপরীতে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ আছে, সে সম্পর্কে আমরা নিতান্তই বেখবর। এমতাবস্থায় একজন অপরাধী ক্ষমাপ্রাপ্তির সমস্ত আশা হারিয়ে ডুবে যেতে থাকে অপরাধের অতল গহ্বরে। সে ভাবতে থাকে—আল্লাহ তাকে আর কখনোই ক্ষমা করবেন না এবং সত্য-সঠিক পথে ফিরে আসা তার পক্ষে অসম্ভব। এভাবে ক্রমান্বয়ে সে নিজের শেষ আত্মবিশ্বাসটুকু খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। হতাশা আর একাকিত্বের কষাঘাতে জর্জরিত অপরাধী আর কখনোই খুঁজে পায় না সিরাতল মুস্তাকিমের দিশা।

আল্লাহ তায়ালা কি সত্যিই এতটা কঠোর ও রূঢ়? তিনি তো আত্মার উদ্‌গাতা, হৃদয়ের সুনিপুণ কারিগর। আমাদের মন কী চায়, কেন চায়, কী করতে পারে, কতটুকু করতে পারে—সবকিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। দয়া, মহানুভবতা ও ক্ষমার অনাদি উৎস তিনি। তাঁর দয়ার ফুৎকারে জন্ম নিয়েছে ভালোবাসা। তাঁর ভালোবাসার বিশালতা দেখে লজ্জা পায় অতল দরিয়া। সৃষ্টিজগতের সকলকে তিনি লালন করেন অসীম স্নেহে, অকুণ্ঠ মমতার চাদরে। অনুতপ্ত পাপীদের জন্য তাঁর অনুগ্রহের দরজা রুদ্ধ হয় না কখনো। জগতের সকল প্রেমিকের প্রেরণা তিনি। বুলবুলির অনিন্দ্য নিনাদ, থরে থরে সাজানো প্রকৃতির মোহনীয় শোভা—সবই তো তাঁর অফুরান কৃপার উজ্জ্বল নজির।

আমরা যখন নিজেদের সম্পর্কে সন্দিহান, পূর্বকৃত পঙ্কিলতাগুলো নিজেরাই ক্ষমা করতে অক্ষম, তখনও আল্লাহ তায়ালা ক্ষমার পসরা সাজিয়ে তাঁর বান্দার জন্য অপেক্ষারত। অমরা যখন নিঃসঙ্গতার অতল গহ্বরে পতিত, তখনও তিনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বান্দাকে সঙ্গ দিতে প্রস্তুত। তিনি দেখতে পান আমাদের হাসির অন্তরালে লুকায়িত চাপা কান্না। আমাদের যে দুঃখ-যন্ত্রণার কথা দুনিয়ার কেউ জানে না, তার সব খবরই তিনি রাখেন।

আমাদের পাপের বোঝা যত ভারী-ই হোক না কেন, মহান রবের অনুগ্রহের পরিধি তার চেয়েও বিশাল। তাঁর রহমত আমাদের সেই অংশকেও অভিবাদন জানায়, যার জন্য জগতের কেউ হাততালি দেয় না। সৃষ্টির আগে থেকেই তিনি আমাদের ভালোবাসেন। তিনি সেই রব, যাঁর কাছে পৌঁছানোর জন্য কোনো লবিং বা মাধ্যমের দরকার হয় না; শুধু নিজের হৃদয়ের প্লাগকে আল্লাহর সকেটে স্থাপনই যথেষ্ট।

সিক্রেটস অব ডিভাইন লাভ গ্রন্থটি আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেবে আল্লাহর সেই চিরন্তন ভালোবাসার সাথে। বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় আল্লাহর ভালোবাসার ছোঁয়ায় সিক্ত হবেন আপনি; উপলব্ধি করবেন তাঁর মমতার পরশ। বইটি অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা প্রশান্তি অনুভব করছি। আশা করছি, পাঠকবৃন্দ এই বইয়ের মধ্য দিয়ে আল্লাহ-প্রেমের বিশালত্ব খুঁজে পাবেন।

অনুবাদক রোকন উদ্দিন ভাইয়ের ব্যাপারে আলাদা করে বলার কিছু নেই। অনুবাদের মাধ্যমে তিনি ইতোমধ্যেই পাঠকদের ভালোবাসা কুড়িয়েছে। গার্ডিয়ান টিমের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা এই মূল্যবান গ্রন্থটি খুব সহজেই এবং সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে পেরেছি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
৫ ডিসেম্বর, ২০২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অনুবাদকের কথা

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নিঃশর্তভাবে ভালোবাসেন। তাঁর এ ভালোবাসা নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম, বর্ণ, জাতি, স্থান বা ভাষার মানুষের জন্য বিশেষায়িত নয়; বরং তিনি নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমভাবে ভালোবাসেন। সৃষ্টিজগতের সকলের ওপর প্রেমময় আল্লাহর (আল ওয়াদুদ) ভালোবাসার গুণের প্রতিফলন ঘটানোই মানুষের দায়িত্ব।

ইসলাম হলো দুনিয়ায় চলার জন্য একগুচ্ছ বিধিবিধানের নাম, যার মাধ্যমে আমরা নিজের মধ্যে আল্লাহর ভালোবাসা ও মায়া-মমতার গুণাবলির সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টায় নিয়োজিত হই—যাতে করে সৃষ্টিজগতের অন্যদের ওপর সেই ভালোবাসার প্রয়োগ ঘটাতে পারি।

সিক্রেটস অব ডিভাইন লাভ গ্রন্থটি ইসলামের সেই প্রেমময় প্রাণসত্তার ওপর লিখিত এক অনবদ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ইসলামের গূঢ় দৃষ্টিভঙ্গি এমন জাদুকরি ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে যে, গ্রন্থটি পড়ে পাঠকগণ বিমোহিত হবেন। ইসলাম যে প্রাণহীন শুষ্ক কোনো ধর্মের নাম নয়; বরং ইসলামের সমগ্রটা জুড়েই রয়েছে আল্লাহর ভালোবাসা ও পরম মমতার ছোঁয়া, সেই অসাধারণ দিকটি লেখিকার দক্ষ হাতে অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে এ গ্রন্থে।

গ্রন্থটি অনুবাদ করে আমি নিজে উপকৃত হয়েছি; আমার বিশ্বাস, এর পাঠকগণও গ্রন্থটি পড়ে উপকৃত হবেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে কোনো ভুলত্রুটি কেউ ধরিয়ে দিলে তা সংশোধন করে নেওয়ার ইচ্ছা রইল।

রোকন উদ্দিন খান
৫ ডিসেম্বর, ২০২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ভূমিকা

ভালোবাসা। ভালোবাসা হলো সেই কার্যকরণ, যার জন্য এ জগৎ শূন্য নয়। পৃথিবীর তাবৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে ভালোবাসার পাটাতনের ওপর। ভালোবাসা তা-ই, যে কারণে আমরা আজ এখানে। ভালোবাসা তা-ই, যে কারণে আপনি এ লেখা পড়ছেন, জিভ দিয়ে কথা বলছেন অথবা কান দিয়ে শুনছেন। আমার জন্য এ বই আপনাকে ডেকে আনেনি অথবা আপনাকে খুঁজে বের করেনি; বরং আল্লাহর ভালোবাসার কারণেই বইটি আপনার হাতে এসে পৌঁছেছে।

এই বইয়ে আমি যে কথাগুলো বলব, তা নতুন নয়। এখানে আল্লাহর সেই ভালোবাসা ও অনুগ্রহের শিক্ষাগুলোর কথা বলব—যেগুলো অনেক পুরোনো; কিন্তু সেসব আমরা ভুলে বসে আছি। ইসলামকে পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই; বরং আমাদেরই প্রয়োজন ইসলামের দিকে ফিরে আসা। সেই ইসলামের দিকে—যার মূল বক্তব্যই হলো ভালোবাসা, অনুগ্রহ, শান্তি, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও একতা।

যদিও এ বই ইসলামের আধ্যাত্মিকতা ও অনুশীলনের ওপর লিখিত, তবুও আমি বিশ্বাস করি—কোনো একটি ধর্ম বা দর্শনের চেয়ে আল্লাহ তায়ালা অনেক বড়ো। আমি ইসলামকে আমার ধর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছি। কুরআনের বাণীগুলো এখানে উপস্থাপন করেছি আপনাকে বদলে দেওয়ার জন্য নয়; বরং এ কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ আপনাকে কতখানি ভালোবাসেন। আমি মনে করি, ইসলামের গভীরতম শিক্ষাগুলো আমাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নির্মাণে অনুপ্রাণিত করে এবং অন্য ধর্মের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষাগুলো আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ককে গভীর করেছে। আশা করি এ বইয়ে উল্লেখিত কথাগুলো আল্লাহর প্রেমে পড়ার জন্য আপনার ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগিয়ে তুলবে। আপনি তাঁকে যে নামেই ডাকেন না কেন, তিনি হলেন সেই চিরঞ্জীব ও সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী সত্তা, যাঁর অনেক নাম থাকলেও তিনি একজনই।

মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের ক্ষমতা কারও নেই। আমি মনে করি, একমাত্র আল্লাহই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন—এই সুন্দর পৃথিবীতে আমরা কোন পথে চলব। আল্লাহর সবকিছুই পরিকল্পিত; তাঁর কোনো কাজই দুর্ঘটনাবশত সাধিত হয় না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমি মাটির ওপর তৈরি হওয়া এমন এক তুষারকণার মতো—যা রোদ উঠার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তেই মাটিতে বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর বাণী চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়।

আমি খুব আনন্দিত এ কারণে যে, বইটি আপনার হাতে এসেছে। আমি গভীরভাবে আশা করি, এই কথাগুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার ভেতরের সত্তাকে খুঁজে পাবেন। আপনি হলেন গুপ্তধনসমৃদ্ধ এক রাজপ্রাসাদ, যেখানে লুকিয়ে থাকা ধন-রত্নের সন্ধান আপনি আজও পাননি। স্বর্ণ গলে যায়, টাকা-পয়সা হারিয়ে যায়, কিন্তু আপনার ভেতরে আল্লাহর এমন এক দম রয়েছে—যা কখনো নষ্ট হয় না বা হারিয়ে যায় না।

আল্লাহর সাথে আপনার সংযোগের বিষয়টি সহজাত। কারণ, তাঁর ভালোবাসাই আপনাকে জীবন দান করেছে এবং আপনাকে জীবিত রাখছে। যদি আপনার ও তাঁর মধ্যকার বিরাজমান গভীর সংযোগটিকে আপনি ঝালাই করে নিতে চান, তাহলে আমার মনে হয়—এ বইটি আপনাকে তাঁর ভালোবাসার পথে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারবে।

সিক্রেটস অব ডিভাইন লাভ গ্রন্থটি লেখা হয়েছে সেই পিপাসার্ত হৃদয়গুলোর জন্য, যারা কিছু একটার শূন্যতা অনুভব করছেন; কিন্তু কী সেই জিনিস—তা খুঁজে পাচ্ছেন না। এ গ্রন্থ তাদের জন্য, যারা হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছেন এবং ভাবছেন, তারা হয়তো আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছেন। এ গ্রন্থ তাদের জন্য, যারা তাদের বিশ্বাসের প্রান্তসীমায় অবস্থান করছেন এবং আল্লাহর প্রেরিত ধর্ম যাদের কাছে সঞ্জীবনী বসন্ত নয়; বরং ভয়াবহ শীতকাল হিসেবে বিবেচিত।

সিক্রেটস অব ডিভাইন লাভ গ্রন্থে আধ্যাত্মিকতার যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নির্মাণে আপনাকে সাহায্য করবে। ইসলামের ধর্মতত্ত্বের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা এ গ্রন্থে দেওয়া হয়নি; বরং এ গ্রন্থ আপনাকে ব্যবহারিক অনুশীলনের সেই পথে যাত্রা করাবে, যা আপনাকে ভালোবাসতে প্রাণিত করবে, আপনার বিশ্বাসকে মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেবে, আল্লাহর ওপর আপনার নির্ভরতা এবং তাঁর সাথে আপনার আন্তরিকতাকে বাড়িয়ে তুলবে। এ গ্রন্থে পবিত্র কুরআন ও রাসূল ﷺ-এর প্রেরণাদায়ক বক্তব্য, আধ্যাত্মিক পঙ্‌ক্তি এবং দুনিয়ার মহান ব্যক্তিদের ঘটনাসমূহ উল্লেখ করার মাধ্যমে পাঠকের হৃদয়কে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করার একটা প্রয়াস চালানো হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সিক্রেটস অব ডিভাইন লাভ গ্রন্থটি আপনাকে আধ্যাত্মিকতার সেই পথে যাত্রা করাবে, যে পথে রয়েছে আল্লাহর রহস্যময় উপস্থিতি এবং তাঁর নিঃশর্ত দয়া, অনুগ্রহ ও ভালোবাসা। আপনার ভেতরটা খুঁড়ে আপনাকে দেখিয়ে দেবে এ গ্রন্থটি। আপনাকে দেখাবে, কীভাবে কুরআন আপনার অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাকে জাগ্রত করতে একটি মানচিত্র হিসেবে কাজ করতে পারে। এ গ্রন্থে ইসলামের স্তম্ভ, মূলনীতি ও অনুশাসনগুলোর আধ্যাত্মিক গোপনীয়তার (সিক্রেট) ওপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। আপনাকে সেই আল্লাহর সৌন্দর্যের সন্ধান দেবে, যিনি জগতের প্রতিটি অস্তিত্বশীল জিনিসে বিরাজমান। আপনি যে-ই হন না কেন, *সিক্রেটস অব ডিভাইন লাভ* গ্রন্থটি মনে করিয়ে দেবে—আল্লাহর ভালোবাসা হৃদয়ের এমন ব্যথা উপশমকারী ওষুধ, যা আত্মার সঠিক চিকিৎসা দিতে এবং আপনার ভেতরে থাকা অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে।

ঈমান জাগ্রত করা এককালীন কোনো কাজ নয় যে, একবার জাগ্রত হলে তা চির জাগরূক থাকবে; বরং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ঈমানের পথে ভ্রমণ কোনো স্বল্প দূরত্বের দৌড় প্রতিযোগিতা (রেইস) নয়; বরং দীর্ঘ দূরত্বের দৌড় প্রতিযোগিতা (ম্যারাথন), যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলে। যদিও আল্লাহকে অনুভব করার প্রশ্নে একেক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা একেক রকম, তবুও এ গ্রন্থ লেখার সময় আমি আমার নিজের গল্প পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছি। উদ্দেশ্য এটি প্রমাণ করা, আল্লাহর ভালোবাসা ও দয়ার এমন ক্ষমতা রয়েছে—যা যেকোনো হৃদয়কে স্পর্শ করা মাত্রই বদলে দিতে পারে।

ভয় থেকে ভালোবাসার দিকে যাত্রা

আমি একজন জন্মগত মুসলিম। তবে কীভাবে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে এবং কীভাবে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে—তা ছোটোবেলায় কেউ আমাকে শেখায়নি। কৈশোরকালে আমি নামাজ পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। এরপর গত কয়েক দশক ধরে আমি সেই জিনিসের সন্ধান করে চলেছি, যা আমার আত্মার শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতে পারে। আমি বিশ্বের বহু মসজিদে গিয়েছি, আশ্রমে থেকেছি, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাথে বসে ধ্যান করেছি, তাওইজম ও কাব্বালাহ নিয়ে লেখাপড়া করেছি, কিন্তু কোনো কিছুতেই অন্তরের শান্তি খুঁজে পাইনি।

বয়স যখন বিশ, তখন আমি তুরস্কের কাপাডোসিয়া গ্রামের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতাম। এ সময়ই আমার ভেতর ঈমানের স্ফুলিঙ্গ নতুন করে জ্বলে ওঠে। সেই সময় আমি এমন এক নারীর দেখা পাই, যিনি আল্লাহর ইবাদতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দিবা-রাত্রি মগ্ন থাকতেন। আমি দেখতাম, তিনি সতেরো শতকে তৈরিকৃত পুরোনো একটি পশুর খামারে বসে এমন ধ্যানমগ্ন হয়ে আল্লাহর ইবাদত করতেন, যেন দুনিয়াতে তার প্রেমিক আল্লাহ ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব নেই।

তিনি মন্ত্রের মতো দুআ পড়তেন না; বরং তার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের মধ্যে যে নীরব কথাটি প্রকাশ পেত, তা হলো—'আমি আপনাকে ভালোবাসি হে আমার প্রিয় প্রভু!' তার উচ্চারিত কথাগুলো ছিল যেন একদল ছন্দময় নৃত্যশিল্পীর মতো, যারা হৃদয় থেকে উৎসারিত এক অপূর্ব ছন্দে ভালোবাসার সমুদ্রে নেচে চলেছে। আমার জীবনে এই প্রথম আমি এমন একজন মানুষকে দেখলাম, যিনি শুধু প্রার্থনাই করেন না; বরং নিজেই প্রার্থনায় পরিণত হন।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, আমার আত্মা এতদিন ধরে যা খুঁজে ফিরছে, তা এই ভদ্রমহিলার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তখনও বুঝতে পারছিলাম না—জিনিসটা মূলত কী এবং কীভাবে সেখানে পৌঁছাব। উপরন্তু এই ভেবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম যে, একটি অপরিচিত ও অদ্ভুত জায়গার বাড়িতে বসে এমন অনুভূতি আমার ভেতর কী করে এলো! তবে অল্প কয়েক বছর পরই অনুভব করতে পারি, আমাদের প্রকৃত বাড়ি সেটা নয়—যেখানে আমরা বেড়ে উঠেছি; বরং প্রকৃত বাড়ি হলো আমাদের আত্মার বাড়ি, যে বাড়ির দেয়াল ঐশী ভালোবাসার চুন-সুড়কি দিয়ে গড়া।

এখন বুঝি, তুরস্কে আমি যে সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিলাম, সেটি সেই সৌন্দর্য নয়—যেখানে এক ব্যক্তি আল্লাহর প্রেমে পড়েছে; বরং ওটা সেই সৌন্দর্য, যেখানে আল্লাহর নিঃশর্ত ভালোবাসার সমুদ্রে এক ব্যক্তি অবগাহন করছে। এটি ছিল সেই ঐশী ভালোবাসার সুগন্ধি, যা আমার ভেতরের ঈমানের ঘুমন্ত সিংহকে জাগিয়ে তুলেছে।

একবার যখন অন্তরের ভেতর দীপশিখা জ্বলে উঠল, তখন আমার অন্তরের ওপর আস্তরণগুলো একটু একটু করে খসে পড়তে শুরু করল। এরপর জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদের এক ইমামের সাথে দেখা হলে আমার এই অনুভূতি পূর্ণতা লাভ করল। তিনি আমাকে শেখালেন—কীভাবে হৃদয়ের ভেতরের ভালোবাসা ও ঈমানের চারাগাছে পানি সিঞ্চন করতে হয়। এই বয়স্ক ফিলিস্তিনি ইমামকে আমি শ্রদ্ধার সাথে 'সিদি' নামে ডাকতাম। তাঁর দেখানো পথ আমার জীবনের গতিপথকে আমূল বদলে দিলো।

সিদি ছিলেন আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের একজন গুরু এবং আমার প্রথম শিক্ষক, যিনি আল্লাহর ভালোবাসার দরজা থেকে আমাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছিলেন। সিদি বলতেন—জেনে রেখ প্রিয় বন্ধু! আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার ভালোবাসা চিরন্তন এবং তাঁর ভালোবাসার তরঙ্গ সর্বত্র প্রবাহিত হয়। যদি তা না হতো,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাহলে চলমান কোনো কিছুই চলত না, জীবিত কোনো কিছুই জীবিত থাকত না। নিজ নিজ কক্ষপথে ঘোরা সৌরজগতের গ্রহগুলো এবং নিজ নিজ স্থানে কাজ করে যাওয়া প্রতিটি কোষ আল্লাহর ভালোবাসার সাক্ষী এবং তাঁর প্রজ্ঞার নিদর্শন।

নিজের ভেতর এই ভালোবাসা সব সময় লালনের চেষ্টা করবে। কেননা, যে মুহূর্তে এ ভালোবাসা হারিয়ে ফেলবে, সে মুহূর্তেই তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলবে এবং পরিণামে আল্লাহকেও হারিয়ে ফেলবে।'

আমি পবিত্র কুরআনের যত গভীরে প্রবেশ করলাম, রাসূল ﷺ ও ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাগুলো যত তলিয়ে দেখলাম, বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলাম—ইসলামের প্রাণসত্তাই হলো ভালোবাসা। আমার অন্ধ হৃদয় এতদিন যা খুঁজছিল, তার সন্ধান পেলাম। এটি হলো ইসলামের আত্মা—ভালোবাসা।

নামাজ, রোজা ও আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে ইসলামের আরও গভীরে প্রবেশ করার পর লক্ষ করলাম—আমি আমার হৃদয়ের ভেতরের এমন একটি স্থানকে স্পর্শ করতে পারছি, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আগে কোনো ধারণাই ছিল না। ধীরে ধীরে আমার কঠিন হৃদয় কোমল হতে শুরু করল, ভেতরে আধ্যাত্মিক স্বপ্ন আবার প্রোথিত হলো। নিজের সম্পর্কে যে ধারণা রাখতাম, সেই খোলস ভেঙে গেল। আমার আত্ম-অহংয়ের মুখোশ খসে পড়ল এবং নিজের ভেতরের চেতনার পর্দা উন্মোচিত হলো, যে চেতনাকে আগে কখনো পূর্ণভাবে অনুভব করিনি।

যখন আমি প্রকৃত সত্তাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হলাম (পরে জেনেছি, এটির নাম 'ফিতরাত' বা স্বাভাবিক সৌন্দর্যময় বৈশিষ্ট্য—যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অবধারিতভাবে বিরাজ করে), তখন আমি এ সম্পর্কে লেখার তাগিদ অনুভব করলাম। এই তাগিদ এত তীব্র হয়ে দাঁড়াল, এটিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। বার্তাটি ছিল পরিষ্কার—ইসলামের ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে একটি বই লিখে ফেলো। যদিও নির্দেশনাটি ছিল একেবারে সোজাসাপ্টা, তবুও আমার মধ্যে নানা সংশয় দোলা দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এ কাজের যোগ্যতা কি আমার আছে?

আমি যথেষ্ট ভালো মানুষ নই

আমার মনে হচ্ছিল, আমি তো ইসলামের তেমন কিছুই জানি না। 'আমি যথেষ্ট ভালো মানুষ নই'—এ ধারণাটির একটি সুর আমার ভেতরে বেজে চলছিল। মনে হচ্ছিল, কোটি প্রজাপতি আমার দুশ্চিন্তার সেই সুরে সুর মিলিয়ে গান গাইছে। তখন আল্লাহর কাছে ফিরলাম এবং বললাম—'এ কাজের যোগ্য লোক আমি নই।' দিনের পর দিন আল্লাহকে এ কথাটি বলতাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

একদিন অন্তরের কান দিয়ে শুনলাম, আল্লাহ বলছেন—'আমি জানি তুমি যথেষ্ট ভালো লোক নও। আমার তোমাকে বাছাই করার কারণ ঠিক এটাই। আর কখনো এমন বলবে না। কাজটি তুমি করছ না; বরং কাজটি করছি আমি তোমার মাধ্যমে।'

হঠাৎ করে আমার কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। যথেষ্ট ভালো মানুষ হওয়ার পর আল্লাহর পথে যাত্রা করতে হবে—এটি ইসলামের কথা নয়; বরং ইসলামের মূল কথা হলো, নিজের সব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সঙ্গে নিয়েই আল্লাহর কাছে আসতে হবে এবং নিজের ভেতর এ কথাকে জাগরূক রাখতে হবে। তাহলে তাহলে তিনি তাঁর অসীম দয়া দিয়ে আমাদের দুর্বলতাগুলো দূর করে দেবেন।

উপলব্ধি করলাম, আল্লাহর নামে কোনো কাজ করতে হলে তা আমাদের বর্তমান সক্ষমতার ভিত্তিতে নয়; বরং করতে হবে আল্লাহ প্রদত্ত আমাদের ভেতরের সম্ভাবনার ভিত্তিতে। যখন আমি সীমিত সক্ষমতার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আল্লাহর অসীম মাহাত্ম্যের দিকে দৃষ্টি দিলাম, তখন সব দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেল। মুসা ﷺ-এর লাঠির মতো এই উপলব্ধি আমার ভেতরের ভয়ের লোহিত সাগরকে আঘাত করল এবং সব দ্বিধা-সংশয়কে সরিয়ে নতুন পথ নির্মাণ করে দিলো।

অল্প সময়ের মধ্যেই নির্মাণোপযোগী হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল—আমি এমন এক কাদামাটিতে পরিণত হয়েছি, যা দিয়ে মাটির যেকোনো পাত্র বানানো সম্ভব। আমি আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলাম, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন। 'আমি কে' এজন্য নয়; বরং তিনি অসীম দয়ার আধার এজন্য।

এক অপরিচিত লোকের শক্তিশালী দুআ

একদিন সন্ধ্যায় কয়েক ঘণ্টা গবেষণা ও লেখালিখির পর আল্লাহ আমার অন্তরের কান খুলে দিলেন। আমি শুনলাম, দুনিয়ার কোনো এক প্রান্ত থেকে একটি ছেলে অথবা একটি মেয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছে। সে আল্লাহর কাছে এমন একটি জিনিস চাইছে, যা আমি ইতোমধ্যে লিখে ফেলেছি। এই ঘটনা ছিল ব্যাখ্যার অতীত। আমার মনে হলো, আল্লাহ আমাকে দেখালেন—এ গ্রন্থটি কাগজের ওপর লিখিত কিছু শব্দের চাইতেও বেশি কিছু। এ গ্রন্থটি সেই চিরঞ্জীব আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করে লেখা, যিনি খুব যত্ন ও মনোযোগ সহকারে আমাদের প্রতিটি প্রার্থনা শোনেন। আমি বিনয় ও লজ্জায় বিগলিত হয়ে গেলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হাজার হাজার ঘণ্টা ধরে চিন্তা করে এ গ্রন্থটি লেখা শুরু করেছিলাম। আজ উপলব্ধি করলাম—এ গ্রন্থটি সেই একটি প্রার্থনার জবাব মাত্র। আমি দিন-রাত চিন্তা করতাম—কে সেই লোক? কে সেই সৌন্দর্যময় হৃদয়ের অধিকারী, যে এত শক্তিশালী প্রার্থনা করতে পারে?

আপনি যে-ই হোন না কেন, আমি নিশ্চিত—একদিন আপনি এ বই খুঁজে পাবেন। যদি সত্যি আপনি বইটি খুঁজে পান, তাহলে বলব—আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন। আপনার প্রার্থনা আল্লাহর কাছে এতখানি মূল্যবান ছিল, আপনার প্রার্থনার জবাব দিতে কয়েক ডজন মানুষের নিরলস পরিশ্রমে এ বই তৈরি করা হয়েছে। আমি প্রায়ই আপনার কথা ভাবি। ভাবি—কী করে এ বই আপনার হলো! আপনার ভালোবাসা ও তীব্র মনোবাসনাই এ বইকে অস্তিত্বে এনেছে।

আমি লেখক নই। আমি একজন স্বপ্নচারী এবং আল্লাহর প্রেমিক। এ গ্রন্থের পাতায় পাতায় অনেক মূল্যবান কথামালা ঠাঁই পেয়েছে, যা লেখার যোগ্যতা আমার ছিল না। তবে আল্লাহ চেয়েছেন, কথাগুলো এভাবে লেখা হোক।

আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর

এ গ্রন্থের কোনো অংশ আপনার জন্য প্রেরণাদায়ক মনে হলে দয়া করে এর কৃতিত্ব আমাকে দেবেন না। আমি একজন ফুল উত্তোলনকারী (ফ্লাওয়ার পিকার) মাত্র। আইডিয়ার ফুলের গাছ আমি রোপণ করিনি। এ বই পড়ে যদি হৃদয়ের ভেতর আলোড়ন অনুভব করেন, তাহলে বুঝে নেবেন—আপনার অন্তরে এ বীজ আল্লাহ আগেই বপন করে রেখেছিলেন। গ্রন্থটির কোথাও কোনো ভুল যদি আপনার চোখে পড়ে, তাহলে ধরে নেবেন—এর জন্য আমার মানবীয় সীমাবদ্ধতাই দায়ী।

এ গ্রন্থ আপনাকে সে কথাই মনে করিয়ে দেবে—আপনি যা এবং আপনি সব সময়ই যা ছিলেন। মনে করিয়ে দেবে—এ জগতে আপনি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং আল্লাহ আপনাকে নিঃশর্তভাবে ভালোবাসেন। আপনাকে সচেতনতার সাথে ঐশী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর পথে নিজের হৃদয়-মনকে জাগ্রত করতে যা প্রয়োজন, তা আপনার ভেতরেই রয়েছে। কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। আল্লাহর অসীম ভালোবাসার পথে আল্লাহই আপনাকে চালিত করবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সূচিপত্র

আল্লাহ : ভালোবাসার আদি উৎস	১৮
আমরা কারা	৫২
কুরআনের রহস্যময় জগৎ	১০০
ইসলামের আধ্যাত্মিক মাত্রা	১২৬
তওবা : ক্ষমা প্রার্থনা এবং আল্লাহর কাছে ফিরে আসা	১৪০
শাহাদাহ : একত্ববাদের সৌধ	১৫৪
নামাজ : আল্লাহর ভালোবাসাকে ধারণ	১৭২
জাকাত : আল্লাহর দান বিতরণ	১৮৮
রমজান : আত্মশুদ্ধির মাস	২০২
হজ : আল্লাহর দিকে যাত্রা	২১২
মৃত্যুর আধ্যাত্মিক রহস্য	২২২
জান্নাত ও জাহান্নামের রহস্য	২৩৬
আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন	২৫০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

“আপনি আকাশে বিমানের ভেতর, সুদূর মরুভূমিতে কিংবা সমুদ্রের অতল গভীরে থাকেন না কেন, আল্লাহ আপনার সাথেই আছেন। জগতের সবাই আপনাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে, সবকিছুই ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ চিরকাল অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে আপনার পাশেই থাকবেন।

সূর্য যখন অস্ত যায়, তারাগুলো যখন লজ্জায় ম্লান হয়, চাঁদ যখন মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে, তখনও তিনি সেই আলো হিসেবে হাজির থাকেন—যা কখনো নিভে যায় না।

আল্লাহ হলেন জগতের সকল প্রেমিকের হৃদয়ের প্রেরণা, পৃথিবীর সব গান গাওয়া বুলবুলি পাখির কণ্ঠের সৌন্দর্য, প্রকৃতির সুসজ্জিত মনোহর রূপের পেছনের মূল কারিগর।”

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহ : ভালোবাসার আদি উৎস

বিশ্বজগৎ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ। তিনি এমন এক পরম ও সর্বোত্তম বাস্তবতা, যিনি নিজের ভালোবাসার সমুদ্রে সকল ভেদাভেদকে একত্রিত করেন। তিনি এমন এক আলো, যার সংস্পর্শে ফুল প্রস্ফুটিত হয়। তিনি বাতাসের পেছনে থাকা ভালোবাসার নিশ্বাস, যার সংস্পর্শে শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং বসন্তকালে তা আবার নতুন সাজে সজ্জিত হয়। তিনি এমন এক শক্তি, যার কারণে পাহাড়গুলো উত্থিত হয়। তিনি এমন এক চিত্রশিল্পী, যিনি মানুষের চোখের মণিকে পর্যন্ত রাঙিয়ে দেন। তিনি সমগ্র প্রকৃতির পেছনের জীবন। তিনি একটি বীজ থেকে বিশাল বৃক্ষ সৃষ্টি করেন। তাঁর ভালোবাসায় পাথর স্বর্ণে পরিণত হয়।

> 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেন, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের শোনার শক্তি, দেখার শক্তি আর অন্তর দান করেছেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় করতে পারো।' সূরা আন-নাহল : ৭৮

প্রতিটি বৈজ্ঞানিক সূত্রের স্রষ্টা আল্লাহ—

> 'তিনি আমাদের রব, যিনি সকল বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।' সূরা ত্ব-হা : ৫০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর একটি নাম 'আস-সামাদ'। এর অর্থ—স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্য অর্থগুলো হলো—অটুট, অভেদ্য, খাঁজহীন।[১] আল্লাহকে যদি রূপক অর্থে 'সমগ্র' হিসেবে ধরা হয়, তাহলে আমরা একটি অন্ধকার গহ্বর ছাড়া আর কিছুই নই।

আমরা পরমাণু দিয়ে তৈরি। সেই পরমাণু আবার তৈরি শতকরা ৯৯.৯৯৯৯৯ ভাগ খালি জায়গা দিয়ে। আল্লাহ এমন এক সত্তা, যাঁর ভেতর কোনো খাঁজ বা খালি জায়গা নেই। তিনি অবিচ্ছেদ্য, তাঁর নেই কোনো বিচ্ছিন্ন অংশ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু পেতে চাইলে যা পাওয়া যায়, তা শূন্য ছাড়া আর কিছু নয়। জগতের কোনো কিছুই আমাদের ভেতরের শূন্যতা পূরণ করতে পারে না। কারণ, সবকিছুই তৈরি শূন্য পরমাণু দিয়ে। আমরা যখন আল্লাহর কাছে পৌঁছাই, তখনই কেবল আধ্যাত্মিক পূর্ণতার সন্ধান পাই এবং আমাদের হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। কারণ, তিনি আল আহাদ, এক, পূর্ণাঙ্গ ও অবিভাজ্য।

আল্লাহ হলেন সময়ের স্রষ্টা, এ মহাবিশ্বের নির্মাতা, আত্মার বুননকারী, হৃদয় স্থাপনকারী। তিনি সবকিছু পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সময়ের সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। তাঁর দম থেকে জীবন সৃষ্টি হয়েছে। এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে তাঁর কথার কম্পন থেকে। তাঁর দয়ার কোল থেকে ভালোবাসা জন্মলাভ করেছে। তিনি বিশাল শূন্যতাকে বলেছেন—'হও'। আর সাথে সাথে সেখান থেকেই অস্তিত্বের যাত্রা শুরু হয়েছে। তাঁর কথার আলো পেয়ে অন্ধকার-শূন্যতা থেকে জীবনের ভোর উদিত হয়েছে।

সূর্য যখন অস্ত যায়, তারাগুলো যখন লজ্জায় ম্লান হয়, চাঁদ যখন মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে, তখনও তিনি সেই আলো হিসেবে হাজির থাকেন—যা কখনো নিভে যায় না। তিনি বিশ্বজগৎ নন; বরং তিনি হলেন স্থান ও সময়ের পেছনের নিশ্বাস। মানুষের চোখ যা দেখে তা আল্লাহ নয়; বরং আল্লাহ তিনি, যিনি চোখকে দেখার শক্তি দিয়েছেন। মানুষের হাত যা ধরতে পারে তা আল্লাহ নয়; বরং আল্লাহ তিনি, যার কাছে পৌঁছার তাগিদ আপনি অনুভব করেন। তিনি সকলের প্রয়োজন পূরণ করেন। কারণ, 'আকাশ আর পৃথিবীতে যারা আছে, তারা তাঁর কাছেই চায়। প্রতি মুহূর্তে তিনি নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত।'[২]

---

১. Shah-Kazemi, Reza. *Common Ground between Islam and Buddhism.* Louisville, KY: Fons Vitae, 2011

২. সূরা আর-রহমান : ২৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তিনি সবকিছু 'জোড়ায় জোড়ায়' সৃষ্টি করেছেন, যাতে আপনি অনুধাবন করেন—তিনি এক। তিনি কারও ওপর নির্ভরশীল নন; বরং সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। তাঁর মৃত্যু নেই, কিন্তু তিনি মৃত্যু দিয়ে থাকেন। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি; বরং সবকিছুর স্রষ্টা তিনি। তিনি কোনো সন্তান জন্ম দেন না, কিন্তু তিনি জানেন—মাতৃগর্ভে কী রয়েছে। তাঁর কোনো শুরু নেই; বরং সবকিছুর শুরু তাঁর কাছ থেকে। তাঁর কোনো শেষ নেই; বরং সবকিছুই তাঁর কাছে ফিরে আসে।

আল্লাহ একবার সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি; তিনি 'সৃষ্টির সূচনা করেছেন, পরে আবার সৃষ্টি করবেন।'[৩] তাঁর ভালোবাসা ছায়াপথের বাহুর মতো সব আত্মাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। তিনি আপনার প্রতিটি কোষের ভেতরে ছন্দময় ভঙ্গিতে গান করেন। হৃদয়ের ভেতর ড্রামের বিট বাজান। তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির নির্যাস থেকে। তিনি ফেরেশতাদের চেয়ে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি আপনার হৃদয়ের ভেতর পুরো বিশ্বজগতের প্রতিবিম্বকে রোপণ করে দিয়েছেন। জগতের অস্তিত্বশীল সকল বস্তুই রয়েছে তাঁর দয়ার আঙুলের মাঝে।[৪]

> 'ভূমিতে যা কিছু প্রবেশ করে এবং যা কিছু ভূমি থেকে বের হয়; যা কিছু আকাশ থেকে অবতরণ করে এবং যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়—সবই তিনি জানেন। তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।'
> সূরা সাবা : ২

আপনি আকাশে বিমানের ভেতর, সুদূর মরুভূমিতে কিংবা সমুদ্রের অতল গভীরে থাকেন না কেন, আল্লাহ আপনার সাথেই আছেন। জগতের সবাই আপনাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে, সবকিছুই ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ চিরকাল অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে আপনার পাশেই থাকবেন।

আল্লাহ হলেন জগতের সকল প্রেমিকের হৃদয়ের প্রেরণা, পৃথিবীর সব গান গাওয়া বুলবুলি পাখির কণ্ঠের সৌন্দর্য, প্রকৃতির সুসজ্জিত মনোহর রূপের পেছনের মূল কারিগর এবং সেই আলো, যার প্রতিফলন ঘটেছে মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর হৃদয়ে। আল্লাহর মহিমায় ঈসা ﷺ মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন।[৫]

---

৩. সূরা ইউনুস : ৪

৪. মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন—'নিশ্চয়ই আদম সন্তানের হৃদয়গুলো দয়াময় আল্লাহর দুই আঙুলের ভেতর এমনভাবে রয়েছে, যেন তা একটি হৃদয়। তিনি এ হৃদয়কে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে পরিচালনা করেন।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন—'হে আল্লাহ! হে অন্তরসমূহের পরিচালক! আমাদের হৃদয়গুলোকে আপনার আনুগত্যের পথে পরিচালিত করুন।' মুসলিম

৫. সূরা মায়েদা : ১১০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর ক্ষমতাতেই মুসা ﷺ-এর জন্য লোহিত সাগর দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।[৬] এমনকী আমরা যদি খেয়াল না-ও করি, তবুও আল্লাহ অবিরতভাবে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের বারিধারা আমাদের ওপর বর্ষণ করতে থাকেন এবং প্রার্থনার জবাব দেন।

আল্লাহর কাছে পৌঁছার জন্য উঁচু দালানের দরকার হয় না। নিজের হৃদয়ের প্লাগকে আল্লাহর সকেটে স্থাপনই আল্লাহর কাছে পৌঁছার জন্য যথেষ্ট। কারণ, আল্লাহ বলেছেন—

> 'তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যে কাজই করো না কেন, আল্লাহ তা দেখেন।' সূরা হাদিদ : ৪

সবচেয়ে নিকটস্থ পরমাণু কিংবা সবচেয়ে দূরবর্তী তারকা থেকেও তিনি আমাদের দেখতে পান। আল্লাহর ভালোবাসার বিশালতা দেখে গভীর সমুদ্রও লজ্জা পায়। প্রত্যেক অনুতপ্ত পাপীর জন্য তাঁর অনুগ্রহের দরজা সদা উন্মুক্ত।[৭] যখন জগতের সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ আপনার পাশে জেগে থাকেন। আপনার হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকে যে কান্না, তাও তিনি দেখেন। আপনার যে কষ্টের কথা জগতের কেউ জানে না, আল্লাহ তায়ালা সেটাও জানেন।

> 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অণু, পরমাণু কিংবা তদপেক্ষা ছোটো-বড়ো কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে নেই।' সূরা সাবা : ৩

এক অজ্ঞাত কবি লিখেছিলেন—

> 'গাঢ় অন্ধকার রাতে একটি কালো পাথরের ওপরে থাকা একটি কালো পিঁপড়াকেও আল্লাহ দেখতে পান। তাহলে কেন তিনি তাঁর বান্দার হৃদয়ের ব্যথা দেখতে পাবেন না?'

---

৬. সূরা ত্ব-হা : ৭৭-৭৮

৭. আল্লাহ বলেছেন—'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না, এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরিক করে, সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পতিত হলো (সূরা নিসা : ১১৬)।' তবে শিরক একটি ক্ষমাযোগ্য অপরাধ। যদি কেউ অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। অনেকের মধ্যে এই ভ্রান্তি রয়েছে যে, শিরকের অপরাধ বোধ হয় আল্লাহ কখনো ক্ষমা করেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল পাপই ক্ষমাযোগ্য। আল্লাহ বলেছেন, 'বলো—হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।' সূরা জুমার : ৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহ তাঁর নিখুঁত দৃষ্টিশক্তি দিয়ে আপনাকে এবং জগতের অস্তিত্বশীল যাবতীয় বস্তুকে দেখতে পান।

> 'সমস্ত অদৃশ্য জগতের চাবি তাঁর কাছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা আছে, তা তিনি জানেন। এমন একটি পাতাও পড়ে না—যা তিনি জানেন না। জমিনের গহিন অন্ধকারে কোনো শস্যদানা নেই, নেই কোনো ভেজা ও শুকনো জিনিস—যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লিখিত) নেই।' সূরা আনআম : ৫৯

যদি তাঁর জ্ঞান ছাড়া গাছের একটি পাতাও না পড়ে, তাহলে আপনার হৃদয়ের ব্যথার খবর তিনি জানবেন না—তা কী করে হয়?

> 'আপনার চূড়ান্ত হতাশার মুহূর্তে তিনিই আশার আলো। ভুলবেন না, সবচেয়ে কালো মেঘ থেকেই আসে সবচেয়ে ভারী বৃষ্টি।'
> —জালালুদ্দিন রুমি

আপনার পাপের চেয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ অনেক বড়ো। আপনার কাঁটাযুক্ত যে অংশের ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত—কেউ তা গ্রহণ করবে না, আল্লাহর স্নেহপূর্ণ ভালোবাসা সে অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তাঁর রহমত আপনার সেই অংশকে অভিবাদন জানায়, যার জন্য জগতের কেউ হাততালি দেয় না। আপনি সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন। আপনি তাঁকে চেনার আগে থেকেই তিনি আপনাকে রক্ষা করে চলেছেন। কুরআনে তিনি বলেছেন—

> 'তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাজিল করেন, যাতে তারা নিজেদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বাড়িয়ে নেয়। আসমান-জমিনের যাবতীয় বাহিনী আল্লাহর কর্তৃত্বের অধীন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।'
> সূরা ফাতহ : ৪

আল্লাহর রহস্য

আমাদের ও আল্লাহর মাঝে অসংখ্য পর্দা রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ ও আমাদের মাঝে কোনো পর্দা নেই।[৮] আমাদের ও আল্লাহর মাঝে যে পর্দার অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি, তা মূলত ছোটোবেলায় আমাদের ভেতর তৈরি হওয়া ভ্রান্তি,

---

৮. নবিজি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন—'আল্লাহর রয়েছে ৭০ হাজার আলো ও অন্ধকারের পর্দা। যদি তিনি এ পর্দাগুলোকে সরিয়ে ফেলতেন, তাহলে তাঁর দৃষ্টি যেখানেই পড়ত, তাঁর চেহারার উজ্জ্বল দ্যুতি সবাইকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিত।' ইবনে মাজাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যা পরবর্তী সময়ে আমাদের স্বাভাবিক কল্পনাকে বিকৃত করে। যখন সাথে কোনো ঘটনা ঘটে, (হোক সেটা ভালো বা মন্দ) আমরা সে ঘটনার একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করাই। এ ব্যাখ্যাই পরবর্তী সময়ে বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণকে প্রভাবিত করে। যেহেতু এ ব্যাখ্যা আমাদের নিজস্ব, সেহেতু এ ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হলে আল্লাহ ও সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যাও বদলে যায়। জগৎসংসারে প্রতিদিন যা ঘটে, সেটি নিয়ে আমাদের কিছু করার নেই। তবে সচেতন বা অবচেতনভাবে ঘটনাগুলোর যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমরা দাঁড় করাই, তা নিয়ে অনেক কিছু করার আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে অনুভব করার প্রশ্নে আমাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ একটি বড়ো বাধা। অবশ্য আল্লাহর অনুধাবনের সামনে কোনো পর্দা বা বাধা নেই। আল্লাহর কাছে এ জগতের কোনো অনাবিষ্কৃত জায়গা নেই, নেই কোনো সীমানা। আমরা আল্লাহর দূরত্ব নয়; বরং তাঁর নৈকট্যের পর্দা দিয়ে ঢাকা।[৯] আমাদের প্রাণ আমাদের খুব নিকটে আছে বলেই আমরা নিশ্বাস নিতে পারি; অথচ প্রাণকে দেখতে পাই না, ধরতে পারি না। ঠিক তেমনি, আল্লাহ আমাদের খুব নিকটে আছেন বলেই আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, ধরতে পারি না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—'আমি তার গলার ধমনি থেকেও নিকটবর্তী।'[১০] আমাদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে আল্লাহর ভালোবাসার অস্তিত্ব রয়েছে।

'আল্লাহ' শব্দটি শুধু পবিত্র কুরআন নয়; অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও উল্লেখিত হয়েছে, তবে তা সামান্য পরিবর্তিতরূপে। হিব্রু ভাষায় রচিত তাওরাতে আল্লাহকে বলা হয়েছে 'ইলোহিম'। অ্যারামিক ভাষায় ঈসা ﷺ-এর মুখে 'আল্লাহা' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে বলে জানা যায়। আল্লাহ নারীও নন, পুরুষও নন। তিনি সৃষ্টির সকল সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে। তবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহকে বোঝাতে 'হুয়া' বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ 'তিনি' এবং শব্দটি পুংলিঙ্গ। এ শব্দটি ব্যবহারের কারণ হলো—আরবি ভাষায় পুংলিঙ্গের মধ্যেই স্ত্রীলিঙ্গ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

---

৯. আমাদের জীবিত থাকার পেছনে মূল কারিগর আল্লাহ। আল্লাহর জন্যই আমরা দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, অনুভব করি, গন্ধ ও স্বাদ নিই। যদিও আল্লাহ আমাদের বিভিন্ন অনুভূতির স্রষ্টা, তবুও আমাদের সকল অনুভূতির চাইতেও তিনি আমাদের নিকটে অবস্থান করেন। আমাদের চোখের মণি আমাদের খুব কাছে থাকে, কিন্তু আমরা তা দেখতে পাই না; অথচ চোখের মণি আছে বলেই তো আমরা দেখতে পাই। একইভাবে আল্লাহ আমাদের এত নিকটে অবস্থান করেন, আমরা তাঁকে দেখতে পাই না; অথচ তাঁর অস্তিত্ব ও ভালোবাসা আছে বলেই আমরা কোনো কিছু দেখতে পাই।

১০. সূরা ক্বাফ : ১৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আপনি আরও দেখতে পাবেন—কুরআনে আল্লাহ কখনো কখনো নিজেকে বোঝাতে 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা প্রথম পুরুষ ও বহুবচন। এর মানে এই নয়, আল্লাহ একের অধিক। আরবি ছাড়াও আরও অনেক ভাষায় এভাবে একজনকে 'আমরা' বলার প্রচলন রয়েছে, যা দিয়ে তাঁর মহিমা (সম্ভ্রান্ত) বোঝানো হয়। এটাকে 'রাজকীয় আমরা' বলা হয়ে থাকে। কেননা, রাজা-বাদশাহরা নিজেকে বোঝাতে এভাবে 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করতেন।

উদাহরণস্বরূপ, একজন রাজা বললেন—'আমরা এই ফরমান জারি করেছি।' এখানে 'আমরা' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও তিনি মূলত নিজেকে বুঝিয়েছেন। কোনো কোনো বিশ্লেষক বলেছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা বলেন—'আমরা সৃষ্টি করেছি', তখন মূলত তিনি বোঝাতে চান—কীভাবে তিনি ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন সৃষ্টি করার জন্য। তবে কুরআনে যখন আল্লাহ নিজেকে বোঝাতে 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তখন প্রায়শই দেখা গেছে—একটি একবচন শব্দও ব্যবহার করেছেন, যাতে তাঁর একত্ববাদ প্রকাশিত হয়।[১১]

জগতের সকল দ্বৈত অস্তিত্ব ও ভিন্নতার মিলনস্থল হলেন আল্লাহ। এজন্যই তিনি একক বাস্তবতা। স্কলারদের কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর নাম 'আল্লাহ' রেখেছেন। তাই এ শব্দটিকে ব্যাকরণগতভাবে ভাঙা যায় না। অন্য একদল স্কলারের মতে—'আল্লাহ' শব্দটি এসেছে 'ইলাহ' থেকে, যার অর্থ উপাস্য। 'ইলাহ' শব্দের পূর্বে 'আল' নির্দিষ্ট পদাশ্রিত নির্দেশক (আর্টিকেল) বসিয়ে 'আল্লাহ' শব্দটি গঠন করা হয়েছে, যার ইংরেজি অর্থ 'দি গড'।

'আল্লাহ' শব্দের ব্যাকরণগত উৎসের কথা বাদ দিলে এভাবে বলা যায়—আল্লাহ হলেন এমন এক সত্তা, যিনি 'হ্যাঁ' ও 'না'-কে একত্রিত করেন। তাঁর এককত্বের কারণে সকল দ্বৈততা রহস্যজনকভাবে একত্রিত হয়। আল্লাহ সকল অদৃশ্য ও দৃশ্যমান জগতের মধ্যকার সেতুবন্ধন। তিনি সকল অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যকার সংযোগস্থল। তিনি দুই মেরুর ভিত্তি, অন্তর্জগৎ (আল বাতিন) ও বহির্জগৎ (আজ-জাহির) উভয়ের অভিব্যক্তি।

> 'আল্লাহর অবস্থান সকল জিনিসের বাইরে—তার মানে এই নয় যে তিনি ভিন্ন কেউ। আল্লাহর অবস্থান সকল জিনিসের ভেতরে—তার মানে এই নয় যে তিনি অভিন্ন কেউ।'—আলি ﷺ

---

১১. এর উদাহরণ রয়েছে এমন একটি আয়াত—'আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য পাঠিয়েছি কেবল রহমত হিসেবে। বলো—"আমাকে তো এ আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে?"' সূরা আম্বিয়া : ১০৭-১০৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, কেবল আল্লাহই আল্লাহকে চিনতে পারেন। কারণ, 'তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।'[১২] মানবীয় প্রকৃতি এমন, মানুষ সব সময় একটি বস্তু বা বিষয়ের সাথে অন্য একটি বস্তু বা বিষয়ের তুলনা করে বা সংশ্লিষ্ট করে সেটিকে বুঝতে চেষ্টা করে। যেহেতু আল্লাহর সমতুল্য ও সমকক্ষ কেউ নেই, সেহেতু সেই আল্লাহকে উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়; যিনি একক ও অবিভাজ্য এবং এমন কেউ, যার মতো কোনো কিছু সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান নেই।

> 'দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না; বরং তিনিই সকল দৃষ্টিকে নাগালে রাখেন। তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।'
> সূরা আনআম : ১০৩

আল্লাহর চিরন্তন ও বোধের অতীত প্রকৃতিকে মরণশীল মানুষের জিহ্বা দিয়ে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কোনো ভাষার সীমিতসংখ্যক বর্ণ আল্লাহর অসীম সত্তাকে ধারণ করতে পারে না। এজন্যই রাসূল ﷺ-এর সাহাবি আবু বকর ﷺ বলেছেন—'আল্লাহকে বোঝার অক্ষমতার মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক বুঝ।' আমরা আল্লাহর অসীম প্রকৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম—এর মানে এই নয় যে, আমরা আল্লাহর সাথে কোনো সম্পর্ক গড়তে পারব না; বরং এর মানে হলো—আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞানের সামনে আমার অজ্ঞতার স্বীকৃতি দেওয়া।

নিজের তুচ্ছতার স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমেই আমরা কেবল আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সংযোগের সূচনা করতে পারি। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয় তার *ওয়ার অ্যান্ড পিস* গ্রন্থে বলেছেন—

> 'সব মিলিয়ে আমরা যা জানতে পারি, তা হলো—আমরা কিছুই জানি না এবং এটাই মানবীয় জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর।'

যে মুহূর্তে আমরা আমাদের আত্ম-অহংকে দূরে সরিয়ে দিতে সক্ষম হব এবং নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি করতে পারব, সে মুহূর্ত থেকেই আমরা আল্লাহর পথে যাত্রা শুরু করতে পারব। জালালুদ্দিন রুমি খুব সুন্দর করে বলেছেন—

> 'তোমার চতুরতাকে বিক্রি করে দাও এবং বিহ্বলতাকে ক্রয় করে নাও।'

কারণ, সবকিছুর যেখানে শেষ, সেখান থেকেই আল্লাহর পথে তোমার যাত্রা শুরু।

---

[১২]. সূরা ইখলাস : ৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর দরজা সব সময় খোলা

আল্লাহ আকাশে থাকা কোনো বৃদ্ধ লোক নন; তিনি মেঘের ওপর বসে থাকা ঈসা ﷺ নন; যিনি আপনাকে সাজা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। আল্লাহ দুষ্টুমির তালিকা নিয়ে চলা সান্তা ক্লজ নন, যার হাত থেকে আপনি কোনোভাবেই মুক্তি পাবেন না। আল্লাহ এ বিশ্বজগতের স্রষ্টা। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ সবকিছুর ওপর বর্ষিত হয়। তাঁর ভালোবাসা জগতের সকল হৃদয়ে প্রাণ সঞ্চার করে। তাঁর হাত সকল ক্ষতের উপশম করে। আপনি যেদিকেই ঘুরবেন, তাঁকে সেদিকেই চেহারা দেখতে পাবেন। আপনি যেখানেই থাকেন, তিনি আপনার সাথেই আছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আমার দিকে এক পা অগ্রসর হও, আমি তোমার দিকে দশ পা এগিয়ে যাব। আমার দিকে হেঁটে এগিয়ে এসো, আমি তোমার দিকে দৌড়ে এগিয়ে যাব।'[১৩]

আমরা হয়তো অনুতপ্ত হতে দেরি করি, কিন্তু আল্লাহ ক্ষমা, দয়া ও অনুগ্রহ করতে দেরি করেন না। দুজন মহান সাধকের নিচের কথোপকথনে আল্লাহর দয়া চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে—

> 'অষ্টম শতকের এক মহান সাধক সালিহ মসজিদে বসে তাঁর ছাত্রদের বলছিলেন—"আল্লাহর দরজায় টোকা দিতেই থাকবে, কখনো থামবে না। যারা আন্তরিকতার সাথে প্রার্থনা করবে, একসময় আল্লাহ নিজের দরজা তাদের জন্য খুলে দেবেন।"
>
> মসজিদের পাশের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন রাবেয়া বসরি। তিনি এ কথা শুনে বললেন—"হে সালিহ! কে আপনাকে বলেছে আল্লাহর দরজা বন্ধ এবং তা খোলার চেষ্টা করতে হবে?"'

রাবেয়া বসরি বুঝতে পেরেছিলেন, আল্লাহর ভালোবাসা আমাদের কর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং এ ভালোবাসা আমাদের কর্মকে প্রভাবিত করে, আমাদের আল্লাহর পথে যাত্রা শুরু করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। সূর্য যেমন গাছকে টানে—যাতে গাছের মুখগুলো সূর্যের আলোর কাছে পৌঁছতে পারে, আল্লাহও তেমনি আমাদের ডাকেন, যাতে আমরা তাঁর স্নেহধারায় ধন্য হতে পারি। আল্লাহ তিনি, যাঁর কথায় কবর থেকে মৃত মানুষরা উত্থিত হয়, যাঁর আদেশে একটি লাঠির আঘাতে

---

১৩. এটি একটি হাদিসে কুদসি। হাদিসে কুদসি বলা হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই সমস্ত কথাকে—যেগুলো আল্লাহর কথা, কিন্তু রাসূল ﷺ-এর ভাষায় তা উল্লিখিত হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সমুদ্রকে দুই টুকরোয় পরিণত হতে হয়। তিনি আপনার হতাশাজনক পরিস্থিতিকে অলৌকিকভাবে বদলে দিতে পারেন। তিনিই আপনার বিশৃঙ্খল জীবনকে সুসংগঠিত করে দেন, আপনার ক্লেশকে উল্লাসে পরিণত করেন। তিনি পরাজিতকে বিজয়ী বানিয়ে দেন।[১৪] তিনি আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার সাথেই আছেন। এজন্যই রাসূল ﷺ-এর নাতি ইমাম হুসাইন ﷺ বলেছেন—

> 'হে আল্লাহ! যে আপনাকে হারিয়েছে, সে কী খুঁজে পেয়েছে? এবং যে আপনাকে খুঁজে পেয়েছে, সে কী হারিয়েছে?'

আমরা এ কারণে আল্লাহর ইবাদত করি না—আমাদের ইবাদত তাঁর প্রয়োজন; বরং আমরা এ কারণে আল্লাহর ইবাদত করি, আল্লাহর ইবাদত করা আমাদেরই প্রয়োজন। প্রার্থনার মানে এটি নয়, আপনি আল্লাহর কাছে পৌঁছছেন; বরং প্রার্থনার মানে হলো—আপনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। সেই আল্লাহর ডাকে, যিনি আগেই আপনার কাছে পৌঁছে গেছেন। আমাদের হৃদয়ের জমিনকে আল্লাহর আলোর সামনে উপস্থাপন করলেই কেবল সেখান থেকে ভালোবাসার ফসল পেতে পারি। কারণ, এ জমিতে আল্লাহ ভালোবাসার বীজ আগেই বপন করে রেখেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'যে সংগ্রাম করে, সে তো নিজের জন্যই সংগ্রাম করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৃষ্টিকুল থেকে প্রয়োজনমুক্ত।' সূরা আনকাবুত : ৬

আল্লাহর নিকট থেকে আমরা যত লাখো-কোটি মাইল দূরেই থাকি না কেন, তাঁর কাছে ফেরার জন্য আমাদের সংকল্পই যথেষ্ট।

যেমনটি জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন—

> 'আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে রয়েছে আল্লাহর শত শত বার্তা। আমরা যদি একবার বলি—"হে আল্লাহ!" তিনি শতবার বলেন—"আমি এখানে।" কখনো ভাববেন না, আপনি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন না বলে তিনিও আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন না। আল্লাহ বলেন—"তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না।"[১৫] এমনকী গভীর অন্ধকার রাতেও আল্লাহ আপনার সাথে থাকেন এবং বলেন—"আমি তো নিকটেই।"'[১৬]

---

১৪. সূরা রূম : ৫

১৫. সূরা আলে ইমরান : ১৩৯

১৬. বাকারা : ১৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তিনি মাত্র একজনই, তবুও আমরা প্রায়শই তাঁকে ভুলে যাই; অথচ তিনি বিলিয়ন বিলিয়ন সৃষ্টজীবের একজনকেও ভুলে যান না। আল্লাহর ভালোবাসার সামনে কোনো প্রাচীর বা সীমানা নেই। তাঁর ভালোবাসা নিঃশর্ত। তাঁর ভালোবাসা দূরের বেহেশতে রয়েছে এমনটি নয়; বরং এই মুহূর্তে সে ভালোবাসা আপনাকে পরিবেষ্টন করে আছে। যেখানে আমরা হাজারবার আমাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চলেছি, সেখানে আল্লাহ সব সময়ই তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেছেন।

আল্লাহ আমাদের কতখানি ভালোবাসেন, তা ঠিকমতো জানতে পারলে আমরা আমাদের অজানা ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহর নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞার ওপর আমরা যতই আস্থা রাখব, ততই আমাদের জীবনে সংগতি ও পূর্ণতার ঐক্যতান তৈরি হবে। আল্লাহর ওপর সর্বান্তকরণে নির্ভর করলে যে সর্বব্যাপী শান্তির সন্ধান পাওয়া যায়, তা একটি জাপানি গল্পে খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে—

> 'এক জাপানি সামুরাই (যোদ্ধা) তার প্রেমিকাকে বিয়ে করার পর নৌকায় করে মধুচন্দ্রিমায় যাচ্ছিল। এমন সময় সাগরে ভয়ানক ঝড় উঠল। সামুরাই-এর স্ত্রী ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারা ছিল মাঝ সমুদ্রে; কিনারা থেকে অনেক দূরে। ঝড়ের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, মনে হচ্ছিল—যেকোনো সময় নৌকাটি ডুবে যাবে। সামুরাই-এর স্ত্রী দৌড়ে তার স্বামীর কাছে গেল। কিন্তু সে অবাক হয়ে লক্ষ করল, সামুরাই খুব শান্তভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন আকাশে সূর্য উঠেছে এবং ঢেউ ও ঝড়ের কোনো অস্তিত্বই নেই! স্ত্রী চিৎকার করে বলল—"মৃত্যু আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, আর তুমি এখানে চুপ করে বসে আছ? তোমার কাছে কি জীবনের কোনো মূল্য নেই?" সামুরাই এ কথা শুনে নিজের তরবারি বের করল এবং স্ত্রীর গলার নিচে তা ধরল। স্ত্রী হাসতে শুরু করল। সামুরাই বলল—"তুমি হাসছ কেন? তুমি কি ভয় পাচ্ছ না?" স্ত্রী বলল—"আমি ভয় পাচ্ছি না। কারণ, আমি জানি, তুমি আমাকে ভালোবাসো—তাই তুমি কখনো আমাকে আঘাত করবে না।" এবার সামুরাই হেসে বলল—"ঠিক একই কারণে আমিও ঝড়কে ভয় পাচ্ছি না। কারণ, আমি জানি, আমি এমন একজনের নিরাপত্তার ভেতর রয়েছি—যিনি আমাকে ভালোবাসেন।"'

যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি, আমাদের কল্পনার চাইতেও আল্লাহ আমাদের বেশি ভালোবাসেন এবং তিনি সব সময় জানেন আমাদের জন্য কোনটি সবচেয়ে উত্তম, তখন আমাদের অজানা ভয় আল্লাহর প্রতি নির্ভরতায় রূপান্তরিত হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কুরআন বলছে—

'আসমানসমূহ ও জমিনের চাবিকাঠি তাঁরই কাছে।' সূরা জুমার : ৬৩

এমনকী নিজেদের খারাপ সময়েও যখন আমরা আল্লাহর ইচ্ছার কাছে এই ভেবে আত্মসমর্পণ করি—আমাদের মনের বাসনার চেয়ে আল্লাহর পরিকল্পনা বেশি উত্তম, তখনই কেবল আল্লাহর প্রতি আমাদের নির্ভরতা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। আমরা এ জগতের বিভিন্ন শৃঙ্খলে এত বেশি বাঁধা, আমরা কখনো পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করতে পারি না। স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ তখনই অনুভব করা সম্ভব হয়, যখন আমরা আল্লাহর ওপর পূর্ণরূপে নির্ভর করি এবং তাঁর দাসত্বকে নিজের জন্য নির্ধারণ করে নিই।

আর-রহমান ও আর-রহিম : আল্লাহর দয়ার আধ্যাত্মিক রহস্য

'বলো, তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো; যে নামেই তাঁকে ডাকো না কেন, সকল সুন্দর নাম তো তাঁরই।' সূরা বনি ইসরাইল : ১১০

আল্লাহ নিজের সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহ দিয়ে তাঁর দিকে আমাদের ডাকেন। এই দয়া ও অনুগ্রহ নির্বিশেষে সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছে। তাঁর এ ঐশী স্নেহধারার বিষয়টি সময় ও মহাজগতের সীমানার বহু উর্ধ্বে। তিনি ভালো-মন্দ এবং এ দুইয়ের মধ্যকার সবকিছু দান করেন। পবিত্র কুরআনের ১১৪টি সূরাতে ১১৪ বার আল্লাহ বলেছেন—'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম'; যার অনুবাদ হতে পারে এমন—'আল্লাহর নামে, যিনি করুণার প্রভু, যিনি করুণাদাতা।'[১৭] আরবি ভাষায় 'রহমান' ও 'রহিম' শব্দ দিয়ে শুধু করুণা বোঝায় না; বরং এ শব্দগুলো বহু অর্থ বহন করে। যেমন—ভালোবাসা, ক্ষমা, সাহায্য, সমবেদনা, আবেগ, সাহায্য, সুরক্ষা, স্নেহ, কোমলতা ইত্যাদি।

'আর-রহমান' ও 'আর-রহিম' দুটি শব্দই এসেছে 'রহিমা' ক্রিয়া থেকে, যার অর্থ হলো—কোনো কিছুর প্রতি এমনভাবে করুণাশীল, প্রেমময় ও যত্নবান হওয়া, যাতে সেই স্নেহ দিয়ে জিনিসটি উপকৃত হয়। অন্য কথায়, আল্লাহ তাঁর সীমাহীন করুণা ও ভালোবাসা দিয়ে আমাদের সৃষ্টি করেছেন।

---

১৭. পবিত্র কুরআনে সূরা তাওবা ছাড়া সব সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম উল্লেখ করা হয়েছে। আবার সূরা আন-নামলে দুইবার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম উল্লেখিত হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আর-রহিম হলো আল্লাহর করুণা, ভালোবাসা ও অনুগ্রহের গুণ এবং আর-রহমান হলো আল্লাহর করুণা, ভালোবাসা ও অনুগ্রহের প্রকৃতি। আর-রহিম করুণার একটি বিশেষ রূপ। এটি তাদেরই দেওয়া হয়, যারা তাদের হৃদয়ের দরজা আল্লাহর জন্য খুলে দেয়। যারা আল্লাহর ভালোবাসার আলোয় অবগাহন করার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা লালন করে। অন্যদিকে আর-রহমান হলো নির্বিশেষে সকল সৃষ্টির ওপর বর্ষিত করুণা।

আর-রহিম ও আর-রহমান শব্দদ্বয়ের উৎস হলো 'রহম', যার অর্থ 'গর্ভ'। এ অর্থ থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়—আল্লাহর করুণা, ভালোবাসা, সহানুভূতি ও দয়ার গর্ভ থেকেই কেবল আল্লাহর বক্তব্য উৎসারিত।

আর-রহমান হলো আল্লাহর সকল নামের মা। এ নামের গর্ভ থেকেই বিশ্বজগতের সবকিছু শূন্য থেকে অস্তিত্বশীল হয়েছে।

আরবি ভাষায় রহমান শব্দটি 'সিগাতুল মুবাল্লাগা' বা আলংকারিক অতিশয়োক্তি হিসেবে পরিচিত। পরিমাণে অনেক বেশি ও অসাধারণ অর্থে এ ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'রহমা' শব্দটির অর্থ হলো করুণা। কিন্তু এ শব্দটি থেকে উদ্ভূত 'রহমান' শব্দের অর্থ হলো—করুণার সর্বোচ্চ ও অসীম রূপ, যা মানবীয় উপলব্ধির অনেক ঊর্ধ্বে। কিছু ব্যাকরণবিদ এ কথাও বলেছেন, ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে রহমান শব্দটি বোঝায়—এটি এখন এবং এখানে ঘটছে।[১৮] অন্য কথায়—প্রেমিক, যত্নশীল ও করুণাময় আল্লাহর গুণগুলো এমন গুণ নয় যে, এগুলো সব সময় কার্যকর থাকে না; বরং তাঁর এগুলো এমন গুণ, যা ঠিক এই মুহূর্তে কার্যকর রয়েছে।

আল্লাহ তাঁর নাম আল ওয়াদুদ (সবচেয়ে বড়ো প্রেমিক)-এর চেয়ে আর-রহমান (সবচেয়ে বড়ো করুণাময়)-এর ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ, রহমান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং সকল স্থান ও সময়ে তাঁর ক্ষমতা উপস্থিত।

'তোমাদের রব সর্বব্যাপী দয়ার মালিক।' সূরা আনআম : ১৪৭

আল্লাহর 'রহমান' আকাশের মতো, যা অস্তিত্বশীল সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। আমরা এবং এমনকী আমাদের সবচেয়ে ভয়াবহ পাপগুলোও রহমানের চাদরের নিচে ঢাকা রয়েছে। আমরা আল্লাহর দয়া থেকেই সৃষ্টি।

---

১৮. এর কারণ হলো—এটি ইসমে ফায়েল-এর একটি রূপ এবং এটি অ্যাকটিভ পারটিসিপল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এমনরূপে, যেন এটি একটি মই—যা জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। এ মই আমাদের দেওয়া হয়েছে, যেন আল্লাহর নিকট পৌঁছতে পারি। আল্লাহ আমাদের জন্য তাঁর সমস্ত দরজা খোলা রেখেছেন। এখন আমরা তাঁর দয়ার প্রাসাদে ঢুকব কি না—এ সিদ্ধান্ত আমাদের।

আল্লাহর ন্যায়বিচারের গুরুত্ব

খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, আল্লাহর দয়া ও ন্যায়বিচার হাতে হাত রেখে চলে। ন্যায়বিচারের আরবি প্রতিশব্দ আদল; যার অর্থ—সঠিক অনুপাত, ভারসাম্য তৈরি করা, ন্যায়পরায়ণ হওয়া। শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য ন্যায়বিচারের ওপর নির্ভরশীল। ইহুদি ধর্মের পণ্ডিতগণ আল্লাহর ন্যায়বিচারকে রূপক অর্থে গরম পানির সাথে তুলনা করছেন—যা মাটির কলসিতে ঢেলে দিলে কলসি ভেঙে যায়। আল্লাহর দয়াকে তারা বরফশীতল ঠান্ডা পানির সাথে তুলনা করেছেন—যা কলসিতে ঢেলে দিলে কলসি ফেটে যায়। কিন্তু যদি গরম ও ঠান্ডা পানি একত্রে কলসিতে ঢালা হয়, তাহলে পানির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ উষ্ণতা সৃষ্টি হয় এবং তা কলসিকে ভেঙে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

এখানে মাটির কলসি বলতে মানুষের হৃদয়কে বোঝানো হয়েছে, যেটি কেবল আল্লাহর দয়া বা আল্লাহর ন্যায়বিচারকে ধারণ করতে পারে না। যদি আল্লাহ কেবল দয়ালু হতেন, তাহলে দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। কারণ, তখন কারও কোনো দায়িত্ববোধ থাকত না। আবার আল্লাহ যদি শুধুই ন্যায়বিচারক হতেন, তাহলে এ দুনিয়াতে কেউ বেঁচে থাকত না। কারণ, কোনো মানুষই নির্ভুল নয়। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন—

> 'যদি আল্লাহ মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য সাথে সাথে শাস্তি দিতেন, তাহলে পৃথিবীতে কোনো সৃষ্টজীব রেহাই পেত না।' সূরা ফাতির : ৪৫

আল্লাহর দয়া ও ন্যায়বিচার পাশাপাশি কার্যকর রয়েছে বলেই সৃষ্টিজগতে চমৎকার ঐক্যতান বিরাজ করে।

পাওনার চেয়ে আল্লাহ আমাদের বেশি দয়া করেন

যতটুকু পাওনা, ততটুকু ন্যায়বিচার যদি আপনাকে দেওয়া হয়, তবুও আল্লাহ আপনার পাওনার চেয়ে বেশি দয়া দিয়ে থাকেন। কারণ, আল্লাহর সীমাহীন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উদারতার গুণে তিনি সব সময় আমাদের ভালো কর্মগুলোর পুরস্কার বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন এবং ভুলত্রুটিগুলো অগ্রাহ্য করে যান। যেমনটি কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, তার জন্য আছে দশগুণ পুরস্কার। আর যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করবে, তাকে শুধু কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তাদের ওপর জুলুম করা হবে না।' সূরা আনআম : ১৬০

আল্লাহর অগণিত দয়াশীলতার নিদর্শন দেখেও কিছু লোক বলে, আল্লাহ ন্যায়বিচারক নন (আসতাগফিরুল্লাহ)। কিন্তু আল্লাহর যে প্রকৃতি, তাতে তিনি ন্যায়বিচারক না হয়ে পারেন না।

আল্লাহ অবিচারক নন; বরং আমরাই অবিচারক। আমরাই আল্লাহর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই; অথচ এ সৃষ্টিজগতের মালিক আল্লাহ। কুরআনে আল্লাহ তাই মানুষকে এভাবে দুআ করতে শিখিয়েছেন—

> 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন আর দয়া না করেন, তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' সূরা আ'রাফ : ২৩

আল্লাহ মানুষের ওপর জুলুম করেন না; বরং মানুষই নিজের ওপর জুলুম করে থাকে। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে আমার বান্দারা! আমি নিজের জন্য জুলুমকে নিষিদ্ধ করে নিয়েছি এবং তোমাদের মধ্যেও জুলমকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছি। অতএব, তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না।'[১৯]

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে—আমরা যা কিছু আল্লাহকে দিতে পারি, তার সবই আল্লাহর কাছে রয়েছে। আল্লাহ আমাদের কাছে ঋণী নন, তবুও তিনি অবিরতভাবে আমাদের দিয়ে চলেছেন। তিনি আমাদের জীবন দিয়েছেন, ভালোবাসা ও যত্ন উপহার দিয়ে চলেছেন। আমরা অনেক কিছু—এজন্য নয়; বরং তিনি অনেক দয়ালু ও প্রেমময়, এজন্য তিনি আমাদের ক্রমাগতভাবে দিয়ে চলেছেন।

---

১৯. মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহই ভালোবাসা

আল্লাহই ভালোবাসার কারণ, আল্লাহই ভালোবাসার আদি উৎস। আল্লাহ কখনো আপনার প্রতি ভালোবাসা বন্ধ করেন না। কারণ, তাঁর ভালোবাসা চিরন্তন। এ ভালোবাসার কোনো শুরু ও শেষ নেই। ভালোবাসা এমন কোনো কাজ নয়—যা আল্লাহ করেন; বরং ভালোবাসা এমন কিছু, যা স্বয়ং আল্লাহ।

সমুদ্র থেকে যেমন পানিকে আলাদা করা যায় না, তেমনি আল্লাহর কাছ থেকেও ভালোবাসাকে পৃথক করা যায় না।

আমরা ভালোবাসা ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসার প্রতি সাড়া দিই; কিন্তু আল্লাহকে ভালোবাসা এবং তাঁর ইবাদতের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করলে আল্লাহর তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। কারণ, তিনি 'সকল সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী।'[২০] মানুষ যদি দয়ালু হয়, আল্লাহ হলেন দয়ার আধার (আর-রউফ)। মানুষ যদি সদয় হয়, আল্লাহ হলেন পরম করুণাময়। আল্লাহ শান্তিপূর্ণ নন; বরং তিনি নিজেই শান্তি (আস-সালাম)। আমাদের কাজের কারণে আল্লাহর প্রেমময়তার গুণাবলির কখনো পরিবর্তন ঘটে না। কারণ, আল্লাহ প্রতিক্রিয়াশীল নন। তিনি সৃষ্টিজগতের সবকিছুর অস্তিত্বের পেছনের কারণ।[২১]

---

২০. সূরা আলে ইমরান : ৯৭

২১. কিছু স্কলার বলেন, আল্লাহর ভালোবাসা শর্তাধীন। তাদের বক্তব্য হলো—আল্লাহ তাদেরই ভালোবাসেন, যারা ভালোবাসা পাওয়ার উপযুক্ত। তারা কুরআনের সেই স্পষ্ট বক্তব্যগুলো তুলে ধরেন, যেখানে আল্লাহ বলেছেন—তিনি কাকে ভালোবাসেন, আর কাকে বাসেন না। যেমন : আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন—যারা ধৈর্যশীল (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬), যারা তওবা করে এবং নিজেদের পবিত্র করে (সূরা বাকারা : ২২২), যারা ন্যায়পরায়ণ (সূরা মুমতাহিনা : ৮), যারা অনুগ্রহকারী (সূরা বাকারা : ১৯৫), যারা মুত্তাকি (সূরা ইমরান : ৭৬), যারা রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করে (সূরা আলে ইমরান : ৩১), যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯), যারা বিনয়ী, কৃতজ্ঞ, বিশ্বস্ত এবং আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ করে। ওই স্কলাররা কুরআনের অন্য কিছু আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন—আল্লাহ এই লোকদের ভালোবাসেন না—যারা অকৃতজ্ঞ, পাপী (সূরা বাকারা : ২৭৬), যারা দুনিয়ায় ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে (সূরা মায়েদা : ৬৪), যার সীমা অতিক্রমকারী (সূরা বাকারা : ১৯০), যারা জালিম (সূরা আলে ইমরান : ১৪০), যারা বিশ্বাস ভঙ্গকারী (সূরা নিসা : ১০৭), যারা অহংকারী, দাম্ভিক (সূরা নিসা : ৩৬), যারা অপচয়কারী (সূরা আ'রাফ : ৩১) ইত্যাদি। কুরআনের এ বক্তব্যগুলো পড়লে প্রথমে মনে হতে পারে, আল্লাহর ভালোবাসা বোধ হয় শর্তযুক্ত। কিন্তু কুরআনের অন্য একটি আয়াত পড়লে প্রকৃত বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়—'আর আমার দয়া সর্ববিষয়ে পরিব্যাপ্ত (সূরা আ'রাফ : ১৫৬)।' এখানে আল্লাহ বলেননি যে, তাঁর দয়া (আর-রহমান) শুধু তাদের জন্য বরাদ্দ, যারা তাঁর অনুগত; বরং আল্লাহ বলেছেন—'আমার দয়া সকল কিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রাসূল ﷺ বলেছেন—

'যদি জগতের সকল মানুষ আল্লাহর ইবাদত করতে করতে চূড়ান্ত শিখরে অধিষ্ঠিত হয় অথবা যদি জগতের সকল মানুষ পাপ করতে করতে অধপতনের নিকৃষ্ট স্তরে চলে যায়, তবুও এটি আল্লাহর সার্বভৌমত্বে কোনো কিছুই যোগ বা বিয়োগ করবে না।'

মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ আরও বলেছেন—

যদি আল্লাহ মনে করেন তিনি জগতের সকল মানুষের সকল মনোবাসনা পূরণ করবেন, তাহলে তা তাঁর ভান্ডার থেকে খুব সামান্য পরিমাণই বিয়োগ করবে। তা এতই সামান্য যে, কেউ যদি সমুদ্রে কোনো সুচ ডুবিয়ে তুলে নেয়, তাহলে সেই সুচের গায়ে যতটুকু পানি লেগে থাকবে, ততটুকু পরিমাণই হলো এর উপমা।[২২]

বিশ শতকের ধর্মতত্ত্ববিদ সি এস লিউইস-এর মতে—

'কেউ আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করলে আল্লাহর মহিমা মোটেও কমে না। ব্যাপারটা অনেকটা এ রকম—এক পাগল প্রচণ্ড রোদের ভেতর একটি কাগজে হিজিবিজিভাবে লিখল "অন্ধকার", তারপর সে কাগজটি সাঁটিয়ে দিলো তার ঘরের দেয়ালে।'

এর আগে আমরা দেখেছি, রহমান শব্দটির অনুবাদ—করুণা, সহানুভূতি, মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা, দয়া ইত্যাদি। যদি আল্লাহর রহমান সবকিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত হয়, তাহলে অকৃতজ্ঞ পাপী, জালিম ও দাম্ভিক শাসকের ওপরও আল্লাহর ভালোবাসা ও করুণা কার্যকর থাকে। তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—আল্লাহর ন্যায়বিচার ও দায়িত্বশীলতার উপস্থিতি। যারা ক্রমাগতভাবে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত জীবনযাপন করে চলেছে, তাদের ওপর একটি পর্দা পড়ে যায়। ফলে তারা আল্লাহর নিঃশর্ত ভালোবাসা গ্রহণ করতে পারে না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে। যদি আমি ত্রিশ ফুট মাটির নিচে সিমেন্টের দেয়ালে ঘেরা একটি ঘরে থাকি—যার কোনো দরজা, জানালা বা বাইরের দুনিয়ার সাথে কোনো সংযোগ নেই, তাহলে আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে যাব। সেই জায়গা থেকে আমি কোনোমতেই সূর্যের আলো দেখতে পাব না। কারণ, আমি সবদিক থেকে ঢাকা। আমি সূর্যের আলোর সংস্পর্শ পাচ্ছি না—তার মানে এই নয় যে, সূর্য আলো দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। একইভাবে আল্লাহ কখনো ভালোবাসা বন্ধ করেন না। আমরা অকৃতজ্ঞতা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে আমাদের ওপর পর্দা পড়ে যায়, ফলে আল্লাহর ভালোবাসা আমাদের কাছে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ আমাদের ওপর জুলুম করেন না; বরং আমরাই পাপাচারের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ের চোখের ওপর পর্দা টেনে দিয়ে জুলুম করি। ফলে আল্লাহর সর্বব্যাপী ভালোবাসাপ্রাপ্তির সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হই।

২২ মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমাদের জন্য আল্লাহর ভালোবাসা কখনো হ্রাস পায় না। তবে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমাদের সক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট 'ঘৃণা' শব্দটি খুঁজে পাওয়া যায় না। কুরআনের কিছু কিছু অনুবাদে 'আল্লাহ ঘৃণা করেন' কথাটি উল্লিখিত হয়েছে; অথচ এর সঠিক অনুবাদ হবে—'আল্লাহ ভালোবাসেন না।' যার মানে হলো, আমরা সব সময় আল্লাহর ভালোবাসার দোলাচলে অবস্থান করি।[২৩] আল্লাহ কখনো নিজে থেকে আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রবাহ বন্ধ করেন না; বরং আমরা তাঁকে ভুলে পাপাচারে লিপ্ত হলে আমাদের হৃদয়ের ওপর একটি পর্দা পড়ে যায়, যে পর্দা ভেদ করে আল্লাহর ভালোবাসা গ্রহণ করতে পারি না। চোখ বন্ধ করলে যেমন সূর্যের আলোর বিকিরণ বন্ধ হয় না, তেমনি যখন আমরা পাপ করি, তার মানে এই না—আল্লাহ আমাদের ঘৃণা করেন; বরং এর মানে হলো—আমরা তাঁর ভালোবাসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি।[২৪]

> 'চাঁদের আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে দিগন্ত থেকে দিগন্ত। তোমার ঘরে কতটুকু চাঁদের আলো প্রবেশ করবে, তা নির্ভর করছে তোমার জানালার ওপর।' —জালালুদ্দিন রুমি

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করেন।'
> সূরা আলে ইমরান : ৩৭

অতএব, আমরা যদি কখনো রিজিকের সংকটে ভুগি, তার মানে এই নয় যে, আল্লাহ রিজিক দিতে কার্পণ্য করেন; বরং এর মানে হলো—আমরা তাঁর রিজিক গ্রহণ করতে অপারগ।

---

২৩. পবিত্র কুরআনে কোনো কোনো স্থানে 'লা ইউহিব্বু' উল্লেখ বলা হয়েছে, যার অর্থ—আল্লাহ ভালোবাসেন না।

২৪. কুরআনে আল্লাহর রাগান্বিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এই ন্যায়সংগত রাগ তাঁর দয়ার (রহমান) গুণ থেকে আলাদা নয়। বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝতে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ব্যস্ত রাস্তায় যেন বাচ্চা চলে না যায়—এজন্য যখন কোনো বাবা-মা বাচ্চাকে চিৎকার করে নিষেধ করে, তখন বোঝা যায়—তারা বাচ্চাকে ভালোবাসেন বলেই এমন চিৎকার করছেন। চিৎকার করা বাবা-মা বাচ্চাকে সুরক্ষা দিতে চায়; আঘাত করতে নয়। গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ করলে বোঝা যায়, আল্লাহর রাগ তাঁর ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং তাঁর দয়ারই প্রতিফলন মাত্র। মাঝে মাঝে আল্লাহ রূপক অর্থে আমাদের প্রতি চিৎকার করেন—যাতে লোভ, মোহ, হিংসা ইত্যাদির ব্যস্ত রাস্তা থেকে আমরা সুরক্ষা পেতে পারি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কিছু ভাষাবিদের মতে, আল্লাহ শব্দটি এসেছে 'ওয়ালিহা' থেকে। এর অর্থ আবেগপূর্ণ ও আনন্দময় ভালোবাসা, যা শ্রেষ্ঠ মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ।[২৫] এর মানে হলো, আল্লাহকে পেতে হলে আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার এটাই একমাত্র পথ। মানুষ ফেরেশতাদের মতো নয়। মানুষকে আল্লাহ উপহার হিসেবে ভালোবাসা দিয়েছেন, ভালোবাসার সাগরে অবগাহনের আনন্দানুভূতি দিয়েছেন। যেহেতু আল্লাহ সকল ভালোবাসার আদি উৎস, সেহেতু আল্লাহকে জানতে হলে ভালোবাসার নির্যাসের ভেতর ডুব দিতে হবে। তাঁকে জানতে হলে আগে নিজের ভেতরটাকে ফাঁকা করতে হবে। কারণ, প্রেমের কোনো অংশীদার থাকে না। কীভাবে এক আল্লাহর সাথে দ্বিতীয় কেউ থাকতে পারে? মানুষ আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ তখনই অনুভব করতে পারে, যখন সে তার হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে শূন্য করে সেখানে এক আল্লাহকে ঠাঁই দেয়। যেমনটি রুমি বলেছেন—

> 'আমি আল্লাহকে খুঁজেছি মন্দিরে, গির্জায় ও মসজিদে, কিন্তু অবশেষে তাঁকে খুজে পেয়েছি আমার হৃদয়ের অন্দরে।'

এ পঙ্‌ক্তিতে রুমি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আমাদের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হন।

আল্লাহ আমাদের কল্পনার অনেক উর্ধ্বে

আল্লাহ অসীম, কিন্তু জগতের কাছে আমাদের যে কামনা-বাসনা রয়েছে—তা আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকে সীমার ফ্রেমে আটকে দেয়। আমরা নিজেদের যেভাবে দেখি, সেই ফিল্টারে জগৎকে বিচার করি। ফলে আমরা আল্লাহকে কীভাবে বুঝব, তা অনেকটা নির্ভর করে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন তার ওপর।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, আমি তেমনভাবেই তার কাছে উপস্থিত হই।'[২৬]

---

২৫. Meyer, Wali Ali., and Bilal Hyde. *Physicians of the Heart: A Sufi View of the Ninety-Nine Names of Allah.* Sufi Ruhaniat International, 2012

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এর কারণ হলো—আমরা আল্লাহকে আল্লাহর চোখ দিয়ে দেখি না; দেখি আমাদের মনের সীমাবদ্ধ চোখ দিয়ে। আমরা যখন আল্লাহর ভালোবাসা, দয়া, স্নেহ ও উদারতাকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারি, কেবল তখনই আল্লাহর সেই রূপগুলো আমাদের কাছে দৃশ্যমান হয়। আমরা আল্লহর সৃষ্টির নিকট যেভাবে আবির্ভূত হই, আল্লাহও আমাদের কাছে তেমনিভাবে আবির্ভূত হন। সুতরাং যখন অপর কেউ আমাদের সাথে অবিচার করে, তখন আল্লাহর কাছে ন্যায়বিচারের প্রার্থনা না করে তাদের প্রতি যেন আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হয়—সেই প্রার্থনা করা উচিত। 'মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন—

> 'পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে আকাশে অবস্থানকারী এক আল্লাহ তোমার ওপর দয়া করবেন।'[২৭]

আল্লাহ এ পৃথিবীতে আমাদের মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন, যেন আমরা তার প্রতিচ্ছবি হতে পারি। তবে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রকৃত রূপ আমাদের মানবীয় অনুভূতি দিয়ে ধারণ করা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহর একটি বৈশিষ্ট্য হলো—তিনি সর্বদ্রষ্টা (আল বাসির)। আমরা আল্লাহর এ বৈশিষ্ট্যটি অনুধাবন করতে পারি আমাদের নিজের দৃষ্টিশক্তির সাথে তুলনা করে, কিন্তু আল্লাহর সর্বদ্রষ্টার এ গুণটি মানবীয় বোধশক্তির অতীত বিষয়।

আলি ﵁ বলেছেন—

> 'যখন সমগ্র সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, তখন থেকেই তিনি সবকিছু দেখতে পান।'

আল্লাহ চোখ, কর্নিয়া, আলো বা রং ছাড়াই জগতের অস্তিতশীল সবকিছুকে দেখতে পান। তিনি শব্দ, গন্ধ ও ভালোবাসাকেও দেখতে পান। শোনার জন্য আমাদের কানের পর্দার দরকার হয়, কিন্তু সর্বশ্রোতা (আস-সামি) আল্লাহর শোনার জন্য কোনো শব্দতরঙ্গের দরকার হয় না। আমাদের জীবিত থাকার জন্য হৃৎস্পন্দন ও ক্রিয়াশীল মস্তিষ্কের প্রয়োজন, কিন্তু আল্লাহর এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর শুরু নেই, শেষ নেই। আল্লাহ আমাদের মরণশীল অস্তিত্বে জীবনশিখার প্রদীপ জ্বালান, কিন্তু তাঁর স্বীয় আলো সকল অস্তিত্বের উর্ধ্বে। আল্লাহর বৈশিষ্ট্যগুলো মানবীয় সকল ভাষার উর্ধ্বে।

> 'আল্লাহ সম্পর্কে তুমি যা-ই ভাবো না কেন, জেনে রেখো—আল্লাহ তার চেয়ে ভিন্ন।'—ত্রয়োদশ শতকের সাধক ইবনে আতা আল্লাহ

---

২৭. তিরমিজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর জীবন শ্বাস-প্রশ্বাসের অনেক উর্ধ্বে। মানুষের হাত যা স্পর্শ করতে পারে বা মানুষের মস্তিষ্ক যা কল্পনা করতে পারে, তিনি তার বহু উর্ধ্বে। যেমনটি জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন—

'নীরবতাই আল্লাহর ভাষা, বাকি সব ভাষাই তার দুর্বল অনুবাদ।'

মানবীয় ভাষা আল্লাহ সম্পর্কে ধারণাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। তাই নীরবতার ভেতরেই রয়েছে আল্লাহর পরিচয়ের সীমাহীন ব্যাখ্যা।

রুমির গুরু প্রখ্যাত সাধক শামস তাবরিজির মতে—

'তোমার বুদ্ধিমত্তা তোমাকে দরজায় পৌঁছে দেবে, কিন্তু এটি তোমাকে ঘরে পৌঁছাবে না।'

যদিও সব নবি-রাসূল আল্লাহকে শারীরিকভাবে খুঁজতে নিষেধ করেছেন, তবুও লোকেরা কখনোই সেই আল্লাহকে খোঁজা বন্ধ করেনি; যাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় বা সরাসরি চোখে দেখা যায়। ইসলাম মানুষের এ প্রবণতাকে নাকচ করে দেয়নি; বরং এ প্রবণতার যৌক্তিকতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

'একবার এক সুফি সাধককে এক লোক প্রশ্ন করল—"কেন আমরা আল্লাহকে দেখতে পারি না?" সাধক তাকে বললেন—"সূর্যের দিকে তাকাও।" লোকটি সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরই ব্যথায় চোখ নামিয়ে ফেলল। বলল—'আমার চোখ জ্বলছে। আমি কিছুই দেখতে পারছি না।" তখন সেই সুফি সাধক বললেন—"তুমি সূর্যকেই ভালোভাবে দেখতে পারছ না, অথচ তুমি সূর্যের স্রষ্টাকে দেখতে চাও?"

এবার লোকটি প্রশ্ন করল—"তাহলে বলুন, আল্লাহ কোথায়?" সুফি সাধক বললেন—"তুমি কি জানো এই মুহূর্তে মহাজগতের ঠিক কোন জায়গায় ঘূর্ণায়মান রয়েছে পৃথিবী? তুমি কি জানো এই সৃষ্টিজগতের ঠিক কোন স্থানে তুমি রয়েছ? যেখানে আমরা বলতে পারি না—বিশ্বজগতের ঠিক কোন স্থানে আমরা আছি, সেখানে কী করে সন্ধান করতে পারি বিশ্বজগতের কোন স্থানে আল্লাহ আছেন?"'

যেখানে আমাদের চোখ নিজেকে দেখতে পায় না, যেখানে আমাদের দাঁত নিজের ওপর কামড় বসাতে পারে না, যেখানে আমরা নিজেদের সব অনুভূতিকে পুরোপুরি অনুভব করতে পারি না, সেখানে আমরা কী করে আশা করতে পারি—সেই আল্লাহকে পুরোপুরি অনুভব করতে পারব, যিনি সব অনুভূতির স্রষ্টা?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মানুষের মন সব সময় সর্বব্যাপী, সর্বশ্রেষ্ঠ ও রহস্যময় আল্লাহর প্রকৃতিকে একটি সীমার ভেতর বেঁধে ফেলতে চায়। রুমি মানুষের এ প্রবণতাকে রূপক অর্থে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

> 'সত্য হলো আল্লাহর হাতের আয়না। এটি পড়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এবং সবাই সেখান থেকে একটি করে টুকরো কুড়িয়ে নিয়েছে। এখন সবাই আয়নার ভাঙা টুকরোর দিকে তাকিয়ে ভাবে, এটাই একমাত্র সত্যি।'

ইসলামে ছবি বা মূর্তির কোনো প্রচলন নেই, যাতে মানুষ আল্লাহকে কোনো ফ্রেমে আটকাতে না পারে। তবুও সত্যিকারের একত্ববাদ শুধু এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাসেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জগতের সবকিছুর ওপর আল্লাহর ভালোবাসার প্রতিবিম্বকে দেখার সক্ষমতাও একত্ববাদের অংশ। আল্লাহর সীমাহীন ও ধারণাতীত জ্ঞানের কথা কুরআনে এভাবে এসেছে—

> 'পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সব যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথে সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে যদি কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলি লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' সূরা লোকমান : ২৭

বিশ্বজগতে আল্লাহর নিদর্শন

যেহেতু বিশ্বজগতের শুরু রয়েছে এবং যেহেতু যা কিছুর শুরু রয়েছে—তা কখনো শূন্য থেকে সৃষ্টি হতে পারে না, সেহেতু এটি সহজেই বোঝা যায়—এ বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন।[২৮] প্রাচীনকালের বেদুইনরা বলত, মরুভূমিতে উটের মল দেখলে টের পাওয়া যায়, ওই পথ ধরে কোনো উট চলে গেছে। বালুতে কারও পায়ের চিহ্ন দেখে বোঝা যায়, কোনো প্রাণী ওই পথে হেঁটে গেছে। তেমনিভাবে পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, সাগর, নক্ষত্রমণ্ডলী ইত্যাদি দেখে বোঝা যায়, এগুলোর সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন। যেমনটি কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'তারা কি উটের প্রতি লক্ষ করে না—কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? আর আকাশের দিকে, কীভাবে তা ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে? আর পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে? আর জমিনের দিকে, কীভাবে তা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে?' সূরা গাশিয়াহ : ১৭-২০

---

২৮. Hawking, Stephen. 'The Beginning of Time'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমরা যখন কোনো বইয়ের দিকে তাকাই কিংবা কোনো বিমান, ভবন বা হাতঘড়ি, তখন এগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন দেখতে পাই। আমাদের এ গ্রহটিকে জীবনযাপনের জন্য এত নিখুঁতভাবে সাজানো হয়েছে—এটি বিশৃঙ্খলভাবে কিংবা অপরিকল্পিতভাবে যে গড়ে উঠেনি, তা বুঝতে কারও কষ্ট হয় না। জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য প্যারামিটারের সমন্বিত ফলাফলই জীবনের উপস্থিতিকে নিশ্চিত করে।

আমাদের জীবন নির্ভর করে অনেক কিছুর ওপর। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব, পৃথিবী কতটা হেলে আছে, পৃথিবী তার অক্ষের ওপর কী গতিতে ঘুরছে, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ, বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব, ভূপৃষ্ঠের পুরুত্ব ইত্যাদি অজস্র সমীকরণের ওপর ভিত্তি করে জীবনের অস্তিত্ব টিকে থাকে। যার কোনো কোনোটি এত ছোটো যে, সেগুলোর স্থানের বর্ণনা দিতে শূন্য দশমিকের পর ১২০ অঙ্ক পর্যন্ত যেতে হয়!

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের সূত্রগুলোর ধ্রুবক এত সূক্ষ্ম যে, বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তার 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' গ্রন্থে লিখেছেন—

> 'বিজ্ঞানের সূত্রগুলোতে অনেক মৌলিক সংখ্যা রয়েছে। যেমন—ইলেকট্রনের ইলেকট্রিক চার্জের পরিমাণ, প্রোটন ও ইলেকট্রনের ভরের অনুপাত ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো—এই সংখ্যাগুলোর মান খুব সূক্ষ্মভাবে একে অপরের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে জীবনের অস্তিত্বকে সম্ভব করে তুলেছে।'[২৯]

বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো যতই চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর হোক না কেন—সেগুলো শুধু এটুকু বলতে পারে, জগতের বিভিন্ন জিনিস কীভাবে কাজ করে; কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারটি ব্যতিক্রম। বিভিন্ন জিনিস কেন অস্তিত্বশীল হয়েছে, তিনি সে প্রশ্নের উত্তর দেন। তবুও বিজ্ঞানকে ধর্মের সহযোগী হিসেবেই দেখা যায়। কারণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলো—যেগুলোর বেশিরভাগের যাত্রা শুরু হয়েছে মুসলিম পদার্থবিদ ইবনে আল হাইসামের হাত ধরে, সেগুলো আল্লাহর ক্ষমতা ও জ্ঞানকুশলতার পর্দা উন্মোচনে সাহায্য করে। আল্লাহর এই জ্ঞানকুশলতা তাঁর সৃষ্টির ভেতর লুকায়িত থাকে। আল্লাহ প্রদত্ত মনুষ্য বুদ্ধিমত্তা সেটির উন্মোচন করে মাত্র। তবে মানুষের জ্ঞান শুধু এ জগৎকে বিশ্লেষণই করতে পারে, এর বেশি কিছু না।

---

২৯. Hawking, Stephen. *A Brief History of Time*, Bantam Books, 2017

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নিম্নলিখিত উক্তির ভেতর এটি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

> 'ন্যাচারাল সায়েন্সের পেয়ালায় প্রথমবার চুমুক দিলে তুমি নাস্তিক হয়ে যাবে। কিন্তু পেয়ালার শেষ অংশ পান করার সময় দেখতে পাবে, আল্লাহ তোমার জন্য অপেক্ষমাণ।' (কোয়ান্টাম ফিজিক্সের জনক ওয়ার্নার কার্ল হাইজেনবার্গ)

বিংশ শতাব্দীতে এসেও বিজ্ঞানীরা এমন কিছু বিষয়ের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন, যা পবিত্র কুরআনে ১ হাজার ৪ শত বছর আগেই উল্লেখিত হয়েছে। যেমন : কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'প্রাণসম্পন্ন সবকিছুকে আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।'
> সূরা আম্বিয়া : ৩০

এ ছাড়াও কুরআনে মানুষ সৃষ্টির ধারাবাহিক পরিক্রমার কথা উল্লেখিত হয়েছে।[৩০] বলা হয়েছে, এ বিশ্বজগৎ স্থির নয়; বরং প্রসারমাণ[৩১] এবং সূর্য ও চন্দ্র যার যার কক্ষপথে বিচরণ করে।[৩২] বিজ্ঞান এসবের সত্যায়ন করেছে বিংশ শতাব্দীতে এসে।

তবুও এটি খেয়াল করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, বিজ্ঞান সৃষ্টিজগতের সবকিছুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে না; কেবল অনুমাননির্ভর তত্ত্ব প্রকাশ করে মাত্র। যেখানে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস মানুষের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য, সেখানে বিজ্ঞান কল্পনার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে এবং কোনো কিছুরই শতভাগ নিশ্চয়তা দেয় না।[৩৩] পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বারবার আমাদের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর কোনো প্রতিকৃতি যেন আমরা তৈরি না করি, সে বিষয়ে অবশ্যই যত্নবান হতে হবে। এই বিশ্বজগৎ ও প্রকৃতির সুশৃঙ্খল অস্তিত্ব এবং কুরআনে উল্লেখিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত সত্যগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস শুধু লেখাপড়া করে বা জ্ঞানগত উপলব্ধির মাধ্যমে অর্জন করা যায় না।

---

৩০. সূরা মুমিনুন : ১২-১৪
৩১. সূরা জারিয়াত : ৪৭
৩২. সূরা আম্বিয়া : ৩৩
৩৩. এর ভালো উদাহরণ হলো কোয়ান্টাম ফিজিক্স। কোয়ান্টাম ফিজিক্স বিজ্ঞানের বহু প্রচলিত সূত্রকে নাকচ করে দিয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সকল মানুষের হৃদয়ে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহকে আপনার খুঁজে বের করতে হবে না; শুধু তাঁর সত্যতাকে উন্মুক্ত হৃদয় ও বিনীত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে হবে।

'তিনি তাদেরই পথ দেখান, যারা তাঁর অভিমুখী।' সূরা আর-রা'দ : ২৭

আন্তরিক আত্মসমর্পণই আল্লাহর কাছে পৌঁছার একমাত্র পথ। আমাদের মনের ভেতর জ্ঞান, সাফল্য বা সম্পদের অহংকারের বীজ নিহিত থাকলে তা আল্লাহর নিদর্শনকে পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখে। আর এটা আমাদের অবিশ্বাসেরই প্রমাণ বহন করে। এর কারণ, অহংকার আমাদের আধ্যাত্মিক অন্ধত্বের দিকে ধাবিত করে এবং আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের দূরে ঠেলে দেয়। ফলে অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বলেছেন—

'যারা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করে বেড়ায়, শিগগিরই তাদের দৃষ্টিকে আমার নিদর্শন হতে ফিরিয়ে দেবো। তারা আমার নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবে না। তারা বক্র পথ দেখলে তাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। তার কারণ হলো—তারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। আর এগুলোর ব্যাপারে তারা ছিল একেবারে চিন্তা-ভাবনাহীন।' সূরা আ'রাফ : ১৪৬

ঈমানের ঘোষণা শুধু কয়েকটি শব্দের সমষ্টি নয়—যা আমাদের কিছু তথ্য দেয়; বরং ঈমানের সত্যতা তখনই আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়, যখন আমরা বিনয়ের সাথে অন্তরের চোখ খুলে আল্লাহকে অনুভবের চেষ্টা করি। সত্যের আলো ঈমানের ঘোষণার ভেতর লুকিয়ে থাকে। নিরহংকার ও বিনয়ী চিত্তই কেবল সে আলোর সন্ধান পায়। বিনয় ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে আল্লাহকে অনুসন্ধান করলেই কেবল আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় এবং তখন আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনগুলো অনুভব করতে পারি।

আমরা এমন এক গ্রহে বসবাস করি, যেটি সাগর ও আকাশ দিয়ে সাজানো। শুধু তা-ই নয়; মহাশূন্যে আগুনের একটি গোলককে কেন্দ্র করে এ গ্রহটি ঘূর্ণায়মান। এই ঘূর্ণনের মাধ্যমে আবার সৃষ্টি হয় দিন ও রাত। আবার সেই গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণমান চন্দ্রের প্রভাবে সাগরে তৈরি হয় জোয়ার ও ভাটার তরঙ্গ। কী অপূর্ব সৃষ্টি-বৈচিত্র্য! অথচ এসব দেখেও আমরা বলে থাকি, এগুলোর সৃষ্টিকর্তা বলতে কিছু নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'তাদের জিজ্ঞেসা করো, আকাশ ও জমিন হতে কে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে? কিংবা শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি কার মালিকানাধীন? আর মৃত থেকে জীবিতকে কে বের করেন? কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? যাবতীয় বিষয়ের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ কার অধীনস্থ? তারা বলে উঠবে—আল্লাহ। তাহলে তাদের বলো, তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না?' সূরা ইউনুস : ৩১

যদি প্রতিটি বইয়ের লেখক থাকে, প্রতিটি ভবনের স্থপতি থাকে, তাহলে এই জটিল ও নিখুঁত বিশ্বজগতের স্রষ্টা কী করে না থেকে পারে?

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

'তিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান—একটির ওপর আরেকটি। তোমরা মহাদয়াময়ের সৃষ্টিকর্মে কোনো অসামঞ্জস্যতা দেখতে পাবে না। তোমরা আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখ, কোনো ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি?' সূরা মুলক : ৩

কুরআন আমাদের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে গভীরভাবে চিন্তা করার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে জটিল সৃষ্টিজগতের নিপুণ নিদর্শনগুলো দেখে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এই সুশৃঙ্খল ও বিশাল সৃষ্টিজগৎ আপনাআপনি সৃষ্টি হয়নি এবং এর পেছনে কোনো মহাজ্ঞানী স্রষ্টার অস্তিত্ব না থেকে পারে না। আল্লাহর অস্তিত্বের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ তা নয়—যা আমাদের চোখ দেখতে পায়; বরং তা, যা দৃষ্টিশক্তির সক্ষমতার ঊর্ধ্বে এবং যেখানে এসে দৃষ্টিশক্তি হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আমরা যেমন মহাশূন্যের কৃষ্ণ গহ্বরকে (ব্লাক হোল) দেখতে পাই না; কিন্তু এর মহাকর্ষীয় শক্তির প্রভাবের কারণে এটির অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, ঠিক তেমনি আমরা আল্লাহকে দেখতে পাই না, কিন্তু আমাদের অস্তিত্বই তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত করে। শূন্য থেকে শূন্যই আসে। ০+০+০-এর ফলাফল কখনো ১ হয় না। আল্লাহর ভাষায়—

'তারা কি সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা? নাকি তারা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে? মূলত তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী নয়।' সূরা তুর : ৩৫-৩৬

অতীতের মনীষীরা বলতেন—'আমরা আল্লাহর ওপর তেমনি বিশ্বাস রাখি, যেমন আলোর ওপর বিশ্বাস রাখি। এর কারণ এই নয় যে, আলোকে আমরা দেখতে পাই; বরং এর কারণ হলো—আলোর মাধ্যমে আমরা সবকিছু দেখতে পাই।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর স্রষ্টা

আল্লাহ যদি বিশ্বজগতের স্রষ্টা হয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহর স্রষ্টা কে—এমন চিন্তার ফাঁদে যেন আমরা আটকে না যাই, সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, এমন চিন্তা আমাদের ক্রমাগত অসীম (ইনফিনিটি) প্রশ্নের দিকে ঠেলে দেয়।[৩৪] আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে—আল্লাহ এবং বিশ্বজগৎ পুরোপুরি পৃথক। ভৌত বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে সময়, বস্তু ও স্থানকে একটি ধারাবাহিকতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা যুগপৎভাবে অস্তিত্বশীল হয়েছে। আপনার কাছে যদি বস্তু থাকত কিন্তু স্থান না থাকত, তাহলে বস্তু কোথায় রাখতেন? আপনার কাছে যদি বস্তু থাকত কিন্তু সময় না থাকত, তাহলে কখন আপনি বস্তুকে রাখতেন? যেহেতু সময়, বস্তু ও স্থান একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু এ বিশ্বজগতের স্রষ্টা যে-ই হোক না কেন, তাঁকে সৃষ্টিজগতের সকল সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে থাকতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর সকল সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে অবস্থানের কথা এভাবে বলা হয়েছে—

> 'তিনি সকল কিছুর ওপর সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।' সূরা নুর : ৪৫

যেহেতু আল্লাহ চিরঞ্জীব এবং তাঁর কোনো শুরু নেই, সেহেতু আমরা বলতে পারি—তাঁর কোনো স্রষ্টা নেই। কারণ, এমন কোনো মুহূর্ত ছিল না—যখন আল্লাহ উপস্থিত ছিলেন না। এভাবে কেবল আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা, যিনি সৃষ্ট নন; বরং তিনি ছাড়া কোনো কিছুই সৃষ্টি হতো না।

---

৩৪. আল্লাহর স্রষ্টা কে? এমন প্রশ্নের সাথে সাথে আবার এমন প্রশ্ন আসে—সেই স্রষ্টার স্রষ্টা কে? আবার প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়—সেই স্রষ্টার আবার স্রষ্টা কে? এমনিভাবে সীমাহীন প্রশ্নের পাহাড় এসে উপস্থিত হয়। এমন প্রশ্ন আমাদের সীমাহীন পেছনের দিকে ঠেলে দেয়, যার কোনো শেষ বিন্দু নেই। এভাবে অসীম পেছনের দিকে ছুটতে থাকলে এ বিশ্বজগৎ কখনো অস্তিত্বশীল হতো না। কারণ, কেউ কখনো অসীম (ইনফিনিটি) দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে না। তাই ইসলামি ধর্মতত্ত্ব মোতাবেক আল্লাহ চিরন্তন এবং তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি। কেননা, এর অন্যথা হলে আপনাকে অসীম পেছনের দিকে ছুটতে হবে এবং এ সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বশীল হওয়ার পেছনের কোনো ব্যাখ্যা থাকে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর সাথে নিবিড় সংযোগ স্থাপন

পরিবর্তনশীল বিশ্বের নাগরিক হিসেবে এটি আমাদের জন্য স্বস্তিদায়ক খবর যে, যিনি আমাদের আজকের প্রভু, তিনি গতকালেরও প্রভু ছিলেন এবং আগামীকালেরও প্রভু থাকবেন। আল্লাহ নিরাকার, অসীম এবং সৃষ্টিশীল কোনো কিছুর মতো নন। তাই বলে এই ভুল করার সুযোগ নেই যে, আমাদের মতো ক্ষুদ্র সৃষ্টির পক্ষে তাঁর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা অসম্ভব।

তাহলে এ প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়—কীভাবে আমরা সেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারি—যাঁকে সরাসরি দেখা যায় না, জানা যায় না এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না? আল্লাহর প্রকৃত স্বরূপ আমরা কখনো জানতে পারি না তা ঠিক, তবে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো পরোক্ষভাবে অনুভব করতে পারি তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। যদি একটি প্রিজমে সাদা রঙের আলো নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে প্রিজম থেকে বর্ণালির সাত রং বেরিয়ে আসে। তেমনি আল্লাহর আলো যখন তাঁর সৃষ্টির প্রিজমে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেখান থেকে আল্লাহর বহু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয় বেরিয়ে আসে। সাদা রঙের ভেতর যেমন সব রঙের উপস্থিতি থাকে, তেমনি আল্লাহ নামটির ভেতরও তাঁর সব নামের উপস্থিতি থাকে। মানুষের মন যেহেতু আল্লাহর একত্ববাদকে পূর্ণাঙ্গভাবে উপলব্ধি করতে অক্ষম, তাই আল্লাহ নিজের একত্বকে তাঁর বহু সৃষ্টির ভেতর প্রতিফলিত করেছেন নিজের সৌন্দর্যময় নামসমূহের মাধ্যমে। সৃষ্টিজগতের সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর নামসমূহের রেসিপি থেকে।

জগতের সকল বস্তু কিছু রাসায়নিক উপাদান দিয়ে গঠিত। এ রাসায়নিক উপাদানগুলো একটি পর্যায় সারণিতে (পিরিয়ডিক টেবিল) সাজানো থাকে। ঠিক তেমনি আল্লাহর নামগুলোও একটি পর্যায় সারণিতে সাজানো। একেকটি নাম থেকে আমরা আল্লাহর একেকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়ে থাকি।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বহুবার নিজের এমন কিছু নামের কথা বলেছেন, যেগুলো আপাত দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে। যেমন : তিনি নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন চিরঞ্জীব (আল হাই), পরম স্নেহশীল (আর-রউফ), অসীম দাতা (আল কারিম) হিসেবে। আবার তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন মৃত্যুদানকারী (আল মুমিত), হ্রাসকারী (আল খাফিদ), অবনতকারী (আল মুদিল) হিসেবেও। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নামগুলো মোটেই পরস্পরবিরোধী নয়; বরং একে অপরের পরিপূরক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহ হলেন প্রশস্তকারী (আল বাসিত), যিনি আমাদের হৃদয়কে তাঁর রহমতের আলোয় উন্মুক্ত করে দেন। আবার তিনি হলেন সংকোচনকারী (আল কাবিদ), যিনি আমাদের ধ্বংস হওয়ার পথের দরজাগুলো বন্ধ করে দেন। আল্লাহ হলেন শাস্তি দানকারী (আল মুনতাকিম), যিনি আমাদের অহংকে প্রতিরোধ করেন এবং আমাদের ভেতরের কুপ্রবৃত্তি ও দায়িত্ববোধের নিক্তিতে ভারসাম্য এনে দেন। তিনি হলেন পরম ক্ষমাশীল (আল গাফুর), যিনি আমাদের পাপগুলো তাঁর ত্রুটিহীনতা দিয়ে ঢেকে রাখেন এবং আমাদের মন্দ কর্মের ফল থেকে রক্ষা করেন। তিনি হলেন ক্ষতি সাধনকারী (আদ-দার), যিনি আমাদের ও ধ্বংসাত্মক কামনার মাঝে বিভক্তি রেখা সৃষ্টি করেন। তিনি হলেন কল্যাণকারী (আন-নাফি), যিনি আমাদের ভেতর রোপিত ঈমানের বীজের পরিচর্যা করেন, যাতে সম্ভাবনাগুলো বিকশিত হয়।

আল্লাহর বৈশিষ্ট্যগুলোকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

১. জামাল বৈশিষ্ট্য ও

২. জালাল বৈশিষ্ট্য।

জামাল বলা হয় আল্লাহর সৌন্দর্যময় ও শান্তিময় বৈশিষ্ট্যগুলোকে, যেগুলো তাঁর অনুগ্রহ থেকে উৎসারিত। জালাল বলা হয় আল্লাহর সেই ঐশ্বর্যময় বৈশিষ্ট্যগুলোকে, যা আমাদের হৃদয়ের ক্ষত ও বেদনা উপশমের কাজ করে এবং আমাদের পবিত্র করে তোলে। বহু লোককে আল্লাহর জালাল বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগ্রাম করতে দেখা গেলেও তাদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য এগুলোর প্রয়োজন রয়েছে। মানুষ যেমন খাঁটি আলো ও খাঁটি অন্ধকারকে দেখতে পায় না; কিন্তু দেখা ও জাগ্রত থাকার জন্য আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণ ও পরম্পরার প্রয়োজন আছে, তেমনি আল্লাহকে জানা ও অনুভব করার জন্য তাঁর জামাল ও জালাল উভয় বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

> 'বলো, হে আল্লাহ! আপনি সমুদয় রাজ্যের মালিক, যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপদস্থ করেন, আপনারই হাতে সব রকম কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান।' সূরা আলে ইমরান : ২৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

> 'আপনি রাতকে দিনের ভেতর আর দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করান, আপনিই জীবিতকে মৃত হতে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত হতে বের করেন আর যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করেন।' সূরা আলে ইমরান : ২৭

আল্লাহর বৈশিষ্ট্যগুলো নিখুঁতভাবে একে অপরের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ। যখন আমাদের শরীরের কোনো হাড় ভেঙে যায়, তখন হাড়টিকে যথাযথভাবে স্থাপন করতে গিয়ে ডাক্তার অনেক সময় পুনরায় হাড়টিকে ভাঙতে পারেন। তেমনি আল্লাহ মাঝে মাঝে তাঁর জালাল বৈশিষ্ট্য দিয়ে বান্দার মিথ্যা অহংকে চূর্ণ করে আমাদের ভেতর এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন, যাতে তাঁর জামাল বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিকিৎসা করতে পারেন। এও বলা যায়, আল্লাহর জালাল বৈশিষ্ট্য বান্দার হৃদয়কে সাজিয়ে তোলেন, যাতে তাঁর জামাল বৈশিষ্ট্য আমাদের হৃদয়ে ঠিকঠাকভাবে প্রতিফলিত হতে পারে। আমরা হয়তো শান্তি ও আরামকে বেশি পছন্দ করি, কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে জামাল ও জালালের ভেতর কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, উভয়ই আল্লাহর রূপের প্রতিফলন ঘটায়।

এটি স্মরণ রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, আধ্যাত্মিকতার বিমানে উঠলেই কেবল আল্লাহর বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা উপলব্ধি করতে পারব—ব্যাপারটা মোটেই শোভনীয় নয়; বরং আল্লাহর বৈশিষ্ট্যগুলো বস্তুগত সৃষ্টিজগতের সর্বত্রই সাধারণভাবে দীপ্যমান। আমরা আল্লাহর ক্ষমতার (আল জাব্বার) প্রতিফলন দেখতে পাই সাগরে। তাঁর অনুগ্রহ (আর-রহমান) বুঝতে পারি বৃষ্টির মাঝে। তাঁর ভালোবাসার (আল ওয়াদুদ) প্রতিফলন দেখতে পাই শিশুকে কোলে নেওয়া মায়ের ওপর। তাঁর মহিমার (আল জলিল[৩৫]) প্রতিফলন দেখতে পাই আকাশের তারায়। তাঁর অমায়িকতার (আল লাতিফ) প্রতিফলন দেখতে পাই গোলাপের পাপড়িতে।

আমরা যতবার চোখ মেলে তাকাই, ততবার আল্লাহর অসীম দেখার (আল বাসির) ক্ষমতার স্বাদ অনুভব করি। যতবার কান পেতে শুনি, ততবার তাঁর অসীম শোনার (আস-সামি) ক্ষমতার স্বাদ অনুভব করি। আমাদের জন্মের মাঝে

---

৩৫. জালাল শব্দটি এসেছে 'আল জলিল' শব্দ থেকে। উভয় নামের অর্থ—মহিমা, গৌরব, মর্যাদা। জালাল শব্দটি ব্যবহৃত হয় আল্লাহর গৌরবদীপ্ত-মহিমান্বিত গুণের প্রকাশ করতে। অন্যদিকে আল জালাল আল্লাহর ৯৯টি নামের মধ্যে একটি নাম। আল্লাহর ৯৯টি নামের মধ্যে একটি নাম হলো—জুল জালালি ওয়াল ইকরাম; যার অর্থ—সকল গৌরব, মহিমা, সম্মান ও মর্যাদার মালিক আল্লাহ। আল্লাহর এই নামে জালাল শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর চিরঞ্জীব (আল হাই) গুণের প্রকাশ ঘটে। আমাদের মৃত্যুর মাঝে আল্লাহর মৃত্যুদানকারী (আল মুমিত) গুণের প্রকাশ ঘটে। আমাদের হৃদয়ের গহিন থেকে শুরু করে বিশ্বজগতের সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে আমরা আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহের সেই রূপ দেখতে পাই, যা তাঁর বিভিন্ন নাম দিয়ে রাঙানো। প্রতিটি শিল্পকর্মে যেমন শিল্পীর প্রতিফলন থাকে, কিন্তু শিল্প নিজে কখনো শিল্পী হয়ে যায় না; তেমনি এ সৃষ্টিজগতে আল্লাহর প্রতিফলন ঘটে, কিন্তু আল্লাহ সৃষ্টির মাধ্যমে সীমাবদ্ধ হয়ে যান না।

> 'পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও না কেন, সেদিকেই আছে আল্লাহর চেহারা; আল্লাহ সুবিস্তৃত, সর্বজ্ঞ।' সূরা বাকারা : ১১৫

উপরিউক্ত আয়াতে 'চেহারা' শব্দটি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, যে অর্থে আমরা মানুষের ক্ষেত্রে 'চেহারা' শব্দটি ব্যবহার করি; বরং এখানে চেহারা শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ—আল্লাহর নির্যাস (আজ-জাত)। এখানে মানুষকে লক্ষ করতে বলা হয়েছে, কী বিস্ময়করভাবে আল্লাহর মহিমা তাঁর সকল সৃষ্টির মাঝে প্রতিফলিত হয়ে আছে। আল্লাহর ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান। এর ব্যাখ্যা কুরআনে এভাবে দেওয়া হয়েছে—

> 'তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনি প্রকাশিত আবার তিনি গুপ্ত, তিনি সকল বিষয় পূর্ণরূপে জ্ঞাত।' সূরা হাদিদ : ৩

জগতের সবকিছুই আল্লাহর নামের ত্রিমাত্রিক প্রতিফলন, যা আমাদের অস্তিত্বের আয়নায় দৃশ্যমান হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ বা সৃষ্টিজগতের যেকোনো সৃষ্টিই (হোক তা দৃশ্য বা অদৃশ্য) আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন মাত্র। যদি এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ এ জগতের আয়না থেকে তাঁর অনুগ্রহের মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যাবে। কারণ, তাঁকে ছাড়া কোনো কিছুই অস্তিত্বশীল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আল্লাহ হলেন 'আল হাই' (চিরঞ্জীব), যাঁর প্রেরণায় জীবিতরা জীবন লাভ করে। আল্লাহ হলেন 'আল কাইয়ুম' (স্বনির্ভর) জগতের সবকিছু তাঁর ওপর নির্ভরশীল।

আয়নায় ফুটে উঠা প্রতিবিম্ব যেমন আয়নার সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তি নয়, তেমনি সৃষ্টিজগতের কেউও আল্লাহ নয়। আয়না যেমন সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তির উপস্থিতির সাক্ষ্য দেয়, আমরাও তেমনি আল্লাহর অস্তিত্বেরই প্রমাণ বহন করি। দিগন্তে সূর্যের উদয় হয় বলে সূর্য দিগন্তের একটি অংশ হয়ে যায় না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তেমনি আল্লাহর আলো সৃষ্টির ওপর প্রতিফলিত হয় বলে সৃষ্টির কোনো অংশ আল্লাহ হয়ে যায় না। প্রতিটি গাছ, শিশু, তারকারাজি, গ্যালাক্সি ও অণু-পরমাণু আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন বহন করে চলেছে। যেহেতু জগতের সবকিছুর আদি উৎস আল্লাহ এবং সবকিছু আবার আল্লাহর কাছে ফিরে যায়, সেহেতু আল্লাহর জ্ঞান ও ভালোবাসার বাইরে কোনো কিছু নেই।

> 'আমি যা কিছুই বলি না কেন, তা আল্লাহর ভালোবাসাকে বোঝানোর জন্য যথেষ্ট নয়। তবুও সৃষ্টিজগতের কেউ তাঁর ভালোবাসার কথা বলা বন্ধ করবে না।' —জালালুদ্দিন রুমি।

ভালোবাসাকে যেমন দেখা যায় না অথবা পরিপূর্ণভাবে জানা যায় না; কিন্তু এর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, তেমনি আল্লাহকে দেখা যায় না, পরিপূর্ণভাবে জানা যায় না, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের ভেতরে তাঁর অস্তিত্বকে অনুভব করা যায়। সেই স্থানহীন স্থানকে খুঁজে বের করুন, যেখানে অজানার বাস। জীবনের রহস্যময়তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। হৃদয়ের গহিনে অপরিচিত ভিতের ওপর দাঁড়ানো জায়গাগুলোতে ভ্রমণ করুন। সেই জগতে যাত্রা করুন, যে জগতের পার্থিব সীমাবদ্ধতা আপনাকে কেনো ফ্রেমে আটকে রাখতে পারে না। সেই কোয়ান্টাম জগতে পরিভ্রমণ করুন, যেখানে বিজ্ঞানের সকল সূত্র অচল হয়ে যায়। নিজের অজ্ঞতাকে উপলব্ধি করুন।

সেই আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ুন, যা জগতের সবকিছুর ভেতর লুকায়িত রয়েছে। পরিচিত জ্ঞানের সকল দেয়ালকে ভেঙে ফেলুন। জানতে চাইবেন না; বরং আল্লাহর অসীম প্রকৃতির প্রতি বিনয়ী হোন। এটি সেই জায়গা, যেখানে আপনি আল্লাহকে অনুভব করতে পারবেন। এটি সেই জায়গা, যেখানে এসে অবশেষে বুঝতে পারবেন, আপনি আল্লাহকে কখনোই তেমনভাবে জানতে পারবেন না—তিনি মূলত যেমন। তবুও প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে তাঁর দম আপনার ভেতরে জীবন সৃষ্টি করে যাবে।

> 'হে আল্লাহ! আপনার কাছে সর্বান্তকরণে আত্মসমর্পণ করতে আমাকে সাহায্য করুন। যাতে করে আপনি আমাকে যা দিতে চান, তা গ্রহণ করতে পারি। সকল সংশয়ের বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে ফেলতে, ঈমানের পথে স্বাধীনভাবে যাত্রা করতে এবং আমাকে নিয়ে আপনার পরিকল্পনা যে আমার স্বপ্নের চেয়ে অনেক বড়ো—তা বিশ্বাস করতে আমাকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! যে ত্রুটিগুলো অতীতে করেছি এবং যে ত্রুটিগুলো ভবিষ্যতে করব, তার সবই ক্ষমা করে দিন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হে আমার প্রভু! সব সময় আমাকে মনে করিয়ে দিন—আপনার কল্যাণ আমার ভুলের চেয়ে অনেক বড়ো এবং আপনার ভালোবাসা আমার লজ্জার চেয়ে অনেক বড়ো। হে আল্লাহ! আপনার আলো আমার ওপর নিক্ষেপ করুন, যাতে আমার চোখগুলো আপনার সত্যতা দেখে জাগ্রত হয় এবং আপনার সৌন্দর্য দেখে আমার হৃদয় মোহিত হয়। আপনার মহিমান্বিত নামগুলো স্মরণ করে আমি এই প্রার্থনা করছি, আমিন!'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

“

অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে। সূরা ত্বিন : ৪

আমি জিন ও মানবকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে। সূরা জারিয়াত : ৫৬

”

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমরা কারা

আপনি এক ত্রুটিমুক্ত স্রষ্টার পরিকল্পিত সৃষ্টি। খামখেয়ালিভাবে অথবা আচমকা আপনাকে সৃষ্টি করা হয়নি। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আসমান, জমিন আর এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে—তা আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।' সূরা আম্বিয়া : ১৬

জগতের কোনো প্রাণী দুর্ঘটনার মাধ্যমে প্রাণলাভ করেনি। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহের কলম দিয়ে আপনার জীবনের গল্প লিখেছেন। আপনার প্রতিটি কোষে তিনি নিজের ভালোবাসা সযত্নে ঢেলে দিয়েছেন; যে ভালোবাসা আপনার ভেতরে নেচে চলেছে। আপনার কাদামাটির শরীরে তিনি তাঁর দম ফুঁকে দিয়েছেন।[৩৬] আপনাকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার সেতুবন্ধন বানিয়েছেন। আপনার কাদামাটির শরীরে ফুঁকে দেওয়া আল্লাহর দম যেন মৃদুমন্দ বাতাসের মতো, যা মৃত জমিতে প্রাণের সঞ্চার করে।[৩৭]

আয়না আপনাকে যতখানি সুন্দর দেখায়, আপনি তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। আপনি এতই জটিল যে, কোনো ভাষার কোনো শব্দ আপনার বর্ণনা দিতে পারে না। আপনি আল্লাহর ভালোবাসার কারখানায় উৎপাদিত পণ্য। এ ভালোবাসা এতই অসীম ও পবিত্র যে, মানুষের এই সীমিত আকারের হাত

---

৩৬. সূরা হিজর : ২৯

৩৭. সূরা রূম : ১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সে ভালোবাসাকে ভাষায় বা রংতুলিতে ফোটাতে অক্ষম। আল্লাহর উপচে পড়া ভালোবাসার ঝরনা থেকে আপনি এবং জগতের সবকিছু অস্তিত্বশীল হয়েছে।

যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি, সমুদ্র, পাহাড়, বিশ্বজগৎ ও গ্যালাক্সি, সেই আল্লাহর কাছে আপনি ও আমি ছাড়া এ বিশ্ব অসম্পূর্ণ। আপনার শরীর শুধু মাটির একটি তাঁবু নয়—যেখানে আপনি বসবাস করেন; বরং আপনার শরীর হলো আপনাকে দেওয়া একটি ক্ষুদ্র আকারের বিশ্বজগৎ। আপনি একটি ছোটো তারকা নন; আপনি সমগ্র মহাজগতের প্রতিফলন। আপনি কি আপনার হৃদয়ের বিগব্যাং শুনতে পান? প্রতি মিনিটে আশিবার করে আল্লাহ আপনার হৃদয়ের দরজায় কড়া নাড়েন এ কথা মনে করিয়ে দিতে যে, তিনি আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তিনি আপনার গ্রীবার ধমনির চাইতেও নিকটে অবস্থান করেন।[৩৮]

> 'আপনার প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর অনুগ্রহে ধন্য। কারণ, আল্লাহ প্রতিটি মুহূর্তে আট বিলিয়ন মানুষের ফুসফুসে দম ফুঁকে চলেছেন। আপনি শুধু ধুলোবালির মানুষ নন; বরং আপনি পৃথিবীতে আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রতিফলন। আপনি কেবল মরণশীল কোনো শরীর নন—যা একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। আপনি মানুষ, আপনাকে আধ্যাত্মিক হতে হবে—ব্যাপারটি এমন নয়; বরং আপনি নিজেই এক আধ্যাত্মিক সত্তা, শুধু মানবীয় শরীরে বসবাস করেন মাত্র।'
> —কবি আরু বারজাক

আল্লাহর কাছে আমরা কারা

আপনি আপনার সাফল্যগুলোর যোগফল নন, নন আপনার ব্যর্থতাগুলোর বিয়োগফল। আপনি এ জগৎকে কতখানি দিতে পারেন, তার সমীকরণই আপনার সম্পদ নয়। আপনি যা দেন, বলেন বা করেন, তা থেকে আপনার মূল্য নির্ধারণ হয় না; আপনার মূল্য এগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। তবে আপনি এজন্য মূল্যবান নন যে অতীতে আপনি নিষ্পাপ জীবনযাপন করেছেন। আপনার কর্ম আপনাকে মূল্যবান করেনি; আপনাকে মূল্যবান করেছে সেই ত্রুটিমুক্ত আল্লাহ, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন।

সসীম সংখ্যা দিয়ে নিজের মূল্য গণনা বন্ধ করুন। কারণ, আপনি এমন এক অসীম স্রষ্টার সৃষ্টি, যিনি তাঁর চিরন্তন আলো দিয়ে আপনার ভেতরে জীবনের প্রদীপ জ্বেলেছেন। অন্য লোকের বিভাজক দিয়ে নিজেকে ভাগ করবেন না।

---

৩৮. সূরা ক্বাফ : ১৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মনে রাখুন, অসীমকে যেকোনো সংখ্যা দিলে তার ফলাফল অসীমই থাকে। মনে রাখুন, আপনি যত সময়ই বিয়োগ করেন না কেন, চিরকাল থেকে কোনো কিছুই কমবে না। মনে রাখুন, আপনি কোনো মুদ্রা নন যে, আপনার মান উঠা-নামা করবে।

আপনি নিজের মালিক নন। বিক্রির জন্য নিজের মূল্য নির্ধারণের অধিকার আপনার নেই। তাই আল্লাহর পণ্যের মূল্য হাঁকানো বন্ধ করুন।

একটি নিটোল পান্নার যেমন নিজের মূল্য নির্ধারণের জন্য সুন্দরভাবে সাজার প্রয়োজন নেই, তেমনি আপনার মূল্য নির্ধারণের জন্যও সাজার প্রয়োজন নেই। আপনার মূল্য আপনার ভেতরে সহজাতভাবে বিদ্যমান। কারণ, আপনার মালিক স্বয়ং আল্লাহ। অপরের মতামত, অপরের চোখের আয়না কিংবা অপরের পরামর্শের ভিত্তিতে আপনার মূল্য নির্ধারণ হয় না।

আপনার পাপগুলো হয়তো আপনার হৃদয়ের ওপর এমন আস্তরণ ফেলেছে যে, আপনি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু নিশ্চিত জেনে রাখুন, আল্লাহর দেখার চোখের সামনে কোনো পর্দা নেই। তিনি ঠিকই আপনার ভেতর-বাহির স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। আপনার পাপ ও ত্রুটিগুলো আপনার হৃদয়ের ভেতরে থাকা আল্লাহর উপস্থিতিকে মুছে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। কারণ, আপনি যে-ই হন না কেন, আল্লাহর অনুগ্রহ সব সময় আপনাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। দুনিয়ার কোনো মাপকাঠিতে আপনাকে ওজন করা সম্ভব নয়। কারণ, এ দুনিয়া আপনার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, আর আপনি সৃষ্টি হয়েছেন আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আমি তোমাকে নিজের জন্য তৈরি করেছি।' সূরা ত্ব-হা : ৪১

কর্ম আমাদের আলাদা করে না; বরং কর্ম আমাদের এই মোহ থেকে মুক্তি দেয়—যা চাই, তা থেকে আমরা আলাদা। আমাদের ভেতর ঈমান ইতোমধ্যেই নিহিত রয়েছে। আমাদের চেতনা সব সময়ই আল্লাহর সাথে যুক্ত। মানুষের আত্মাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি যে, এটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত থাকবে; বরং এ জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, এটি ইবাদত ও সর্বময় ক্ষমতাশীলের সাথে সংযোগ স্থাপনের প্রতি সতর্ক থাকবে।

> 'প্রজ্ঞার শুরুর মুহূর্ত সেটাই—যখন একটি তরঙ্গ বুঝতে পারে, সে মূলত একটি সমুদ্র!'—ভিয়েতনামের বৌদ্ধ ভিক্ষু থ্যাচ নাহট হান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর পথে যাত্রা শুরু করার সাথে সাথেই আমরা অনুভব করতে পারি—আমরা যা হতে চাই, ইতোমধ্যে তা হয়ে গেছি। খুব দ্রুতই আমরা নিজেদের চারপাশে আল্লাহর ভালোবাসা অনুভব করতে পারি, যে ভালোবাসা ইতোমধ্যেই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান।

> 'আপনি এ ঘর থেকে ও ঘর পর্যন্ত তন্নতন্ন করে যে নেকলেস খুঁজে বেড়াচ্ছেন, খেয়াল করে দেখুন—সে নেকলেস আপনার গলায় শোভা পাচ্ছে!' —জালালুদ্দিন রুমি

'মানুষ'-এর আরবি প্রতিশব্দ 'ইনসান'। অনেক স্কলারের মতে, ইনসান শব্দটি এসেছে 'নিসইয়ান' ধাতু থেকে, যার অর্থ—বিস্মৃতিপরায়ণ বা ভুলে যাওয়া প্রকৃতির। আবার অনেকের মতে, ইনসান শব্দটি এসেছে 'আনসিয়াহ' ধাতু থেকে, যার অর্থ—আন্তরিকতা, ভালোবাসা, হৃদ্যতা, কাছে আসা। এ অর্থগুলোর দিকে লক্ষ করলে বোঝা যায়, আল্লাহকে খুঁজে বের করার জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি; বরং সেই আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং সেই আল্লাহর কাছে ফিরে আসার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যে আল্লাহর সাথে আমাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ইতোমধ্যেই বিদ্যমান। দুনিয়াতে আমাদের ভ্রমণ শুধু আল্লাহর দিকে নয়; বরং আল্লাহর কাছ থেকে, আল্লাহর সাথে এবং আল্লাহর ভালোবাসার মধ্যে। আল্লাহর পথ যতটা না আধ্যাত্মিক, তার চেয়ে বেশি আধ্যাত্মিকতার উন্মোচন। ঠিক এই মুহূর্তে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আল্লাহ যে আপনার সাথে আছেন—এই অনুভূতির উন্মোচন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যে কাজই করো না কেন, আল্লাহ তা দেখতে পাচ্ছেন।'
> সূরা হাদিদ : ৪

আল্লাহর অসীম চেহারা

জগতের সবকিছুর দিক আল্লাহর অভিমুখে নিবিষ্ট। সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর সুগন্ধ। কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'আমি তাদের আমার নিদর্শনাবলি দেখাব দূর দিগন্তে, আর তাদের নিজেদের মধ্যে, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে—এটি সত্য।'
> সূরা ফুসসিলাত : ৫৩

এ আয়াত নিশ্চিত করে, সকল সৃষ্টির ভেতর আল্লাহর নিদর্শন (সাইনপোস্ট) রয়েছে এবং সকল অভিব্যক্তি বহুত্বের ভেতর রয়েছে একটি একতা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আকাশ ও জমিন একসঙ্গে সংযুক্ত ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম।' সূরা আম্বিয়া : ৩০

কুরআনে আরও বলা হয়েছে—

> 'একক মানবসত্তা হিসেবে অস্তিত্ব লাভের পূর্বে সকল মানুষ একজন মানুষের ভেতর একীভূত ছিল।' সূরা জুমার : ৬

অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের বলছেন, জগতের দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু অস্তিত্বশীল হয়েছে একটি একক উৎস থেকে। আপনার রক্ত তৈরি হয়েছে তারকারাজির সংমিশ্রণে, আপনার হাড়গুলো তৈরি হয়েছে নক্ষত্রপুঞ্জের চূর্ণ দিয়ে। আপনাকে শুধু আকাশে তৈরি করা হয়নি; বরং আকাশ থেকে তৈরি করা হয়েছে। আপনি এ বিশ্বজগতের শুধু একজন বাসিন্দা নন; বরং আপনি বিশ্বজগতের একটি অংশ।

> 'একটি সূর্য থেকে যেমন অসীম আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে, তেমনি পরমাণু বা আদম—সবকিছুই একসময় একটি একক ছিল।' —কবি আরু বারজাক

মানুষ হলো নিখিল বিশ্বজগতের (ম্যাক্রোকজম) ভেতরে একটি ক্ষুদ্র বিশ্বজগৎ (মাইক্রোকজম), আকাশ ও পৃথিবীর সংযোগ সেতু। এ সেতুর উভয় প্রান্তে রয়েছে ধ্বংসশীল শরীর, কিন্তু চিরস্থায়ী চেতনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'সেই সফলকাম হয়েছে, যে নিজ আত্মাকে পবিত্র করেছে। সেই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজ আত্মাকে কলুষিত করেছে।' সূরা শামস : ১০

মানুষের মধ্যে যে দ্বৈত প্রকৃতি রয়েছে, তা ব্যক্তিকে আল্লাহর গুণগুলো ধারণ করতে উৎসাহ জোগায়; ঠিক যে কারণে আল্লাহ মানুষকে তাঁর ভালোবাসার প্রতিনিধি করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যদিও ফেরেশতরা অবিরতভাবে আল্লাহর ইবাদত করে চলেছেন, তবুও তাঁদের মাঝে ত্রুটিহীনতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা অনুপস্থিতির কারণে তাঁরা আল্লাহর সমগ্রতাকে ধারণ করতে অক্ষম। যেখানে কোনো ভুল করারই সুযোগ নেই, সেখানে কী করে তারা ক্ষমার স্বাদ অনুভব করবে?

> 'যদি তোমরা পাপ না করতে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের স্থলে অন্য লোকদের দুনিয়াতে প্রেরণ করতেন, যারা পাপ করত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং আল্লাহ তাদের ক্ষমা করতেন।'[৩৯]

---

৩৯. মুসলিম। এ হাদিস থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আল্লাহ মানুষকে কর্মের স্বাধীনতার উপহার দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তিনি চান আমরা যেন ভুল করার স্বাধীনতা ভোগ করি, কিন্তু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মানুষকে কর্ম, বিশ্বাস, ইচ্ছা ও চিন্তার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, যাতে এই স্বাধীনতার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ অনুভব করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন—

> 'নিশ্চয়ই আমি আসমানসমূহ, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করেছিলাম, অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছিল এবং ভীত হয়েছিল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয়ই সে ছিল অতিশয় জালিম, অজ্ঞ।' সূরা আহজাব : ৭২

আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও লোভ আমাদের এমন মানুষে পরিণত করেছে যে, আমরা প্রায়শই জুলুম করি, দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই। আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদা তা নয়, যে মর্যাদার প্রাপ্য বলে আমরা নিজেদের মনে করি; বরং আমাদের মর্যাদা আল্লাহ প্রদত্ত উপহার, যে উপহারের জন্য আল্লাহর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

মানুষের সম্মান

আল্লাহ মানুষকে কেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, তা কুরআন থেকে জানা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমরা কি দেখ না, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে—সবই আল্লাহ তোমাদের জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন?' সূরা লোকমান : ২০

আল্লাহর এত নিয়ামত সত্ত্বেও আমাদের প্রাপ্ত স্বাধীনতা প্রায়ই আমাদের হতাশায় নিক্ষেপ করে। যখন আমরা আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত স্রোতে সাঁতার কাটি, তখনই সাধারণত এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমরা কী চাই এবং আমাদের কী দরকার—এ দুটির ভেতর একটি সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হয়, পরিণামে নৈরাশ্য আমাদের ঘিরে ধরে। সব অর্জন ও সাফল্য সত্ত্বে আমাদের মনে হয়—কোথায় যেন একটি অপূর্ণতা রয়ে গেছে, ফলে কাঙ্ক্ষিত সুখ অধরা থেকে যায়।

ভুল করে ফেললে সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। যেহেতু আমাদের ভুল করার প্রবণতা আমাদের কর্মের স্বাধীনতারই ফল, সেহেতু যদি আমরা ভুল না করতাম, তাহলে আল্লাহ দুনিয়াতে এমন সৃষ্টিকে পাঠাতেন, যারা ভুল করত। কারণ, আমাদের ভুল করার প্রবণতাই আমাদের আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও ক্ষমার স্বাদ পাইয়ে দেয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমরা প্রায়ই সত্যিকার শান্তি ও পূর্ণ সন্তুষ্টির সন্ধান না পেয়ে মর্মবেদনায় ভুগি। যে মহাসত্য আমরা ভুলে যাই, তা হলো—আমাদের কর্ম নয়, আল্লাহর কাছে ফিরে আসার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত শান্তির ঝরনাধারা। হৃদয়ের ভেতরে থাকা যে শূন্যতার জন্য আমরা অশান্তির দাবানলে পুড়ছি, তা একসময় আল্লাহর অস্তিত্ব দিয়ে পূর্ণ ছিল। আল্লাহকে সরিয়ে সেই শূন্যতার গহ্বর তো আমরাই সৃষ্টি করেছি। আপনার শরীরের ভেতর যদি কেবল শরীরই থাকে, তাহলে কী করে আপন আত্মার অভিজ্ঞতা লাভ করবেন? কী করে আপনি আল্লাহর সর্বব্যাপী ভালোবাসার স্বাদের মূল্য বুঝবেন, যেখানে সে স্বাদ আপনি কখনো অনুভব করেননি?

> 'যদি কোনো কয়েদি কখনো স্বাধীন জীবনে বাস না করে, তাহলে সে কখনো বন্দিত্বের অন্ধ কূপকে অপছন্দ করবে না।' —জালালুদ্দিন রুমি

আমাদের সবারই এমন কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকে, যা এ জগতে কখনো পূরণ হবে না। এ বিষয়টিই শক্ত প্রমাণ বহন করে—বর্তমান জগতের বাইরে অবশ্যই আরেকটি জগতের অস্তিত্ব রয়েছে। পবিত্র কুরআন আমাদের সেই রুহের জগতের কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে আল্লাহ আমাদের সকলের মনের উর্বর জমিতে বিশ্বাস ও ভালোবাসার বীজ বপন করেছিলেন। আল্লাহ সকল আত্মাকে (রুহ) সৃষ্টির পর তাদের রুহের জগতে রেখে দেন। সেখান থেকে একে একে রুহগুলো মানব শরীরের মাধ্যমে দুনিয়াতে পদার্পণ করতে থাকে। দুনিয়াতে আসার আগে একদিন আল্লাহ সকল রুহকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন—

> 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই?' সকল রুহ জবাবে বলেছিল—'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' সূরা আ'রাফ : ১৭২

এ ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়, দুনিয়াতে কেউ সচেতনভাবে ঈমান আনুক আর না-ই আনুক, সকল আত্মাই আল্লাহর সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ।

আল্লাহর নিঃশর্ত ভালোবাসার কারণে ঈমান আমাদের ভেতরে প্রোথিত একটি জন্মগত বিষয়। আমরা পানি সিঞ্চন করি বা না করি, আমাদের হৃদয়ের গহিনে রোপিত আল্লাহর বীজ তরতাজা থেকেই যায়। আল্লাহর একত্ববাদ মানুষের হৃদয়ের ভেতরে সহজাতভাবে রোপিত থাকে। এ কারণে ঈমানের ঘোষণার মানে হলো—আমরা যে লক্ষ্যে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি, সে অভিমুখে আমাদের যাত্রার সূচনাবিন্দু।

আমার পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ফিতরাত ও মানুষের সহজাত কল্যাণকর বৈশিষ্ট্য

মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত আল্লাহর ভালোবাসাকে আরবিতে বলা হয় ফিতরাত, যার অর্থ—মানুষের আদি ও অকৃত্রিম সহজাত বৈশিষ্ট্য। ফিতরাত শব্দটি যে মূল শব্দ থেকে এসেছে, তার অর্থ হলো—কোনো কিছুকে চিরে ফেলা বা কোনো কিছুকে সামনে নিয়ে আসা। অর্থাৎ এর অর্থ দাঁড়ায়—দুনিয়াতে আমাদের কাজ হলো আমাদের ভেতরের অহংয়ের খোলস চিরে সেখানে আল্লাহর রোপিত ভালোবাসার বীজকে বাইরে বের করে আনা।

ফিতরাত হলো এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস এবং তাঁর ইবাদতের সহজাত স্বাভাবিক প্রবণতা। মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন—

> 'সকল শিশু আল্লাহর ইবাদতের প্রতি ঝোঁক প্রবণতা এবং আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের জীবন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।'[৪০]

যদি কোনো শিশুকে একাকী ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার মধ্যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের প্রাকৃতিক ঝোঁক প্রবণতা ক্রমাগতভাবে দৃশ্যমাণ হবে। কোনো ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসাকে দিনের পর দিন প্রত্যাখ্যান করে চললে বুঝে নিতে হবে—এটি তার স্বাভাবিক প্রকৃতি নয়; বরং তার বাবা-মা অথবা যে পরিবেশে সে বড়ো হয়েছে, তার প্রভাবে সে শয়তানের পথ বেছে নিয়েছে।

কুরআনে বারবার ঈমানদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য। কিন্তু পাশাপাশি এও বলা হয়েছে, বাবা-মা যদি আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কাজের নির্দেশ দেয়, তাহলে সন্তানরা যেন তা মান্য না করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য আমি মানুষের প্রতি ফরমান জারি করেছি। তাঁরা যদি এমন কিছুকে আমার সাথে শরিক করার জন্য তোমার ওপর বল প্রয়োগ করে—যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাঁদের মান্য করো না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর, আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো—যা তোমরা করছিলে।' সূরা আনকাবুত : ৮

আমাদের পিতা-মাতা বা অন্যরা যা-ই বিশ্বাস করুক না কেন, ফিতরাত বা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (তাওহিদ) হলো মানুষের জীবনের হার্ডওয়্যারের মতো।

---

৪০. বুখারি, মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এই হার্ডওয়্যারের ভেতর যে হৃদয় বাস করে, তাতে একেক মানুষের ক্ষেত্রে একেক সফটওয়্যার ইন্সটল হয়ে থাকে তার বাবা-মা, বেড়ে উঠা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে। এই সফটওয়্যার পরিবর্তনশীল, কিন্তু ফিতরাত নামক হার্ডওয়্যার অপরিবর্তনীয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'কাজেই দ্বীনের প্রতি তোমার চেহারা নিবদ্ধ করো একনিষ্ঠভাবে। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি (ফিতরাত), যে প্রকৃতি তিনি মানুষকে দিয়েছেন। আল্লাহর সৃষ্টিকার্যে কোনো পরিবর্তন নেই; এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' সূরা রূম : ৩০

কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী, আমরা হৃদয়ের ভেতর প্রাকৃতিকভাবে আল্লাহর আলো বহন করে চলেছি। কারণ, আল্লাহ স্বয়ং তাঁর ফিতরাতকে আমাদের ভেতর প্রোথিত করে দিয়েছেন। এর সারকথা হলো—আপনি যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন, তাঁর জন্য আপনার বিচার-বুদ্ধিকে একপাশে সরিয়ে রেখেছেন—বিষয়টি এমন নয়; বরং ঈমান আনার মাধ্যমে আপনি সত্যিকারের আপনার কাছে ফিরে এসেছেন। এ কারণেই অতীতের সুফি-সাধকরা বলতেন—

> 'পরাবাস্তব আধ্যাত্মিকতার পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছা আমাদের লক্ষ্য নয়; বরং আমাদের লক্ষ্য হলো, আমাদের ভেতরের পবিত্র প্রাকৃতিক ফিতরাতর দিকে ফিরে আসা।'

আমাদের সহজাত ঈমানের বিকাশ ও দুনিয়াতের আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জালালুদ্দিন রুমি খুব চমৎকারভাবে বলেছেন—

> 'একটি বিষয় কখনো ভুলে যাবে না। অন্য সব ভুলে যাও, কিন্তু এটি অবশ্যই মনে রেখ—তোমার কোনো অনুশোচনা হবে না। জগতের সবকিছু মনে রাখতে পারো, সবকিছু নিয়ে উদ্‌বিগ্ন হতে পারো; কিন্তু ওই একটি বিষয় যদি অগ্রাহ্য করো, তাহলে মূলত তুমি কিছুই করলে না। বিষয়টা অনেকটা এ রকম—এক বাদশাহ তোমাকে একটি কাজ দিয়ে অন্য এক দেশে পাঠালেন। তুমি সে দেশে গেলে এবং অন্য বহু কাজ করলে, কিন্তু সেই নির্দিষ্ট কাজটি করলে না। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, তুমি মূলত কিছুই করোনি।'

আমাদের কাজ হলো ভালোবাসা ও মায়ার সেই বৃক্ষে পরিণত হওয়া, যার ফিতরাতের সুমিষ্ট ফল জগতের সবাই উপভোগ করবে। এটি কেবল তখনই ঘটবে, যখন আমরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে পারব এবং তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারব। কারণ, এ দুটি কাজের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর ভালোবাসার মহান প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে পারি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আদম ﷺ, মা হাওয়া ﷺ ও শয়তান

আদম ও মা হাওয়া ﷺ-এর ঘটনা কোনো রূপকথার গল্প নয়; এটি আমাদের ইতিহাস। আমাদের মাটি ও পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়াতে কেবল এ উদ্দেশ্যে আমাদের প্রেরণ করা হয়নি যে, আমরা আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমে জান্নাতে ফিরে যাব; বরং আমাদের সৃষ্টির পেছনে এ উদ্দেশ্যও নিহিত রয়েছে, আমরা যেন আল্লাহর ভালোবাসা ও অনুগ্রহের গুণগুলো সকল সৃষ্টির ওপর প্রয়োগ করে এ দুনিয়াকেই জান্নাতে পরিণত করি।[৪১] এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন—

'আল্লাহর গুণগুলো দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে নাও।'

নারী ও পুরুষ উভয়কে দুনিয়াতে আল্লাহর আয়না হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, জগতের সকল মানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির ঐক্যতান সৃষ্টির জন্য তারা যেন একত্রে কাজ করে। একটি ডালিম গাছের বীজ যেমন মাটি ছাড়া অঙ্কুরিত হতে পারে না, আবার মাটি যেমন বীজ ছাড়া ডালিম গাছের জন্ম দিতে পারে না, তেমনি নারী ও পুরুষকে তাদের আত্মার বিকাশের জন্য একত্রে কাজ করতে হবে।

নারী ও পুরুষ শারীরিকভাবে অভিন্ন হলেও আল্লাহর চোখে তারা সমান মর্যাদার। কারণ, আত্মার কোনো লিঙ্গভেদ নেই।[৪২] হিব্রু ভাষায় 'হাওয়া' শব্দটি যে ধাতু থেকে এসেছে, তার অর্থ—জীবনের উৎস। এর মানে হলো—আমরা যখনই মা হাওয়ার কথা বলি, তখনই এ কথা স্মরণ করি—সকল নবি পুরুষ ছিলেন এ কথা যেমন সত্য, তেমনি কোনো নারী ছাড়া ওই পুরুষগণ দুনিয়াতে জন্মলাভ করতে পারতেন না—এ কথাও সত্য। এ কারণে নারীদের আসমান ও জমিনের মধ্যকার সৃষ্টির সেতু বলা হয়।[৪৩]

---

৪১. আল্লাহ আমাদের তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এ দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন (সূরা বাকারা : ৩০)। আমাদের কাজের একটি অংশ হলো, এই দুনিয়ার দেখাশোনা করা এবং সকল সৃষ্টির ওপর আল্লাহর গুণাবলির প্রতিফলন ঘটানো। যেহেতু আসমানের জগতে আল্লাহ প্রকাশমান থাকে, সেহেতু আমরা যখন দুনিয়ার জগতে আল্লাহর নামের প্রতিফলন ঘটাই, তখন মূলত আমরা নিজেরাই দুনিয়াতে আসমানের প্রতিফলন হিসেবে আবির্ভূত হই।

৪২. যেমনটি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন—'আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি তাকান তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে।' মুসলিম

৪৩. মহানবি ﷺ নারীদের উচ্চ মর্যাদার কথা এভাবে বলেছেন—'তোমার মায়ের পদতলে তোমার জান্নাত।' আহমদ, নাসায়ি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পবিত্র কুরআনে কেবল নারী-পুরুষের মর্যাদা ও আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের কথাই বলা হয়নি; শয়তানকে পরাজিত করার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। শয়তানের আসল নাম ছিল ইবলিস। হিব্রু ভাষায় ইবলিস শব্দটি যে ধাতু থেকে এসেছে, তার অর্থ—আশা পরিত্যাগ করা, হতাশ হওয়া, নিরাশ হওয়া।[৪৪] এর মানে ইবলিস এমন একজন, যে আমাদের ভেতরে নৈরাশ্যের বীজ রোপণ করে দেয়। আমরা মন্দ লোক এবং আমাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ আমাদের ভালোবাসেন না, এমন ধারণা আমাদের ভেতর প্রোথিত করে দেয়। অন্যান্য ধর্মে ইবলিসকে 'বহিষ্কৃত ফেরেশতা' (ফলেন অ্যানজেল) বলা হয়, কিন্তু ইসলামে তা বলা হয় না। কারণ, ফেরেশতাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই। পাপ করার বা আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার ক্ষমতা তাঁদের দেওয়া হয়নি।[৪৫]

পবিত্র কুরআনে শয়তানকে জিন বলা হয়েছে; যে জিনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াবিহীন আগুনের শিখা থেকে। জিন হলো গায়েব বা অদৃশ্য জগতের একটি অংশ। যদিও আমরা জিনকে সশরীরে দেখতে পাই না, তবুও মানুষের মতো জিনকেও ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। অন্য কথায়, জিনদের মধ্যে ভালো ও মন্দ জিন রয়েছে। শয়তান আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নয়; বরং শয়তান নিজেই আল্লাহর সৃষ্টি। কিছু ধর্মীয় মতানুসারে, আলো ও অন্ধকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খোদার অস্তিত্ব রয়েছে—যারা একে অপরের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। কিন্তু কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে—আল্লাহ একজনই, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই এবং তাঁর গুণগুলো একে অপরের পরিপূরক।

শয়তানের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। ততটুকুই রয়েছে, যতটুকু আল্লাহ তাকে দিয়েছেন।[৪৬] শয়তানকে মানুষের প্রকাশ্য দুশমন[৪৭] হিসেবে বিবেচনা করা হলেও

---

৪৪. Lcaman, Oliver. *The Qur'an: An Encyclopedia.* Routledge, 2010.

৪৫. কোনো কোনো স্কলার বলেছেন, ইবলিস ফেরেশতা ছিল। কারণ, সে ফেরেশতাদের সাথে বসে আল্লাহর ইবাদত করত। এ স্কলারগণ তাঁদের দাবির প্রমাণ হিসেবে কুরআনের এই আয়াতের উল্লেখ করেন—'এবং স্মরণ করো, যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম—আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল (সূরা কাহাফ : ৫০)।' কিন্তু এ আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ বলেছেন—'সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত। সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিল (সূরা কাহাফ : ৫০)।' আদম ﷺ-এর ব্যাপারে ইবলিস নিজেই বলেছিল—'আমি তাঁর চাইতে উত্তম। আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর তাঁকে সৃষ্টি করেছেন কাদা থেকে (সূরা আ'রাফ : ১২)।' জিনদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে—'আর তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াহীন অগ্নিশিখা থেকে (সূরা আর-রহমান : ১৫)।' মহানবি বলেছেন—'ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আলো থেকে, জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা থেকে এবং আদমকে যা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা তোমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে।' মুসলিম, আহমদ, বায়হাকি

৪৬. সূরা সাদ : ৮২-৮৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু ভালো উদ্দেশ্যেই। নৌকার তলে একটি ছিদ্রপথ খুঁজে পাওয়া আশীর্বাদস্বরূপ। কেননা, ওই ছিদ্র দেখেই আমরা বুঝতে পারি, নৌকার ঠিক কোন জায়গায় মেরামত করা দরকার। তেমনি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ার পর আমরা বুঝতে পারি—আমাদের হৃদয় ঠিক কখন ও কোন জায়গায় আল্লাহকে ভুলে বিপথে যাত্রা শুরু করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'শয়তান তোমাদের দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদের তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।' সূরা বাকারা : ২৬৮

কোনো কোনো সুফি সাধক শয়তানকে অন্ধকারের পথপ্রদর্শক অথবা জান্নাতের দারোয়ান বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, শয়তানের কণ্ঠস্বর আমাদের হিংসা, লোভ, লালসা ও অহংকারের দিকে প্রলুব্ধ করে এবং আমাদের সেই জায়গাকে চিনিয়ে দেয়, যার মেরামত ও বিশুদ্ধিকরণ প্রয়োজন। শয়তানের প্ররোচনা আমাদের সাথে আল্লাহর দূরত্বের পরিমাপ জানিয়ে দেয়। বুঝিয়ে দেয়—আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য আমাদের কতখানি পথ পাড়ি দিতে হবে। যদিও সৃষ্টিজগতে শয়তানের একটি অবস্থান আছে, তবুও মনে রাখতে হবে—শয়তান জঘন্য মিথ্যাবাদী। তাই শয়তানের অস্তিত্বকে কখনো হালকাভাবে নেওয়া ঠিক হবে না।

ইবলিস একজন সাধারণ জিন ছিল না। ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, ইবলিস এক হাজার বছর ধরে এত আন্তরিক ও মগ্ন হয়ে আল্লাহর ইবাদত করেছিল যে, তাকে ফেরেশতাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৪৮] ফেরেশতা না হওয়া সত্ত্বেও ইবলিস ফেরেশতাদের সমান মর্যাদা পায়। একদিন আল্লাহ ঘোষণা করলেন—তিনি দুনিয়াতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একটি নতুন প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, যার নাম আদম। আল্লাহর তাঁর নিজের রুহ আদমের ভেতর ফুঁকে দিলেন এবং ফেরেশতাদের ও ইবলিসকে নির্দেশ দিলেন নতুন সৃষ্টি আদমকে সিজদা দিতে। ইবলিস কাদামাটি দিয়ে তৈরি আদম ﷺ-কে দেখে তাচ্ছিল্য করল এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করল। বলল—

> 'আমি তাঁর চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে সৃষ্টি করেছেন কাদা থেকে।' সূরা আ'রাফ : ১২

---

৪৭. সূরা বনি ইসরাইল : ৫৩

৪৮. Wheeler, Brannon M. *Prophets in the Qur'an: An Introduction to the Qur'an and Muslim Exegesis*. Continuum, 2002

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

একটি দিয়াশলাইয়ের ভেতর যেমন আগুন সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং পর্যাপ্ত ঘর্ষণের ফলেই কেবল আগুন জ্বলে ওঠে, তেমনি ইবলিসের ভেতর অহংকারের আগুন সুপ্ত অবস্থায় ছিল। আদমকে সৃষ্টির মাধ্যমে তৈরি হওয়া ঘর্ষণের ফলে ইবলিসের ভেতরে অহংকারের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। অন্যদিকে ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশে আদমকে সিজদার জন্য আল্লাহর দমের সামনে সিজদায় অবনত হলেন, যে দম আল্লাহ স্বয়ং আদম ﷺ-এর ভেতর ফুঁকে দিয়েছেন। অন্যদিকে ইবলিস আদম ﷺ-এর শারীরিক কাঠামোর ভেতর আল্লাহর প্রতিফলনকে দেখতে পেল না, ফলে সে অহংকারবশত তাঁকে সিজদা করতে অস্বীকার করল।

শয়তানের ভুল ধারণা ছিল—কারও মূল্য নির্ধারিত হয় তার শারীরিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে, যে ভুল আজ আমরাও করে চলেছি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, শয়তান হলো বিশ্বজগতের প্রথম প্রমাণিত বর্ণবাদী। বাস্তবিক অর্থে সম্পদ, সুনাম, গায়ের রং, বাহ্যিক সৌন্দর্য ইত্যাদির ভিত্তিতে নয়; বরং আমাদের মূল্য নির্ধারিত হয় সৎকর্মের ভিত্তিতে এবং জীবনের বাগানে কল্যাণের যে বীজ আমরা রোপণ করেছি, তার ভিত্তিতে। আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের পুরো জগৎ কেমন হবে—তা নির্ভর করে নিজেদের হৃদয়ের পরিশুদ্ধতার ওপর। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার পাপ মোচন করে দেবেন আর তাকে দান করবেন মহা পুরস্কার।' সূরা তালাক : ৫

অন্যকথায়, আমাদের মূল্য জন্মগত, কিন্তু আমাদের গভীর মূল্য নিজদের সৎকর্মের মাধ্যমেই কেবল অনুভব করতে পারি।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি বেশি সম্মানিত, যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন।' সূরা হুজুরাত : ১৩

ওপরের আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি, আমরা যখন সৎকর্ম করি, তখন আমাদের সেই সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে উন্মোচিত হয়—যা আল্লাহ তায়ালা আগেই আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছেন।

শয়তান বুঝতে পারেনি, আল্লাহ আদম ﷺ-কে যে মর্যাদা দান করেছেন, তা কখনো তাঁর পাপের কারণে ধ্বংস হবে না। কারণ, মানুষের মর্যাদা সহজাত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এবং তা মানুষের সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জিত নয়। আদম ﷺ একটি সৎকর্মও না করে সম্মানিত হয়েছেন, ফেরেশতাদের সম্মানসূচক সিজদা লাভ করেছেন। কারণ, তাঁর প্রাথমিক সম্মান তাঁর কর্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়নি। তাঁর সম্মানের মূল কারণ ছিল তাঁর ভেতর ফুঁকে দেওয়ার আল্লাহর রুহ এবং তাঁর ভেতরে আল্লাহর রোপিত সহজাত কল্যাণ (ফিতরাত)। ফেরেশতারা আদম ﷺ-কে সিজদা করার পর আল্লাহ তায়ালা বললেন—

> 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখানে যা ইচ্ছা খাও, কিন্তু ওই গাছের নিকটে যেয়ো না; গেলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের দলে শামিল হবে।' সূরা বাকারা : ৩৫

আদম ও মা হাওয়া ﷺ-কে জান্নাতে সবকিছু দান করা হলো। কিন্তু শয়তান সংকল্প করল, সে প্রমাণ করে ছাড়বে—আদম ﷺ-কে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তাঁর উপযুক্ত তিনি নন। অতএব, সে আদম ﷺ-এর কানে কুমন্ত্রণা দিলো এভাবে—

> 'তোমাদের রব তোমাদের কেবল এজন্য এ গাছ থেকে নিষেধ করেছেন যে, তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা তোমরা চিরস্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (শুধু তা-ই নয়) সে তাঁদের উভয়ের কাছে শপথ করে বলল—"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের একজন।"' সূরা আ'রাফ : ২১-২২

আদম ও হাওয়া ﷺ যখন নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলেন, তখন আল্লাহ বললেন—

> 'তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের (শয়তান ও মানুষ) শত্রু; তোমাদের জন্য পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী আবাস ও ভোগ-উপকরণ রয়েছে।' সূরা আ'রাফ : ২৪

কুরআনের এই বর্ণনাগুলো থেকে বোঝা যায়, শয়তান ও আদমের প্রকৃত পার্থক্য সূচিত হয়েছে দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে। আদম ও মা হাওয়া ﷺ আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনের পর নিজের ভুল বুঝতে পারা মাত্রই অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁদের ক্ষমা চাওয়ার ভাষা এতই অনবদ্য ছিল যে, যুগ যুগ ধরে মুসলিমরা এ ভাষায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে চলেছেন—

> 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা ও দয়া না করেন, তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'
> সূরা আ'রাফ : ২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আদম ও মা হাওয়া ﷺ-এর জন্য নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়া ছিল অনুশোচনা শিক্ষার একটি মাধ্যম। অহংকার প্রদর্শনের পরিণামে শয়তান আল্লাহর রোষানলে পতিত হলো, অন্যদিকে বিনয় ও অনুশোচনা প্রকাশের মাধ্যমে আদম ﷺ আল্লাহর অনুগ্রহ, ক্ষমা ও পথনির্দেশপ্রাপ্ত হলেন।[৪৯]

শয়তান যখন আল্লাহর নিদেশ লঙ্ঘন করল, তখন সে আল্লাহকে দোষারোপ করল এবং মানবজাতির ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করল। সে বলল—

> 'যেহেতু তাঁর কারণেই আমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন, কাজেই আমি অবশ্যই আপনার সরল পথে মানুষদের জন্য ওত পেতে বসে থাকব। তারপর আমি তাদের সামনে দিয়ে, পেছন দিয়ে, ডান দিয়ে, বাম দিয়ে তাদের কাছে অবশ্যই আসব। আপনি তাদের অধিকাংশকেই শোকর আদায়কারী পাবেন না।' সূরা আ'রাফ : ১৬-১৭

শয়তানের এ বক্তব্যের মধ্যে শুধু তার অহংকার ও ঔদ্ধত্যই প্রকাশ পায়নি; বরং এটও পরিষ্কার হয়েছে—তার পদস্খলনের পেছনের মূল নিয়ামক কারণ ছিল তার অকৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তায়ালা ওই আয়াতটির মাধ্যমে শয়তানের কূটকৌশলের গোপনীয়তা আমাদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছেন এবং আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, শয়তানের প্রলোভনের ফাঁদ থেকে বাঁচার উপায় হলো—আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

লক্ষ করুন, শয়তান কীভাবে বলছে—সে সরল-সোজা পথে ওত পেতে বসে থাকবে। চোর যেমন সেই বাড়িতেই হানা দেয়—যে বাড়িতে মূল্যবান সম্পদরাজি থাকে। শয়তানও তেমনি তাদের পথেই ওত পেতে বসে থাকে, যারা ঈমানের সম্বল নিয়ে সরল-সোজা পথে যাত্রা করে। ওই আয়াতটির অন্য একটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শয়তান যখন বলল—সে আমাদের পেছন থেকে আসবে, তখন মূলত সে এটাই বলেছে যে, সে আমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। বিচ্যুত করবে এই বুঝিয়ে যে, আমরা স্রষ্টাহীন বিশ্বের এক দুর্ঘটনার ফসল মাত্র। সে আমাদের বর্তমান থেকে অতীতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে; অথচ অতীতকে বদলানোর সুযোগ আমাদের নেই। সে আমাদের অনুশোচনা ও

---

৪৯. আল্লাহ তায়ালা বলেন—'অতঃপর তাঁরা (আদম ও হাওয়া ﷺ) দুজনে যখন তা (সেই গাছ) থেকে খেল, তখন তাঁদের সামনে তাঁদের লজ্জাস্থান খুলে গেল আর তাঁরা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢাকতে লাগল। আদম তাঁর প্রতিপালকের অবাধ্যতা করল, ফলে সে প্রথভ্রষ্ট হয়ে গেল। অতঃপর তাঁর রব তাঁকে মনোনীত করলেন, তাঁর প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাঁকে সুপথে আনয়ন করলেন।' সূরা ত্ব-হা : ১২১-১২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হতাশার আগুনে ঘি ঢেলে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ করে তুলবে। 'সামনে থেকে আসবে' বলে শয়তান বুঝিয়েছে—সে আমাদের বিচার দিবস সম্পর্কে বিভ্রান্ত করবে। আমাদের মিথ্যা প্রবোধ দেবে যে, ভালো বা মন্দ কর্মের জন্য ভবিষ্যতে আমাদের কোনো জবাবদিহি করতে হবে না।

'ডান ও বাম দিক থেকে আসবে'—এ কথা বলার মাধ্যমে শয়তান বলেছে, আমাদের মনের ভেতরের কুপ্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার মাধ্যমে সে আমাদের ভ্রান্ত পথের দিকে প্রলুব্ধ করবে। লক্ষ করুন, শয়তান বলেনি—সে ওপর দিক থেকে আসবে। এর কারণ হলো—ওপর দিকে থেকে কেবল ওহি-ই অবতীর্ণ হয়; অন্য কিছু অবতীর্ণ হতে পারে না। শয়তান নিচ থেকেও আসতে পারে না। কারণ, আমরা যখন জমিনের দিকে মাথা নোয়াই, তখন আমরা আত্মসমর্পণ ও নিরহংকারতারই প্রদর্শন করে থাকি। অন্যদিকে শয়তান অহংকার প্রদর্শন করে থাকে। এখান থেকে একটি গভীর শিক্ষা পাওয়া যায়। যখন আমরা ওহির দিকে প্রত্যাবর্তন করি এবং বিনীত ও নম্র থাকি, তখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা পাই। কারণ, শয়তান নিজেই আল্লাহকে বলেছে—

> 'আপনার ক্ষমতার কসম! আমি ওদের সবাইকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করব। তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদের ছাড়া।'
> সূরা সাদ : ৮২-৮৩

এই 'খাঁটি বান্দা' তারাই, যাদের আল্লাহ ঈমান, দায়িত্বশীলতা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার গুণে ধন্য করেছেন।

কৃতজ্ঞতার শক্তি

কৃতজ্ঞতা সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। কৃতজ্ঞতার দরজা দিয়েই কেবল আমরা আল্লাহর কৃপা ও দয়ার স্বাদ অনুভব করতে পারি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে আমি অবশ্যই আরও বাড়িয়ে দেবো।' সূরা ইবরাহিম : ৭

সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা বা শোকর আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে আমাদের মনের অবস্থার ওপর। ব্যাপারটি এমন নয় যে, আমাদের কৃতজ্ঞতা আল্লাহকে আরও বেশি দয়ালু করে তোলে; বরং ব্যাপার হলো—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহ আমাদের যা দান করে চলেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তা গ্রহণে আমাদের আরও বেশি প্রস্তুত করে তোলে। কৃতজ্ঞচিত্তে থাকার মানে হলো—এই কথা স্মরণ করা, আমরা আল্লাহকে ভালোবাসার আগে থেকেই তিনি আমাদের ভালোবাসেন। আমরা যখন কৃতজ্ঞ থাকি, তখন আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সহজাত সম্পর্কটি পৌনঃপুনিকভাবে কম্পিত হতে থাকে।

কৃতজ্ঞতা শুধু একটি আবেগের নাম নয়; এটি হৃদয়-মনের একটি উচ্চতর অনুভূতির নাম। মনের অনুভূতিগুলো আবেগের চেয়ে আলাদা। কারণ, এগুলো হলো রেডিও চ্যানেলের মতো, যা আমরা সচেতনভাবে বদলাই। কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি পাওয়ার পর আমরা যখন কৃতজ্ঞ হই, তখন সেই কৃতজ্ঞতা মূলত আমাদের অহং-এর ফলাফল। সত্যিকারের কৃতজ্ঞতার ফুল তখনই ফোটে, যখন আমরা কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাই বা না পাই—উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রশংসায় নিজেকে বিলীন করে দিই। বিশুদ্ধ কৃতজ্ঞতা জন্মলাভ করে নম্রতার মাতৃগর্ভ থেকে। যখন আমরা সত্যিকার অর্থে এ বিশ্বাস করতে সক্ষম হই যে, 'আল্লাহ সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী', তখন আমাদের কৃতজ্ঞতা আর পারিপার্শ্বিক কোনো কিছুর ওপর নির্ভরশীল থাকে না—যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। আমাদের কৃতজ্ঞতা তখন অপরিবর্তিত রূপ লাভ করে। যেমন—আল্লাহ অপরিবর্তনীয় ও চিরঞ্জীব।

ইউনুস ﷺ যদি মাছের পেটে গিয়েও আল্লাহর প্রশংসা করতে পারেন, তাহলে আমরা কেন আল্লাহর অসীম দয়া ও অনুগ্রহ পেয়েও তাঁর প্রশংসাকে পরিস্থিতির শর্তাধীন করে ফেলছি? সে যদি আল্লাহর তাসবিহকারী না হতো, তাহলে নিশ্চিতই তাঁকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে হতো।[৫০]

এমনকী মনীষীরা এও বলতেন—

> 'আমরা যে কৃতজ্ঞ হয়েছি, এজন্যই আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ, আমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ আছে বলেই আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছি।'

আমরা যখন শোকর বা কৃতজ্ঞ অবস্থায় থাকি, তখন আল্লাহর নাম আশ-শাকুর-এর সাথে নিজেদের সংযোগ স্থাপন করি, যার অর্থ—অতি মর্যাদা দানকারী, গুণগ্রাহী, সুবিবেচক ইত্যাদি (দ্যা মোস্ট গ্রেটফুল)। আমরা যখন কৃতজ্ঞ থাকি,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তখন আল্লাহর কাছাকাছি অবস্থান করি। আমাদের হৃদয়-মন যখন কৃতজ্ঞতায় অবিষ্ট হয়ে থাকে, তখন যে কারণে আমরা কৃতজ্ঞ, তার চেয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধের মূল্য অনেক বেশি হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, উপহার ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু উপহারদাতার কোনো ধ্বংস নেই; তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। এ কারণে মুহাম্মাদ ﷺ-এর একজন স্ত্রী যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তিনি এত কঠোরভাবে ইবাদত-বন্দেগি করেন—যেখানে ইতোমধ্যেই আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? তখন মহানবি ﷺ জবাবে বলেছিলেন—'আফালা আকুনা আবদান শাকুরা; অর্থাৎ আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?'[৫১]

মহানবি ﷺ-এর এ কথার আরেকটি অর্থ হলো—তিনি কোনো কিছু পাওয়ার আশায় আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন না; বরং তিনি জানতেন, আল্লাহর অসীম দয়া, অনুগ্রহ ও ভালোবাসার জবাবে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের একমাত্র পথ হলো ইবাদত করা। যেমনটি জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন—

> 'উপহারের চেয়ে ধন্যবাদ বেশি মিষ্টি। যে নিজের ভেতর কৃতজ্ঞতা লালন করে, সে উপহারের জন্য লালায়িত থাকে না। ধন্যবাদ হলো আল্লাহর উপহারের ভেতরের শরীর, স্বয়ং উপহারের খোলস মাত্র। কারণ, ধন্যবাদ আপনার কাছে আপনার প্রিয়তমের হৃদয়কে হাজির করে দেয়।'

কৃতজ্ঞতার স্বাদ অনুভবের মাধ্যম হলো—আল্লাহ যে উপহার আমাদের দিয়েছেন, তার স্বীকৃতি ও প্রশংসা। আমরা যখন আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত ও উপহারগুলোর জন্য এমনভাবে তাঁর প্রশংসা করি—তিনি তাতে সন্তুষ্ট হন, তখনই কেবল আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহের স্বাদ অনুভব করতে পারি। আমরা যখন চোখ দিয়ে আল্লাহর নিদর্শন দেখি, কান দিয়ে তাঁর কথা শুনি, জিভ দিয়ে তাঁর স্মরণে তাসবিহ পাঠ করি, হাত দিয়ে দান করি, পা দিয়ে সত্য, ভালোবাসা, দয়া, ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের পথে চলি, তখনই আল্লাহর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আলি ﷺ বলেছেন—'যখন তোমার কাছে আল্লাহর কোনো অনুগ্রহ আসে, অকৃতজ্ঞতা দিয়ে সে অনুগ্রহকে দূরে ঠেলে দিয়ো না।' অকৃতজ্ঞতা হলো অধিকার ও স্বার্থপরতার বিপরীত। সত্যিকারের কৃতজ্ঞতার ফুল প্রস্ফুটিত হয় আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও পূর্ণাঙ্গ নির্ভরতার মাটির ওপর।

---

৫১. বুখারি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আদম ﷺ-এর প্রথম কথাটি ছিল—'আলহামদুলিল্লাহ, অর্থাৎ সকল প্রশংসা ও মহিমা কেবল আল্লাহর জন্য।'[৫২] আর জান্নাতবাসীরা প্রথম যে কথা উচ্চারণ করবে, সেটাও হবে আলহামদুলিল্লাহ।[৫৩] আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও তাঁর দাসত্বের পথ যদি হয় কৃতজ্ঞতা, তাহলে অকৃতজ্ঞতাকে ঈমানের সচেয়ে বড়ো শত্রু বলা যায়। এ কারণে আমাদের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো আমাদের কৃতজ্ঞতার স্তর। আমাদের কৃতজ্ঞতার মান যতটা উঁচু, আমরা আধ্যাত্মিকভাবে ততখানি শ্রেষ্ঠ।

পবিত্র কুরআনে অকৃতজ্ঞতার পরিণামের কথা উল্লেখ করে আমাদের কৃতজ্ঞতার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। শয়তানের অবাধ্যতার উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে, কেউ যদি বাহ্যিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করে, কিন্তু অন্তরে অহংকার লালন করে, তাহলে সে জান্নাতের সর্বোচ্চ শিখর থেকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যেতে পারে। অহংকার ও ঔদ্ধত্য শয়তানের মনোযোগকে চিরস্থায়ী উপহারদাতার কাছ থেকে অস্থায়ী উপহারের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আল্লাহর আনুগত্যকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল করে ফেলেছে। ইবলিস ইতোমধ্যেই বাগানে ছিল। সে আল্লাহর নিকটেই বাস করত, কিন্তু তার অকৃতজ্ঞতা এবং আদম ﷺ-এর প্রতি হিংসা তাকে জান্নাত থেকে বের করে দিলো। মুহাম্মাদ ﷺ বলেন—

> 'যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'[৫৪]

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা হলেন সকল সম্রাটের সম্রাট, রাজাধিরাজ এবং সৃষ্টিজগতের একমাত্র মালিক ও অধিপতি, সেহেতু অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র দাবিদার তিনিই। কাজেই তাঁর পবিত্র ও রাজকীয় সত্তার সামনে কোনো অহংকারী ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

পাপ ও বিস্মরণ

যেহেতু আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন—'নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ'[৫৫], সেহেতু আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ থাকাকে বড়ো ধরনের ভ্রান্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আলি ﷺ বলেছেন—

---

৫২. বুখারি

৫৩. সূরা আ'রাফ : ৪৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

> 'তোমার অসুস্থতা তোমার কাছ থেকেই আসে, কিন্তু তুমি তা অনুধাবন করতে পারো না। তোমার সুস্থতা তোমার ভেতরেই রয়েছে, কিন্তু তুমি তা অনুভব করতে পারো না। তুমি নিজেকে ছোট্ট কিছু ভাবো, কিন্তু তোমার মধ্যে পুরো বিশ্বজগৎ বাস করছে।... যা কিছু তুমি কামনা করো, তা তোমার ভেতরেই রয়েছে—যদি তুমি তার প্রতিফলন ঘটাতে পারো।'

এখানে আলি ﷺ আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, মানবীয় সত্তার মৌলিক সমস্যা হলো—মানুষের ভেতরের সহজাত কল্যাণকামিতা (ফিতরাত) ও আল্লাহর ভালোবাসার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকা।

আমরা যখন পাপ করি কিংবা আল্লাহর কাছ থেকে দূরে চলে যাই, তখন মূলত মানুষ হওয়ার অর্থকেই ভুলে বসি। অন্য কথায়, মানুষ যখন তার স্বাভাবিক কল্যাণময়ী (ফিতরাত) দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে, তখন তার উপসর্গ হিসেবে পাপ করে থাকে। যেহেতু মানুষের কল্যাণময়তা আল্লাহর চিরন্তন ও নিখাদ কল্যাণময়তারই প্রতিফলন, সেহেতু পাপের মাধ্যমে মানুষের ফিতরাতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না।

মেঘ সূর্যের আলোর উপস্থিতি ও ক্ষমতাকে কমিয়ে দিতে পারে না; শুধু আলোর তীব্রতাকে খানিক সময়ের জন্য ঢেকে রাখতে পারে। তেমনি পাপ আমাদের ভেতরের কল্যাণময়তাকে কমিয়ে দিতে পারে না; পারে শুধু খানিক সময়ের জন্য একে ঢেকে রাখতে।

আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে আধ্যাত্মিক চোখ দিয়েছেন, যাতে মানুষ আল্লাহর নিদর্শন দেখতে পায়। আল্লাহর বিধিবিধানের প্রতি আনুগত্য নয়; আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়াই আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির নেপথ্য কারণ। আমাদের পাপগুলোর এমন ক্ষমতা নেই যে, তা আমাদের সেই মর্যাদার অবনয়ন ঘটাবে—যা আমাদের অর্জিত নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত। তবে আমাদের কর্মগুলোর সেই ক্ষমতা রয়েছে, যা আমাদের অন্তরকে এমনভাবে ঢেকে রাখে, যেন আল্লাহর দেওয়া উপহারগুলো আমাদের কাছে পৌঁছতে না পারে। আমাদের পাপগুলো আমাদের আধ্যাত্মিক চক্ষুর ওপর পর্দা টানিয়ে দেয়। তওবা ও অনুশোচনা না করে অব্যাহতভাবে পাপ করতে থাকলে সেই পাপগুলো আমাদের দৃষ্টির সামনে একটি আবরণ স্থাপন করে দেয়। ফলে আমরা আল্লাহর সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারি না।

---

[৫৫]. সূরা আনকাবুত : ৪৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এমন লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আমার স্মরণ থেকে যাদের চোখ ছিল আবরণে ঢাকা এবং যারা শুনতেও ছিল অক্ষম।' সূরা কাহাফ : ১০১

পাপ আমাদের আল্লাহর চিরস্থায়ী ভালোবাসার আলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং আমাদের কৃতকর্মের দ্বারা সৃষ্ট অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রাখে। সূর্যের আলো থেকে আড়ালে চলে গেলে যেমন অন্ধকারে নিমজ্জিত হই, তেমনি পাপাচার ও আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা থেকে আড়ালে চলে গেলেও আমরা আল্লাহর রোষানলের অন্ধকারে নিমজ্জিত হই। সংক্ষেপে এটাই সে কারণ, যেজন্য পবিত্র কুরআনে বারবার বলা হয়েছে—আল্লাহ আমাদের ওপর জুলুম করেন না; বরং আমরাই নিজেদের ওপর জুলুম করি।

এই পার্থক্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের মতো আল্লাহর আবেগ পরিবর্তনশীল নয়। তাই আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের যে তারতম্য সৃষ্টি হয়, সেজন্য আল্লাহ দায়ী নন; বরং আমরা কী উপায়ে এবং কী পরিমাণে আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ আস্বাদন করছি, তা-ই এ তারতম্যের জন্য দায়ী। যদিও আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য ও সৎকর্ম আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ আস্বাদনের একটি দ্বিমুখী পথ, তবুও আমাদের কর্মগুলো আল্লাহর কাছে আমাদের যোগ্য বান্দা হিসেবে উপস্থিত করে না। কারণ, যিনি আমাদের সবকিছু দান করেন এবং যাঁর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, তাঁর কাছে কোনো কিছুই যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারে না। সত্যি বলতে কী, আমরা আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য হয়েছি কেবল তাঁর অসীম কৃপা ও অনুগ্রহের কারণেই। আমাদের এ যোগ্যতার একমাত্র উৎস স্বয়ং আল্লাহ; আমাদের সিদ্ধান্ত ও কর্ম হলো আল্লাহর উপহার গ্রহণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার মাধ্যম মাত্র। পবিত্র কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে—

> 'মানুষ তা-ই পায়, যা সে পাওয়ার চেষ্টা করে।' সূরা নাজম : ৩৯

আমাদের আখিরাত নির্ধারিত হয় নিজেদের কর্মের ওপর ভিত্তি করে। কারণ, কর্ম আমাদের হৃদয়ের আয়নার প্রতিফলন, যে আয়না আল্লাহ প্রদত্ত উপহারগুলোকে হয় গ্রহণ করে, না নয় প্রত্যাখ্যান করে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন—

> 'সৎ কাজে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করো।' সূরা বাকারা : ১৪৮

> 'যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।' সূরা বাকারা : ৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমাদের সৎকর্ম ও মানুষের সেবা আমাদের অন্তরকে আল্লাহর দিকে রুজু করে দেয়। তাই অন্তরকে বিশুদ্ধ না করলে এর ওপর পড়ে যাওয়া আবরণের কারণে আমরা নিজের সৎকর্ম থেকে ফসল সংগ্রহ করতে পারি না। যেমনটি মহানবি ﷺ বলেছেন—

> 'আল্লাহর তোমাদের বাহ্যিক বেশভূষা বা সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কর্মের দিকে তাকান।'[৫৬]

পবিত্র কুরআন আমাদের শুধু বাহ্যিকভাবে ইসলামের বিধিবিধান অনুসরণ করতে বলেনি; বরং অন্তরের অন্তস্তল থেকে আল্লাহকে স্মরণ করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। কুরআন বলেছে—

> 'সে-ই সফলকাম হবে, যে বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।'
> সূরা শুআরা : ৮৯

যখন বাহ্যিক আনুগত্য আন্তরিক আত্মসমর্পণের সাথে যূথবদ্ধ হয়, তখনই কেবল আমাদের হৃদয় আল্লাহর ভালোবাসাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

> 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, দয়াময় তাদের ভালোবাসা দিয়ে ধন্য করবেন। সূরা মারইয়াম : ৯৬

আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করা এবং নিজের আত্ম-অহমের আবরণকে সরিয়ে ফেলার মাধ্যমেই কেবল আমরা আল্লাহর সেই ভালোবাসার স্বাদ অনুভব করতে পারি, যে ভালোবাসার বৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ সর্বদা আমাদের সিক্ত করে চলেছেন।

প্রবৃত্তি

পাপ করা বা আল্লাহবিমুখ হওয়া যেহেতু আমাদের কুপ্রবৃত্তির (নফস) ফসল, সেহেতু প্রবৃত্তি কী—তা আমাদের ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। অনেকে বলেন—প্রবৃত্তি তখনই সৃষ্টি হয়েছে, যখন আল্লাহ তাঁর দম (রুহ) আমাদের শরীরে ফুঁকে দিয়েছেন। আবার অনেকে বলেন—আমাদের আত্মাকে যদি সূর্যের সঙ্গে এবং শরীরকে যদি কাদামাটির সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে প্রবৃত্তিকে তুলনা করা যায় স্বচ্ছ বাষ্পের সঙ্গে। আত্মার আলো যখন কাদামাটির শরীর স্পর্শ করে,

---

৫৬. মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তখন সেখানে এ বাষ্প সৃষ্টি হয়।[৫৭] অন্য কথায়, কুয়াশা যেমন আমাদের দৃষ্টিকে ঘোলাটে করে দেয়, তেমনি প্রবৃত্তি আমাদের আত্মা ও বিবেকের দৃষ্টিকে ঘোলাটে করে দেয়। ইসলামে প্রবৃত্তির বিশুদ্ধিকরণ ও প্রবৃত্তির বশীকরণের গুরুত্ব অনেক বেশি এ কারণে যে, আমরা নিজের প্রবৃত্তিকে যতই বিশুদ্ধ করব, আল্লাহর নুরকে ততই পরিষ্কার দেখতে পাব।

গাঢ় অন্ধকার আছে বলেই আমরা আকাশের নক্ষত্র দেখতে পাই। ঠিক তেমনি কুপ্রবৃত্তি আছে বলেই আমরা আমাদের আত্মার স্বাদ সঠিকভাবে অনুভব করতে পারি। কবি আহমাদ সামানি দুটি বিপরীত জিনিসের ভারসাম্যমূলক প্রভাব প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> 'যেকোনো উঁচু প্রাসাদের পাশেই থাকে একটি গভীর গর্ত। প্রাসাদে জমা হওয়া অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও আবর্জনাগুলোকে সেখানে নিক্ষেপ করা হয়। একইভাবে আল্লাহ যখন বিশুদ্ধতার নুর দিয়ে হৃদয় তৈরি করলেন, তখন সেখানে কুপ্রবৃত্তিকেও রেখে দিলেন ডাস্টবিন হিসেবে। কুপ্রবৃত্তির কালো দাগ নিয়েই আমাদের হৃদয় ডানা মেলে উড়তে থাকে। একটি সোজা তিরের জন্য প্রয়োজন হয় একটি বাঁকানো ধনুকের। হে হৃদয়! তুমি তিরের মতো সোজা থেকো, হে প্রবৃত্তি! তুমি বাঁকা ধনুকের আকৃতি ধারণ করো!'

আল্লাহ আমাদের এজন্য পরীক্ষা নেন না যে, তিনি আমাদের ঘৃণা করেন; বরং তিনি আমাদের ভালোবাসেন এবং পরীক্ষার আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা হওয়ার যোগ্যতা আছে বলেই তিনি আমাদের পরীক্ষায় ফেলেন। মাংসপেশির বৃদ্ধির জন্য এর কোষগুলো যেমন ছিঁড়ে যায়, তেমনি আমাদের পাপ ও ভেতরের পবিত্রতা ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি সাধিত হয়। নক্ষত্রকে দেখার জন্য যেমন রাত্রির আবরণ প্রয়োজন, তেমনি এ জগতের স্বাদ ঠিকমতো পাওয়ার জন্য ব্যথা ও আনন্দের সহাবস্থান প্রয়োজন।

এমনকী জগতে মানুষের অস্তিত্বও এমন একটি মুদ্রা, যার দুটি পিঠ রয়েছে। মুদ্রার এক পিঠে আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

> 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে।' সূরা ত্বিন : ৪

---

[৫৭]. Bin Younis, Imam. 'Question and Answer.' 2017, California

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অন্যত্র বলছেন—

> 'যখন আমি তাঁকে সঠিকভাবে বানিয়ে ফেলব এবং তাতে আমার রুহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তাঁর প্রতি সিজদাবনত হয়ো।' সূরা সোয়াদ : ৭২

আরও বলা হচ্ছে—

> 'স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদের বললেন, আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।' সূরা বাকারা : ৩০)

এ তিনটি আয়াত থেকে মানুষের মর্যাদার তিনটি রূপ জানা যায়; মানুষের গঠন সর্বোত্তম, মানুষের ভেতর আল্লাহর রুহ রয়েছে এবং মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। মুদ্রার অপর পিঠে মানুষের মর্যাদার ভঙ্গুর রূপ দেখা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি।' সূরা মুমিনুন : ১২

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'মানুষ এত দুর্বল যে, মাছি যদি কোনো কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, মাছির কাছ থেকে তা উদ্ধার করতেও পারে না।' সূরা হজ : ৭৩

> 'মানুষ আল্লাহর চিরন্তন বাস্তবতার সামনে এক ক্ষুদ্র, ভঙ্গুর ও মরণশীল সত্তা। সে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে, তা সে জানে না।' সূরা লোকমান : ৩৪

প্রবৃত্তি হলো এমন এক আবরণ, যা আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের পৃথক করে। কোনো কোনো স্কলারের মতে—যখন আদম ও মা হাওয়া ﷺ জান্নাতে ছিলেন, তখন আল্লাহর কাছ থেকে পৃথক থাকা এবং তাঁর নৈকট্য সম্পর্কে কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল না; যতক্ষণ না তাঁরা আল্লাহর সঙ্গে তৈরি হওয়া দূরত্বের সম্মুখীন হন। কিছু স্কলার মনে করেন—আদম ও মা হাওয়া ﷺ-কে শাস্তি হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়নি; বরং তাঁদের দুনিয়াতে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর কাছ থেকে তাঁদের পৃথক করা। কারণ, মানবীয় অভিজ্ঞতার ঝুলিতে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে থাকার বিষয়টি যুক্ত করার প্রয়োজন ছিল। আবরণের উপস্থিতি ছাড়া দর্শক ও দর্শনীয় বস্তু এক হয়ে যায়। আল্লাহ ও আমাদের মাঝে থাকা আবরণ সম্ভবত আল্লাহর অনুগ্রহেরই একটি ফসল। কারণ, এ আবরণ আছে বলেই আমরা আল্লাহকে ঠিকমতো অনুভব করতে পারি।[৫৮]

---

[৫৮]. গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা জান্নাতে থাকব একটি নতুন সৃষ্টি হিসেবে নতুন বাস্তবতায় এবং সে জগৎটি হবে দুনিয়াবি জগতের চাইতে আলাদা। দুনিয়াতে যে পর্দার অস্তিত্বের কারণে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য নিচের উদাহরণটিকে বিবেচনায় নিন; মহাকাশচারীর হেলমেট এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে সূর্যের আলোর তীব্রতা তার চক্ষুকে অন্ধ করে দিতে না পারে। যদিও এ আবরণ তাকে সূর্যের প্রকৃত উজ্জ্বলতা থেকে বঞ্চিত করে, তবুও এ আবরণ তার জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, এ আবরণের কারণেই সে তার চোখ দিয়ে সূর্যের আলো উপভোগ করতে পারে। তেমনিভাবে আল্লাহর সামনে থাকা আমাদের প্রবৃত্তির পর্দাকে যদি আমরা মহাকাশচারীর হেলমেটের মতো সাজাই; অর্থাৎ একে ঠিকমতো বিশুদ্ধ করি, তাহলে এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে সত্যিকারভাবে অনুভব করতে পারি।

যদি প্রবৃত্তির আল্লাহকে ভুলে থাকার প্রবণতাকে আল্লাহকে স্মরণের প্রবণতায় রূপান্তর করতে পারি, তাহলে পুরো পরিস্থিতি মুহূর্তেই পালটে যায়। ত্রয়োদশ শতকে সুফি সাধক মোল্লা নাসিরুদ্দিন খুব সুন্দরভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

> 'একবার এক লোক মোল্লা নাসিরুদ্দিনের কাছে এসে বলল—"আমি খুব ধনী, কিন্তু হতাশ। আমি সুখের সন্ধানে বহু টাকা ব্যয় করেও সুখের দেখা পাইনি।" লোকটি যখন বিমর্ষ হয়ে আকাশের দিকে তাকাল, তখন মোল্লা সাহেব লোকটির হাতে থাকা টাকার থলেটি টান দিয়ে ছিনিয়ে নিল এবং দৌড়াতে শুরু করল।
>
> লোকটি মোল্লার পিছু দৌড়াতে শুরু করল এবং চিৎকার করতে থাকল—"চোর! চোর!" মোল্লা দৌড়াতে দৌড়াতে বাঁক নেওয়ার সময় পথের মাঝে ব্যাগটি ফেলে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। লোকটি যখন পিছু পিছু এসে তার ব্যাগ খুঁজে পেল, তখন তার বিমর্ষ চেহারা আনন্দে ঝলমল করে উঠল। তখন মোল্লা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল—"কখনো কখনো তোমার যা আছে তা হারিয়ে ফেলা উচিত। যখন তুমি পুনরায় তোমার হারানো জিনিস খুঁজে পাবে, তখনই কেবল বুঝবে—কত মূল্যবান সম্পদ তোমাকে দেওয়া হয়েছে।"'

আমরা আল্লাহকে দেখতে পাই না, জান্নাতে তেমন কোনো পর্দা থাকবে না। ফলে আমরা আল্লাহকে সেখানে সরাসরি দেখতে পাব। কুরআনে আল্লাহ বলেন—'কতক মুখ সেদিন উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে (সূরা কিয়ামাহ : ২২-২৩)।' মুহাম্মাদ ﷺ বলেন—'নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে, যেমনটি তোমরা চাঁদকে দেখতে পাও।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আদম ও মা হাওয়া ﷺ-কে জান্নাত থেকে নেমে যেতে হয়েছিল, যাতে তাঁরা জান্নাতের মর্যাদা অনুধাবন করতে পারেন। আমাদের শাস্তিস্বরূপ দুনিয়াতে পাঠানো হয়নি; বরং আল্লাহ আমাদের যা দান করেছেন, তার কতটুকু কৃতজ্ঞতা আমরা প্রকাশ করি, তার পরীক্ষা নিতেই আমাদের দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে।[৫৯] আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা; হয় আমরা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাব অথবা আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করব।

ইসলামে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই

আল্লাহ কেন আমাদের ভেতর সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তিকে পাশাপাশি দান করলেন, যার একটি আমাদের সুপথে এবং অন্যটি কুপথে পরিচালিত করে? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে—জগতের সব জিনিসের শুরু ও শেষ হয় ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। আল্লাহর ভালোবাসার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু। আমরা ভালোবাসার আদি উৎস—'আল ওয়াদুদ' (আল্লাহর একটি নাম)-এর দাসানুদাস। আল্লাহকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর ভালোবাসায় সিক্ত হওয়াই আমাদের সৃষ্টির প্রধান কারণ। আমরা যদি মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে কিংবা বৃষ্টিস্নাত দিনে বসবাস করি, তাহলেও আল্লাহর নিঃশর্ত ভালোবাসার রোদ আমাদের জীবনকে রাঙিয়ে দেয়।

আল্লাহর ভালোবাসা প্রতিটি মুহূর্তকে মহাকালের গর্ভে নিক্ষেপ করে এবং অতীতকে অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী রূপ দান করে। তাঁর ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা অসীমের স্বাদ অনুভব করি। আল্লাহর ভালোবাসার মাধ্যমেই আমরা সেই আধ্যাত্মিক রসায়নের ভেতর দিয়ে যাই, যার মাধ্যমে আমাদের পাথরের হৃদয় স্বর্ণে পরিণত হয়। তাঁর ভালোবাসা কাঁটার সমুদ্র থেকে গোলাপ তুলে আনে, শুঁয়াপোকার শরীরে ডানার অস্তিত্ব এনে দেয়, শক্ত গ্রানাইট পাথরকে মূল্যবান রুবিতে পরিণত করে এবং আমাদের মনে করিয়ে দেয়—আমরা সাধারণ মাটির মানুষের চাইতেও অনেক বেশি অসীম। ভালোবাসার পিঠে চড়েই আমাদের হৃদয় আল্লাহর কাছে পৌঁছায়।

---

৫৯. পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনকী আদম ও হাওয়া ﷺ জান্নাতের নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার আগেই আল্লাহ এ ঘোষণা দিয়েছেন—'স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, 'আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।' সূরা বাকারা : ৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, শূন্যতার ভেতর সবকিছুর অস্তিত্বশীল হওয়ার পেছনের প্রধান কারণ ভালোবাসা। কারণ, আল্লাহর ভালোবাসার ঝরনাধারায় সিক্ত হওয়ার জন্যই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ এ ভালোবাসার কথা এভাবে বলেছেন—

> 'আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি, তারা আমার ইবাদত করবে।' সূরা আজ-জারিয়াত : ৫৬

এ কথার নির্যাস হলো—আল্লাহর ইবাদতই ভালোবাসার সর্বোচ্চ শিখর। কারণ, আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত কারও ইবাদত করতে পারবেন না, যতক্ষণ না তাকে ভালোবাসেন। কিন্তু ভালোবাসার অস্তিত্বের জন্য স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হয়। কারণ, ভালোবাসা কখনো জোর করে হয় না। এজন্যই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।' সূরা বাকারা : ২৫৬

আল্লাহ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি এই জন্য দেননি, আমরা মন্দ কাজ করব এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করব; বরং আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা এজন্যই দেওয়া হয়েছে, যেন আল্লাহর ভালোবাসার পথকে নিজেরাই বাছাই করে নিই এবং আল্লাহর প্রেমে মত্ত হয়ে জীবন কাটিয়ে দিই। আল্লাহ যদি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার স্বাধীনতা আমাদের না দিতেন, তাহলে আমরা নিজেদের স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটাতে পারতাম না, আমাদের জন্য একটি ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ থাকত না। ফলে সেই বিকল্পকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগও থাকত না। আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার স্বাধীনতা আমাদের এ কারণেই দিয়েছেন, যেন আমাদের স্বাধীনতাকে তাঁর কাছে আসার কাজে ব্যবহার করি এবং প্রমাণ করি, আমরা তাঁকে ভালোবাসি।

আল্লাহর ভালোবাসার উপহারের মোড়ক উন্মোচন

দুনিয়াতে আমাদের কাজ হলো—আল্লাহর দেওয়া ভালোবাসার উপহারের মোড়ক উন্মোচনের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা। আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে হয় না; বরং তাঁর ভালোবাসার স্রোতঃস্বিনী আমাদের হৃদয়ে সদা প্রবহমান।

আল্লাহর ভালোবাসার বিশাল সমুদ্র শুধু মানুষ নয়; সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছুর ওপরই প্রবহমান। আমাদের সৎকর্ম কেবল আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ গ্রহণের মাধ্যম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর দেওয়া 'স্বাধীন ইচ্ছা' নামক উপহার তাঁকে জানতে ও ভালোবাসতে পথ দেখায় এবং হৃদয়ের ভেতর কৃতজ্ঞতাবোধের জন্য একটি জায়গা নির্মাণ করে। ফলে তাঁর ইবাদত করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

মানুষের মাধ্যমেই মহাবিশ্ব পরিচিতি লাভ করেছে। কারণ, আল্লাহ বিশ্বজগৎ সৃষ্টির অনেক রহস্যই আমাদের জানিয়েছেন উপহার হিসেবে। আল্লাহ যখন আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করলেন, তখন ফেরেশতারা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন—কেন তিনি এমন জীবকে সৃষ্টি করতে চান, যারা দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত করবে? আল্লাহ জবাবে বললেন—'আমি যা জানি, তা তোমরা জানো না।'[৬০] এরপর আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন আদম ﷺ-এর ভেতর ফুঁকে দেওয়া আল্লাহর রুহকে সিজদা করার জন্য। আদম ﷺ-এর সৃষ্টি প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আমি যখন তাঁকে সঠিকভাবে বানিয়ে ফেলব আর তাঁর ভেতর আমার রুহ ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে যাবে।' সূরা ছোয়াদ : ৭২

এরপর কুরআন আদম ﷺ ও ফেরেশতাদের মধ্যকার আরেকটি রহস্যময় ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে—

> 'এবং তিনি আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন।' সূরা বাকারা : ৩১

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ আদম ﷺ ও তাঁর সকল বংশধরকে সৃষ্টিজগতের সবকিছুকে পৃথকভাবে চেনার এবং এগুলোর ভেতরে সংযোগ স্থাপনের সক্ষমতা দিয়েছেন। অন্যরা বলেন, সৃষ্টিজগতের সকল বস্তুকে অনুভব করার যোগ্যতা আদম ﷺ-কে দেওয়া হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ আদম ﷺ-কে তাঁর সকল নাম শিখিয়ে দিয়েছেন, যে নামগুলো সকল সৃষ্টির ওপর প্রতিফলিত হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন—'আদমকে আমার রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।'[৬১] এজন্যই যুগে যুগে ইসলামিক স্কলাররা বলেছেন—'যে নিজেকে চেনে, সে তার রবকে চেনে।'[৬২]

আমাদের ভেতর আল্লাহর গুণাবলির প্রতিফলন আছে—এর মানে এই নয় যে, আমরাই আল্লাহ। 'নিজেকে চেনা মানে আল্লাহকে চেনা'—এ কথাটির অর্থ হলো,

---

৬০. সূরা বাকারা : ৩০

৬১. বুখারি, মুসলিম

৬২. এমন অর্থবোধক কথা মহানবি ﷺ, আলি ﷺ এবং ইতিহাসের অনেক স্কলার বলে গেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যখন আমরা নিজেদের মানবীয় বৈশিষ্ট্য, সীমাবদ্ধতা ও ভুল করার প্রবণতাকে আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি, তখনই কেবল আল্লাহর অসীম ও নির্ভুল প্রকৃতির স্বাদ আস্বাদন করতে পারি। বিষয়টি অনেকটা এ রকম—খুব সুন্দর ও চিন্তার খোরাক আছে এমন বই যখন আমরা পড়ি, তখন লেখকের বুদ্ধিমত্তা ও মেধার প্রতি একটা টান অনুভব করি। ঠিক তেমনি যখন আমরা সৃষ্টিজগতের নিগূঢ় রহস্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করি, তখন এর স্রষ্টার নির্ভুলতা, মেধা, প্রজ্ঞা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারি।

আল্লাহকে চিনতে হলে আমাদের অবশ্যই জীবনের মুখোমুখি হতে হবে; জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া চলবে না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে কিংবা তাঁর পরীক্ষার মাধ্যমে। যখন আল্লাহ আমাদের সম্পদ ও প্রাচুর্য দান করেন, তখন তিনি তাঁর নাম আল কারিম (মহা দয়ালু) ও আশ-শাকুর (গুণগ্রাহী, সুবিবেচক)-এর দিকে আহ্বান করেন। যখন আমরা নিজের দুঃসময়েও অবিচল ঈমান রাখি এবং আল্লাহর দয়ার প্রতি আশাবাদী থাকি, তখন আমরা আল্লাহর আস-সাবুর (অত্যধিক ধৈর্যশীল) গুণের দিকে ধাবিত হই। মহানবি ﷺ বলেছেন—

> 'মুমিনের ব্যাপারখানা কতই না বিস্ময়কর! নিশ্চয়ই তার সবকিছুই কল্যাণকর। তবে মুমিন ছাড়া আর কারও জন্য এটি সত্য নয়। যদি তার ওপর ভালো কোনো কিছু আপতিত হয়, তাহলে সে কৃতজ্ঞ হয় এবং এটি তার জন্য কল্যাণকর হয়। যদি তার ওপর খারাপ কোনো কিছু আপতিত হয়, তাহলে সে ধৈর্যধারণ করে এবং এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়।'[৬৩]

আমাদের হৃদয়ের গহিনে ও মহাশূন্যে আল্লাহ আমাদের জন্য তাঁর দরজা খুলে বসে আছেন, যেন তাঁর নামসমূহের মাধ্যমে আমরা তাঁর কাছে পৌঁছতে পারি।

> 'আমরা নিজেদের যে দৃষ্টিতে দেখি, তার প্রতিফলনের মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়া দৃষ্টিতেই আমরা আল্লাহকে দেখি।' —শামস তাবরিজি

ভালোবাসা এমন কিছু নয়, যা আমরা সৃষ্টি করি বা দুনিয়াতে খুঁজে পাই। ভালোবাসা আমাদের সত্তারই একটি অংশ। আমরা সাধারণত আপন ও কাছের ব্যক্তির ভালো বৈশিষ্ট্যের প্রতি টান অনুভব করি। যদি আল্লাহকে সবচেয়ে আপন হিসেবে বেছে নিই, তাহলে আল্লাহর ভালোবাসার প্রতিও টান অনুভব করব।

---

৬৩. মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমরা যত বেশি এমন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসব—যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং যত বেশি আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ, মমতা, ক্ষমা ও শান্তিময়তার গুণগুলো ধারণ করব, তত বেশি আল্লাহর ভালোবাসার ভেতর নিজেকে আবিষ্কার করব। আমরা চাঁদের মতো; অন্ধকারাচ্ছন্ন কুপ্রবৃত্তি থেকে আমরা যত দূরে সরে আসব, আল্লাহর ভালোবাসার আলোয় তত বেশি সিক্ত হব।

ইবাদত হলো ভালোবাসারই চূড়ান্ত স্তর। যখন আমরা আল্লাহকে ঠিকমতো জানতে পারব এবং অনুভব করতে পারব—আল্লাহর ভালোবাসা কীভাবে আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে এবং কীভাবে তিনি আমাদের ভুলগুলো অগ্রাহ্য করে চলেন, তখন তাঁর ইবাদতের মধ্যে এক অনাবিল শান্তি খুঁজে পাব। আন্তরিক ইবাদত কখনো বাধ্যবাধকতার পাটাতনে জন্মলাভ করতে পারে না; এর জন্ম ও বিকাশ ঘটে কৃতজ্ঞতাবোধের উর্বর জমিতে।

আমাদের ভেতরের কৃতজ্ঞতাবোধকে উজ্জীবিত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো—কত নিখুঁতভাবে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা। যখন আমরা সৃষ্টিজগতের নিগূঢ়তা ও নির্ভুলতার দিকে দৃষ্টি দিই, তখন এমনিতেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসে। প্রতিবার নিশ্বাস নেওয়ার সময় যদি খেয়াল করি—আল্লাহর অনুমতি আছে বলেই আমরা নিশ্বাস নিতে পারছি, তাহলে বুঝতে পারব—আল্লাহর ভালোবাসার দৃষ্টি আমাদের ওপর সর্বদা বিরাজমান। যখন আমাদের দুশ্চিন্তাগুলোকে প্রার্থনা, অনুশোচনা, ক্ষমা ভিক্ষা ও আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে ইবাদতে রূপান্তর করতে পারব, তখন আমাদের মনোযোগ আমাদের সমস্যা কত বড়ো তা থেকে আল্লাহ কত বড়ো—সেদিকে নিবদ্ধ হবে।

জীবন একটি পরীক্ষার নাম

পবিত্র কুরআনে জীবনকে একটি পরীক্ষা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এজন্য যে, আমরা যেন নিজেদের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই এবং আপন সক্ষমতার পর্দা উন্মোচন করি। শুধু জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়েই জীবন নয়; বরং জীবন হলো নিজেকে চেনা—যাতে আল্লাহকে চেনা যায়।

আল্লাহর পথের শুরুটা হয় মানবীয় গুণাবলির প্রকাশ ঘটানোর মধ্য দিয়ে। কারণ, যা আপনার নিজের মধ্যে নেই, তার চূড়ান্ত স্তরের প্রতীক আপনি হবেন কী করে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কী করছেন তা নয়; বরং আল্লাহ আমাদের জন্য কী করছেন—তার ওপর যখন লক্ষপাত করি, তখনই কেবল এক মহাসত্য অনুধাবন করতে পারি। এটি হলো আমরা যা চাই, তা আল্লাহ সব সময় আমাদের না দিলেও সেই সব জিনিস ঠিকই দিয়ে চলেছেন, যা আমাদের প্রয়োজন।

> 'এবং হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করো, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ করো, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।' সূরা বাকারা : ২১৬

আল্লাহ জানেন, আপনার আত্মার চারাগাছ বেড়ে উঠার জন্য কোন মাটি প্রয়োজন। তিনি আপনার আশেপাশে এমন সব লোকের সমাগম ঘটান—যারা হয় আপনাকে ভালোবাসে অথবা পরিত্যাগ করে, উৎসাহ দেয় অথবা নিরুসাহিত করে, সন্দেহ করে অথবা বিশ্বাস করে। আপনার প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও জগতের অনেককেই আল্লাহ আপনাকে আঘাত করার বা কষ্ট দেওয়ার সুযোগ দেন। এর কারণ এই নয় যে তিনি আপনাকে ধ্বংস করতে চান; বরং তিনি আপনার ভেতরের লুকোনো শক্তিকে আপনার সামনে তুলে ধরতে চান। এজন্যই মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন—

> 'যদি আল্লাহ কারও কল্যাণ চান, তাহলে তাকে বিপদাপদের পরীক্ষায় নিপতিত করেন।'[৬৪]

আল্লাহ যখন আমাদের বিপদ ও বেদনার কঠিন পরীক্ষার গুহায় ডেকে নেন, তখন তিনি মূলত আমাদের জন্য সেখানে মূল্যবান মণি-মুক্তার ভান্ডার রেখে দেন। আল্লাহ তখনই আমাদের ধাক্কা দিয়ে গিরিখাদের কিনারায় নিয়ে যান, যখন তিনি চান—আমরা যেন উড়তে শিখি। আমাদের ওপর আসা বিপদগুলো মূলত আমাদের আত্ম-উন্মোচন ও বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন—

> 'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই রয়েছে সুখ।' সূরা ইনশিরাহ : ৫

---

৬৪. বুখারি। এক সাহাবি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন—'কাদের ওপর সবচাইতে কঠিন পরীক্ষা নেওয়া হয়?' রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন—'নবিদের ওপর, এরপর পরের প্রজন্মের ওপর, তারপর তার পরের প্রজন্মের ওপর।' তিরমিজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

একটি ছোট্ট ছেলে ও প্রজাপতির গল্পে এ বিষয়ে খুব মূল্যবান শিক্ষা পাওয়া যায়।

> 'একদিন একটি ছোট্ট ছেলে অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করছিল, কীভাবে প্রজাপতি নিজের খোলস ভেঙে ডানা তৈরি করে। একসময় ছেলেটি মনে করল, প্রজাপতিটাকে তার সাহায্য করা উচিত। কাজেই সে একটি কাঁচি নিয়ে এসে খুব সযত্নে খোলসটি কেটে দিলো এবং প্রজাপতিটি বাইরে বেরিয়ে এলো। কিন্তু ছেলেটি অবাক হয়ে লক্ষ করল, প্রজাপতির ডানা দুটি কুঁচকে আছে এবং এটি উড়তে পারছে না। পরবর্তী পুরো জীবন এটিকে মাটির ওপর বুক দিয়ে চলতে হয়েছে।'

মূলত ছেলেটি জানত না—খোলস ভাঙতে প্রজাপতিকে যে সংগ্রাম করতে হয়, সেটাই তার পাখা দুটিকে উড়ার মতো সামর্থ্যবান করে তোলে; তার সংগ্রামই তার ডানায় শক্তি জোগায়। তাই সংগ্রাম থেকে প্রজাপতিকে বিরত রাখার মানে হলো, তার উড়ার শক্তিকে ধ্বংস করা। একইভাবে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বিবেকের লড়াই আমাদের বিবেকের পেশিগুলোকে শক্তিশালী করে তোলে। লড়াই ছাড়া বিবেক দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমনটি জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন—

> 'যদি প্রতিবার ঘষার সময় তুমি বিরক্ত হও, তাহলে কী করে তোমার আয়না পরিষ্কার হবে?'

আমরা যখন পরীক্ষার মুখোমুখি হই, তখন মূলত আমাদের ভেতর থাকা সম্ভাবনাকে প্রয়োগের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি, যে সম্ভাবনা আমাদের স্বস্তি ও আরামের খোলসের নিচে লুকিয়ে থাকে। মানুষ যেন একটি ফটোগ্রাফ, যা ডেভেলপ করা হয় পরীক্ষার ডার্করুমে।

আরবিতে 'ফিতনা' শব্দটির অর্থ হলো কষ্ট। এ শব্দটি এসেছে ফাতানাহ থেকে, যার অর্থ—স্বর্ণকে পরীক্ষা করার জন্য আগুনে পোড়ানো। একজন প্রেমময় ও দয়াময় প্রভু পরীক্ষায় ফেলার মাধ্যমে আমাদের খোলস ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করেন। ধৈর্য ও প্রার্থনার মাধ্যমে বিপদের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালে আমাদের ভেতরের কালো বর্ণের কয়লা ঝকমকে হিরায় পরিণত হয়।

> 'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো না কোনো পথ বের করে দেবেন। আর তাকে রিজিক দেবেন এমন উৎস থেকে, যা সে ধারণাও করতে পারে না। যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।'
> সূরা তলাক : ২-৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জগতের সবকিছু আপনার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে ভালোবাসার সাথে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হতে পারেন। যখন সত্যিকার অর্থে আপনার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে নিজেকে বিলীন করতে পারবেন, তখন আপনার ওপর আপতিত আল্লাহর পরীক্ষা; যাকে আপনি বিপদ বলে থাকেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহ; যাকে আপনার স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত বিষয় বলে মনে হয়—দুটোই মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। আপনার প্রতিটি অভিজ্ঞতা, প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলবেন এবং তাঁর প্রেমের সাগরের দিকে আপনাকে ফিরে আসার আহ্বান জানাবেন। যেমনটি পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আমি তাদের পরীক্ষা করেছি ভালো ও মন্দ দ্বারা, হয়তো তারা ফিরে আসবে।' সূরা আ'রাফ : ১৬৮

এটি মানুষের জন্য খুব আনন্দের খবর যে, আমাদের সুখ ও দুঃখ উভয় সময়েই আল্লাহ আমাদের পাশে সমানভাবে উপস্থিত থাকেন এবং তাঁর করুণাধারার দিকে অবিরত ডেকে চলেন।

শান্তির জন্য জিহাদ

আমাদের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বিবেকের যে লড়াই, এটাকে বড়ো জিহাদ বলা হয়ে থাকে। জিহাদ শব্দটি এসেছে জাহাদা থেকে, যার অর্থ—প্রচেষ্টা চালানো, সংগ্রাম করা। রাসূল ﷺ-এর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে মুসলিম স্কলারগণ জিহাদের দুটি অংশের কথা বলেছেন : ছোটো জিহাদ ও বড়ো জিহাদ।

আত্মরক্ষা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধকে ছোটো জিহাদ বলা হয় এবং নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বিবেকের সংগ্রামকে বড়ো জিহাদ বা আধ্যাত্মিক জিহাদ বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নারী-পুরুষ আর শিশুদের (রক্ষার) জন্য লড়াই করবে না, যারা দুআ করছে—"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ জালিম অধ্যুষিত জনপদ থেকে মুক্তি দাও, তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের বন্ধু বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী করে দাও।"' সূরা নিসা : ৭৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এখানে পবিত্র কুরআন খুব স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, নিপীড়িত ব্যক্তি যে-ই হোক এবং যেখানেই থাকুক, তাকে সাহায্য করা মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক। অবশ্য ছোটো জিহাদ আত্মরক্ষামূলক এবং কেনো সাধারণ নাগরিক এ জিহাদের ঘোষণা দিতে পারে না। প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষই কেবল ছোটো জিহাদের ঘোষণা দিতে পারে, যা মহানবি ﷺ-এর রেখে যাওয়া উদাহরণ ও কুরআনের আয়াত[৬৫] দ্বারা সমর্থিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে লড়াই করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে; কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদের ভালোবাসেন না।' সূরা বাকারা : ১৯০

জিহাদ কোনো গন্তব্য নয়; বরং জিহাদ হলো অন্যায়কে দূর করে সেখান শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রামের পথ।

রোমানরা বলত, 'যুদ্ধের সময় আইন ও নীতি স্থগিত থাকে।' কিন্তু আল্লাহ এর বিপরীত ধারণা মানুষের সামনে উপস্থিত করেছেন। ইসলামে যুদ্ধের সময় কঠোরভাবে নীতি-নৈতিকতা ও আইন-কানুন মেনে চলতে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মানুষের জীবনকে খুব মর্যাদাপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৬] ফলে ইসলামে আত্মরক্ষামূলক সশস্ত্র যুদ্ধের নীতিমালা বহু আধুনিক রাষ্ট্রের চাইতেও কঠোর। উদাহরণস্বরূপ যুদ্ধের সময় নারী, উপাসনাকারী, অসুস্থ, বয়স্ক, শিশু, যুদ্ধে লিপ্ত নয়—এমন নাগরিক বা সিভিলিয়ানকে হত্যা করতে মুসলিম সেনাদের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। নগর ধ্বংস করা, গাছ কেটে ফেলা এবং অগ্নিসংযোগ করা থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর মানে হলো—পৃথিবীকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সাধারণ নাগরিকের কোনো ক্ষয়ক্ষতি সাধন করা যাবে না।

সশস্ত্র জিহাদের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে। কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

> 'তারা যদি সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সেদিকে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করো। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' সূরা আনফাল : ৬১

---

৬৫. সূরা নিসা : ৫৯

৬৬. সূরা মায়েদা : ৩২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অন্যদিকে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে আর ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেননি। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।' সূরা মুমতাহিনা : ৮

মুহাম্মাদ ﷺ খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন—

> 'সাবধান! যারা সংখ্যালঘু অমুসলিমের প্রতি নিষ্ঠুর ও কঠোর আচরণ করবে, তাদের অধিকার কেড়ে নেবে, তাদের ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাবে কিংবা ইচ্ছার বাইরে তাদের থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেবে, বিচার দিবসে আমি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ দায়ের করব।'[৬৭]

ছোটো বা সশস্ত্র জিহাদ অনেক শর্তের অধীন এবং সুনির্দিষ্ট সময়, ঘটনা ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়। অন্যদিকে বড়ো বা আধ্যাত্মিক জিহাদ সময় বা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর কোনো শেষ নেই। নির্বিশেষে সকল যুগের সকল স্থানের সকল মুসলিমের জন্য এটি প্রযোজ্য। ছোটো জিহাদ সংঘটিত হয় দৃশ্যমান অত্যাচারী শাসক ও নিপীড়নকারী শত্রুর বিরুদ্ধে। বড়ো জিহাদ সংঘটিত হয় প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা, অহংকার, অজ্ঞতা, হিংসা, ক্রোধ, লালসা ইত্যাদির মতো অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে।

মুহাম্মাদ ﷺ বড়ো জিহাদ সম্পর্কে বলেছেন—

> 'আমি কি তোমাদের বলিনি, সেই ব্যক্তি ঈমানদার—যার কাছে অন্যের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ? সেই মুসলিম, যার জিভ ও হাত থেকে অন্য লোকেরা নিরাপদ? সেই আল্লাহর পথে জিহাদকারী, যে আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য নিজের বিরুদ্ধে জিহাদ করে? সেই হিজরতকারী, যে পাপাচার ও মন্দ কর্ম থেকে হিজরত করে?'[৬৮]

আমাদের ওপর আল্লাহর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির প্রতিফলন ঘটাতে বলা হয়েছে, তা যত কঠিনই হোক না কেন। যখন আমরা ফজরের নামাজের জন্য ঘুম থেকে জাগি, তখন সেটা জিহাদ। যখন অন্যের গোপনীয় বিষয় গোপন রাখি:

---

৬৭. আবু দাউদ

৬৮. আহমাদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যদিও সে আমাদের গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়, তখন তা জিহাদ। যখন আমরা অন্ধকার ও ঘৃণার বিপরীতে আলো ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাই, তখন সেটা জিহাদ। আল্লাহর জন্য কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ ঘটানোর যেকোনো প্রচেষ্টাই জিহাদ।

সশস্ত্র সামরিক অভিযানই যে একমাত্র জিহাদ নয়, তার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদিস—

> 'এক লোক রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে জিহাদে গমনের অনুমতি চাইল। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমারা বাবা-মা কি জীবিত আছেন?" লোকটি বলল—"হ্যাঁ।" তখন রাসূল ﷺ বললেন—"তাহলে যাও, তাঁদের সেবায় নিয়োজিত হও।"'[৬৯]

জিহাদ হলো কোনো জিনিসকে তার সঠিক স্থানে রাখা। জিহাদ শুধু কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের নাম নয়; বরং মানুষকে আল্লাহর দেওয়া অধিকারগুলোর সুরক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার সাধনা করার নামও জিহাদ।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—আমরা শান্তির জন্য যে সংগ্রাম করি, তার জন্ম ভালোবাসা থেকে; ঘৃণা থেকে নয়। আমরা যদি আল্লাহর ন্যায়বিচার, অনুগ্রহ ও ক্ষমার প্রতিফলন অন্যান্য সৃষ্টির ওপর ঘটাতে চাই, তাহলে আগে আমাদের হৃদয়ের আয়নাকে ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

হৃদয়ের আয়নাকে পরিষ্কার করা

আয়না পরিষ্কার না করলে যেমন তাতে ময়লার স্তর পড়ে, তেমনি আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে হৃদয়ের আয়না পরিষ্কার করতে ব্যর্থ হলেও সেখানে ময়লার স্তর পড়ে। অবশ্য আমাদের মনকে হৃদয়ের ভেতর স্থানান্তর করা এবং আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা সহজ নয়। বলা হয়ে থাকে, আমাদের মাথা থেকে হৃৎপিণ্ডের দূরত্ব মাত্র আঠারো ইঞ্চি হলেও এ দুটির আধ্যাত্মিক দূরত্ব অনেক বেশি। আধ্যাত্মিক পথ মনের গুরুত্বকে অস্বীকার করে না। কিন্তু মন যদি শরীরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, তাহলে হৃদয় ও আত্মা কুপ্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়। অবশ্য আল্লাহর প্রতি অনুগত হৃদয় যখন শরীরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং মন যখন সেই হৃদয়ের দাসত্ব শুরু করে, তখন আমরা প্রকৃত শান্তি অনুভব করি।

---

৬৯. বুখারি, মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দুনিয়ার তত্ত্বাবধায়ক হতে হলে বা দুনিয়াতে আল্লাহর আয়না হতে হলে শুধু আমাদের আচরণের পরিবর্তন করলেই চলবে না; বরং কুপ্রবৃত্তি ও হৃদয়কেও বশে আনতে হবে। ইসলামি ধর্মতত্ত্ব মতে, হৃদয় হলো অনুধাবনের একটি অংশ। কারণ, মানুষ পুরো জগৎকে দেখে হৃদয়ের ফিল্টার দিয়ে; চোখ দিয়ে নয়।

'বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না; অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়।' সূরা হজ : ৪৬

আমরা জগৎকে জগতের দৃষ্টিতে দেখি না; দেখি আমাদের হৃদয়ের নির্মাণ করা দৃষ্টিতে। যখন আমাদের হৃদয় হিংসা, লোভ, ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদির পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে, তখন আমরা বাস্তবতার বিকৃত রূপকে অবলোকন করি। সূরা মুতাফফিফিন-এর ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।'

অন্ধকারে নুড়ি পাথর ও সোনার টুকরোকে একই রকম দেখায়। আমাদের কপট হৃদয় যখন পাপের মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকার হয়ে যায়, তখন সে হৃদয় সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য চিনতে পারে না। বুখারি শরিফে বর্ণিত হয়েছে—

'প্রত্যেক মানুষের ভেতরে গোশতের একটি টুকরো থাকে। এটি যদি সুস্থ থাকে, তাহলে পুরো শরীরই সুস্থ থাকে এবং এটি যদি অসুস্থ থাকে, তাহলে পুরো শরীরই অসুস্থ হয়ে পড়ে!'

একটি হৃৎপিণ্ডের আকার হয়তো হাতের মুষ্টির চাইতেও ছোটো, এটির ওজন হয়তো এক পাউন্ডেরও কম, কিন্তু একটি হৃৎপিণ্ড ঘণ্টায় প্রায় ৪০ গ্যালন রক্ত পাম্প করতে পারে। আল্লাহর ইচ্ছায় এই ছোট্ট পেশিটি মানুষের দেহে বছরে প্রায় ৪ কোটিবার এবং পুরো জীবনে প্রায় ৩০০ কোটিবার স্পন্দিত হয়। 'আল্লাহ' শব্দটি উচ্চারণের সময় আমাদের জিভ যেভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়, আমাদের হৃৎপিণ্ডও তেমনি একটি নির্দিষ্ট ছন্দে সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে রক্ত পাম্প করে। হৃৎপিণ্ড জানে—তার রব কে। ভোগবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট করার মাধ্যমে আল্লাহকে যেটি ভুলিয়ে দেয়, সে হলো কুপ্রবৃত্তি।

এ দুনিয়ার পূর্ববর্তী (জগৎ আত্মার) জগতে আমরা আল্লাহকে বাহ্যিকভাবে দেখেছিলাম এবং সাক্ষ্য দিয়েছিলাম—তিনি আমাদের রব। দুনিয়ার জগতে আমরা আল্লাহকে দেখি অন্তর দিয়ে। তাঁর গুণাবলি যেভাবে সৃষ্টিজগতের ওপর আপতিত হয়, সেই পথ ধরে। যে হৃদয়গুলো পরিশুদ্ধ, সেগুলো মূলত সৃষ্টিকে দেখে না; দেখে আল্লাহর নিদর্শন। এ কারণে যখন আলি ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো—'সৃষ্টি কী?' তিনি জবাবে বললেন—'এটি হলো বাতাসে মিশে থাকা ধূলিকণার মতো। আমরা তখনই ধূলিকণাকে দেখতে পাই, যখন এর ওপর আলো পড়ে।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মন আমাদের হৃদয়কে শাসন করে না। কারণ, হৃদয়ের নিজস্ব আধ্যাত্মিক বোধ রয়েছে। এ কারণে মহানবি ﷺ-কে যখন প্রশ্ন করা হলো—'ন্যায়পরায়ণতা কী?' তখন তিনি জবাবে বললেন—'তোমার হৃদয়ের সাথে পরামর্শ করো!'[৭০]

হার্টম্যাথ ইনস্টিটিউটের একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, আমাদের হৃৎপিণ্ডের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড কয়েক ফিট লম্বা এবং এটি আমাদের মস্তিষ্ক-তরঙ্গের চেয়ে ৬০ গুণ বেশি শক্তিশালী। এমনকী মানবভ্রূণের মস্তিষ্ক বা কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেম তৈরি হওয়ার আগেই এটির (হৃৎপিণ্ডের) স্পন্দন শুরু হয়। সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোতে পাওয়া গেছে, হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব নিউরন সেট রয়েছে, যেগুলোর কোনো কোনোটি স্বল্পমেয়াদি, কোনো কোনোটি দীর্ঘমেয়াদি এবং এগুলো মস্তিষ্কের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এবং আমাদের আবেগকে প্রভাবিত করতে পারে।[৭১]

আমাদের কর্মের মাধ্যমে হৃদয় প্রভাবিত হয়। মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন—

> 'ন্যায়পরায়ণতা সেখানে, যেখানে আমাদের আত্মা প্রশান্তি অনুভব করে এবং আমাদের হৃদয়ও প্রশান্তি অনুভব করে। পাপ সেখানে, যেখানে আত্মা অস্থিরতা অনুভব করে এবং বুকের ভেতর ইতস্তত নড়াচড়া করে।'[৭২]

আল্লাহর ওহি প্রেরণের অন্যতম মৌলিক একটি উদ্দেশ্য হলো—হৃদয়ের রূপান্তর ও প্রবৃত্তির বিশুদ্ধিকরণ। ইসলামের প্রতিটি স্তম্ভ ও অনুশীলন (ইবাদত) প্রবৃত্তি বিশুদ্ধিকরণে সাহায্য করে এবং হৃদয়কে দুনিয়ার দিক থেকে বিমুখ করে চিরঞ্জীব আল্লাহর দিকে এগিয়ে দেয়। কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী হৃদয়ের রূপান্তর ও প্রবৃত্তির বিশুদ্ধিকরণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো তওবা ও জিকির।

তওবার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা

তওবা আমাদের ভেতরের সেই অংশের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, পাপ ও ভুলের কারণে যে অংশটির প্রতি আমরা এতদিন দৃষ্টি দিতে পারিনি। আমাদেরকে সবচেয়ে সুন্দর এবং আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ মাস্টারপিস হিসেবে এই দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে।

---

৭০. আল দারিমি

৭১. https://www.heartmath.org/articles-of-the-heart/science-of-the-heart/the-energetic-heart-is-unfolding/

৭২.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কিন্তু আমাদের ভুলে যাওয়ার প্রবণতা আমাদের সামনে এমন এক আবরণ সৃষ্টি করে, আমরা আল্লাহর করুণাধারা সম্পর্কে অসচেতন হয়ে পড়ি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন—'আল্লাহ এক ব্যক্তির ভেতর দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি।'[৭৩] এ আয়াতের অর্থ হলো—আমাদের হৃদয়কে হয় তো সৃষ্টির দিকে, নয়তো স্রষ্টার দিকে মুখ ফেরাতে হবে; একই সঙ্গে দুই দিকে মুখ ফেরানো যাবে না। হৃদয় শব্দটির আরবি প্রতিশব্দ হলো ক্বলব। শব্দটি যে মূল শব্দ থেকে এসেছে, তার অর্থ হলো—ঘোরা, দিক পরিবর্তন করা, ফিরে আসা ইত্যাদি।

মানুষ যখন পাপ করে, তখন তার মুখ আল্লাহর কাছ থেকে ঘুরে যায়। মানুষের হৃদয়ের প্রকৃতি হলো—এটি সব সময় সংকোচন-প্রসারণ, সৃষ্টি-স্রষ্টা, কুপ্রবৃত্তি-বিবেক দুই দিকে দোদুল্যমান থাকে। শয়তান কখনো ক্বলব বা হৃদয়কে সরাসরি বিকৃত করতে পারে না। কারণ, মানুষের হৃদয় বিশুদ্ধ এবং এর মালিক কেবলই আল্লাহ। শয়তান কেবল মনের একটি অংশে কুমন্ত্রণা দিতে পারে। আরবিতে এর নাম সাদর। এটি অনেকটা দুর্গের দেয়ালের মতো, যে দুর্গ ভেতরের হৃদয়কে রক্ষা করে। তওবা, জিকির ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে হৃদয় যতই শক্তিশালী হয়, শয়তানের কুমন্ত্রণার কণ্ঠস্বরও ততই নিচু হতে থাকে। এজন্য মহানবি ﷺ দুআ করতেন—'হে হৃদয় পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে আপনার দ্বীনের ওপর দৃঢ় করে দিন।'[৭৪]

আমরা যখন তওবা করি, তখন মূলত আমরা আমাদের প্রবৃত্তিকে বিশুদ্ধ করি। আমরা আমাদের জ্ঞান বা দুনিয়াবি অর্জনের কারণে আল্লাহর প্রতিনিধি হতে পারি না। আল্লাহর প্রতিনিধি হতে পারি এই স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া আমরা কতটা অসহায় ও অক্ষম। এজন্যই জ্ঞানবানরা তাঁর প্রার্থনা করে—

> 'হে আমাদের প্রতিপালক! সৎপথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরগুলোকে বক্র করে দেবেন না। আমাদের আপনার নিকট হতে রহমত প্রদান করুন, মূলত আপনিই মহান দাতা।' সূরা আলে ইমরান : ৮

আমরা যখন তওবা করি, তখন মূলত আল্লাহর রহমত যেন আমাদের ওপর বিনা বাধায় আপতিত হতে পারে—তার জন্য একটু জায়গা করে দিই। যখন আমরা আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার স্বীকৃতি দিই এবং আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করি, তখন মূলত আমাদের হৃদয়কে আল্লাহর উপস্থিতির জন্য প্রস্তুত করে তুলি।

---

৭৩. সূরা আহজাব : ৪

৭৪. তিরমিযি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর কাছে ফিরে আসার একটি চমৎকার গল্প নিচে তুলে ধরা হলো—

> একদিন এক ব্যক্তি আধ্যাত্মিক পথের সন্ধানে ইরানের পাহাড়ে বসবাসরত ইসিজান নামে এক নারী সাধকের কাছে গেল। ইসিজান লোকটির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। জানলেন, লোকটি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চায়। ইসিজান বললেন—'তোমার সাথে আলাপ করার আগে এসো চা পান করি।' চা তৈরি হয়ে গেলে ইসিজান লোকটির পেয়ালায় চা ঢালতে শুরু করলেন। একটু পরেই পেয়ালা উপচে পড়ল, কিন্তু তিনি চা ঢালা বন্ধ করলেন না। লোকটি বলল—'এ কী করছেন আপনি! পেয়ালায় তো আর জায়গা নেই। এটি সম্পূর্ণ ভরে গেছে।' ইসিজান তখন হেসে বললেন—'পেয়ালা আর তোমার অবস্থা একই রকম। আমি কী করে তোমাকে নতুন কিছু শেখাব, যেখানে তোমার পেয়ালা ইতোমধ্যে পূর্ণ হয়ে আছে! তোমাকে আগে তোমার পেয়ালাকে খালি করতে হবে। তুমি যদি সত্যিই আল্লাহকে তোমার হৃদয়ের ভেতর প্রবেশ করাতে চাও, তাহলে তোমার পুরোনো বিবেচনাবোধ, পুরোনো ভুল, পুরোনো মতামত, তুমি যা জানো বলে মনে করো ইত্যাদি সবকিছুকেই তোমার ভেতর থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।'

তওবার সারকথাই হলো—'হৃদয়ের পেয়ালা খালি করা', যাতে আল্লাহর জিকিরের আলো দিয়ে মানুষ সে পেয়ালা পূর্ণ করতে পারে। হৃদয়ের পেয়ালাকে খালি করার সর্বোত্তম উপায় হলো 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়া, যার অর্থ—'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।' আল্লাহর জিকিরের মানে শুধু তাঁর নামগুলো উচ্চারণ করে তাঁকে স্মরণ করাই নয়; বরং এও মনে রাখা যে, আল্লাহ আমাদের কখনো ভুলে যান না। মৃত্যুর পর জান্নাতে যাওয়াই জীবন নয়; বরং চিরঞ্জীব আল্লাহর উপস্থিতির ভেতর বাস করাই জীবন।

হৃদয়ের পেয়ালাকে খালি করতে হলে আমাদের ভেতরের বোধকে আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ করতে হবে এবং আমাদের ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিকে (নফসে আম্মারা) সন্তুষ্ট ও শান্তিপূর্ণ প্রবৃত্তিতে (নফসে মুতমাইন্নাহ) পরিণত করতে হবে। এরপর সেই খালি হৃদয়কে আল্লাহর জিকির দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।'
> সূরা আর রা'দ : ২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বুখারি শরিফে বর্ণিত আছে—

> 'সবকিছু পরিষ্কার করার মাজুনি রয়েছে; আর হৃদয় পরিষ্কার করার মাজুনি হলো আল্লাহর জিকির।'

সমুদ্র নিয়ে ভাবলে যেমন মানুষের শরীর ভেজে না, তেমনি আন্তরিক ভালোবাসার মিশ্রণ ছাড়া কেবল আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে তা নিষ্ফল হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতকের ভারতীয় কবি কবির বলেছেন—

> 'যদি আল্লাহ শব্দটি উচ্চারণ করলে মুক্তি পাওয়া যেত, চকলেট উচ্চারণ করলে মুখ মিষ্টি হয়ে যেত, আগুন উচ্চারণ করলে পা পুড়ে যেত, পানি উচ্চারণ করলে তেষ্টা নিবারণ হতো, খাবার উচ্চারণ করলে ক্ষুধা নিবারণ হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো!'

আল্লাহর জিকির জিভ দিয়ে আল্লাহর নাম উচ্চারণের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো। জিকির হলো—আপনার চেতনাকে সক্রিয়, সচেতনভাবে আল্লাহর দিকে রুজু করার নাম।

জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা

আরবি শব্দ জিকিরের অর্থ 'স্মরণ' হলেও এটি মননশীলতার একটি হাতিয়ারও। জিকির শব্দটি যে মূল শব্দ থেকে এসেছে, তার অর্থ প্রশংসা করা, মনের ভেতর বহন করা, মননশীল হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি ঐতিহ্য অনুসারে জিকিরের অনুশীলন ও আল্লাহর নাম জপার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে দৃঢ় ও আধ্যাত্মিক পরমানন্দ অনুভব করে এবং নিজের হৃদয়ে মহামহিম আল্লাহকে ধারণের অভ্যাস গড়ে তোলে।

আল্লাহর জিকিরের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো—এটি আমাদের বোধকে বর্তমান মুহূর্তের সাথে সংযুক্ত করে দেয়, আল্লাহকে আন্তরিকভাবে অনুভব করার শক্তি জোগায়। জিকির মানে কেবল আল্লাহর দিকেই ফেরা নয়; বরং নিজের শেকড়ের কাছে ফেরা। আলো যেমন অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, জিকির তেমনি মনের অন্ধকারকে মিটিয়ে দেয়। আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা আমাদের হৃদয়ের আয়নায় মরিচার আস্তরণ ফেলে। আল্লাহর জিকির এ আস্তরণকে তুলে আয়নাকে ঝকমকে করে দেয়।

চোখের ডাক্তার যেমন আমাদের দৃষ্টিশক্তি অনুযায়ী লেন্স ঠিক করে দেয়—যাতে আমরা সবকিছু ঠিকমতো দেখতে পাই, আল্লাহর জিকিরও তেমনি হৃদয়ের চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ঠিক করে দেয়—যাতে হৃদয় ঠিকমতো সত্যকে চিনতে পারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইসলামে আল্লাহর জিকির খুব শক্তিশালী ইবাদতগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি। কারণ, এটি আল্লাহর নিঃশর্ত ভালোবাসাকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের হৃদয়কে উপযুক্ত করে তোলে, যে ভালোবাসা ইতোমধ্যেই আমাদের ওপর বর্ষিত হয়ে চলেছে। একটি শক্তিশালী জিকির হলো—ইয়া আল্লাহ বা হে আল্লাহ! এর সাথে আল্লাহর ৯৯টি নামের যেকোনো একটিকে যুক্ত করা যায়। আপনি কতবার এ নামগুলো জপছেন তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো—আপনি কতখানি হৃদ্যতার সাথে, কতখানি প্রেমময়তার সাথে আল্লাহর কথা স্মরণ করছেন। আপনার ব্যথাতুর হৃদয়ে আল্লাহর জন্য কতটা ঠাঁই করে দিচ্ছেন—সেটাই আসল কথা।

আল্লাহকে আরও গভীরভাবে অনুভব করতে হলে আমাদের জিকির, দুআ, নামাজ ও তওবার মাধ্যমে আল্লাহর আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে যেতে হবে। লজ্জা পাবেন না, আপনার দুঃখ-ক্লেশ, পাপ, অনুশোচনা, মনের খেদ ও ভাঙা হৃদয় নিয়েই আল্লাহর কাছে আসুন। মনে রাখুন, আমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শূন্যতাই আমাদের ভেতর আধ্যাত্মিক খাদ্য গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে। আমরা তৃপ্ত হলে তো আর কোনো কিছুর প্রয়োজন বোধ করতাম না। আপনি যখন শূন্য হাতে, অভাবগ্রস্ত ও অতৃপ্ত অবস্থায় রয়েছেন, তখনই বরং আল্লাহ আপনাকে বেশি করে তাঁর দিকে ডাকেন। আল্লাহর নামগুলো আমাদের হৃদয় ও আত্মার অভাব ও ক্ষতের উপশমের কাজ করে। আমরা যখন আন্তরিকভাবে আল্লাহ বা তাঁর কোনো একটি নাম উচ্চারণ করি, তখন যে কম্পন সৃষ্টি হয়—তা আমাদের হৃদয়কে আল্লাহকে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

আমরা আল্লাহর ভালোবাসা পেতে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি না; তাঁর ভালোবাসা প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর কাছে প্রার্থনা করি। আমরা কীভাবে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করব, যেখানে আমরা যা তাঁকে দিতে পারি তার সবকিছুরই তিনি মালিক?

রুমি কাব্যিকভাবে এটাই বলেছেন—

> 'আমি আল্লাহকে দেবো বলে একটি উপহার খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু দিবানিশি অনেক খুঁজেও এমন কিছু পেলাম না, যা আল্লাহকে দেওয়া যায়। কোনো কিছুকেই জুতসই মনে হলো না। স্বর্ণের খনির কাছে এক টুকরো স্বর্ণের কী এমন মূল্য আছে? সমুদ্রের কাছে সামান্য পানির কী এমন গুরুত্ব আছে? ভাবি, আমার আত্মা যেহেতু আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান, সেহেতু আল্লাহকে আমার আত্মাটাই দিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু পরক্ষণে মনে হয়, এ আত্মারও তো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মালিক আমি নই, এর মালিক তো স্বয়ং আল্লাহ। মালিকের নিজস্ব জিনিস কী করে মালিককে উপহার হিসেবে দিই? অতএব, আমি আল্লাহর জন্য একটি আয়না নিয়ে এলাম। হে দয়াময়! আপনি এ আয়নার দিকে তাকান আর এ দাসকে স্মরণ করুন।'

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরির জন্য যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা মানুষের কাজ নয়। কেননা, রুমি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহর কাছে স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেউ যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। কী করে আমরা আমাদের সসীম কর্ম দিয়ে অসীম আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার দাবি করি? আমরা যে সৃষ্টি হয়েছি, তার বিনিময় দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ইবাদত, কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা কি আমরা আল্লাহকে দিতে পারি? সৎকর্ম, বিনয়, দয়া, হৃদয়ের বিশুদ্ধি ও আল্লাহর স্মরণ হলো এমন যানবাহন, যাতে চড়লে আমরা আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ অনুভব করতে পারি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের কর্ম দিয়ে আমরা আল্লাহর ভালোবাসা পাই না; বরং আল্লাহর নিঃশর্ত ভালোবাসা আমাদের ওপর এমনিতেই সদা প্রবহমান। আল্লাহর ভালোবাসার সন্ধান করা আমাদের কাজ নয়; বরং আমাদের হৃদয়ে আল্লাহর রোপণ করা ভালোবাসার চারাগাছে পানি সিঞ্চন করাই আমাদের কাজ।

'তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদের যা প্রদান করেছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন। নিশ্চয়ই তোমার রব দ্রুত শাস্তি দানকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
সূরা আনআম : ১৬৫

আল্লাহ আমাদের জিজ্ঞাসা করবেন—তাঁর দেওয়া উপহার আমরা কতটা প্রকাশ করেছি, কতটা কার্যকর করেছি। তাঁর দেওয়া বুদ্ধি আমরা সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যয় করেছি, নাকি সমাজে ক্ষতির কাজে ব্যয় করেছি। আমাদের হাত দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করেছি, নাকি যুদ্ধ-সংঘাত সৃষ্টির কাজ করেছি। আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহগুলো বস্তুবাদী কাজে লাগিয়েছি, নাকি আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করেছি। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে কোনো না কোনো সক্ষমতা ও মেধা দান করেছেন। তাঁর দেওয়া সেই অনুগ্রহের ভিত্তিতে তিনি আমাদের মূল্যায়ন করবেন। দুনিয়াতে আমাদের কাজ হলো আল্লাহর দেওয়া উপহারগুলো সমগ্র সৃষ্টিজগতের কল্যাণে গ্রহণ করা এবং সেগুলোর চাষাবাদ করা।

'জীবনের মানে হলো—তোমার উপহার খুঁজে বের করা, আর জীবনের উদ্দেশ্য হলো—সেই উপহারকে অন্যের কাছে বিলিয়ে দেওয়া।'
—পাবলো পিকাসো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমাদের সম্ভাবনার বিকাশে আল্লাহর ভূমিকা

হৃদয়ের ভেতরে যেখানে ভালোবাসার বসবাস, সেখানে আল্লাহকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করতে হয়। দুনিয়াতে আমাদের কাজ হলো আল্লাহর ইবাদতের সাথে নিজের আত্মা ও হৃদয়কে যুক্ত করা। একবার এটি করতে সক্ষম হলে এটি এমন একটি নল হিসেবে কাজ করবে, যে নল দিয়ে আমাদের মধ্যে থাকা আল্লাহর ভালোবাসা আমরা সহজেই সৃষ্টিজগতের অন্যান্য সৃষ্টির কাছে নির্গত করতে পারব। মানুষ মাটি ও পানি দিয়ে তৈরি কোনো মৃৎশিল্প নয়; মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহর চক্ষু হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। দুনিয়ার অন্যান্য সৃষ্টির ওপর, এমনকী সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওপর আল্লাহর ভালোবাসা ও মমতার প্রতিফলন ঘটানোর জন্যই মানুষের সৃষ্টি।

নবম শতকের পারস্য সাধক জুনায়েদ বলেছেন—'মুসলিমরা মাটির মতো। মাটিতে ময়লা-আবর্জনা ফেললেও সেখানে সবুজ তৃণভূমি প্রস্ফুটিত হয়।' মানুষকে বলা হয় ফলবান গাছের মতো। গাছের শেকড় এমনভাবে আল্লাহর ভালোবাসার মাটিতে গাঁথা থাকে যে, কেউ গাছে পাথর ছুড়লে জবাবে গাছ তাকে সুমিষ্ট ফল উপহার দেয়। লোকে আপনার সাথে কী করল—তা নিয়ে জীবনযাপন করবেন না; আল্লাহ আপনাকে যে উপহার দিয়েছেন, তার কৃতজ্ঞতার ভেতরে জীবনযাপন করুন।

> 'রহমানের বান্দা তো তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেলা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদের সম্বোধন করে, তখন তারা বলে—সালাম।' সূরা ফুরকান : ৬৩

নির্বোধ লোকদের অজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া দেখাতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহর ভালোবাসা ও আল্লাহর প্রজ্ঞার প্রতিফলন ঘটানোর দিকেই আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার স্বাভাবিক ফল হলো—তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা। কী করে আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসবেন, যেখানে তাঁর সৃষ্টিকে আপনি গভীরভাবে ভালোবাসতে পারেন না? আমাদের সৃষ্টির মা হতে হবে। বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টিকে নিজের ভালোবাসার পাখার নিচে টেনে নিতে হবে, যেন সবাই আমাদের সন্তান। স্কলার সাইয়্যেদ হোসেইন নাসর বলেন—

> 'মানুষ হলো জান্নাত ও পৃথিবীর মধ্যকার একটি সেতুর মতো। একদিকে সে পৃথিবী ত্যাগ করে জান্নাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়, আবার অন্যদিকে পৃথিবীকেই জান্নাত বানানোর কাজে মনোনিবেশ করে।'[৭৫]

---

৭৫. Chittick, William C. *The Inner Journey: Views from the Islamic Tradition.* Morning Light Press, 2007

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সৃষ্টিজগতের ওপর আল্লাহর ভালোবাসার প্রতিফলনের ক্ষেত্রে কোনো পূর্বশর্ত নেই। আল্লাহ আপনাকে সেভাবেই ব্যবহার করবেন—আপনি যেমন। যদি রাখাল, ইয়াতিম, বন্দি ও শরণার্থীকে তিনি নবি বানাতে পারেন, তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকুন, আল্লাহ যেকোনো সময় আপনাকে যেকোনো মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে পারেন।

একটি বীজকে সূর্যের আলো চুমু দেওয়া মাত্র এটি অঙ্কুরিত হতে শুরু করে। আমরাও তেমনি আল্লাহর ভালোবাসার সংস্পর্শে আসা মাত্র রূপান্তরিত হতে শুরু করি। আমরা যখন আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করি, তখন শুধু আমরা রূপান্তরিতই হই না; আমাদের ভেতর এমন এক জাদুকরি শক্তি সৃষ্টি হয় যে, আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টিজগতের সকলের ওপর নির্বিশেষে অনুগ্রহ, দয়া, প্রেম ও ভালোবাসার সমুদ্র সৃষ্টি হয়। আমাদের যোগ্যতার কারণে এটি ঘটে না; ঘটে আল্লাহর রহমতের কারণে।

মরুভূমির ওপর এক বৃদ্ধ নবি নুহ ﷺ-এর হাতে গড়া কাঠের নৌকা জগতের সব সৎ লোকদের রক্ষা করেছিল; অথচ জগতের সেরা প্রকৌশলীদের তৈরি বিশাল জাহাজ টাইটানিক তার প্রথম ভ্রমণেই ডুবে যায়। যখন আমাদের চেষ্টা ও সংগ্রামের ভিত্তি রচিত হয় বিশ্বাসের ওপর, তখন আমাদের কর্ম যে ফল বয়ে আনে—তা হয় আমাদের কল্পনার অতীত। আমাদের কর্ম জগৎকে বদলে দেয় না; আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার ভিত্তিতে যখন আমরা ভালোবাসা দিয়ে জগদ্‌বাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করি, তখনই জগৎ বদলে যেতে শুরু করে। যখন অন্যের প্রয়োজন আমাদের কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে—যতটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা নিজের প্রয়োজনকে মনে করি, তখনই আমরা ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারি।

> 'তোমাদের কেউ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে, নিজের জন্য যা পছন্দ করে।'[৭৬]

যখন আকাশে সূর্য ওঠে, তখন সূর্যের আলো নির্বিশেষে সৃষ্টিজগতের সকলের ওপর আপতিত হয়। যখন বৃষ্টি পড়ে, তখনও তা নির্বিশেষে সকলের ওপরই পড়ে। আল্লাহ আমাদের তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, যেন আমরা আল্লাহর মহিমা, অনুগ্রহ, দয়া, প্রেম, ভালোবাসা ও মমতা জগতের সকলের ওপর প্রয়োগ করি। মহানবি ﷺ বলেছেন—'সমগ্র মানবজাতি এসেছে আদম ও মা হাওয়া ﷺ থেকে। আরবের ওপর অনারবের এবং অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর সাদার বা সাদার ওপর কালোর

---

৭৬. বুখারি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয় আল্লাহর নৈকট্যশীলতা ও সৎকর্মের ভিত্তিতে।'[৭৭] সত্যিকারের মুসলিম হতে হলে সৃষ্টিজগতের সকলের প্রতি ভালোবাসা লালন করতে হবে।

আল্লাহ আমাদের জগতের সকল মন্দের বিপরীতে দাঁড়ানোর জন্য সৃষ্টি করেননি, অন্যের ভালো-মন্দের বিচার করতে অথবা কে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার উপযুক্ত এবং কে উপযুক্ত নয়—তা ঠিক করতেই আমরা আমাদের অমূল্য জীবনটাকে ব্যয় করে ফেলব। আমাদের বলা হয়েছে, আমরা যেন সহানুভূতি ও মমতার সাথে, ভালোবাসার জায়গা থেকে মানুষকে উপদেশ দিই। কিন্তু কাউকে বিচার করার একমাত্র অধিকার রয়েছে আল্লাহর। দুনিয়াতে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যের একটি অংশ হলো কোনো সীমা ও সীমানা ছাড়া সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা। যেমনটি রুমি বলেছেন—'সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপার হলো, জগতের কোনো কিছুরই মালিক আমরা নই। তাহলে আমরা কীসের প্রতিযোগিতা করি, যেখানে আমাদের সকলকে একই দরজা (মৃত্যু) দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে?'

আমরা সবাই একই উৎস থেকে এসেছি এবং একই আল্লাহর কাছে ফিরে যাব। যদি আমরা অন্যের ভুল-ত্রুটি খুঁজে বেড়াতেই পুরো জীবন ব্যয় করি, তাহলে নিজেরাই ভুলের গহ্বরে পড়ে যাব। আমরা তো এ জগতেরই একটি অংশ। কাজেই নিজেকে বদলানো মানে জগৎকে বদলানো। আমরা অপরকে সেটাই দিতে পারি, যা আমাদের নিজেদের কাছে আছে। জগৎকে আমরা কীভাবে জবাব দেবো—তাতে জগতের কিছুই যায় আসে না। কারণ, আমরা তা-ই করি, যা আমরা হৃদয়ের ভেতর ধারণ করি। কোনো কিছুরই আমাদের রাগিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। জগৎ কেবল আমাদের সেই রাগের উন্মোচন ঘটায় মাত্র, যা আমরা নিজেদের ভেতর বহন করে চলেছি। আমরা যখন আল্লাহর গুণাবলি দিয়ে নিজের হৃদয়ের বাগান সাজাতে পারব, তখন সে বাগানে ভালোবাসা, দয়া, স্নেহ, মমতা ও শান্তির ফুল ফুটবে।

আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আপনার সাফল্য, ব্যর্থতা, পরীক্ষা, উত্তরণ, উত্থান, পতন, উপহার, মেধা—সবকিছুই একটি অপরটির সাথে যুক্ত। আল্লাহ আপনাকে ভাঙেন গড়ার জন্যই।

---

৭৭. বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, আহমাদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আপনার পথ যত বিপদসংকুল হোক না কেন, তা ভবিষ্যতের আপনাকে তৈরির প্রক্রিয়াকেই দৃঢ় করে। কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছার পর নয়; বরং এই মুহূর্তে আপনি যে অবস্থায় রয়েছেন, সে অবস্থাতেই আল্লাহ আপনাকে চান।

আপনার হৃৎস্পন্দন যতক্ষণ চালু আছে, ততক্ষণ আপনার একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। আল্লাহর সবকিছুই পরিকল্পিত। তিনি জগতে কাউকেই অস্তিত্বশীল রাখেন না—যার অস্তিত্বের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। আমরা জীবিত আছি এর মানে হলো—জগতে কারও না কারও আমাদের প্রয়োজন এবং যে কাজে আমাদের দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে, তা এখনও সমাপ্ত হয়নি। অষ্টাদশ শতকের একজন সাধক বলেছেন—'যেদিন তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, সেদিন আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তোমাকে ছাড়া এ জগৎ অস্তিত্বশীল থাকবে না।'

আপনাকে জগতের প্রয়োজন। কোনো ভাষা দিয়ে এ প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা যায় না। সমগ্র সৃষ্টিজগতের যিনি স্রষ্টা, তিনি আপনাকে সৃষ্টির জন্য পছন্দ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আমি আকাশ, জমিন ও এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা যথাযথভাবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছি।' সূরা আহকাফ : ৩

সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুই উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি হয়নি।

আল্লাহ যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন তিনি কেবল বলেন—'হও! আর তা হয়ে যায়।'[৭৮] আমাদের যা প্রয়োজন, আল্লাহ ইতোমধ্যে তা দিয়েছেন। আমাদের কাজ হলো—যে পথ তিনি আমাদের জন্য নির্মাণ করে দিয়েছেন, তা অনুসরণ করা। যে নির্দেশনা তিনি আমাদের দিয়েছেন, তাতে মনোযোগ নিবদ্ধ করা। যে ফুল তিনি আমাদের দান করেছেন, তার পাপড়ি মেলে ধরা। যে ভালোবাসার আলো তিনি আমাদের সামনে দৃশ্যমান করেছেন, তার সামনে আত্মসমর্পণ করা।

> 'আল্লাহকে ভুলে থাকা লোকেরা সকালে উঠে ভাবে, সে সারাদিন কী করবে। বুদ্ধিমান লোকেরা সকালে উঠে ভাবে, আল্লাহ সারাদিন তাকে নিয়ে কী করবেন।'—ইবনে আতা আল্লাহ

---

৭৮. সূরা ইয়াসিন : ৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

“

আলিফ -লাম-র। এই কিতাব—যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনো পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে। সূরা ইবরাহিম : ১

কুরআন হলো আমার হৃদয়ের বসন্ত, অন্তরের আলো, দুঃখ দূরকারী, হতাশার উপশমকারী।[৭৯]

”

[৭৯]. আহমাদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কুরআনের রহস্যময় জগৎ

কুরআন আল্লাহর প্রেরণ করা এক ঐশী প্রেমপত্র। আল্লাহকে জানা ও ভালোবাসার আগেই তিনি আমাদের সামনে তাঁর ভালোবাসার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর প্রতিটি কথা তাঁর অনুগ্রহের রঙে রাঙানো, তাঁর নিঃশর্ত ভালোবাসার সুগন্ধি দিয়ে সাজানো। তাঁর প্রতিটি কথায় যে করুণাধারা রয়েছে, তার প্রভাব মানুষের কর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়। কুরআন কোনো দেয়াল নয়; বরং জানালা। কুরআন আমাদের তার দিকে ডাকে না; বরং আল্লাহ আমাদের কুরআনের জানালা দিয়ে তাঁর রহস্যময়তার দিকে ডাকেন। কুরআন আমাদের মনে করিয়ে দেয়—যেহেতু সৃষ্টিজগতের সবকিছুতে আল্লাহর ভালোবাসা দীপ্যমান, সেহেতু আমরাও তাঁর ভালোবাসা ও দয়ার সাগরের বাইরে নই।

কুরআন এমন এক অনন্য গ্রন্থ—যার পরতে পরতে পাঠকের প্রতি রচয়িতার প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। মানবসৃষ্টির শুরু থেকে আল্লাহ মানুষকে শান্তির পথের দিশা দিতে ওহি প্রেরণ করেছেন। তাই কুরআন শুধু বিধিবিধানসংবলিত কোনো গ্রন্থ নয়; বরং একে বলা হয় আল ফুরকান বা মানদণ্ড। কারণ, কুরআন হলো মান নির্ণায়ক এমন এক আলো, যা আমাদের প্রেমময় (আল ওয়াদুদ) আল্লাহর পথ এবং ধ্বংস ও স্খলনের পথকে আলাদাভাবে চেনার শক্তি জোগায়।

কুরআন তিলাওয়াতের রহস্যময় শক্তি

কুরআন আমাদের আল্লাহর সর্বত্র বিরাজমানতার কথা মনে করিয়ে দেয়। এক আল্লাহর সামনে সকল আত্মার জড়ো হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কুরআন শব্দটি এসেছে ক্বফ-রা-হামজা থেকে—যার অর্থ পাঠ করা, আবৃতি করা, জড়ো করা, সংগ্রহ করা, যোগ দেওয়া ইত্যাদি। সমগ্র কুরআন যে কেন্দ্রবিন্দুর ওপর ফোকাস করে রচিত, তা হলো তাওহিদ; যার শাব্দিক অর্থ—কোনো কিছুকে এক বানানো। কুরআন তিলাওয়াত এমন এক চাবির ভূমিকা পালন করে, দুনিয়ার মোহ হৃদয়ের ওপর যে তালা স্থাপন করে দেয়।

পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ এমনভাবে ডিজাইন করেছেন যে, এটি আপনার কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, আপনার বৈষয়িকতার মুখোমুখি হবে, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে আপনার সংকোচকে তিরোহিত করবে, আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার ভেতরের সীমাবদ্ধতাগুলোকে চূর্ণ করবে এবং আল্লাহর পথে চলতে আপনাকে উজ্জীবিত করবে। কুরআন একটি আয়নার মতো—যা আপনি বহন করে চলেছেন, কুরআনে আপনি তা-ই দেখতে পাবেন। আপনি যদি হৃদয়ে ঘৃণা ও বিচ্ছেদ নিয়ে কুরআন পড়েন, তাহলে আপনার ঘৃণা আপনার ওপরই আপতিত হবে। আপনি যদি ভালোবাসা, অনুগ্রহ, দয়া ও মাহাত্ম্য নিয়ে কুরআন পাঠ করেন, তাহলে আপনি আল্লাহর সৌন্দর্যের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেন।

> 'বৃষ্টির একটি ফোঁটা ঝিনুকের মুখে পড়তে পারে কিংবা পড়তে পারে সাপের মুখে। ঝিনুকের মুখে পড়লে তা মুক্তোয় পরিণত হয়, সাপের মুখে পড়লে তা বিষে পরিণত হয়।'—আলি ﷺ

কুরআনে আপনি যা-ই পড়েন, তা আপনার চেতনার বর্তমান অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে। কুরআনের প্রতিটি শব্দ এমন এক প্রদীপের কাজ করে—যা আপনার ভয় ও সংশয়ের অন্ধকারকে দূরীভূত করে দেয়। কুরআনের শব্দগুলো আপনার অবচেতন মনের গুহায় প্রবেশ করে এবং গুহাকে আলোকিত করে দেয়।

পবিত্র কুরআন আমাদের হৃদয়ের সেই ক্ষতের উপশম করে, আল্লাহকে হৃদয় থেকে সরিয়ে যে ক্ষত আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করেছি। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী কার্ল জাং বলেন—

> 'আলোর কল্পনা করলে কেউ আলোকিত হয় না, তবে অন্ধকার সম্পর্কে সচেতন হয়।'

কুরআনে উল্লেখিত বিভিন্ন ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো—আমাদের হৃদয়ের গোপন অন্ধকার কুঠুরিগুলোর পর্দা উন্মোচন করা এবং সেগুলোকে আল্লাহর ক্ষমা ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ভালোবাসার আলো দিয়ে পূর্ণ করা। মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা ﷺ বলেছেন—

> 'কুরআনের প্রজ্ঞা মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে যায়।'

কুরআন আসল কোনো গ্রন্থ নয়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 'উম্মুল কিতাব' বলে যা বুঝিয়েছেন, সেটিকে কুরআনের অন্যত্র 'লাওহে মাহফুজ' বলা হয়েছে। লাওহে মাহফুজ হলো এমন গ্রন্থ, যা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে সংরক্ষিত রয়েছে। সেখান থেকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও বক্তব্যসমূহ পবিত্র কুরআনের রহস্যময় পাতায় ঠাঁই পেয়েছে। যদিও আমরা কুরআনকে গ্রন্থ বলে থাকি, তবুও এটি কোনো লিখিত গ্রন্থ নয়; বরং আল্লাহর বক্তব্যগুলোর পঠিত রূপ।

কাগজে লিখিত শব্দমালার একটি নির্দিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট থাকে, কিন্তু উচ্চারিত শব্দমালার কম্পনের তরঙ্গ সবগুলো দিকে প্রবাহিত হয়। কাগজে লিখিত শব্দমালাকে পাঠকের কাছ থেকে পৃথক করা যায়, কিন্তু উচ্চারিত শব্দমালা থেকে শ্রোতাকে পৃথক করা যায় না। কুরআন যেহেতু পঠিত শব্দের লিখিত রূপ, সেহেতু কুরআনের কথা বুঝতে হলে, কুরআনের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করতে হলে প্রথমে আল্লাহর কথাগুলো নিজের হৃদয়ে প্রবেশ করাতে হবে, এরপর তা সশব্দে উচ্চারণ করতে হবে। এর পেছনে একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু পড়ার চেয়ে সশব্দে বলা ও শ্রবণ করার সম্মিলিত কর্ম মানুষের স্মৃতিতে বেশি সময় স্থায়ী হয়ে থাকে।[৮০]

আল্লাহর কাছ থেকে মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ কুরআনের কথাগুলোকে লিখে গ্রন্থের রূপ দেওয়া হয়। একে মুসহাফ বলা হয়, যার অর্থ—আল্লাহর বার্তা সংরক্ষণ করা ও ছড়িয়ে দেওয়া। একেবারে সূচনা থেকে মহানবি ﷺ-এর সাহাবিরা কুরআনের বাণীগুলোকে চামড়া, পাথর, পশুর হাড়, গাছের বাকলে লিখে রাখতেন। প্রিয়নবির মৃত্যুর বিশ বছরের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কুরআন সংকলনের কাজ সমাপ্ত হয় এবং এটির অনুলিপি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রেরণ করা হয়। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—কুরআনের সূরাগুলো

---

৮০. Forrin, Noah D., and Colin M. Macleod. 'This Time It's Personal: The Memory Benefit of Hearing Oneself.' Memory, vol. 26, no. 4, 2017, pp. 574–579. Doi:10.1080/09658211.2017.1383434

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সেই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সাজানো হয়নি, যে ধারবাহিকতায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, প্রতি রমজান মাসে মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ তখন পর্যন্ত অবতীর্ণ সমগ্র কুরআন জিবরাইল ﷺ-কে পাঠ করে শোনাতেন এবং জিবরাইল ﷺ রাসূল ﷺ-কে বলে দিতেন, কুরআনের কোন অংশের পর কোন অংশ বসবে। অর্থাৎ কুরআনের বর্তমান ধারাবাহিকতা জিবরাইল ﷺ-এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে অনুমোদিত। কোনো কোনো স্কলারের মতে, কুরআনকে আল্লাহর নির্দেশে এ কারণে ভিন্ন ধারাবাহিকতা মোতাবেক সাজানো হয়েছে—যাতে মানুষ এটিকে কোনো গল্পের বই হিসেবে বিবেচনা না করে। আরও গভীর অর্থে, কুরআনের বর্তমান ধারাবাহিকতা, যেটি অবতীর্ণের ধারাবাহিকতা নয়—তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক একরৈখিক বা একমাত্রিক নয়। কেননা, আল্লাহর অবস্থান সময় ও স্থানের অনেক উর্ধ্বে।

যদিও লিখিত কুরআনের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি, তবুও কুরআনের কোনো কথার সাথে দুনিয়ার কোনো মানুষ যা-ই করুক না কেন, কুরআনের মর্যাদার ওপর তার কোনো প্রভাব পড়ে না। হাজারো সমুদ্র যেমন চাঁদের আলোকে নেভাতে পারে না (কারণ, চাঁদের আলোর উৎস চাঁদ নয়; সূর্য), তেমনি দুনিয়ার সব মানুষ মিলেও কুরআনের আলোকে নেভাতে পারে না। কারণ, কুরআনের আলোর উৎস কুরআন নয়; আল্লাহ। আয়নায় আঘাত করলে আয়না ভেঙে যায়; কিন্তু আয়নায় যার প্রতিবিম্ব পড়েছে, তার কোনো ক্ষতি হয় না। তেমনি দুনিয়াতে কুরআনকে পুড়িয়ে ফেলা যায়, ধ্বংস করা যায়, কিন্তু কুরআনে যার প্রতিবিম্ব পড়েছে, তাঁর কোনো ক্ষতি করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'বলো, সমুদ্রগুলো যদি আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য কালি হয়ে যায়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা লেখা শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে; আমি যদি এর সাহায্যের জন্য আরও অনুরূপ পরিমাণ সমুদ্র নিয়ে আসি তবুও।' সূরা কাহাফ : ১০৯

প্রথম ওহি : ইকরা

আসমানের সর্বোচ্চ স্তর থেকে আল্লাহর বাণীসমূহ কুরআন আকারে জিবরাইল ﷺ-এর মাধ্যমে মহানবি ﷺ-এর হৃদয়ের ভেতর প্রেরণ করা হয়েছে। ৬১০ সালে নবিজির বয়স যখন ৪০ বছর, তখন তাঁর ওপর প্রথম আল্লাহর ওহি অবতীর্ণ হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সেদিন তিনি আলোর পাহাড়ের (জাবাল আন-নুর) একটি গুহায় বসে ধ্যান করছিলেন। এমন সময় জিবরাইল ﷺ ওহির আলোকবর্তিকা নিয়ে তাঁর কাছে এলেন। জিবরাইল ﷺ বললেন—'পড়ুন', দ্বিতীয়বার বললেন—'পড়ুন' এবং অবশেষে তৃতীয়বার বললেন—

> 'পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন, আপনার রব বড়োই অনুগ্রহশীল; যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে—যা সে জানত না।' সূরা আলাক : ১-৫

রাসূল ﷺ ঐশী কম্পনে প্রকম্পিত হলেন। তাঁর হৃদয়ের চক্ষু খুলে গেল। ধীরে ধীরে তিনি বুঝতে পারলেন—এমন কিছু অপার্থিব বাণীসমষ্টি তাঁর চেতনার ভেতর গভীর ছাপ অঙ্কন করেছে, যা ঐশী আলোতে পরিপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'এই কিতাব যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনো, পরাক্রমশালী সর্ব প্রশংসিতের পথের দিকে।' সূরা ইবরাহিম : ১

পবিত্র কুরআন হলো মানুষের ভেতরের সহজাত কল্যাণময়তার বীজের পরিচর্যার পথ। কিছু স্কলারের মতে, আল্লাহ কুরআনের যেখানে বৃষ্টির কথা বলেছেন, সেখানে তিনি তা বলেছেন রূপক অর্থে; যার প্রকৃত অর্থ আল্লাহর অনুগ্রহ এবং যেখানে শুষ্কতার কথা বলেছেন, সেখানে তিনি প্রকৃতপক্ষে মানুষের হৃদয়ের শুষ্কতার কথা বুঝিয়েছেন। মেঘ থেকে পড়া বৃষ্টি যেমন মৃত ভূমিতে প্রাণের সঞ্চার করে, তেমনি আল্লাহর কাছ থেকে আগত কুরআন মানুষের মৃত হৃদয়ে জীবনে সঞ্চার করে।

> 'তোমরা ভূমিকে দেখ শুষ্ক, মৃত। অতঃপর আমি যখন তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তাতে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়, আর তা উদ্গত করে সকল নয়ন জুড়ানো উদ্ভিদ।' সূরা হজ : ৫

কুরআনের বার্তা

কুরআনের মূল বক্তব্য হলো—তাওহিদ তথা নিরেট একেশ্বরবাদ। আল্লাহর একত্ববাদ হলো ওহির বাগানের ভিত্তি, যার ওপর সমগ্র কুরআন দাঁড়িয়ে আছে। যুগে যুগে নবিদের দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে দুটি কাজ দিয়ে; আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং দুনিয়াতে আল্লাহর বাণীর বাস্তব সাক্ষী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করা। তাই দেখা যায়, সব নবির বক্তব্যগুলো ছিল একই রকম; যদিও তাঁরা জন্ম নিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন যুগে, দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যদিও কুরআনের সবকিছু আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ববাদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, তবুও এখানে আরও কিছু বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে—আল্লাহ কে, মানুষ সৃষ্টির ঘটনা, শয়তানের ভূমিকা, অদৃশ্য জগৎ, ফেরেশতা, আখিরাতের জীবন, জান্নাত, জাহান্নাম, বিভিন্ন নবির ঘটনা, ওহির গভীরতম অর্থ, ইসলামের স্তম্ভসমূহ, প্রকৃতিতে আল্লাহর নিদর্শন, ইবাদতের পদ্ধতি, আত্মশুদ্ধি, হৃদয় ও আত্মার পরিচর্যা, নৈতকতা, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব, পেশায় নৈতিকতা, সমাজবদ্ধ জীবন এবং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে জীবনযাপনের উপায় ইত্যাদি।

কুরআনে শুধু তত্ত্ব ও ধারণা উল্লেখিত হয়নি; বরং বাস্তব জীবনের নানা ঘটনা, জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন, পাপ-মুক্তি, নিপীড়ন-ন্যায়বিচার, অন্ধকার-আলো, দুনিয়ার ধ্বংসশীলতা ও আখিরাতের স্থায়িত্ব ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, কুরআন তাদের জন্য সুসংবাদ দান করেছে। আর যারা দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, কুরআনে তাদের সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'রাসূলগণ ছিলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী, যাতে রাসূলদের আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো অজুহাতের সুযোগ না থাকে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।' সূরা নিসা : ১৬৫

কুরআন আমাদের দেখায়, কেবল আল্লাহর ইবাদতই হলো আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা ও মুক্তির একমাত্র পথ।

ওহি আমাদের কেবল আল্লাহকে অনুভবের শিক্ষা দেয় না; বরং আল্লাহর সাথে সংযুক্ত হওয়ার পথ দেখায়। কুরআন আল্লাহর করুণা, ক্ষমা ও ন্যায়বিচারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে। ফলে একদিকে তা আমাদের মহৎ গুণাবলির ধারক হতে উদ্বুদ্ধ করে, অন্যদিকে সত্য প্রত্যাখ্যান করলে শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার ভয় দেখায়।

পবিত্র কুরআনে যুগ-যুগান্তরের সেই সব মানুষের গল্প বলা হয়েছে, যারা বহু বিপদাপদের মুখোমুখি হয়েছেন এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার হাতিয়ার দিয়ে সে বিপদগুলোকে জয় করেছেন। ওই ঘটনাগুলো আমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয়—বিপদ যত কঠিন হোক না কেন, আল্লাহর ওপর আস্থা ও নির্ভরতা সকল বিপদ দূর করার জন্য যথেষ্ট। কুরআন আমাদের দেখায়, দুনিয়াতে সবকিছু আমাদের পরিকল্পনা মাফিক ঘটে না। আমাদের নিয়ে আল্লাহরও একটি পরিকল্পনা থাকে এবং সে পরিকল্পনার ভেতর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কুরআনে নবি ইউসুফ ﷺ-এর জীবন পরিক্রমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইউসুফ ﷺ-কে তাঁর হিংসুক ভাইয়েরা একটি কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। এরপর সেখান থেকে তাঁকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়, মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং অবশেষে তিনি সেখান থেকে মিশরের বাদশার সবচেয়ে ক্ষমতাবান উপদেষ্টার পদ অলংকৃত করেন। ইউসুফ ﷺ কল্পনাও করতে পারেননি, তাঁকে নিয়ে রচিত আল্লাহর বিশেষ পরিকল্পনা তাঁকে কোথায় নিয়ে চলেছে।[৮১] কুরআনে নবি ইবরাহিম ﷺ-এর ঘটনা পাওয়া যায়। ইবরাহিম ﷺ-কে ভয়াবহ আগুনের ভেতর নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে সে আগুনের শিখা শীতল হয়ে যায় এবং জায়গাটি তাঁর জন্য বাগানে পরিণত হয়। কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'আমি বললাম—হে আগুন! তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও।' সূরা আম্বিয়া : ৬৯

মুসা ﷺ-এর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে পাওয়া যায়। মুসা ﷺ-এর সামনে যখন লোহিত সাগর এবং পেছনে সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী, তখন আল্লাহ মুসা ﷺ-কে রক্ষা করলেন। কারণ, মুসা ﷺ তাঁর চক্ষু নিবদ্ধ করেছিল আল্লাহর দিকে; প্রতিবন্ধকতার দিকে নয়। আল্লাহ লোহিত সাগরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিলেন এবং মুসা ﷺ-কে রক্ষা করলেন। আর সেই সাগরে ফেরাউন ও তার বাহিনী ডুবে মারা গেল।[৮২] কুরআনে কুমারী মাতা মরিয়ম ﷺ-এর কথা বলা হয়েছে; গর্ভধারণ যার জীবনকে বিপদসংকুল করে তুলেছিল এবং তাঁর চরিত্রের সুনামকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। এমন ভয়ানক পরিস্থিতিতে মরিয়ম ﷺ আল্লাহর ওপর নির্ভর করলেন এবং আল্লাহর নির্দেশে তিন দিন পর্যন্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকলেন। ঈসা ﷺ জন্মগ্রহণ করলেন এবং দোলনা থেকে তাঁর মায়ের পক্ষে কথা বললেন।[৮৩]

প্রতিটি ভাঙা হৃদয়, প্রতিটি ক্ষতবিক্ষত আত্মাকে কুরআন মনে করিয়ে দেয়, তার জন্য আল্লাহর আশ্রয় ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা অপেক্ষা করছে।

> 'যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে তোমাদের ওপর কেউ-ই বিজয়ী হতে পারবে না এবং যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, সে অবস্থায় এমন কে আছে—যে তোমাদের সাহায্য করবে? মুমিনদের আল্লাহর ওপর নির্ভর করা উচিত।' সূরা আলে ইমরান : ১৬০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যে কারণে কুরআন পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে

একটি বীজের ভেতর বিশাল বৃক্ষের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। ইসলামের অনেক স্কলার মনে করেন, সমগ্র কুরআনের বীজ লুকিয়ে আছে মহিমান্বিত রজনিতে (লাইলাতুল কদর), যে রাতে কুরআন সর্বোচ্চ আসমান থেকে সর্বনিম্ন আসমানে অবতীর্ণ হয়। একটি বীজের যেমন বিশাল বৃক্ষে পরিণত হতে সময় লাগে, তেমনি সর্বনিম্ন আসমান থেকে ২৩ বছর ধরে ধীরে ধীরে কুরআনকে এ পার্থিব জগতে প্রেরণ করা হয়। অবশ্য শুধু কুরআন পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়নি; বরং জগতের সবকিছুকে আল্লাহ অস্তিত্বশীল করেছেন পর্যায়ক্রমে। এটি পবিত্র কুরআনে খুব সুন্দরভাবে উল্লেখিত হয়েছে—

> 'আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লালিমার আর রাত্রির এবং তা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার; আর চাঁদের, যখন তা পূর্ণ চাঁদে পরিণত হয়। নিশ্চয়ই তোমরা (আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সর্বক্ষেত্রে) স্তরে স্তরে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে ঊর্ধ্বে উঠে আসবে।' সূরা ইনশিক্বাক : ১৬-১৯

মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনে সংঘটিত নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা লোকদের নানা প্রশ্নের জবাবে পবিত্র কুরআন একটু একটু করে অবতীর্ণ হয়েছে। এর মানে হলো, পবিত্র কুরআন সুসংগঠিত অবস্থায় প্রথম আসমানে সংরক্ষিত ছিল; বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঘটনায় তা অবতীর্ণ হয়েছে মাত্র। মহানবি ﷺ-কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—'কেন কুরআন একত্রে অবতীর্ণ হলো না?' জবাবে কুরআন বলেছে—'তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করার জন্য।' সূরা ফুরকান : ৩২

পর্বতারোহণের সময় আরোহীকে যেমন নতুন উচ্চতার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে একটু সময় নিতে হয়, ডুবুরিকে যেমন গভীর সমুদ্রের তাপমাত্রা ও পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে একটু সময় নিতে হয়, তেমনি কুরআনের গভীর অর্থবোধক কথাগুলোর সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে মহানবি ﷺ এবং জগতের সকল মানুষের অবকাশের প্রয়োজন ছিল।

তাহলে এও বলা যায়—ওহির বিরতির যে সময়, সেটাও ওহিরই অংশ। কারণ, ওই নীরবতা ছাড়া আমরা ওহির প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারতাম না। একটি বাক্যের শব্দগুলোর মাঝে যেমন ফাঁকা জায়গা থাকে, কথা বলার সময় যেমন আমরা একটু করে থামি, তেমনি কুরআনের বাণীগুলোর মাঝেও এমন নীরবতা অপরিহার্য ছিল। ওহির বিরতির মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের আরও একটি বার্তা দিয়েছেন এমন যে, নীরবতার ভেতরেও তাঁর করুণাধারা আমাদের জন্য সদা উপস্থিত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আলিফ-লাম-মিমের গোপন রহস্য

কুরআনের প্রতিটি কথা আল্লাহর পরিকল্পিত বক্তব্য, আমরা তা বুঝতে পারি বা না পারি। কুরআনের অনেক সূরা শুরু হয়েছে কিছু আরবি বর্ণসমষ্টি দিয়ে। যেমন—আলিফ-লাম-মিম। শত শত বছর ধরে স্কলাররা এগুলোর বিষয়ে নানা মত দিয়েছেন। কিছু স্কলার মনে করেন, এ বর্ণগুলোর ভেতর কিছু গাণিতিক মান রয়েছে—যার ভেতর অলৌকিক রহস্য লুকিয়ে আছে। কিছু স্কলার মনে করেন, ওই বর্ণগুলো কিছু শব্দের আদ্যাক্ষর। তাঁরা বলতে চান, 'আলিফ' বর্ণ দিয়ে আল্লাহ, 'মিম' বর্ণ দিয়ে মুহাম্মাদ, 'নুন' বর্ণ দিয়ে নুর (আল্লাহর আলো)—এ রকম বোঝানো হয়েছে।

অবশ্য বেশিরভাগ স্কলারের মতে, এ বর্ণসমষ্টির অর্থ কেবল আল্লাহই জানেন এবং এগুলোর অর্থ আমাদের কাছে অজ্ঞাত রেখে আল্লাহ তাঁর সর্বজ্ঞ গুণের নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন।[৮৪] সারকথা হলো—একেবারে শুরু থেকে আল্লাহ আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, সঠিক পথের দিশা পেতে হলে আমাদের বিনয়ের সাথে নিজের অজ্ঞতা ও জ্ঞানের স্বল্পতার স্বীকৃতি দিতে হবে। তাই দেখা যায়, কুরআনের যেখানেই আল্লাহ এমন বিচ্ছিন্ন বর্ণসমষ্টি প্রকাশ করেছেন, ঠিক তারপরেই তাঁর প্রজ্ঞা, ক্ষমতা, ও ওহির রহস্যময়তার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আলিফ-লাম-মিম। এই সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং যা মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত।' সূরা বাকারা : ১-২

মজার ব্যাপার হলো, পবিত্র কুরআনের ২৯টি জায়গায় এমন রহস্যময় বর্ণসমষ্টির উল্লেখ আছে, অন্যদিকে আরবি ভাষার মোট বর্ণ সংখ্যাও ২৯টি। দুটি সংখ্যার এমন মিলকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি ব্যাখ্যা এমন—একজন মানুষের শরীরের সবগুলো উপাদান কাউকে দিয়ে যদি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে বলা হয়—তাহলে সে যেমন ব্যর্থ হবে, তেমনি ২৯টি আরবির বর্ণ সবার সামনে থাকা সত্ত্বেও কুরআনের মতো কোনো গ্রন্থ রচনা করতে মানুষ ব্যর্থ হবে। মানুষের ভেতরে যে প্রাণ রয়েছে—তা সৃষ্টির একমাত্র সক্ষমতা যেমন কেবল আল্লাহর রয়েছে, তেমনি কুরআন সৃষ্টির সক্ষমতাও কেবল আল্লাহরই রয়েছে।[৮৫]

---

৮৪. Khan, Nouman Ali. 'Alif Lam Mim.' 2012

৮৫. Naik , Zakir. 'What Is the Meaning of Alif Laam Meem?' 2011

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কুরআনের ভাষাগত নির্ভুলতা সত্ত্বেও আল্লাহ আমাদের পরোক্ষভাবে নয়; বরং সরাসরি কুরআনের সত্যতার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। যারা কুরআনকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর রচিত গ্রন্থ বলত, তাদের জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মতো কেনো সূরা এনে দাও। আর যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান করো।' সূরা বাকারা : ২৩

১৪০০ বছর আগে আল্লাহ যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, আজ পর্যন্ত কেউ তা গ্রহণ করতে পারেনি। কুরআনের ভাষাশৈলী এত অনন্য যে, আরবি ভাষাবিদরাও এর গভীরতা দেখে হতবাক হয়ে যান। এমনকী কুরআনের আবৃত্তি বা তিলাওয়াত এতই শক্তিশালী যে, এর ঐশীগ্রন্থ হওয়ার প্রমাণ শবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই নিশ্চিত হওয়া যায়।

কুরআনের শক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আমি যদি এ কুরআনকে পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি আল্লাহর ভয়ে তাকে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতে। এসব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।' সূরা হাশর : ২১

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, বিশাল পাহাড় আল্লাহর বাণীর ভারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেও মানুষের হৃদয়কে আল্লাহ এতখানি শক্তিশালী করে তৈরি করেছেন যে, তা ঠিকই আল্লাহর বাণীর ভার বইতে পারে।

হৃদয় দিয়ে কুরআন পাঠ

আমরা যখন কুরআনের সংস্পর্শে আসি, তখন মূলত বিশ্বজগতের স্রষ্টার সাথে কথোপকথনে লিপ্ত হই। কুরআন পাঠের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহের বারিধারায় সিক্ত হয়। মহানবি ﷺ বলেছেন—

> 'যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের একটি বর্ণ পাঠ করল, সে যেন একটি সৎকর্ম করল এবং একটি সৎকর্মের পুরস্কার হবে দশগুণ বেশি। আমি বলছি না যে আলিফ-লাম-মিম একটি শব্দ; বরং আলিফ একটি শব্দ, লাম একটি শব্দ এবং মিম একটি শব্দ।'[৮৬]

---

৮৬. তিরমিজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কুরআনের কথাগুলো এত শক্তিশালী ছিল—যখন মহানবি ﷺ-এর ওপর তা অবতীর্ণ হতো, তখন তিনি ঘেমে-নেয়ে উঠতেন। উটের পিঠে চেপে সফরের সময় মহানবি ﷺ-এর ওপর ওহি অবতীর্ণ হলে ওহির ভারে তাঁর উট মাটিতে নুয়ে পড়ত।[৮৭]

দুনিয়াবাসীর জন্য অনুগ্রহ ও আলোকবর্তিকা হিসেবে কুরআনকে প্রেরণ করা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব।' সূরা মায়েদা : ১৫

পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আলোকে সাথে নিয়ে। কেননা, অন্ধকারে কুরআন পড়া যায় না। কোনো কিছু দেখার জন্য যেমন আলো প্রয়োজন, তেমনি আল্লাহর কথাকে অনুভব করতে হলে আধ্যাত্মিক আলোর প্রয়োজন।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—আমাদের কাছে একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক হিসেবে রাসূল ﷺ এসেছিলেন; যিনি ওহির রহস্যময়তার ব্যাখ্যা আমাদের সামনে উপস্থাপন করে গেছেন, যাতে আমরা সহজে তা অনুধাবন করতে পারি। যেকোনো অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কুরআন পড়তে পারে, কিন্তু সবাই কুরআনের গভীরতম অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না। কুরআন আল্লাহর জীবন্ত কথামালা। কুরআনের একই আয়াতের অর্থ এর পাঠকের কাছে একই রকমভাবে দ্বিতীয়বার ধরা দেয় না। কুরআনের উচ্চ প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য এর আগ্রহী পাঠকের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পাঠকের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়।

আমরা মূলত কুরআন পড়ি না, কুরআনই আমাদের পড়ে। কুরআন আমাদের হৃদয়ের তলদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করে এবং আমাদের সংকল্পের বিশুদ্ধতা ও চেতনার সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে নিজের রহস্যময়তার উন্মোচন ঘটনায় বা গোপন করে।

জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন—

> 'কুরআন হলো লজ্জাশীলা কনের মতো। আপনাকে এর কাছে আসতে হবে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সাথে, যাতে এটি সহজে আপনার কাছে নিজেকে উন্মোচিত করে।'

---

৮৭. Zakariya, Abu. *The Eternal Challenge: A Journey through the Miraculous Qur'an.* One Reason, 2015

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অধিকাংশ সাহাবি অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন না। আপনি কতটা দুনিয়াবি জ্ঞান অর্জন করেছেন, কুরআনের গভীরতম অর্থ বোঝার জন্য তা জরুরি বিষয় নয়; জরুরি বিষয় হলো—আপনি কতটা আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে কুরআনের সংস্পর্শে এসেছেন। এ কারণে সুফি সাধকরা জিহ্বার জ্ঞান থেকে হৃদয়ের জ্ঞানের দিকে যাত্রা করতে বলেছেন। কেননা, মন কখনো আল্লাহর নুর অনুভব করতে পারে না। আল্লাহর নুর অনুভব করতে পারে কেবল সেই হৃদয়, যার দুয়ার আল্লাহর মহত্ত্বকে ধারণ করার জন্য প্রস্তুত। সম্ভবত এ কারণে আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে বলেছেন—

> 'যে ভয় করে, তার জন্য উপদেশস্বরূপ।' সূরা ত্ব-হা : ৩

হৃদয় দিয়ে কুরআন পড়তে হলে কুরআনের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা ও সংকল্পের ব্যাপারটি আগে ঠিক করে নিতে হবে। যখন কেউ অন্যদের সঙ্গে বিতর্ক করার বাসনা থেকে কুরআন পাঠ করে, তখন সে মূলত কুরআনে সেই জিনিসই খুঁজে পায়—যা তার মন চায়; আল্লাহ যা বলতে চান, সেদিকে তখন তার দৃষ্টি পড়ে না। কুরআনের যে অংশগুলোর প্রতি আপনার সমর্থন রয়েছে, কেবল সেগুলো পড়লে এবং যে অংশগুলোর প্রতি আপনার সমর্থন নেই, সেগুলোকে অগ্রাহ্য করে চললে বিষয়টি এমন দাঁড়ায়—আপনাকে গড়ে তোলার সুযোগ আপনি কুরআনকে দিচ্ছেন না; বরং আপনি আপনার পছন্দ-অপছন্দ মাফিক কুরআনকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন!

কুরআনের বক্তব্য সেই হৃদয় গ্রহণ করতে পারে না, যে হৃদয় আত্মপূজা ও আত্ম-অহংয়ের চেতনায় বুঁদ হয়ে থাকে। জাগ্রত ও বিনয়ী হৃদয়ই কেবল কুরআনের বার্তা গ্রহণের জন্য উপযুক্ততা অর্জন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মতো হৃদয় রয়েছে অথবা যে নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করে।' সূরা ক্বাফ : ৩৭

হৃদয় থেকে কুরআন পাঠের যাত্রা শুরু হয় অনুশোচনাপূর্ণ অন্তর থেকে। আমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও পক্ষপাতিত্বকে বিসর্জন না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কুরআনকে কুরআনের রূপে দেখতে পারব না; বরং নিজ ভুল চিন্তা-কাঠামোর ফিল্টারেই কুরআন আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'এটি সেই গ্রন্থ, যাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং যা মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক।' সূরা বাকারা : ২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কুরআন সব রকম ত্রুটির উর্ধ্বে। কুরআন সম্পর্কে মানুষের ব্যাখ্যার মধ্যে ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু কুরআনে কোনো ত্রুটি নেই। এ কারণে কুরআন খোলার আগেই কুরআন আমাদের শুধু বাহ্যিকভাবেই পবিত্রতা অর্জন করতে বলেনি; বরং হৃদয়কেও বিশুদ্ধ করতে বলেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'অবশ্যই তা সম্মানিত কুরআন, যা আছে এক সুরক্ষিত গ্রন্থে। যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না।'
> সূরা ওয়াকিয়া : ৭৭-৭৯

কুরআনের সংস্পর্শে আসতে হলে আপনাকে অবশ্যই বিশুদ্ধ হৃদয়, পবিত্র-বিনয়ী অন্তর ও শূন্যচিত্ত নিয়ে আসতে হবে। কারণ, বহুত্বকে হৃদয়ে ধারণ করে এক আল্লাহকে অনুভব করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আর কুরআন পাঠ করো ধীরে ধীরে, সুবিন্যস্ত ও স্পষ্টভাবে।'
> সূরা মুজ্জাম্মিল : ৪

আমরা যদি কুরআন পাঠ থেকে লাভবান হতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই আল্লাহকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ করো আর নীরবতা বজায় রাখো, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।' সূরা আ'রাফ : ২০৪

> 'নিশ্চয়ই যে সুন্দরভাবে ও ধীরে ধীরে কুরআন পাঠ করবে, সে থাকবে আনুগত্যপরায়ণ মহান ফেরেশতাদের সাথে এবং যে ব্যক্তি অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তোতলাতে তোতলাতে কিংবা ভেঙে ভেঙে কুরআন পাঠ করবে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।'[৮৮]

একটি বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের চেতনা কিন্তু ওহির সাথে পূর্বপরিচিত। কারণ, দুটোই এসেছে একই উৎস থেকে; আল্লাহ থেকে। তাই এটি আল্লাহর-ই মহিমা যে, কুরআন পাঠের সময় আমাদের বিক্ষিপ্ত হৃদয় অবশেষে বিশ্রাম ও শান্তির জায়গা খুঁজে পায়। যখন আমরা আরবি ভাষায় কুরআন পাঠের ভেতর ডুবে যাই, তখন আমাদের সমগ্র সত্তা আল্লাহর জ্যোতির চাদরের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে।

---

৮৮. বুখারি, মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমাদের হৃদয়ের সাথে আল্লাহর যোগাযোগ সর্বদা অব্যাহত থাকে। কিন্তু আমাদের মনের ভেতরের শোরগোল এ যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটায়। বৃষ্টির ফোঁটাকে গ্রহণ করার জন্য যেমন একটি বীজকে ফেটে যেতে হয়, তেমনি আল্লাহর বার্তাকে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করাতে আমাদের কুপ্রবৃত্তির খোলসকে ভেঙে ফেলতে হয়।

কুরআনের রূপান্তরের শক্তি

কুরআনের অনন্য শক্তি বুঝতে একটি গল্পের কথা উল্লেখ করা যাক—

> এক লোক একদিন এক সুফির কাছে এসে প্রশ্ন করল—'কুরআনের সবটা তো আমরা বুঝতে পারি না, তাহলে শুধু শুধু এটি পড়ে কী লাভ? একই কুরআন বারবার পড়ার তো কোনো মানে হয় না!' জবাবে সুফি কিছু না বলে একটি কয়লা ভরা কাপড়ের ব্যাগ নিলেন এবং লোকটিকে সাথে নিয়ে একটি কুয়ার কাছে গেলেন। এরপর কয়লাগুলো মাটিতে ফেলে তিনি ব্যাগটি খালি করলেন। এবার লোকটিকে বললেন—'কুয়ার পানি দিয়ে কাপড়ের ব্যাগটি ভরে ফেলো।' লোকটি বলল—'কিন্তু এটি তো কাপড়ের ব্যাগ। এখানে পানি ঢাললে তো সব পানি গড়িয়ে পড়ে যাবে।' সুফি বললেন—'আমি যা বলি, তা-ই করো।' এ কথা বলে সুফি চলে গেলেন।
>
> পরের কয়েক ঘণ্টা লোকটি ব্যাগটির ভেতর বালতির পর বালতি পানি ঢেলে চলল, কিন্তু ব্যাগ ভর্তি হওয়ার নাম নেই; সব পানি পড়ে যেতে থাকল ব্যাগ থেকে। কিছু সময় পর সুফি ফিরে এলেন। দেখলেন, লোকটি পানি ঢালতে ঢালতে ক্লান্ত-শ্রান্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছে। সুফি তাকে দেখে মৃদু হাসলেন। লোকটি জিজ্ঞেস করল—'আপনি হাসছেন কেন? আমি তো ব্যাগে একটুও পানি ভরতে পারিনি।'
>
> জবাবে সুফি বললেন—'তুমি হয়তো ব্যাগে পানি ভরতে পারোনি, কিন্তু বারবার পানি ঢালার কারণে কয়লার ময়লা লেগে যাওয়া ব্যাগটি ধবধবে পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং এখন ব্যাগটিকে নতুনের মতো লাগছে। প্রথম যেদিন ব্যাগটি কিনেছিলাম, সেদিনের মতো এটি সুন্দর হয়ে গেছে। কুরআনের বিষয়টিও ঠিক এ রকম। তুমি হয়তো সমগ্র কুরআন ধারণ করতে পারবে না, কিন্তু যতই কুরআন পাঠ করবে, ততই এটি তোমার হৃদয়কে প্রকম্পিত করবে এবং হৃদয় ততই পরিশুদ্ধ হবে। কুরআন তোমাকে এমন কিছু দেওয়ার জন্য আসেনি,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

> যা তোমার ভেতর নেই; বরং কুরআন তোমার হৃদয়ের চক্ষুর সামনের সেই আবরণকে সরাতে এসেছে, যে আবরণ সরালে তোমার হৃদয় বিশুদ্ধ হবে এবং তুমি আল্লাহকে ঠিকমতো অনুভব করতে পারবে।'

আমরা হৃদয়ের ভেতর জান্নাতের পথকে বহন করে চলেছি। ওহি হলো সেই আলোকবর্তিকা, যা আমাদের হৃদয়ের সেই গোপন অধ্যায়ের সন্ধান দেয়। ১৪০০ বছর ধরে কুরআনের কথাগুলো একই রকম রয়েছে এবং আজও আমরা জীবনের যে পর্যায়ে থাকি না কেন, কুরআন আমাদের সাথে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকে।

আমাদের বারবার কুরআন পড়তে বলা হয়েছে এ কারণে নয় যে, কুরআনের কথাগুলো বদলে যায়; বরং এ কারণে, আমরাই বদলে যাই। তাই কুরআনের একই বার্তা আল্লাহর পথে আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে আমাদের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্নভাবে সংযুক্ত হয়। এজন্যই বলা হয়, কুরআনের সৌন্দর্য হলো—আপনি এর বক্তব্যকে বদলাতে পারবেন না, কিন্তু এর বক্তব্য আপনাকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে।

আপনি যেখানেই থাকুন, কুরআন আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করবে

কুরআন নির্দিষ্ট কোনো সময়ের মানুষের সাথে কথা বলে না; এটি কথা বলে সময়ের সীমা ছাড়ানো সকল মানুষের সাথে। কুরআন কেবল অতীতের ঘটনাবলি আমাদের সামনে উপস্থিত করে না; বর্তমানের জরুরি বিষয়গুলোও আমাদের সামনে তুলে ধরে এবং ভবিষ্যতের কর্মের জন্য আমাদের সচেতন করে তোলে।

কুরআন কোনো সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবতীর্ণ হয়নি। এটি যুগ-যুগান্তরের মানুষের জন্য পথনির্দেশ। রূপক অর্থ ও অলংকারপূর্ণ ভাষার মাধ্যমে প্রতিটি ঘটনা, যুদ্ধ, বিজয় ইত্যাদির বর্ণনাতে কুরআন আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলে। তাই কুরআনকে সাধারণভাবে পাঠ করবেন না; বরং কুরআনে উল্লেখিত প্রতিটি চরিত্রের ভেতর ডুব দিন। কুরআনকে শুধু বোঝার চেষ্টা করবেন না; বরং আপনার সকল অনুভূতি দিয়ে এর স্বাদ নেওয়ার চেষ্টা করুন। এভাবেই জীবন্ত কুরআন জাগ্রত হয় এবং আপনার দৃষ্টির সাথে একাত্ম হয়ে যায়। এভাবে কুরআন পাঠ আপনার জীবনে পরোক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কুরআনের স্বাদ পেতে হলে আপনাকে ওহির ইকোসিস্টেমের ভেতর প্রবেশ করতে হবে, এর সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণি-মুক্তোর সন্ধান করতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কুরআন পড়ার সময় খেয়াল রাখুন, কুরআনের প্রতিটি আয়াত আপনার সাথে সরাসরি কথা বলছে। মনোযোগ দিয়ে শুনুন, এ গ্রন্থে আপনার কথাই বলা হয়েছে। কুরআন যার বিরোধিতা করে, যার দিকে আহ্বান করে, যা মনে করিয়ে দেয়—সবই আপনি একসময় জানতেন, কিন্তু হয়তো ভুলে গেছেন।

কুরআন কথা বলে সবার সাথে। বিজ্ঞানী থেকে রাখাল পর্যন্ত, শিল্পী থেকে ব্যবসায়ী পর্যন্ত, কবি থেকে রাজনীতিবিদ পর্যন্ত এ গ্রন্থে সকলের জন্য রয়েছে বার্তা। প্রত্যেক মানুষ এই মুহূর্তে তার আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের ঠিক যে বিন্দুতে অবস্থান করছে, কুরআন ঠিক সে বিন্দুতে তার ক্ষুধা মেটানোর জন্য অপেক্ষমাণ। তবে কিছু স্কলারের মতে—কুরআনের প্রতিটি আয়াতের রয়েছে সাত স্তরের গভীরতা এবং এর সর্বশেষ স্তরের অর্থ কেবল আল্লাহ জানেন; যেটিকে কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে—

> 'আল্লাহ ছাড়া এর মর্ম কেউ জানে না।' সূরা আলে ইমরান : ৭

রূপক ও প্রতীকী আয়াতের শক্তি

কুরআনের বেশিরভাগ আয়াত সরাসরি ও সুস্পষ্ট। এগুলোকে মুহকামাত বলা হয়। আবার কুরআনের অনেক অস্পষ্ট আয়াত রয়েছে—যা রূপক ও প্রতীকী অর্থসংবলিত। এগুলোকে বলা হয় মুতাশাবিহাত (সূরা আলে ইমরান : ৭)। এ অস্পষ্ট আয়াতগুলো কুরআনকে সময়ের সীমাকে অতিক্রম করিয়েছে। কারণ, কুরআন এমন এক গ্রন্থ—যা প্রতীকীকরণের মাধ্যমে সর্বযুগের এবং জ্ঞানের সর্বস্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে।

কুরআনে প্রচুর প্রতীক, উদাহরণ ও শক্তিশালী গদ্যের পাশাপাশি রয়েছে অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূত্র। কিন্তু কুরআন বিজ্ঞানের (Science) কোনো গ্রন্থ নয়; বরং এটি নিদর্শনের (Signs) গ্রন্থ। স্রষ্টার কাছে আমাদের ফিরে যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে কুরআন তার সৌন্দর্য ও মহিমা আমাদের সামনে মেলে ধরে।

দুনিয়ার অন্যান্য গ্রন্থসমূহ লেখা হয় দুনিয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টি ও অনুধাবনের ভিত্তিতে। কিন্তু কুরআন যেহেতু নিরেট আল্লাহর বাণী, সেহেতু কুরআনে নিখুঁতভাবে আল্লাহর পরম সত্য ও গভীর মমতার প্রতিফলন ঘটেছে।

> 'আল্লাহর কথা অন্যান্যদের কথার চেয়ে তেমনই শ্রেষ্ঠ, যেমন আল্লাহ অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় শ্রেষ্ঠ।'[৮৯]

---

৮৯. আবু দাউদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কুরআনের কথাগুলো মানুষের ব্যাখ্যা থেকে রচিত নয়। কুরআনে সরাসরি আল্লাহর কথা বর্ণিত হয়েছে মানুষের বোধগম্য ভাষায়। কুরআনের প্রতিটি পঙ্‌ক্তিকে 'আয়াত' বলা হয়, যার অর্থ—নিদর্শন। কুরআনের প্রতিটি শব্দ একেকটি সাইনপোস্ট, যা আল্লাহর দিকনির্দেশক। যদিও আমরা আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাই না, তবুও সমগ্র সৃষ্টিজগতে তাঁর নামের প্রতিফলন দেখে আমরা তাঁকে অনুভব করতে পারি। সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে যদি আল্লাহর পাণ্ডুলিপি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে কুরআনকে সৃষ্টি রহস্যের আধ্যাত্মিক সূত্র বলা যেতে পারে। এ কারণে আমাদের কুরআনকে শুধু পড়তে বলা হয়নি; এর নিদর্শনের ভেতর ডুব দিতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।' সূরা সোয়াদ : ২৯

কুরআনের কোনো আয়াতকে বুঝতে হলে সমগ্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর অনুগ্রহ ও ভালোবাসার বার্তার সাথে মিলিয়ে তা বুঝতে হবে। একজন মানুষের হৃৎপিণ্ডকে যদি সমগ্র শরীর থেকে আলাদা করে নিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয়, তাহলে যেমন তা অসম্পূর্ণ হবে, তেমনি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সামগ্রিক বার্তাকে অগ্রাহ্য করে কুরআন থেকে পছন্দমতো একটি আয়াত বাছাই করে সেটিকে বোঝার চেষ্টা করলেও তা আমাদের কাছে অসম্পূর্ণ হয়ে ধরা দেবে।

কুরআনের উপশম ক্ষমতা

কীভাবে আল্লাহকে পাওয়া যায়? আত্মার এমন প্রশ্নের উত্তর রয়েছে কুরআনের ভেতর। কুরআন কেবল বিধিবিধানসংবলিত কোনো গ্রন্থ নয়। আলি ﷺ-এর মতে, কুরআন হলো—

> 'একটি মহাসাগর, যার গভীরতার সীমাহীন; একটি ঝরনা, যার ভান্ডার অফুরন্ত। কুরআন তার জন্য শান্তি, যে কুরআনের ভেতর বসবাস করে। তার জন্য পথপ্রদর্শক, যে এটির অনুসরণ করে। কুরআন এমন এক নিরাময়, যার সংস্পর্শে এলেই মানুষ আরোগ্য লাভ করে। প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থীর জন্য কুরআন একটি আশ্রয়। কুরআন এমন আলো, যা অন্ধকার দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় না।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কুরআনের কথা আমাদের চেতনাকে প্রশান্ত ও সন্তুষ্ট করে দেয়। এটি আমাদের প্রবৃত্তির জন্য একটি জাগরণী ডাক হিসেবে কাজ করে। এটি এমন এক আধ্যাত্মিক আলোর ঝলকানি, যা আমাদের হৃদয়ের অলিগলি থেকে সব অন্ধকারকে দূর করে দেয়। একটি বীজ চারাগাছে রূপান্তরিত হওয়ার আগে যেমন খোলস ভেঙে এর ভেতর আলো প্রবেশের সুযোগ দেয়, তেমনি আমাদের হৃদয়ের আবরণকে সরিয়ে সেখানে কুরআনের আলো প্রবেশের সুযোগ করে দিলেই কেবল আমরা প্রকৃত মানুষ হতে পারব।

কুরআন হলো দৃশ্যমান জগতের সাথে সর্বোচ্চ আসমানি জগতের একটি সেতুবন্ধন। কুরআন হলো দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে লেখা আল্লাহর খোলাচিঠি, যে চিঠির মাধ্যমে তিনি মানুষকে তাঁর কাছে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কুরআনের কথাগুলো কেবল অর্থবহ কিছু শব্দসমষ্টি নয়; বরং কুরআন হলো মহান আল্লাহর বলা কথার কম্পনের ধারক, যা রহস্যময়ভাবে মানুষের চেতনাকে উন্মোচিত করে এবং প্রেমময় আল্লাহর (আল ওয়াদুদ) সাথে বান্দার মিলনের সকল বাধা অপসারণ করে।

মানুষের ওপর কুরআনের গভীর প্রভাবের বিষয়টি নিচের ঘটনায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

> 'এক ধনী বণিকের কন্যা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি কন্যার জন্য একজন ডাক্তার ও একজন শাইখকে ডেকে আনলেন। বণিক প্রথমে শাইখকে তার কন্যার জন্য দুআ করতে বললেন। শাইখ বললেন—"আমি আপনার মেয়ের জন্য কুরআন পাঠ করব এবং তারপর আল্লাহর কাছে তার আরোগ্যের জন্য দুআ করব, যাতে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।" এ কথা শুনে ডাক্তার বললেন—"আপনি কি পাগল? বিজ্ঞান কোথায় গেছে, সে সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে? কথা দিয়ে কারও রোগ ভালো হয় না; রোগ ভালো হয় ওষুধ দিয়ে।" জবাবে শাইখ চিৎকার করে বললেন—"আপনি একটা স্টুপিড লোক। আল্লাহর কথার উপশম ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে?" ডাক্তার শাইখের এমন জবাবে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। চেহারা তার রাগে লাল বর্ণ ধারণ করল। প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চিৎকার করে বললেন—"আপনি কোন সাহসে আমাকে স্টুপিড বললেন?"
>
> এবার শাইখ নরম হয়ে বললেন—"দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু আপনি কি লক্ষ করছেন, একটি সাধারণ কথা আপনাকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

> কীভাবে রাগিয়ে দিয়েছে? যদি একজন অপরিচিত লোকের কথা আপনার চোখকে লাল করে দিতে পারে, আপনার হৃৎস্পন্দনকে দ্রুত করতে পারে, রক্তনালিগুলোকে সংকুচিত করতে পারে এবং আপনার রক্তচাপ বৃদ্ধি করতে পারে, তাহলে নিশ্চিত থাকুন, আল্লাহর ত্রুটিহীন ঐশী বাণীরও উপশমের ক্ষমতা রয়েছে।"'

কুরআন যেহেতু এসেছে মহামহিম আল্লাহর নিকট থেকে, সেহেতু এর কথামালা আমাদের কল্পনার চাইতেও বেশি শক্তিশালী। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—আল্লাহর কথার মাধ্যমেই মানবসৃষ্টির সূচনা হয়েছে এবং জগতের সকল সৃষ্টি অস্তিত্বশীল হয়েছে তাঁর কথাতেই। কাজেই মহান আল্লাহর কথার সরাসরি ও প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকার কোনো কারণ নেই।

হও! এবং তা হয়ে যায়

ওহির ক্ষমতার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় কুরআন থেকে, যেখানে আল্লাহ বলেছেন, সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে তাঁর একটি কথা দিয়ে—

كُن فَيَكُونُ

> 'হও! আর তা হয়ে যায়।' সূরা ইয়াসিন : ৮২

আল্লাহ একটি মাত্র শব্দ 'কুন' বলা মাত্র জগতের সবকিছু অস্তিত্বশীল হয়েছে। কুন; আমরা এখানে। কুন; আমরা নেই। কুন বলার মাধ্যমেই সৃষ্টি, কুন বলার মাধ্যমেই ধ্বংস। এটিই ওহির গোপন ক্ষমতা। কুরআনের কথাগুলো সূর্যের আলোকরশ্মির মতো; যার ওপরই এটি আপতিত হয়, সেটিই রূপান্তরিত হয়ে যায়।

যদিও বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ থাকায় আমরা লাভবান হয়েছি, তবুও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে তা হলো—আরবি ভাষায় অবতীর্ণ মূল কুরআনের ছন্দ, সুর, ভাষার লালিত্য ও সৌন্দর্যের যে স্বাদ, তা কুরআনের কোনো অনুবাদের ভেতর পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের বুঝতে হবে—কুরআন কেবল কিছু বর্ণ ও শব্দসমষ্টি নয়; বরং কুরআন হলো এমন কিছু শব্দ-তরঙ্গের মেলা, যা আরবি বর্ণসমষ্টি দিয়ে সাজিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। তাই কুরআন আত্মার ক্ষতের এক অব্যর্থ ওষুধ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কখনো কখনো জিবরাইল ﷺ মানুষের বেশে এসে রাসূল ﷺ-এর কাছে ওহি পৌঁছে দিতেন। আবার কখনো কখনো রাসূল ﷺ-এর কাছে ওহি আসত 'ঘণ্টাধ্বনির মতো কণ্ঠস্বর'[৯০] আকারে। ঘণ্টাধ্বনির কম্পন শুধু শব্দসমষ্টির চাইতেও অনেক বেশি কিছু ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আর আমি কুরআন অবতীর্ণ করি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত; কিন্তু জালিমদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।'
> সূরা বনি ইসরাইল : ৮২

আজ বিজ্ঞানীরা কথার কম্পনের অবিশ্বাস্য ক্ষমতার বিষয়টি আবিষ্কার করেছেন। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন E=MC2 সূত্রের মাধ্যমে কম্পনের ক্ষমতার বিষয়টি উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে শক্তি ও বস্তু একে অপরের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, কথার কম্পমান ও শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য তাত্ত্বিকভাবে বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে।[৯১] ইউনিভার্সিটি অব হেলসিংকি ইন ফিনল্যান্ডের সাড়া জাগানো বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, তরঙ্গ ও কম্পন মানুষের DNA বদলে দিতে পারে।[৯২]

আমরা যখন কুরআনের সূরার মূর্ছনা কান পেতে শুনি, তখন আমাদের মাথায় থাকা অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলো স্থান ত্যাগ করে এবং আমাদের হৃদয় আল্লাহর সাথে সংযোগের পথ খুঁজে পেয়ে শান্তি অনুভব করে। আলি ﷺ-এর মতে—'আল্লাহর কথাগুলো হলো হৃদয়ের ওষুধ।'

আমাদের হৃদয় হলো সৌরবিদ্যুতের মতো। সৌরবিদ্যুৎ যেমন সূর্য থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে, আমাদের হৃদয়ও তেমনি কুরআন থেকে আলো সংগ্রহ করে।

---

৯০. বুখারি

৯১. Koberlein, Brian. 'How Are Energy and Matter the Same?' Universe Today. December 23, 2015. www.universetoday.com/116615/how-are-energy-and-matterthe-same/

৯২. 'Scientist Proves DNA Can Be Reprogrammed by Words and Frequencies.' Collective Evolution, August 27, 2013

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জগতের সর্বত্র আল্লাহর কথার প্রতিফলন বিদ্যমান

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আমি তাদেরকে আমার নির্দশনাবলি দেখাব দূর দিগন্তে আর তাদের নিজেদের মধ্যেও—যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কুরআন সত্য। এটি কি যথেষ্ট নয় যে তোমার প্রতিপালক সবকিছুরই সাক্ষী?' সূরা হা-মিম সিজদা : ৫৩

আমাদের শুধু কুরআনের কথাগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে বলা হয়নি; বরং জগতে দৃশ্যমান সকল কিছুর ওপর কুরআনের প্রতিফলনের দিকে দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে। বহির্জগতের কুরআনের পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আল্লাহর করুণাধারার দিকে শুধু নয়; বরং আমাদের হৃদয়ের অন্তর্জগতে লুকায়িত আল্লাহর প্রেমের দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। মহাসাগরের প্রতিটি ঢেউকে আল্লাহর নিদর্শন, প্রতিটি বায়ু প্রবাহকে আল্লাহর আয়াত, প্রতিটি মানুষকে একেকটি সূরা, প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহকে জানার সুযোগ হিসেবে কল্পনা করলে আল্লাহকে অনুভব করা সহজ হয়ে যায়। কারণ, জগতের সবকিছুই মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর সৃষ্টিকুশলতার একেকটি অংশ মাত্র।

কুরআন একটি অলৌকিক গ্রন্থ

কুরআন লিখিত আকারে মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়নি, কিন্তু এটিকে বিস্ময়করভাবে নির্ভুল ও সুসংগঠিত আকারে সংকলন করা হয়েছে। অনেক উৎস থেকে জানা যায়—রাসূল ﷺ যেভাবে কুরআন পাঠ করতেন, সেভাবে তা লেখকদের লিখে রাখার নির্দেশ দিতেন। তবে অধিকাংশ স্কলারের মতে, রাসূল ﷺ নিজে পড়তে জানতেন না। এটির সত্যতা পবিত্র কুরআন নিশ্চিত করে—

> 'কাজেই তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত সেই উম্মি (অক্ষরজ্ঞানহীন) নবির প্রতি, যে নিজে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর যাবতীয় বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আর তোমরা তাঁর অনুসরণ করো। আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।' সূরা আ'রাফ : ১৫৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আজকের যুগে অক্ষরজ্ঞান না থাকলে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু মহানবি ﷺ-এর অক্ষজ্ঞানহীনতা ছিল তাঁর জন্য একটি সুবিধা—যা এ কারণে যে, তিনি ওহির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁর পড়ার অক্ষমতার কারণে তিনি বহির্বিশ্বের জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করতে ছিলেন অপারগ। আইডিয়ালস *অ্যান্ড রিয়েলিটিজ অব ইসলাম* গ্রন্থে সাঈদ হোসেন নাসর প্রিয় নবিজির অক্ষরজ্ঞান না থাকার বিষয়টিকে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—'ইসলামে আল্লাহর কথা হলো কুরআন। খ্রিষ্টধর্মে আল্লাহর কথা হলো ঈসা ﷺ। খ্রিষ্টধর্মে ঐশী বাণীর বাহক ছিলেন কুমারী মাতা মরিয়ম ﷺ। ইসলামে ঐশী বাণীর বাহক ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর হৃদয়। যে কারণে কুমারী মাতা মরিয়ম ﷺ-এর কুমারী থাকা ছিল অনিবার্য; একই কারণে মুহাম্মাদ ﷺ-এর অক্ষরজ্ঞানহীন থাকা ছিল অনিবার্য। আল্লাহর বার্তার বাহককে অবশ্যই বিশুদ্ধ ও অমলিন হতে হবে। কেননা, আল্লাহর বাণী কেবল খাঁটি ও বিশুদ্ধ মানুষই গ্রহণ করতে পারে।'[৯৩] মুহাম্মাদ ﷺ মানবীয় জ্ঞান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা প্রভাবিত হননি। কারণ, তিনি সরাসরি আল্লহর জ্ঞানের ঝরনা থেকে পানি পান করেছেন।

যদি কুরআন কোনো মানুষের লেখা গ্রন্থ হতো, তাহলে ২৩ বছর ধরে নির্মিত কুরআনে ২৩ বছরের পরিপক্বতার পর্যায়গুলো একে একে দৃশ্যমান হতো; যেমনটি দুনিয়ার লেখকদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু কুরআনের কথাগুলো সময়ের সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে এবং একটির সঙ্গে অপর যেকোনো আয়াত বা প্রথম দিকের আয়াতের সঙ্গে শেষ দিকের যেকোনো আয়াত এতই সামঞ্জস্যশীল ও সুসংগঠিত যে, এটিকে কোনো মানুষের লেখা বলার সুযোগ নেই।

রাসূল ﷺ-এর যুগে কোনো অনলাইন ডাটাবেজ ছিল না, ছিল না কোনো সার্চ ইঞ্জিন, তবুও কুরআনে ডজন ডজন পরস্পর সামঞ্জস্যশীল শব্দসমষ্টি বা আয়াতসমষ্টি পাওয়া যায়। কোনো মানুষের পক্ষে তথ্যভান্ডার ব্যবহার করা ছাড়া ২৩ বছর ধরে পরস্পর সাযুজ্যপূর্ণ কথা জাগদ্‌বাসীর সামনে উপস্থাপন করা অসম্ভব। কুরআনের আয়াতগুলোর পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যশীলতার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক : কুরআনে 'এই জীবন' কথাটি উল্লেখিত হয়েছে ১১৫ বার। 'পরবর্তী জীবন' কথাটিও উল্লেখিত হয়েছে ১১৫ বার। 'ফেরেশতা' শব্দটির উল্লেখ আছে ৮৮ বার। 'শয়তান' শব্দটির উল্লেখ আছে ৮৮ বার। কুরআনে 'তারা বলল' কথাটি ৩৩২ বার এসেছে এবং '(তুমি) বলো' শব্দটিও

---

৯৩. Nasr, Seyyed Hossein. *Ideals and Realities of Islam*. The Islamic Texts Society, 2006

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

৩৩২ বার করে এসেছে।[৯৪] সমগ্র কুরআনে এমন কয়েক ডজন গাণিতিক সাযুজ্যতা রয়েছে, যেখানে আল্লাহর কথার গভীরতা ও নির্ভুলতার অলৌকিক প্রকাশ ঘটেছে।

২৩ বছর ধরে একটু একটু করে অবতীর্ণ কুরআন এমন ভারসাম্যপূর্ণ ও সাযুজ্যতাপূর্ণ অবস্থায় সুসংগঠিত হয়েছে যে, যে কেউ সহজেই বুঝতে পারে—কোনো একক বা বহু মানুষের পক্ষে এমন গ্রন্থ তৈরি করা অসম্ভব এবং একমাত্র মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর জ্ঞানকুশলতাই কুরআনের পেছনের মূল কারিগর।

কুরআন মানবজাতির কাছে নতুন কোনে বার্তা নিয়ে আসেনি; বরং কুরআন হলো এমন এক আলো, যে আলো আল্লাহ আমাদের আগেই দান করেছেন আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তিনি সত্য সহকারে তোমার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্বতন কিতাবের সমর্থক এবং তিনি তাওরাত ও ইনজিল অবতীর্ণ করেছেন।' সূরা আলে ইমরান : ৩

মহানবি ﷺ-কে যেমন 'বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে'[৯৫] প্রেরণ করা হয়েছে, তেমনি কুরআনকেও শুধু মুসলিমদের জন্য নয়; বরং 'বিশ্বজগতের জন্য উপদেশবাণী' (সূরা সোয়াদ : ৮৭) হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইনজিল, তাওরাত বা অন্যান্য আসমানি কিতাবকে প্রতিস্থাপন করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়নি; বরং কুরআন হলো ওহির ধারাবাহিকতার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সংস্করণ। নবিরা হলেন ভিন্ন ভিন্ন নদীর মতো, যে নদীগুলো একই সমুদ্রে মিলিত হয়েছে।

কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন—

> 'বলো, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের ওপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের বংশধরদের ওপর। আর যা প্রদান করা হয়েছে মুসা ও ঈসাকে এবং যা প্রদান করা হয়েছে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে নবিগণকে। আমরা তাঁদের মধ্যে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত।' সূরা বাকারা : ১৩৬

---

৯৪. Khan, Nouman Ali. 'Miracle Word Count.' 2014

৯৫. সূরা আম্বিয়া : ১০৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বিভিন্ন নবির ওপর অবতীর্ণ কিতাবগুলোর মধ্যকার প্রধান পার্থক্য এর বার্তার ভেতর নয়; রয়েছে বিভিন্ন যুগের মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় ও ব্যাখ্যার যোগ্যতায়। কুরআন নিজেকে ইবরাহিম ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ বার্তার প্রতিস্থাপন হিসেবে দাবি করেনি; বরং ইবরাহিম, মুসা ও ঈসা ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ বার্তার রিমাইন্ডার হিসেবে দাবি করেছে।

মহান আল্লাহ বলেন—

> 'আমি সত্য বিধানসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক।' সূরা মায়েদা : ৪৮

কুরআনের অতুলনীয় ভাষাগত সম্পূর্ণতা, অসংখ্য গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, গভীরভাবে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এবং মানুষের আত্মার ক্ষুধা মেটানোর সক্ষমতা দেখে এটিকে অলৌকিক ঐশীগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে পারা যায় না। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—আল্লাহ তাঁর নবিদের কাছে অপরিকল্পিতভাবে ওহি প্রেরণ করেননি; বরং বিভিন্ন নবির যুগে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং শ্রোতাদের অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পিতভাবে একটু একটু করে ওহি প্রেরণ করেছেন।

এর একটি উদাহরণ মুসা ﷺ। ফেরাউনের যুগটি ছিল জাদুর যুগ। সে সময়ের লোকেরা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। তাই মুসা ﷺ-কে যে নিদর্শন দিয়ে প্রেরণ করা হয়, তা সেই জাদুর ক্ষমতাকে ম্লান করে দিয়েছিল। লাঠি সাপে পরিণত হওয়া এবং লোহিত সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করা ছিল মুসা ﷺ-কে দেওয়া আল্লাহর সেই নিদর্শনেরই অংশ। ঈসা ﷺ-কে যে নিদর্শনগুলো দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল, সেগুলো ছিল অসুস্থকে সুস্থ করা, মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করা, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করা ইত্যাদি। ঈসা ﷺ-এর যুগের লোকেরা ছিল ওষুধ ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অনেক উন্নত। তাই ঈসা ﷺ-কে আল্লাহ ওই বিষয়ের দক্ষতা দান করেছিলেন।

মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর যুগের লোকেরা জাদুবিদ্যা বা চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিল না, তারা ছিল ভাষার ওপর অসাধারণ দক্ষ। তাই আল্লাহ নবিজিকে যে অলৌকিক কিতাব দান করেন, তা ছিল অসাধারণ ভাষাশৈলীর জীবন্ত প্রকাশ। এটি না গদ্য, না পদ্য। কুরআন এমন এক অপ্রচলিত সাহিত্য নিয়ে আরববাসীর সামনে উপস্থিত হলো, যার সৌন্দর্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় তাদের সামনে ছিল না। যেখানে কুরআন পঠিত হতো, লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো কান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পেতে কুরআন শুনত। কবিদের লিখিত কবিতায় থাকে আবেগ, স্বপ্ন ও কল্পনা। অথচ কুরআনের উপস্থাপিত সাহিত্য ছিল নিরেট সত্যের ওপর দাঁড়ানো। আরব কবিরা যে সাহিত্য রচনা করত, কুরআনের সাহিত্যের সামনে সেগুলোর দাঁড়ানোর যোগ্যতা ছিল না। কুরআনের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব হলো—এটির অবস্থান সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে। কুরআন তার সময়ের শ্রোতাদের মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিল, আজকের কিংবা ভবিষ্যতের যেকোনো শ্রোতার মনেও একই আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

> ইসলামকে সংক্ষেপে তিনটি বাক্যে বর্ণনা করা যায় : সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে স্রষ্টার সাথে মিলিত হওয়া। অহং পরিত্যাগ করে সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করা। অন্যদের জন্য তা-ই কামনা করা, যা নিজের জন্য পছন্দনীয়। —শাইখ জাকারিয়া আল সিদ্দিকি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইসলামের আধ্যাত্মিক মাত্রা

ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয়; এটি একটি জীবনাচার—যা একজন মানুষকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে বদলে দেয়। আল্লাহ মহানবি ﷺ-কে নতুন কোনো ধর্ম প্রবর্তনের জন্য প্রেরণ করেননি; বরং আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ককে নতুন করে সচল করার জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল। অবশ্য কুরআন আমাদের শুধু আল্লাহর সাথে সম্পর্কের কথাই বলে না; বরং সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টির সাথে আমাদের কেমন সম্পর্ক থাকা চাই—সে ব্যাপারেও পথনির্দেশ করে। কুরআন আমাদের দয়ার গুণাবলি অর্জনের শিক্ষা দেয়, অন্যদের প্রতি অনুগ্রহের হাত বাড়িয়ে দিতে বলে, সকল সৃষ্টির প্রতি মমতা প্রদর্শনে উদ্‌বুদ্ধ করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ার পরামর্শ দেয়।

> 'তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ করো।' সূরা কাসাস : ৭৭

ইসলাম হলো ভালোবাসার সাথে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়ার একটি ভ্রমণপথ। কেননা, আল্লাহ আমাদের যে জীবন দিয়ে ধন্য করেছেন, তা আমরা অর্জন করে নিইনি। আমাদের জীবন হলো আল্লাহর দেওয়া দেওয়া ঋণস্বরূপ। আরবি 'দ্বীন' শব্দটি এসেছে যে মূল শব্দ থেকে, তার অর্থ হলো ঋণ। দ্বীন অর্থ ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা। দ্বীন ইসলামের পথে চলাকে তাই বলা যেতে পারে—আল্লাহর ঋণ পরিশোধের চেষ্টা। আল্লাহ আমাদের জীবন দান করে ঋণী করেছেন।[৯৬]

---

৯৬. আল্লাহর ঋণ পরিশোধ এককালীন কোনো ঘটনা নয়। আল্লাহর পথে ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কেননা, আল্লাহর ততখানি ইবাদত আমরা কখনোই করতে পারব না, তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্য যতখানি ইবাদত আমাদের করা উচিত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অবশ্য আল্লাহ এ কারণে তাঁর ইবাদত করার জন্য আমাদের বলেন না যে, আল্লাহর কোনো কিছুর অভাব রয়েছে; বরং তিনি আমাদের চেতনার প্লাগকে আল্লাহর স্মরণের সকেটে এ কারণে প্রবেশ করাতে বলেন, যাতে আমাদের চেতনার ব্যাটারি রিচার্জ হয়।

অনেকেই এই ভুল করে থাকেন—ধর্ম হলো এমন এক পথ, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে খুঁজে পায়। কিন্তু সত্য হলো—ইসলাম এমন এক ভ্রমণপথ, যার মাধ্যমে মানুষ তার সাথে ইতোমধ্যে থাকা আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর পড়া আবরণকে সরিয়ে আল্লাহর দেখা পায়। আমরা হয়তো সরাসরি আল্লাহকে অনুধাবন করতে পারি না, কিন্তু জগতের সবকিছুর ওপর তাঁর প্রতিফলন রয়েছে।

ইসলাম আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের কোনো পথ নয়; বরং ইসলাম হলো ইতোমধ্যে আমাদের ভেতর যা রয়েছে তা আবিষ্কারের পথ। ইসলাম একগুচ্ছ ইবাদত ও অনুশীলনের নাম নয়। ইসলাম হলো এমন এক আলো, যে আলোতে আমাদের হৃদয়ের ভেতরে থাকা বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটে। ইসলাম কেবল কিছু বিধিবিধানের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্যের নাম নয়, এটি হলো আমাদের ভেতরে থাকা ঈমানের পরিচর্যার নাম। কেবল সঠিকের উদ্‌যাপন ও ভুলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর নাম ইসলাম নয়; বরং ইসলাম হলো আমাদের কথা, কাজ ও চিন্তায় দয়া, অনুগ্রহ, সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আনয়ন। ইসলাম আপনাকে দেখিয়ে দেবে—কীভাবে আপনি আপনার আপনাতে পরিণত হবেন।

আমরা প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিকতার পাখা নিয়ে জন্ম নিই; ইসলাম কেবল আমাদের মনে করিয়ে দেয়—কীভাবে উড়তে হবে।

মানুষ সহজাতভাবেই উত্তম

বাহ্যিক কিছু ইবাদতসমষ্টির নাম ইসলাম নয়। আমাদের ওপর আল্লাহর সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্যের প্রতিফলনের পর্দা উন্মোচনের নাম ইসলাম। কুরআন বলেছে, সকল মানুষের ভেতর সহজাতভাবে ভালো বা কল্যাণের বীজ রোপিত থাকে, আরবিতে একে ফিতরাত বলা হয়। এই উত্তম বা কল্যাণময়তার প্রকৃতি সব সময় আমাদের ভালো, উত্তম ও সঠিক কাজ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। সুপ্ত অবস্থায় থাকা একটি বীজ যেমন অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য অপেক্ষমাণ থাকে, আমাদের চেতনার ভেতরে সুপ্ত অবস্থায় থাকা আল্লাহর ভালোবাসাও তেমনি বিকাশের জন্য অপেক্ষমাণ থাকে। ইসলাম আমাদের শেখায়—আল্লাহর ভালোবাসার সুপ্ত বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য কীভাবে পানি সিঞ্চন করতে হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইসলামের প্রধান লক্ষ্যগুলোর একটি হলো—আমাদের ভেতরের সহজাত কল্যাণময়তার উন্মোচন ঘটানো। আমাদের এ কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য দুনিয়াতে নবি-রাসূলদের পাঠানো হয়েছিল যে, আমরা ইতোমধ্যে তা হয়ে গেছি—যা আমরা হতে চাই। আল্লাহর পথে প্রতিটি পদক্ষেপই গন্তব্য। আমাদের যে সংস্করণটি আল্লাহর নৈকট্যশীল, তার আবাস বাইরের দুনিয়াতে নয়; বরং আমাদের ভুল ধারণার চাদরের নিচে। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা সংক্ষেপে বলেছেন—

> 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট দ্বীন হচ্ছে ইসলাম—আত্মসমর্পণ।'
> সূরা আলে ইমরান : ১৯

কেননা, কেবল তখনই আমরা আল্লাহর ভালোবাসাকে উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করি, যখন আমরা আমাদের সবকিছু নিয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি।

পবিত্র কুরআনে মুসা ﷺ-এর বহুল পরিচিত সেই ঘটনা থেকেও এ বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেখানে মুসা ﷺ-কে আল্লাহ বললেন—আল্লাহর ওহিকে গ্রহণ করতে হলে তাঁকে অবশ্যই দুনিয়াবি অনুরাগগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ মুসা ﷺ-কে বললেন—

> 'হে মুসা! নিশ্চয়ই আমি তোমার রব; সুতরাং তোমার জুতা জোড়া খুলে ফেলো, নিশ্চয়ই তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় রয়েছ। আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি; কাজেই যা ওহি হিসেবে তোমাকে পাঠানো হচ্ছে, তা মনোযোগ দিয়ে শোনো।' সূরা ত্ব-হা : ১১-১৩

ইসলামের প্রথিতযশা অনেক স্কলার মনে করেন, মুসা ﷺ-কে জুতা খুলতে বলা হয়েছে রূপক অর্থে। যার মানে হলো—মুসা ﷺ-কে দুনিয়াবি সকল সংশ্লিষ্টতা পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের ইসলামের ইবাদত করতে বলা হয়নি; একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে বলা হয়েছে। আমাদের ধর্ম আমাদের গন্তব্য নয়; বরং আমাদের ইবাদত ও ইসলামের শিক্ষাগুলো হলো আল্লাহর পথের একেকটি বন্দোবস্ত মাত্র।

ইসলাম : শান্তির প্রতি আত্মসমর্পণ

ইসলামে আত্মসমর্পণের তিনিটি পর্যায় রয়েছে : ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। ইসলামের প্রাথমিক ফোকাস হলো সেই সব কর্মকাণ্ড, যা আল্লাহর বিধানের (শরিয়াহ) সাথে সম্পৃক্ত। ইসলাম শরিয়াহর ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শরিয়াহ মানে কেবল বিধিবিধান বা আইন-কানুন নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শরিয়াহর আভিধানিক অর্থ হলো—কোনো গর্তকে পানি দিয়ে পূরণের পথ। এ অর্থে শরিয়াহর মানে হলো—মানুষকে সেই পথ দেখানো, যে পথ তাকে অজ্ঞতার মরুভূমি থেকে ঈমানের মরূদ্যানের দিকে নিয়ে যায়।

শরিয়াহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হলো—ইসলামের স্তম্ভগুলোর অনুশীলনসংক্রান্ত বিধান। দ্বিতীয়টি হলো—মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের বিধান। যদিও শরিয়াহর অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ব্যাখ্যা রয়েছে, তবুও শরিয়াহর মৌলিক কয়েকটি নীতিমালা হলো—দ্বীনের সংরক্ষণ, জীবনের পবিত্রতার সুরক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার প্রতিপালন, পরিবারের পবিত্রতার সংরক্ষণ এবং সম্পদের সুরক্ষা।

শরিয়াহর ভিত্তি হলো কুরআন, রাসূল ﷺ-এর হাদিস এবং যুগে যুগে জন্ম নেওয়া ইসলামের প্রথিতযশা আলিমগণের ব্যাখ্যা, যাদের পরস্পরের ব্যাখ্যার মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। তবে সকল আলিমের উদ্দেশ্য একটাই আর তা হলো—যা কিছু ভালো তা গ্রহণ করা এবং যা কিছু মন্দ তা পরিত্যাগ করা। শরিয়াহ হলো একটি ফ্লাশলাইটের মতো, যা আমাদের সংশয় ও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে সোজা পথ প্রদর্শন করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে—আমরা যেমন মানচিত্র অনুসরণ করি; কিন্তু মানচিত্রের ইবাদত করি না, তেমনি আমরা শরিয়াহ অনুসরণ করি, কিন্তু শরিয়াহর ইবাদত করি না। শরিয়াহ হলো আল্লাহর বিছিয়ে দেওয়া পথ, যে পথ ধরে চললে আমরা পথভ্রষ্ট ও বিচ্যুত হব না।

ইসলামের যাত্রা শুরু হয় আল্লাহর নির্দেশের প্রতি বাহ্যিক ও শারীরিক আত্মসমর্পণের মাধ্যমে।

> 'ইসলাম হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, নামাজ পড়া, জাকাত প্রদান করা, রমজান মাসে রোজা রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে হজ করা।'[৯৭]

ইসলাম শব্দটির অর্থ হলো—আত্মসমর্পণ করা, নিজেকে নিবেদন করা। ইসলাম শব্দটি এসেছে তিন বর্ণের ধাতু সিন-লাম-মিম থেকে, যার অর্থ হলো—কল্যাণ, সম্পূর্ণতা, স্বাধীনতা, শান্তি ইত্যাদি। আভিধানিক অর্থে ইসলাম শব্দের অর্থ হলো—শান্তির প্রতি আত্মসমর্পণ। কারণ, যখন আমরা দাস হিসেবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি, কেবল তখনই কুপ্রবৃত্তির শৃঙ্খল থেকে স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করি।

---

৯৭. বুখারি, মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আত্মসমর্পণের মানে কোনো কিছু দেওয়া বা পরিত্যাগ করা বা হারানো নয়; বরং এর মানে হলো—আল্লাহ আপনার জন্য যা লিখে রেখেছেন, সন্তুষ্টচিত্তে, কৃতজ্ঞতা ও পূর্ণ আস্থা নিয়ে তার সাথে একাত্ম হওয়া। কেননা, 'আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশলী (সূরা আলে ইমরান : ৫৪)।' আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের যাত্রা শুরু হয় আমাদের সেই চেতনা দিয়ে, যে চেতনা সন্তুষ্টচিত্তে এ স্বীকৃতি দেয়—আমাদের দেওয়া প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার।

> 'যা কিছু তোমার, তা তোমার কাছে পৌঁছাবে; যদিও তা দুই পর্বতের নিচে লুকায়িত থাকে। যা কিছু তোমার নয়, তা তোমার কাছে পৌঁছাবে না; যদিও তা তোমার দুই ঠোঁটের মাঝখানে থাকে।'
> —ইমাম আল গাজালি

আল্লাহই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী—এটিকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করার মানে এই নয় যে, আমরা নিজেকে উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা বন্ধ করে দেবো। রাসূল ﷺ বলেছেন—'আল্লাহর ওপর ভরসা করো, কিন্তু তোমার উটটি বেঁধে রাখো।'[৯৮] এর মানে হলো—আমাদের আল্লাহর ওপর ভরসা করতে বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে, দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মহানবি ﷺ স্পষ্টভাবে নিপীড়কের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়ে বলেছেন—

> 'যদি কোনো অন্যায় হতে দেখ, তাহলে তোমার হাত দিয়ে তা বদলে দাও। যদি তা করতে সক্ষম না হও, তাহলে নিজ জিহ্বা দিয়ে তার প্রতিবাদ করো। যদি তাও করতে না পারো, তাহলে মন থেকে তার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করো এবং এটি হলো ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।'[৯৯]

আল্লাহর ওপর নির্ভর করা ও আত্মসমর্পণ করার মানে এই না যে, আমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের কাজ বন্ধ করে দেবো, সকল প্রচেষ্টা থেকে নিজের হাত গুটিয়ে নেবো; বরং এর মানে হলো—এমন দৃঢ় বিশ্বাস লালন করা যে, আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলাফল সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর। আত্মসমর্পণের মাধ্যমে কোনো জিনিস কেমন হওয়া উচিত ছিল—সে চিন্তা আমরা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলি। কেননা, যা কিছু ঘটে, তা তো আল্লাহর সিদ্ধান্তে ঘটে থাকে। ফলে সংঘটিত কোনো কিছু নিয়ে আমাদের মনে আর কোনো খেদ থাকে না। এটাই আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আপনার আত্মসমর্পণের মানে হলো, আপনি এমন এক বালুকণা, যা পাহাড়ে পরিণত হওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ অথবা এমন এক বৃষ্টির ফোঁটা, যা সমুদ্রে পরিণত হওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ।

ঈমান : বিশ্বাসের পথে যাত্রা

ইসলাম কর্মের জগৎ নিয়ে কাজ করে, কিন্তু ঈমান কাজ করে আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানগত অনুধাবন নিয়ে। ইসলামের অবস্থান বাহ্যিক, দৃশ্যমান ও স্পষ্ট। ঈমানের অবস্থান অভ্যন্তরীণ, অদৃশ্য ও গোপনীয়। ঈমান হলো ইবাদতের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য। ঈমান হলো আমাদের হৃদয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব ও প্রজ্ঞার চর্চা, যা আমাদের বাহ্যিক কর্মকে মহিমান্বিত করে। ঈমান আল্লাহর ভালোবাসার জন্য আমাদের হৃদয়ের দরজাকে উন্মুক্ত করে দেয়।

> 'আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, বিচার দিবস এবং ভালো ও মন্দ ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান।'[১০০]

ঈমান হলো অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের নাম ঈমান। ঈমান মানে আন্তরিকভাবে এই বিশ্বাস লালন করা—আল্লাহ আমার জন্য যা কিছু ঠিক করে রেখেছেন, সেটা তাঁর রহমত হোক বা পরীক্ষা হোক, তা আমাকে নিয়ে আল্লাহর মহাপরিকল্পনারই একটি অংশ মাত্র। আল্লাহর প্রতি ভরসার ওপর ভিত্তি করে আমাদের ঈমানের বীজ বিকশিত হয়। আল্লাহর জিকির ও ধ্যানের মাধ্যমে আমরা আমাদের ঈমানের বীজে পানি সিঞ্চন করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা কুরআনের এই আয়াতটি বারবার পড়তে পারি : 'হাসবুনাল্লাহি ওয়া নি'মাল ওয়াকিল (সূরা আলে ইমরান : ১৭৩)।' যার অর্থ—'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।' এই জিকিরটিকে নিয়মিত অনুশীলন করলে আমাদের হৃদয় আল্লাহর ভালোবাসা ও নুরকে ধারণ করার জন্য ক্রমেই প্রশস্ত হতে থাকবে এবং ফলে আমাদের ভেতরে ঈমানের বীজের পরিচর্যার কাজও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে।

ইসলামের প্রাজ্ঞ মনীষীরা বলেছেন—'ঈমানের অর্ধেক হলো ধৈর্য, অপর অর্ধেক হলো কৃতজ্ঞতা।' ঈমানের পরিচর্যার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। কেননা, অনেক সময় আল্লাহর ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ ঘটতে সময় লাগে। ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর

---

১০০. মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ঐকান্তিক নির্ভরতা আমাদের আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়। কারণ, যখন আমরা অনুভব করতে পারি—আল্লাহ সব সময় আমাদের কল্যাণ চান, তখন আমাদের হৃদয় এমনিতেই কৃতজ্ঞতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ঈমানের মানে হলো—এই বিশ্বাস করা, আমরা হয়তো ভবিষ্যৎ জানি না, কিন্তু আল্লাহকে তো জানি। ঈমানের ঘোষণার মধ্যে এই বার্তা লুকিয়ে আছে—যদিও আমরা জানি না আগামীকাল কী ঘটবে, কিন্তু এটি ঠিকই জানি, আগামীকালও আল্লাহ থাকবেন; যেমনটি অতীতে তিনি ছিলেন এবং বর্তমানে তিনি আছেন এবং আমাদের অবিরত রক্ষা করে চলেছেন।

> 'তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভরশীল হতে, তাহলে পাখিদের যেভাবে রিজিক দেওয়া হয়, সেভাবে তোমাদেরও রিজিক দেওয়া হতো। পাখিরা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যাবেলা ভরা পেটে ফিরে আসে।' [১০১]

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আর যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে তিনি পথ প্রদর্শন করেন।'
> সূরা আশ-শূরা : ১৩

ঈমানের চর্চার যাত্রা শুরু হয় আল্লাহর কাছে তাঁর ভালোবাসা অনুভবের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। আল্লাহ তাকেই কেবল পথ প্রদর্শন করেন, যাকে তিনি পথ দেখাবেন বলে ইচ্ছা করেন এবং যে আল্লাহর কাছে পথের দিশা চায়। আমাদের ঈমানের সামনে আল্লাহ নন; আমাদের কুপ্রবৃত্তিই প্রধান বাধা। আল্লাহর ওপর আস্থা রাখা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এ কারণে যে, আমরা আল্লাহর ওপর নয়; নিজের কিংবা অপর কোনো মানুষের সক্ষমতার ওপর নির্ভর করি।

ঈমানের পরিচর্যা করতে হলে আমাদের লক্ষ করতে হবে যে, আমরা অতীতের পক্ষপাতমূলক অনুধাবন, বর্তমানের অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং অজানা ভবিষ্যতের ভিত্তিতে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'আর তোমাদের অতি সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।'
> সূরা বনি ইসরাইল : ৮৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যেহেতু আল্লাহর জ্ঞান সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে, সেহেতু তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছু জানেন। আমরা যখন এ কথা উপলব্ধি করতে পারি, আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য, তখন অবধারিতভাবেই আমরা আল্লাহর নির্ভুল জ্ঞানের কাছে নিজের তুচ্ছতাকে অনুভব করতে পারি। ঈমান এমনিতেই বিকশিত হয় তখন, যখন আমরা কুপ্রবৃত্তির দেয়ালকে সরাতে সক্ষম হই। ঈমান এমন কিছু নয়—যাকে খুঁজে পেতে হয়; বরং ঈমান হলো এমন কিছু, যা বিকশিত হওয়ার অপেক্ষায় আমাদের ভেতরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

আমার যখন এই স্বীকৃতি দিই—আল্লাহ আমার জন্য যা করেছেন, তা আমার ভালোর জন্যই করেছেন, তখন আমাদের ঈমান বেড়ে উঠতে শুরু করে। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এ কথা বলতে শিখিয়েছেন—

> 'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই, তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি, তিনি হলেন মহান আরশের মালিক।' সূরা তাওবা : ১২৯

হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহর ওপর নির্ভর করা শুরু করলেই কেবল ঈমান তার স্বরূপে বেড়ে উঠতে শুরু করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ একদল বেদুইনের ঈমান সম্পর্কে বলেছেন—

> 'বেদুইনরা বলল—আমরা ঈমান এনেছি। বলো—তোমরা ঈমান আনোনি; বরং তোমরা বলো—আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।' সূরা হুজুরাত : ১৪

কুরআনের এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, বাহ্যিক ঘোষণা দিলেই কেবল ঈমান আনা হয় না। অন্তর থেকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সর্বান্তকরণে সঁপে দিলেই কেবল ঈমানের বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করে। আন্তরিকতাপূর্ণ হৃদয় ও ভালোবাসাহীন অন্তর ছাড়া আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করলে তা যেমন নিষ্ফল হয়ে যায়, তেমনি কেউ যদি বলে যে সে আল্লাহকে ভালোবাসে, কিন্তু আল্লাহ যা করতে বলেছেন তা করতে অস্বীকার করে, তাহলেও এটি তার কপট চরিত্রের পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড আমাদের ভেতরের প্রকৃত অবস্থার লিটমাস টেস্ট, আবার ভেতরের অবস্থা বাহ্যিক কাজের লিটমাস টেস্ট। তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে, আধ্যাত্মিকতার পথে আমাদের ভ্রমণের মধ্যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

চড়াই-উতরাই ও আপ-ডাউন থাকে। আমাদের নিশ্বাস যেমন বেরিয়ে যায় আবার প্রবেশ করে এবং সমুদ্রের ঢেউ যেমন ফুলে উঠে আবার পড়ে যায়, তেমনি আমাদের ঈমানেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। প্রতিটি পাহাড়ের একটি পাদদেশ ও একটি শীর্ষবিন্দু থাকে। আপনি যতদিন জীবিত আছেন, আপনার ঈমানের যাত্রাপথেও তেমনি চূড়া ও খাদ থাকবে। আপনার ঈমান যদি চির অপরিবর্তিত থেকে যায়, তাহলে ধরে নেবেন—আপনি আল্লাহর সঙ্গে যথার্থভাবে একাত্ম হতে পারেননি। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে বলেছেন, আমাদের ঈমানের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

> 'লোকেরা কি মনে করে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের অব্যহতি দেওয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?'
> সূরা আনকাবুত : ২

মুসলিম হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হলো ঈমানের ঘোষণা। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার বিশ্বাসকে কর্মে পরিণত না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি প্রকৃত অর্থে ঈমানদার নন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'প্রত্যেকের মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার কৃতকর্ম অনুসারে।'
> সূরা আহকাফ : ১৯

ঈমান এমন কোনো জিনিস নয়, যেটিকে ব্যাংকের লকারে তালাবদ্ধ করে রাখা যায়। ঈমান আবদ্ধ ও স্থির কোনো বস্তু নয়; বরং এটি জীবন্ত ও নদীর মতো প্রবহমান। আল্লাহ যেমন অসীম, ঈমানের পথে যাত্রাও তেমনি সীমাহীন। ঈমানের পথে যাত্রার দুটি বিধান হলো : শুরু করুন এবং চলতে থাকুন।

দুনিয়াতে এমন কোনো সীমারেখা নেই, যেটি স্পর্শ করলে ঈমানের যাত্রা শেষ বলে গণ্য হয়। এমন কোনো লক্ষ্যবিন্দু নেই, যেখানে পৌছলে সামনে এগোনোর জন্য কোনো প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। একজন বডিবিল্ডার যেমন ব্যায়াম বন্ধ করে দিলে তার মাংশপেশি হারাতে থাকে, (যা সে দীর্ঘ সময় ধরে অর্জন করেছিল) তেমনি ঈমানের চর্চা বন্ধ করে দিলে ঈমানও দুর্বল হতে থাকে। শরীর গঠনের জন্য যেমন কোনো জাদুকরি ওষুধ নেই—যা খেলে আপনাআপনি শরীর সুগঠিত হয়ে যাবে, ঈমানকে শক্তিশালী করারও তেমনি কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নেই।

ইসলামের পথে যাত্রা শুরুর মানে এই না যে, আপনাকে সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে হবে। ইসলামের পথে যাত্রা শুরুর মানে হলো, আল্লাহর সামনে নিজ ভুলের স্বীকৃতি দেওয়া। যখন আপনি বুঝবেন—আপনার ত্রুটির কারণেই আপনি আল্লাহর ভালোবাসা অনুভব করতে পারছেন না, তখন আপনি এও বুঝবেন যে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আপনার মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি প্রবণতার মধ্য দিয়েই আল্লাহ আপনাকে তাঁর দিকে ডাকছেন। হৃদয়ের কারিগরের দেখা পেতে হলে কখনো কখনো হৃদয়ের ভেতর ফাটল সৃষ্টি হওয়া উচিত। ডাক্তারের দেখা পেতে হলো তো অসুস্থ হওয়া চাই। অপানার রব আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না, তিনি আপনাকে ভুলে যাবেন না; বরং আপনার রব আপনার দুঃখ-ক্লেশ ও সংগ্রামের মাধ্যমেই আপনাকে তাঁর দিকে ডেকে চলেছেন।

ঈমান শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'বিশ্বাস' বলা হলেও এটির আমানা মূল শব্দ থেকে, যারা অর্থ কোনো কিছুকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত করা। এ দৃষ্টিতে ঈমানের মানে হলো—আল্লাহর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ভেতর নিজের অবস্থান নিশ্চিত করা।

আলি ﷺ বলেছেন—

> 'ঈমান হলো জিহ্বা দিয়ে স্বীকৃতি, হৃদয় দিয়ে নিশ্চিতকরণ এবং শরীর দিয়ে কাজে প্রমাণের নাম।'

শুধু বিশ্বাসের পরোক্ষ ঘোষণা নয়; বরং শারীরিক কাজের প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে ঈমান নিশ্চিত হয়। প্রকৃত ঈমানের প্রকাশ ঘটে মানুষের সেই আচরণের মাধ্যমে, যা সে কেবল স্রষ্টাকেই নয়, বরং মানুষকেও উপহার দেয়।

> 'তোমাদের মধ্যে সেই লোকই শ্রেষ্ঠ, যে অপর লোকদের কল্যাণে কাজ করে।'[১০২]

আমরা যতই দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান মেনে চলব, আমাদের ঈমানের ধারণক্ষমতা ততই বৃদ্ধি পাবে। ইসলাম ছাড়া যেমন ঈমানকে ধারণ করা যায় না, তেমিন ঈমান ছাড়া ইসলাম হলো একটি প্রাণহীন শরীর। ইসলাম বা বাহ্যিক আনুগত্য এবং অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস বা ঈমান একে অপরকে শক্তিশালী করে; একটি ছাড়া অপরটির কোনো মূল্য নেই।

ইহসান : সর্বত্র আল্লাহর দর্শন

আমাদের বাহ্যিক ইবাদতের (ইসলাম) সাথে অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস (ঈমান) যথার্থভাবে যুক্ত হলে আমরা ইহসানের রহস্যময় জগতে প্রবেশ করি।

---

১০২. দারে কুতনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইহসানকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর পর্যায় বলা হয়। যখন আমরা আমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় অংশকে যুগপৎভাবে উন্নত অবস্থানে নেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করি, তখনই কেবল ইহসান অর্জন করতে পারি এবং সর্বত্র এক আল্লাহর উপস্থিতিকে অনুভব করতে পারি।

এটি তখনই ঘটে, যখন আমাদের কুপ্রবৃত্তির সূর্য অস্ত যায় এবং আত্মার সহজাত সৌন্দর্যের সূর্যের উদয় হয়। ইহসান সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে যেন তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।'[১০৩]

আধ্যাত্মিকতার উন্নততর স্তরের আমাদের দৃষ্টি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু আমাদের ত্রুটি প্রবণতা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়ার মানে হলো—আমরা সেই আল্লাহর ওপর নির্ভর করছি, যার দৃষ্টি ত্রুটিপূর্ণ নয় এবং যিনি সর্বাবস্থায় আমাদের দেখতে পাচ্ছেন। আপনি তখনই ইহসানের পর্যায়ে আছেন বলে বুঝতে পারবেন, যখন আল্লাহর সর্বত্র বিরাজমান ভালোবাসার প্রতি সার্বক্ষণিক সচেতন থাকতে সক্ষম হবেন। যখন আমরা অনুভব করতে পারি—আমরা আল্লাহকে দেখতে না পেলেও তিনি ঠিকই আমাদের দেখতে পাচ্ছেন, তখন মূলত আমরা এই স্বীকৃতি দিই—আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ ও ভালোবাসা মূলত তাঁর সর্বদ্রষ্টা (আল বাসির) গুণেরই অনিবার্য ফল।

ইহসানের স্তরের অনুগ্রহপ্রার্থী যেন এক দয়ার্দ্র বাদশাহর বিশ্বস্ত গোলাম, যে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলে হিসাব করে, প্রতিটি কথা বলে ভেবে-চিন্তে, বাদশাহর প্রাসাদে আমন্ত্রণ পেয়ে যার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে আসে, ফলে সে প্রতিটি কাজকে সর্বোচ্চ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করে। আভিধানিকভাবে ইহসান মানে হলো—'কোনো কিছুকে সুন্দর করা'। আমরা যখন আল্লাহর সর্বব্যাপী কল্যাণময়তার বিষয়টি ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারি, তখন আমরা আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য যোগ্য হয়ে উঠি।

ইহসান হলো কল্যাণময়তার সেই স্তর, যেখানে মানুষ সৃষ্টিজগতের কারও ওপর নির্ভরশীলতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যায়। যারা ইহসানের স্তরে উন্নীত হয়। তারা বিশ্বজগতের সবকিছুকে দেখে স্রষ্টার প্রতিফলন হিসেবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

একজন মুহসিন (যিনি ইহসান স্তরে রয়েছেন) পথের দিশা পাওয়ার উদ্দেশ্যে নামাজ ও জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরতে থাকেন এবং সৃষ্টির সেবা করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

অষ্টম শতকের বিশিষ্ট সাধক ও রাসূল ﷺ-এর বংশধর জাফর আস-সাদিক (রহ.) তাঁর ছাত্রদের বলতেন—'মানুষ তিন রকমভাবে আল্লাহর ইবাদত করে। একদল লোক আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তাঁর ইবাদত করে; এটি হলো দাসের ইবাদত। আরেক একদল লোক পুরস্কারের আশায় আল্লাহর ইবাদত করে; এটি হলো ব্যবসায়ীর ইবাদত। আরেক একদল লোক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা থেকে আল্লাহর ইবাদত করে, এটি হলো মুক্ত ইবাদত এবং এটিই শ্রেষ্ঠ ইবাদত।' যখন আমরা আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্‌বেলিত হয়ে তাঁর ইবাদতে মগ্ন হতে পারব, কেবল তখনই আমাদের ইবাদত আমাদের সমগ্র সত্তায় প্রবাহিত হবে। আধ্যাত্মিকতার এই পর্যায়টি হলো ইহসান।

ইসলামের ফোকাস হলো আমাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের ওপর, ঈমানের ফোকাস হলো আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের ওপর, কিন্তু ইহসানের ফোকাস হলো আমাদের সংকল্পের ওপর। যা কিছুই আমরা করি না কেন, তা হতে হবে আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসা থেকে উৎসারিত। যেমনটি মহানবি ﷺ বলেছেন—'প্রতিটি কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে কাজটির পেছনের সংকল্পের ভিত্তিতে।'[১০৪] এ কথাটির অর্থ হলো—আমাদের সংকল্প যত আন্তরিক ও পবিত্র হবে, আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আমাদের আত্মসমর্পণও তত মূল্যবান হিসেবে গণ্য হবে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছে, সে সৎকর্মশীল (মুহসিন), তার জন্য রয়েছে তার রবের নিকট প্রতিদান। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।' সূরা বাকারা : ১১২

দুনিয়াতে না পাওয়ার দুঃখ ও ভবিষ্যতের ভয় আমাদের জীবনকে গ্রাস করে এবং আল্লাহর পথে এগোতে বাধা দেয়। দুনিয়াতে একজন মুহসিন যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে দেয়

---

১০৪. বুখারি, মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এবং আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে জীবনযাপন করে, সেহেতু মৃত্যুপরবর্তী জীবনে তাকে কোনো দুঃখ ও ভয় স্পর্শ করবে না।

ইসলামের প্রকাশ ঘটে বস্তুগত জগতে, ঈমান অবস্থান করে হৃদয়ে এবং ইহসান কাজ করে আধ্যাত্মিক মাত্রায়। আরও সহজ করে বলতে গেলে— ইসলাম হলো এমন কাজ, যা চোখ দিয়ে দেখা যায়। ঈমান হলো এমন বিশ্বাস— যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু হৃদয়ে ধারণ করতে হয়। আর ইহসান হলো বাহ্যিকতা ও অভ্যন্তরীণতাকে ছাড়িয়ে আল্লাহর ভালোবাসার সাথে বিলীন হয়ে যাওয়ার নাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

“

আর তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁরই নিকট ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার রব পরম দয়ালু, অতীব স্নেহময়। সূরা হুদ : ৯০

হে আদমসন্তান! আমাকে বেশি বেশি করে ডাকো এবং আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো এবং কিছু মনে করব না। হে আদমসন্তান! তোমার পাপ যদি আকাশের মেঘ পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবুও তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। এমনকী যদি এক পৃথিবী সমান পাপ নিয়েও আমার কাছে আসো এবং এমন অবস্থায় আসো—তুমি আমার সাথে কাউকে শরিক করোনি, তাহলে তোমার সামনে আমি এক পৃথিবী সমান ক্ষমা নিয়ে হাজির হব। [১০৫]

”

[১০৫]. হাদিসে কুদসি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তওবা

ক্ষমা প্রার্থনা এবং আল্লাহর কাছে ফিরে আসা

আমরা যতই নষ্ট হয়ে যাই না কেন, আল্লাহর কাছ থেকে যত দূরেই চলে যাই না কেন, অতীতে যা-ই করে থাকি না কেন, আমাদের পাপের বোঝা যত ভারীই হোক না কেন, আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমা ও অনুগ্রহ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তওবার চর্চা আমাদের জন্য দেওয়া আল্লাহর সবচেয়ে বড়ো উপহার। তওবা শব্দের অর্থ অনুশোচনা হলেও শব্দটির আভিধানিক অর্থ—ফিরে আসা। তওবা হলো প্রত্যাশার সাথে এ কথা স্মরণ করা—আমাদের অমর আত্মা পার্থিব কোনো ভুলের মাধ্যমে বিকৃত হতে পারে না।

আমরা যখন ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আল্লাহর দিকে ফিরি, তখন আমাদের হৃদয় সেই অবস্থানে চলে যায়, পাপের কারণে যে অবস্থানের ওপর আবরণ পড়ে গিয়েছিল। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'চক্ষু অন্ধ হয় না; বরং বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়ে যায়।' সূরা হজ : ৪৬

তওবা আমাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে দেয়, যাতে আল্লাহর নুর সেখানে প্রবেশ করতে পারে। তওবা আমাদের ভেতরে ঐশী অন্তর্দৃষ্টি এনে দেয়। ফলে আমাদের চেতনার দৃষ্টি সৃষ্টিজগৎ থেকে সরে এসে আল্লাহর ভালোবাসার প্রতি নিবদ্ধ হয়।

যখন আমরা আন্তরিকভাবে তওবা করি, তখন আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাই এবং আমাদের পাপগুলো আল্লাহর অনুগ্রহ দিয়ে মুছে দেওয়ার প্রার্থনা জানাই। অর্থাৎ তওবা আমাদের আল্লাহর অনুগ্রহ ও ভালোবাসার সাথে যুক্ত করে দেয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহর পথনির্দেশের শুরু ও সমাপ্তি

মানুষের প্রথম প্রার্থনা ছিল আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা। আদম ও মা হাওয়া ﷺ যখন নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলেন এবং বুঝতে পারলেন তাঁরা ভুল করেছেন, তখন প্রার্থনা করলেন—

> 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন আর দয়া না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' সূরা আ'রাফ : ২৩

আল্লাহ তাঁদের ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাঁদের ক্ষমা করে দিলেন। কুরআনে বিষয়টি এভাবে এসেছে—

> 'অতঃপর আদম তাঁর রবের পক্ষ থেকে কিছু বাণী পেল, ফলে আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু।' সূরা বাকারা : ২৩

মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে আমাদের যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে, তা হলো—আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং পরকালের বিচার দিবসেও আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাই করব। জান্নাতে প্রবেশের সময় আমরা এভাবে প্রার্থনা করব—

> 'হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।' সূরা আত-তাহরিম : ৮

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই; বরং আল্লাহ চান, আমরা যেন তাঁর কাছে ক্ষমা চাই।

> 'তোমার যে ভালো কর্ম তোমাকে অহংকারী করে, তার চেয়ে হাজারগুণ ভালো তোমার সেই মন্দ কর্ম, যা জন্য তোমাকে অনুতপ্ত করে।'—আলি ﷺ

ক্ষমা প্রার্থনার আরবি হলো ইস্তেগফার এবং এটি 'আল মিগফার' শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট, যার অর্থ—ক্ষতিকর কোনো কিছু থেকে মাথা ঢেকে রাখা। অন্য কথায়, ইস্তেগফার আপনার পাপগুলোকে আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহ দিয়ে ঢেকে রাখে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তুমি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না এবং যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে—এরূপ অবস্থায়ও আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না।' সূরা আনফাল : ৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা আমাদের কৃতকর্মের পরিণাম থেকে আল্লাহর সুরক্ষা নিশ্চিত করে। ইস্তেগফার কেবল পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাই নয়; বরং আমরা যথেষ্ট ইবাদত করতে পারছি না—সেজন্যও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা। মানুষ হিসেবে আমরা আল্লাহর যত ইবাদতই করি না কেন, তা আল্লাহর অনুগ্রহের সাথে তুলনা করলে কোনো মতেই যথেষ্ট নয়। তাই আমরা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ইবাদতের অসম্পূর্ণতার কারণে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

> 'তোমরা কেন আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো না, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও?' সূরা নামল : ৪৬

আমরা যখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তখন আল্লাহ আমাদের উচ্চতর স্থানে উন্নীত করেন। যেমনটি নুহ ﷺ বলেছিলেন—

> 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর অনুশোচনাভরে তাঁর দিকেই ফিরে যাও। তিনি তোমদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তোমাদের শক্তিকে আরও শক্তি দিয়ে বৃদ্ধি করে দেবেন; আর অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।' সূরা হুদ : ৫২

আমরা যখন ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরি, তখন আল্লাহ জবাবে তাঁর ক্ষমা, করুণা ও দয়ার বৃষ্টি দিয়ে আমাদের সিক্ত করেন। ত্রুটিমুক্ত হয়ে নয়; ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমেই কেবল আল্লাহর অনুগ্রহের সমুদ্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

আল্লাহর একত্বের কাছে ফেরা

আমাদের হৃদয়ের ভেতরে এক আল্লাহর সামনে যে মিথ্যা খোদাগুলোকে আমরা স্থাপন করেছি, ক্ষমা প্রার্থনার মানে হলো—সেগুলোর অপসারণ। আমরা পাপ করি যা কিছু পাওয়ার বাসনা থেকে, তা একমাত্র আল্লাহই আমাদের দিতে পারেন। তাই এক একটা পাপ করার সাথে সাথে আমাদের হৃদয়ে এক একটি মিথ্যা খোদা তৈরি হয়। ক্ষমা প্রার্থনা মিথ্যা খোদাগুলোকে একে একে সরিয়ে দেয়।

আল্লাহ যখন আমাদের কোনো পাপের কথা মনে করিয়ে দেন, তখন এর মাধ্যমে মূলত তিনি আমাদের শাস্তি দেন না; বরং তাঁর দিকে আমাদের আহ্বান করেন। অষ্টম শতকের সাধক রাবেয়া বসরিকে এক লোক প্রশ্ন করেছিল—'আমি অনেক পাপ করেছি। যদি আমি তওবা করি, আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করবেন?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রাবেয়া বসরি জবাবে বলেছিলেন—'বিষয়টি এর ঠিক উলটো। আল্লাহ যদি তোমাকে ক্ষমা করেন, তবেই তুমি তওবা করতে সক্ষম হবে।'

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তিনি তোমাদের আহ্বান করেন তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করার জন্য।' সূরা ইবরাহিম : ১০

তওবা অর্থ ফিরে আসা। এর মানে হলো, প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। তওবা আমাদের হৃদয়ের ভেতর আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহকে ধারণ করার জন্য জায়গা তৈরি করে দেয়।

শুরু করুন এখনই

আল্লাহর দিকে ফিরে আসার যাত্রা সেখান থেকে শুরু হয়, যেখানে আমরা আছি। ঈমানে ফিরে আসার জন্য অন্য কোনো যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজন নেই; আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তিই হলো এর জন্য প্রয়োজনীয় একমাত্র যোগ্যতা। অন্যকথায়, কোনো কিছুই এতখানি ভেঙে যায় না বা এতখানি নষ্ট হয় না যে, সেই আল্লাহ একে শুধরে দিতে বা মেরামত করতে পারবেন না; যিনি জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন—'পানি ময়লাকে বলল, আমার কাছে এসো। ময়লা বলল—আমি লজ্জা পাচ্ছি। পানি বলল—আমি ছাড়া কে আছে তোমার লজ্জা ধুয়ে দেবে?' এমনকী যদি আমরা একই অপরাধ বারবারও করি, তবুও আল্লাহ বারবার তাঁর অনুগ্রহের পানি দিয়ে আমাদের অপরাধগুলো ধৌত করে দেওয়ার অপেক্ষায় থাকেন। জেনে রাখুন, আপনার পাপের বোঝা যত বড়োই হোক না কেন, তা আল্লাহর করুণার চেয়ে বড়ো নয়।

> 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' সূরা জুমার : ৫৩

মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন—

> 'শয়তান বলল—"আপনার সত্তার শপথ হে প্রভু! আমি আদমের সন্তানদের বিভ্রান্ত করেই যাব, যতক্ষণ না তাদের আত্মা তাদের শরীর ত্যাগ করবে।" আল্লাহ বললেন—"আমার সত্তা ও গৌরবের শপথ! আমি তাদের ক্ষমা করেই যাব, যতক্ষণ তারা আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে থাকবে।"'[১০৬]

---

১০৬. আহমাদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

প্রকৃতপক্ষে সে-ই সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগা, যে আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনাহীন জীবনযাপন করে। আল্লাহ হলেন 'আফউ' বা ক্ষমাকারী, যাঁর ক্ষমাশীলতা মহাসাগরের চাইতেও বিশাল। তিনি আমাদের পাপের সকল রেকর্ড এমনভাবে মুছে দেন, যেন ওই রেকর্ডে কোনো কালে কিছুই ছিল না।

> 'তোমার রবের সপ্রশংস তাসবিহ পাঠ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।' সূরা নাসর : ৩

যদি আপনি দেখেন—আপনি কুপ্রবৃত্তির সেই প্ররোচনায় আবার পড়েছেন, যে প্ররোচনাকে আপনি আগেই জয় করেছেন বলে ভেবেছিলেন, তাহলে হতাশ হবেন না। ভুল করা ও ফিরে আসার প্রক্রিয়াটি অনেকটা স্পাইরালের মতো। আপনি হয়তো ভাবছেন, আপনি পেছনে চলে গেছেন; কিন্তু আপনি জানেন না, আপনি আরও গভীরে প্রবেশ করেছেন। তওবার চর্চা হলো আপনার ভেতকার এমন আধ্যাত্মিক সংশোধন, যার মাধ্যমে আপনি আপনার হৃদয় ও সংকল্পকে আবার আল্লাহর সাথে যুক্ত করতে পারেন।

অন্তরের কুপ্ররোচনাকে প্রার্থনায় পরিণত করুন

আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে যাওয়া ও আল্লাহওয়ালা (মুত্তাকি) হয়ে যাওয়ার মানে এই নয় যে, আমাদের আর পরীক্ষা করা হবে না এবং আমরা আর মনের কুপ্ররোচনার শিকার হব না; বরং বিষয় হলো—আপনি আধ্যাত্মিকতার পথে যতই এগিয়ে যাবেন, অন্ধকার ও পাপ ততই আপনাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে থাকবে। আকাশে নক্ষত্র সব সময় থাকে, কেবল রাতের অন্ধকারেই আমরা সেগুলো দেখতে পাই। কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের ডাক তেমন সব সময়ই বিরাজ করে। কুপ্ররোচনার শিকার হওয়া না হওয়ার মধ্যে আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দা ও আল্লাহর দূরবর্তী বান্দার মধ্যকার পার্থক্য সূচিত হয় না; পার্থক্য সূচিত হয় উভয়ের মনোযোগ নিবন্ধের স্থান নির্বাচনের মধ্যে।

আমরা যতই আল্লাহর নুরের দিকে ফিরি, আমাদের মনের আকাশ ততই উজ্জ্বল হতে থাকে এবং কুপ্রবৃত্তির নক্ষত্রগুলো ততই নিষ্প্রভ ও বিলীন হতে থাকে। কুপ্ররোচনাকে জয় করার জন্য নিজের ওপর নির্ভর করতে নয়, আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়তে বলা হয়েছে। শয়তান আমাদের ত্রুটি প্রবণতাকে ব্যবহার করে বোঝায় যে, আমরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্য উপযুক্ত নই। তাই মনে রাখতে হবে, আমরা যদি শয়তানের সাথে একা লড়াই করি,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাহলে আমরা সব সময় পরাজিত হব। শয়তানকে পরাজিত করার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর সাহায্য নেওয়া।

> 'নিশ্চয়ই যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, শয়তানের স্পর্শে তাদের মনে কুমন্ত্রণা জাগলে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন তাদের দৃষ্টি খুলে যায়।' সূরা আ'রাফ : ২০১

শয়তান কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়াই করার পূর্বে আপনার কর্তব্য হলো—আগে আল্লাহর কাছে ধরনা দেওয়া। যখনই আপনি কোনো কুমন্ত্রণা অনুভব করবেন, আপনার মন যখন আপনাকে এমন কোনো কাজ করতে উদ্‌বুদ্ধ করবে—যা আল্লাহর নির্দেশের লঙ্ঘন কিংবা আপনি যে কাজটি করার সংকল্প করেছেন, কিন্তু আপনি দ্বিধাগ্রস্ত যে কাজটি সঠিক কি না, এমতবস্থায় সাথে সাথে আল্লাহর কাছে দুআ করুন, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে সুরক্ষা কামনা করুন।

শয়তানের কথাগুলো সাধারণত এমন হয়—তুমি তো যথেষ্ট আল্লাহওয়ালা মানুষ নও... ত্রুটি-বিচ্যুতি তো তোমার হয়েই থাকে... তুমি তো পাপী লোক... কাজটি তেমন বড়ো কোনো পাপের কাজ নয়... একবার শুধু কাজটি করো, পরে কখনো আর এমনটি করো না... আল্লাহ এতে তেমন কিছু মনে করবেন না... তুমি যত খারাপ কাজই করো না কেন, তিনি তোমার কোনো ক্ষতি করবেন না... অতএব, তোমার মন যা চায় তা করো।

আপনি শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুভব করলে এর বিরুদ্ধে লড়তে যাবেন না কিংবা এর ভেতর ডুবে যাবেন না; বরং আল্লাহর কাছে দুআ করুন এবং লড়াইটা আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিন। শয়তান যদি আপনাকে কোনো কিছুর প্রলোভন দেখায়, আপনার প্রার্থানাকে আরও গভীর করুন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করুন। শয়তান যদি আপনাকে প্রার্থনা বন্ধ করতে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহকে বলুন, তিনি যেন নামাজে আপনার মনোযোগ বৃদ্ধি করে দেন। শয়তান যদি আপনার ত্রুটিগুলোর কারণে আপনাকে লজ্জা দেয়, তাহলে আল্লাহর কাছে আপনার সংকল্পকে পবিত্র করার সাহায্য প্রার্থনা করুন। শয়তান যখনই আপনার দুর্বল জায়গায় আঘাত হানবে, তখনই আপনি ঈমান মজুবত করার বাসনায় আল্লাহর কাছে আসার চেষ্টা করবেন।

আমরা যখন আল্লাহর নুর থেকে আড়ালে চলে যাই (যেমনটি সূর্যের আলো থেকে পৃথিবী আড়ালে চলে যায়), তখন আমরা আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাই। আল্লাহর শাস্তির কারণে অন্ধকার আমাদের গ্রাস করে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অন্ধকার গ্রাস করে এ কারণে যে, ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও আমরা সত্যের আলো থেকে দূরে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অবশ্য এ অন্ধকার একটি মায়া বা বিভ্রম মাত্র। আল্লাহ আমাদের ফুসফুসের ভেতরের নিশ্বাসের চাইতেও নিকটে অবস্থান করেন।

তওবার সবচেয়ে বড়ো মহিমা হলো তওবার মাধ্যমে পাপগুলো পুণ্যে পরিণত হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তারা ছাড়া; যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' সূরা ফুরকান : ৭০

আল্লাহ ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। তিনি চান আমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। তওবা হলো আল্লাহর সীমাহীন দয়ার মহাসমুদ্রে প্রবেশের একমাত্র পথ।

> 'আমাদের প্রতিপালক প্রতিরাতের শেষ তৃতীয়াংশে সর্বনিম্ন আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন—"কে আছ আমাকে ডাকার, যার ডাকে আমি সাড়া দেবো? কে আছ আমার কাছে কোনো কিছু চাওয়ার, যা আমি তাকে দান করব? কে আছ আমার ক্ষমা চাওয়ার, যাকে আমি ক্ষমা করব?"'[১০৭]

আল্লাহর দিকে ফেরা

আমরা যখন তওবা করি, তখন আমরা একদিকে আমাদের পাপসমূহ থেকে ফিরে আসি এবং অন্যদিকে আল্লাহর সরল-সঠিক পথের সাথে নিজেকে একাত্ম করে দিই। আমাদের অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে, তবে সাথে সাথে অবশ্যই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যেতে হবে।

> 'আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।' সূরা রা'দ : ১১

পাপ থেকে ফিরে এসে আল্লাহর নুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে সবকিছুই বদলে যায়। আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন—

> 'যে দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যার সৃষ্টি, একই দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটির সমাধান অসম্ভব।'

---

১০৭. বুখারি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তওবা আমাদের হৃদয়ের অবস্থান বদলে দেয়, আমাদের চেতনাকে নিজের অহং থেকে সরিয়ে আল্লাহর স্মরণের সাথে যুক্ত করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন, ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরও।' সূরা বাকারা : ২২২

তওবা পাপের মায়াজাল ছিন্ন করে আমাদের আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ পাইয়ে দেয়।

আল্লাহর ক্ষমার অসীম ক্ষমতা

মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর ক্ষমার একটি বিস্ময়কর ঘটনা তাঁর সাহাবিদের শুনিয়েছেন—

> 'এক লোক ৯৯ জন মানুষকে হত্যার পর হঠাৎ অনুশোচনা বোধ করল এবং আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ সন্ধান করতে শুরু করল। একজন আলিম ব্যক্তিকে খুঁজে পেয়ে সে তাকে জিজ্ঞেস করল—যদি সে তওবা করে, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন কি না। আলিম ভুল করে জবাবে বলল—তার ক্ষমা পাওয়ার কোনো উপায় নেই। লোকটি রাগান্বিত হয়ে তাকেও হত্যা করল।
>
> এরপর লোকটি একজন বিখ্যাত আলিমকে খুঁজে বের করে বলল—সে ১০০ জন মানুষকে হত্যা করেছে, তার কি ক্ষমা পাওয়ার কোনো সুযোগ আছে কি না। আলিম ব্যক্তিটি জানতেন, ওই লোকটির পরিবর্তনের জন্য তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন। অতএব, সে জবাবে বলল—"তুমি ও তোমার তওবার মাঝে কে আছে? তুমি ওই জায়াগায় যাও, যেখানকার লোকেরা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে। তাদের সাথে যোগ দিয়ে ইবাদত করতে থাকো। আর তোমার নিজ ভূমিতে ফিরে এসো না। কেননা, এ জায়গা নষ্ট হয়ে গেছে।"
>
> লোকটি আন্তরিকভাবে তওবা করল এবং ঈমানদার লোকদের পবিত্র ভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছার আগেই লোকটি মারা গেল। তার মৃত্যুর পর রহমতের ফেরেশতা ও শাস্তির ফেরেশতা উভয়ই এলো এবং তার আত্মা নেওয়ার জন্য বিতর্কে লিপ্ত হলো। রহমতের ফেরেশতা বলল—"লোকটি আল্লাহর কাছে এসেছে তওবাযুক্ত হৃদয় নিয়ে।" শাস্তির ফেরেশতা বলল—"সে তার সারাজীবনে একটি পুণ্যের কাজও করেনি।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

> তখন আল্লাহ বিষয়টির মীমাংসা করার জন্য মানুষের বেশে তৃতীয় একজন ফেরেশতাকে সেখানে পাঠালেন। মধ্যস্থতাকারী ফেরেশতা বললেন—"দুটি ভূমির মধ্যকার দূরত্ব মাপো। লোকটির মৃতদেহ থেকে যে ভূমির দূরত্ব কম হবে, সে অনুযায়ী তার ভাগ্য নির্ধারিত হবে।" ফেরেশতার দূরত্ব মেপে দেখলেন, লোকটির অবস্থান পুণ্যময় ভূমির নিকটে। অতএব, রহমতের ফেরেশতা তার আত্মা নিয়ে গেল (কোনো কোনো বিশ্লেষকের মতে—দূরত্বের পরিমাপ প্রথমে লোকটির বিপক্ষে গিয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে লোকটির পক্ষে জমিনকে প্রসারিত করে দিয়েছেন)।'[১০৮]

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—শেষ বিচারের দিবসে যারা অন্যায় করেছে, অপরকে কষ্ট দিয়েছে বা হত্যা করেছে, তাদের ওপর পূর্ণ ন্যায়বিচার করা হবে। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক হবে না যে, আমরা যা ইচ্ছা করব এবং এরপর পরোক্ষভাবে ক্ষমা চেয়ে নেব; বরং এ ঘটনার শিক্ষা হলো—আমরা যদি আন্তরিকভাবে ফিরে আসি, তাহলে আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত হব এবং চরম মাত্রার অপরাধ করার পরও আল্লাহর কাছে ফিরে এলে তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আরও শিক্ষা হলো, আমাদের মানুষকে আশার আলো দেখাতে হবে, হতাশ করা যাবে না। ভয় দেখিয়ে বা লজ্জা দিয়ে কোনোদিন কাউকে বদলানো যায় না। মানুষকে বদলে দেওয়া যায় তার সামনের পথকে সহজ করে উপস্থাপনের মাধ্যমে। আল্লাহর ভালোবাসা ও প্রেমের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করেই মানুষকে বদলে দিতে হয়।

ইমাম গাজালি বলেছেন—

> 'ধর্মে মানুষের অবিশ্বাসের অর্ধেক কারণ হলো—সেই সব ধার্মিক মানুষ, যারা নিজেদের ভয়ানক আচরণ ও বিপজ্জনক কথাবার্তার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণার চাষাবাদ করে চলেছে।'

মানুষের বিচার করা আমাদের কাজ নয়; বরং ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষের ভেতরের সম্ভাবনা বিকাশের চেষ্টা করাই আমাদের কাজ।

> 'সহজ করো, কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও বীতশ্রদ্ধ করো না।'[১০৯]

---

১০৮. বুখারি, মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নিজেকে মুক্ত করার জন্য অপরকে ক্ষমা করুন

তওবা মানে আল্লাহর কাছে ফিরে আসাই নয়; বরং আল্লাহর সৃষ্টির কাছেও আল্লাহর দয়া, করুণা, অনুগ্রহ ও ক্ষমার প্রতিবিম্ব হিসেবে ফিরে আসা। আপনি যখন অপরকে ক্ষমা করেন, তখন আপনার আয়নায় একটি ফ্লাশলাইট জ্বলে ওঠে। ফলে যে রহমত আপনি অপরের প্রতি প্রেরণ করছেন, একই রহমত আপনি নিজের জন্যও ফিরে আসছে।

> 'আর ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করো তা দ্বারা, যা উৎকৃষ্টতর। ফলে তোমারও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।' সূরা হা-মিম সিজদা : ৩৪

ক্ষমা তখনই করা সম্ভব হয়, যখন আপনি মানুষের ভেতকার সহজাত কল্যাণময়তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং মানুষের অসৎকর্মের বিষয়গুলোকে অগ্রাহ্য করে চলেন। যে আপনার সাথে মন্দ আচরণ করেছে, তার প্রতি মন্দ আচরণ উপহার দেওয়া হলো জঙ্গলে জ্বলে উঠা আগুন নেভানোর জন্য সে আগুনে পেট্রোল ঢালার মতো। বিশ্ববিখ্যাত মানবাধিকার কর্মী মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বলেছিলেন—

> 'অন্ধকার কখনো অন্ধকার দূর করতে পারে না; একমাত্র আলোই পারে অন্ধকার দূর করতে। ঘৃণা কখনো ঘৃণাকে মিটিয়ে দিতে পারে না; একমাত্র ভালোবাসাই পারে ঘৃণাকে মিটিয়ে দিতে।'[১১০]

ক্ষমা একদিকে অপরকে তার ভুলের খাঁচা থেকে মুক্ত করে দেয়, অন্যদিকে আমাদের নিজেদেরও দোষারোপের কারাগার থেকে মুক্ত করে দেয়।

যখন আমরা অপরকে ক্ষমা করে দিই, তখন আমাদের মাথার ওপর চেপে বসা অপরের সীমালঙ্ঘনের বোঝা নামিয়ে দিয়ে হালকা হয়ে যাই।

মহানবি ﷺ বলেছেন—

> 'যে তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে, তার সাথে মন্দ আচরণ করো না; বরং তার সাথে ক্ষমাশীলতা ও দয়ার্দ্র আচরণ করো।'[১১১]

---

১১০. King, Martin Luther. 'Love Your Enemies.' November 17, 1957, Dexter Baptist Church, 'Dexter Baptist Church '

১১১. বুখারি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এমনকী কেউ যদি ক্ষমা না চায়, 'স্যরি' না বলে কিংবা ক্ষমা চাইলেও তা যদি আন্তরিক না হয়, তবুও তাকে ক্ষমা করতে বলা হয়েছে। এ কারণে ক্ষমা করতে বলা হয়নি যে, তার ক্ষমা প্রয়োজন; বরং এ কারণে ক্ষমা করতে বলা হয়েছে, আমাদের নিজেদের হৃদয়ের শান্তি প্রয়োজন। আমরা যখন অপরকে শাস্তি দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে নিজের ভেতর ক্রোধ ও রাগ পুষে রাখি, তখন আমরা অপরের চেয়ে নিজেরই বেশি ক্ষতি করি। গৌতম বুদ্ধ বলেছেন—'অপরের প্রতি রাগ পুষে রাখার মানে হলো—নিজে বিষ পান করা এবং আশা করা যে, অপর লোকটি মারা যাবে।' অপরকে ক্ষমা করে দেওয়ার মানে হলো—নিজের রাগের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করে দেওয়া। আধ্যাত্মিক পথের বেলায় অপরের প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়া হলো আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তির সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন মাধ্যম।

'যে অপরের প্রতি দয়া করে, দয়ময় আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন।'[১১২]

অপরের প্রতি ক্ষমা করার সুযোগ হলো, আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের দেওয়া উপহারস্বরূপ। কেননা, সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাঁর ক্ষমাশীলতা, ধৈর্য, স্নেহ-মমতা ও দয়াশীলতার গুণাবলি দিয়ে আমাদের তাঁর নিকটস্থ হওয়ার আহ্বান জানান। অপরকে ক্ষমা করলে একদিকে যেমন আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি বিনিময়ে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যায়। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয়, সে পাপ থেকে পবিত্র হয়ে যায়।'
সূরা মায়েদা : ৪৫

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যখন আমরা অপরকে ক্ষমা করে দিই, তখন বিনিময়ে আল্লাহ আমাদের সেই সব পাপ ক্ষমা করে দেন, যেগুলো আমাদের হৃদয়কে ভারী করে রেখেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিক? আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল, বড়োই দয়ালু।' সূরা নুর : ২২

এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, আল্লাহ আমাদের ন্যায়বিচার চাওয়ার অধিকার দিয়েছেন। তবুও আমাদের সাথে অন্যায় করা হলে আমরা নিজেকে প্রশ্ন করে দেখতে পারি—ক্ষমা না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে আমরা নিজেরা

১১২. তিরমিজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর ক্ষমার স্বাদ পাওয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছি না তো? আল্লাহ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধগুলোকেও ক্ষমা করতে বলেছেন। কেননা, আল্লাহ স্বয়ং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধগুলোকে অবিরতভাবে ক্ষমা করে চলেছেন।

একজন সুফি সাধক বলেছেন—'ফুলের মতো হও, ফুল সবার কাছে তার সুগন্ধ ছড়িয়ে চলেছে; এমনকী তার কাছেও, যে নিজ হাতে ফুলকে নষ্ট করে।' আমাদের সাথে কেউ অন্যায় করলেও বিনিময়ে আমরা তার প্রতি অন্যায় করব না। কেননা, আল্লাহর প্রেমিক হিসেবে আমাদের আল্লাহর প্রেমের গুণাবলি নির্বিশেষে সকল সৃষ্টির প্রতি প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে। ক্ষমা মানে এই নয় যে, আমরা অপরের কাছ থেকে তার দায়িত্ব বুঝে নেব না; বরং ক্ষমা মানে হলো—দয়া, স্নেহ, মমতা ও অনুগ্রহের চর্চা।

সার্বক্ষণিক ক্ষমা প্রার্থনা

মহানবি ﷺ দিনে বহুবার আসতাগফিরুল্লাহ পাঠ করতেন, যার অর্থ—'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইছি।' রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'যদি কেউ অবিরতভাবে ক্ষমা চেয়ে থাকে, আল্লাহ তার প্রতিটি হতাশা দূর করার জন্য এবং প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পথ বের করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।'[১১৩]

যদিও আসতাগফিরুল্লাহ হলো ক্ষমা চাওয়ার সবচেয়ে সাধারণ দুআ, তবুও ক্ষমা চাওয়ার আরও একটি গভীর ও সুপরিচিত দুআ রয়েছে। এটি হলো—'আসতাগফিরুল্লাহিল আজিম আল লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহি।' এর অর্থ হলো—'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইছি, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমি ক্ষমার জন্য তাঁর দিকেই ফিরে আসি।'

মহানবি ﷺ বলেছেন—

> 'আমরা যদি এ দুআ পাঠ করাকে আমাদের অভ্যাসে পরিণত করতে পারি, তাহলে আমাদের পাপগুলো যদি দুনিয়ার সমুদ্রের ফেনারাশির মতো বেশিও হয়, তবুও আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত দিয়ে আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।'[১১৪]

---

১১৩. আবু দাউদ

১১৪. আবু দাউদ, তিরমিজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর ভালোবাসার দিকে ফিরে আসা

ক্ষমা প্রার্থনার মানে হলো, আল্লাহর ভালোবাসার পথে ফিরে আসা। ক্ষমার মাধ্যমে আমরা অনুতাপের আগুনে পুড়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে তুলি, যাতে একই অপরাধ দ্বিতীয়বার আমাদের আকৃষ্ট করতে না পারে।

> 'খাঁটি তওবা হলো—হৃদয় থেকে অনুশোচনা অনুভব করা, জিহ্বা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং অপরাধটির পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় সংকল্প করা।'

প্রতিটি মুহূর্তই আল্লাহর কাছে ফিরে আসার এক একটি সুযোগ। রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন সত্তরবারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর দিকে ফিরে আসি।'[১১৫]

ক্ষমা প্রার্থনা ও জিকির আমাদের হৃদয়ের আয়নার ওপর পরা মরিচাকে পরিষ্কার করে দেয়। আমাদের হৃদয়ে প্রতিনিয়ত বর্ষিত আল্লাহর সৌন্দর্যকে অবলোকনের সুযোগ করে দেয়। ক্ষমা প্রার্থনার মানে হলো, হৃদয়ের ভার মুক্তি এবং আল্লাহর সীমাহীন করুণার স্বাদ আস্বাদন। এক সুফি-সাধক বলেছেন—

> 'সমুদ্র কোনো নদীকেই ফিরিয়ে দেয় না। অসীম দয়ার আধার আল্লাহ কী করে পাপীকে ফিরিয়ে দেবেন?'

আল্লাহ এভাবে ক্ষমা চেয়ে শিখিয়েছেন—

> 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন। আর আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' সূরা মুমিনুন : ১১৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

“

আশহাদু আল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।
এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

”

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শাহাদাহ : একত্ববাদের সৌধ

একজন মানুষ মুসলিমে পরিণত হয় যে ঘোষণা দিয়ে, তাকে বলা হয় শাহাদাহ। ইসলামের মহাসমুদ্রে প্রবেশের প্রথম দরজা হলো শাহাদাহ। শাহাদাহ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়ার কাঠামো বিনির্মাণ করে। শাহাদাহর প্রথম অংশ হলো সকল মিথ্যা খোদা এবং জগতের সবকিছুর সাথে সংশ্লিষ্টতাকে অস্বীকার করে আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে সাক্ষ্য দান করা। শাহাদাহর দ্বিতীয় অংশ হলো—মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহর রাসূল (বার্তাবাহক) হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করা, যার সারকথা হলো—তাঁর সকল পদক্ষেপকে অনুসরণের সংকল্প করা। যখন কোনো মানুষ হৃদয়ের গভীর থেকে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল'—ঘোষণাটি দেয়, তখন সে মুসলিম হিসেবে বিবেচিত হয়।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঈমান এমন কিছু নয়—যা অর্জনযোগ্য; বরং ঈমান হলো ইতোমধ্যে আল্লাহ আমাদের যা দিয়েছেন, তা উন্মোচনের পথে যাত্রা। যে কুফরি করে অর্থাৎ আল্লাহকে মানতে অস্বীকার করে, তাকে বলা হয় কাফির। কাফির শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো এমন ব্যক্তি, যে সত্যকে ঢেকে রাখে। এ অর্থে কৃষক তার বীজ মাটিতে পুঁতে রাখে বলে কৃষককে আরবিতে কাফির বলা হয়। আধ্যাত্মিক অর্থে কাফির হলো সেই ব্যক্তি, যে তার হৃদয়ে থাকা ঈমানের মহামূল্যবান রত্নকে ঢেকে রাখে। পবিত্র কুরআনে শোকর বা কৃতজ্ঞতার বিপরীত শব্দ হিসেবে কুফর ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম—আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয় আর কেউ অকৃতজ্ঞ (কাফারা) হলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।' সূরা লোকমান : ১২

মুসলিমদের কাছে কাফির সে নয়, যে আন্তরিকভাবে সত্যের সন্ধান করে চলেছে; বরং সেই কাফির, যে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও অহংকার, দম্ভ ও অকৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহর আনুগত্য করতে অস্বীকার করে। অন্যকথায়, কাফিরদের মানসিক অবস্থা হলো মানবীয় স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো—আপনি কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বা ইসলামের বার্তাগুলোকে মেনে নিতে বাধ্য করতে পারেন না। ঈমান স্বীকৃতি লাভ করে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীন প্রয়োগের মাধ্যমে। মানুষ যখন তার ইচ্ছার স্বাধীনতাকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করে আল্লাহর অস্তিত্ব ও প্রভুত্বকে মেনে নেবে, তখনই সে ঈমানদার বলে বিবেচিত হবে। এ কারণে কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

'দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো জবরদস্তি (বাধ্যবাধকতা) নেই।'
সূরা বাকারা : ২৫৬

জগতের প্রতিটি মানুষ তার হৃদয়ে ঈমানের বীজ বহন করে চলেছে। এই বীজ কীভাবে বেড়ে উঠবে, তা নির্ভর করে আল্লাহ তার জন্য কী পরিকল্পনা করে রেখেছেন এবং সে আধ্যাত্মিকতার পথে কতটুকু চেষ্টা-সাধনা করবে তার ওপর।

'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ তার হৃদয়কে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।' সূরা তাগাবুন : ১১

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের একটি ঘটনায় আমাদের হৃদয়ের ভেতর ঈমানের মণি-মুক্তা বহন করার বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

এক রাতে মোল্লা নাসিরুদ্দিন তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তার আলোর নিচে হাঁটু গেড়ে কী যেন খুঁজছিলেন। কয়েকজন প্রতিবেশী এ দৃশ্য দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—'আপনি কী খুঁজছেন এখানে?' মোল্লা নাসিরুদ্দিন জবাবে বললেন—'আমার চাবি হারিয়ে গেছে, সেটাই এখানে খুঁজছি।' লোকেরা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলো। সবাই মিলে চাবি খুঁজতে লাগল, কিন্তু চাবি খুঁজে পাওয়া গেল না। অবশেষে একজন মোল্লাকে জিজ্ঞেস করল—'শেষ যখন চাবিটি দেখেছিলেন, তখন সেটি কোথায় ছিল?' মোল্লা জবাবে বলল—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'আমার বাড়িতে।' লোকগুলো মোল্লার জবাব শুনে থমকে গেল। একজন জিজ্ঞেস করল—'তাহলে এখানে বাড়ির বাইরে চাবি খুঁজছেন কেন আপনি?'

মোল্লা জবাবে বললেন—'কারণ, এখানে আলো আছে। আমার বাড়ি এখন রাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত।' প্রতিবেশীরা এ কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। এবার মোল্লা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'যে চাবি আপনার ভেতরেই আছে, সেটি খোঁজার জন্য কেন আপনি দুনিয়ায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? যে প্রশ্নের উত্তর আপনার হৃদয়ের ভেতর রয়েছে, তার সন্ধানে দুনিয়াতে বেরিয়ে পড়ার কোনো মানে হয় না। প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ের উৎস একই জায়গা। আপনি সাহস করে ভেতরে ডুব দিয়েই দেখুন, অনেক চাবি ও মূল্যবান মণি-মুক্তো আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।'

আমরা যা চাই, তা আমাদের ভেতরেই রয়েছে। এটি বাহ্যিক দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেমনটি রুমি বলেছেন—

'কেন তুমি সব দরজায় টোকা দিয়ে চলেছ? যাও, নিজের হৃদয়ের দরজায় টোকা দাও।'

শাহাদাহর প্রথম অংশ

আল্লাহকে বাইরের জগতে খুঁজে বের করা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ হলো নিজের ভেতরের দিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং আল্লাহ ইতোমধ্যে কতখানি আমাদের নিকটে অবস্থান করছেন, তা স্মরণ করা। শাহাদাহ শব্দের অর্থ কেবল 'সাক্ষ্য দেওয়া' নয়; বরং কোনো কিছুর চাক্ষুষ সাক্ষী হওয়ার ঘোষণা দেওয়া। এ অর্থে শাহাদাহর মাধ্যমে আমরা রুহের জগতের দৃশ্যমান চাক্ষুষ সাক্ষ্যের ঘোষণা দিয়ে থাকি।[১১৬] আমরা যখন বর্তমানে দাঁড়িয়ে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিই, তার মানে মূলত আমরা রুহের জগতের সেই সাক্ষ্যেরই পুনরাবৃত্তি করি। যখন আমরা বলি—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তখন আমরা শুধু এ কথাই বলি না যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; বরং এ কথাও বলি যে,

---

১১৬. এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সকল মানুষের রুহ সৃষ্টির পর সব রুহকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছিলেন—'আমি কি তোমাদের রব নই?' সবগুলো রুহ জবাবে বলেছিল—'নিশ্চয়ই, এ ব্যাপারে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' সূরা আ'রাফ : ১৭২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহ ছাড়া জগতের কোনো কিছুরই সত্যিকারের কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ, তিনি সৃষ্টিজগতের সবকিছুরই একাধারে উৎস ও গন্তব্য।

যেকোনো সংখ্যাকে অসীম দিয়ে ভাগ দিলে যেমন শূন্য হয়, তেমনি যেকোনো সসীম সৃষ্টি ও অসীম আল্লাহর ভাগফলও শূন্য হয়।

> পৃথিবীপৃষ্ঠে যা কিছু আছে—সবই ধ্বংসশীল। কিন্তু চিরস্থায়ী তোমার প্রতিপালকের চেহারা (সত্তা); যিনি মহীয়ান, গরীয়ান।
> সূরা আর-রহমান : ২৭

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো লক্ষ্য, পরিণাম বা গন্তব্যের জন্য বিনিয়োগ করা হলো অনেকটা মরুভূমিতে বরফ বিনিয়োগ করার মতো; যে বিনিয়োগের পরিণামে লোকসান অনিবার্য। আমরা যদি আমাদের পার্থিব কামনা-বাসনাগুলোকে আমাদের খোদা বানিয়ে ফেলি, তাহলে নিরন্তর অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা আমাদের গ্রাস করে রাখে। কেননা, আমাদের আবেগ ও ইচ্ছা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল।

> 'আসমান ও জমিনে যদি আল্লাহ ছাড়া আরও অনেক উপাস্য থাকত, তবে উভয়ই (আসমান ও জমিন) ধ্বংস হয়ে যেত। কাজেই আরশের অধিপতি আল্লাহ মহান ও পবিত্র সেসব থেকে, যা তারা তাঁর প্রতি আরোপ করে।' সূরা আম্বিয়া : ২২

যেখানেই পৃথকীকরণ, সেখানে মতের ভিন্নতা; যার অনিবার্য পরিণাম দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আল্লাহ দৃষ্টান্ত পেশ করছেন : এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আরেক ব্যক্তি, যে এক প্রভুর অনুগত—এ দুজনের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।' সূরা জুমার : ২৯

আপনি যদি এ বিশ্বজগৎকে আপনার প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেন, তাহলে আপনি সৃষ্টির সবকিছুর দাসে পরিণত হবেন। কিন্তু আপনি যদি এক আল্লাহকে আপনার একমাত্র প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেন, তাহলে সৃষ্টিজগতের সবকিছু আপনার দাসত্ব করবে। আল্লাহর ভালোবাসা ও দয়ার প্রবাহ সকল সৃষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত করাই হবে আপনার মিশন।

সকল নবি ও রাসূলকে আল্লাহর এককত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের একই বার্তা দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

> 'আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং পরিহার করো তাগুতকে। অতঃপর, তাদের মধ্যে আল্লাহ কাউকে হিদায়াত দান করেছেন এবং তাদের মধ্য থেকে কারও ওপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো—অতঃপর দেখ, অস্বীকারকারীদের কী পরিণতি হয়েছে।' সূরা নাহল : ৩৬

আমাদের হৃদয় কেবল তখনই পরম শান্তির স্বাদ অনুভব করতে পারে, যখন আমরা আমাদের সকল কামনা-বাসনাকে এক আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সোপর্দ করত সক্ষম হই। মহানবি ﷺ বিষয়টিকে এভাবে তুলে ধরেছেন—

> 'যে ব্যক্তি এর ওপর মৃত্যুবরণ করল—সে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য সম্পর্কে জানে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[১১৭]

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যটির দুটি অংশ রয়েছে; লা ইলাহা অর্থ—কোনো উপাস্য (ইলাহ) নেই। ইল্লাল্লাহ অর্থ—আল্লাহ ছাড়া। এখান থেকে জানা যায়, আল্লাহ চান তাঁর স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বে আমরা যেন সকল উপাস্যকে প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দিই। যখন হতাশা বা একাকিত্ব আমাদের গ্রাস করে, ভাবি—কেন মানুষ দুনিয়া ত্যাগ করে, কেন কোনো কিছুই স্থায়ী হয় না, কেন আমাদের চারদিকে যা ছড়িয়ে আছে—তাকে মিথ্যা মোহ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না, তখন আমরা লা ইলাহা পর্যায়ে থাকি; যতক্ষণ না ইল্লাল্লাহর দিকে হাঁটা শুরু করি। আল্লাহকে প্রভু হিসেবে মেনে নিলে আমাদের যাবতীয় ব্যথা-বেদনা ও শূন্যতা দূর হয়ে যায়। হৃদয় অনাবিল শান্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

আমরা আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার উপযুক্ত নই—এই ভেবে আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করা পুরো মাত্রায় ভুল কাজ। মনে রাখতে হবে, আমরা পুরোপুরি নির্ভুল হয়ে যাই—এমনটি আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে আশা করেন না। তিনি চান আমরা আমাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সাথে নিয়েই যেন তাঁর কাছে ফিরে আসি। আমরা যখন আমাদের দারিদ্র্য, অভাব ও শূন্যতাগুলোকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিই, তখন তিনি তাঁর দানশীলতা (আল কারিম), পরাক্রমশীলতা (আস-সামাদ) ও ঐশ্বর্যময়তা (আল গানি) দিয়ে সেগুলোকে পূর্ণ করে দেন। আমাদের ঘরকে আলোকিত করতে হলে আমরা যেমন দরজা-জানালা খুলে দিই—যাতে সূর্যের আলো সেখানে প্রবেশ করতে পারে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তেমনি আমাদের হৃদয়ের ঘরকে আলোকিত করতে হলেও হৃদয়ে দরজা খুলে দিতে হবে, যাতে আল্লাহর নুর সেখানে প্রবেশ করতে পারে।

আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টা একটি বিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, আমরা যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমাদের সাথে থাকেন। তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আল্লাহর সাথে আমাদের দূরত্ব তৈরি হয় তাঁকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থেকে। এ কারণে আমরা যখন আমরা অনিশ্চয়তা, সংশয় বা আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করি, তখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জিকির আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। এই জিকির আমাদের ভেতরে আল্লাহর নুর প্রবেশ করায়। ফলে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অনুভব করি এবং আমাদের ভেতরকার ঈমান বিকশিত হতে শুরু করে।

কোনো কিছুকে অস্তিত্বে আনতে হলে সেটির জন্য আগে জায়গা খালি করতে হয়। 'লা ইলাহা'র মাধ্যমে আমরা আগে শূন্যতা তৈরি করি, তারপর 'ইল্লাল্লাহ'র মাধ্যমে সেই শূন্য স্থানকে পূর্ণ করি। লা ইলাহা'র মাধ্যমে আমরা সকল মিথ্যা খোদা, বস্তুগত সম্পদ, দুনিয়ার প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান মানুষ, নিজের লোভ-লালসা ইত্যাদিকে প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দিই। নতুন সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে যেমন পুরোনো ভার্সনকে আনইনস্টল করতে হয়, তেমনি আল্লাহকে হৃদয়ে ইনস্টল করতে পুরোনো সকল খোদাকে আনইনস্টল করতে হয়। অন্য কথায়, ইল্লাল্লাহ'র পূর্বশর্তই হলো—'লা ইলাহা'। আল্লাহকে একমাত্র প্রভু হিসেবে মেনে নিতে হলে আপনাকে দুনিয়াবি সকল খোদা বা খোদাসদৃশ সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করেই আসতে হবে; অন্যথায় আল্লাহকে প্রভু হিসেবে মেনে নেওয়ার ঘোষণা দিলেও সে ঘোষণা হবে কৃত্রিম ও নিষ্ফল।

আপনি যখন আল্লাহর প্রভুত্বকে নিজের ভেতর সত্যিকারার্থে ধারণ করতে পারবেন, তখন যেদিকে আপনি মুখ ফেরাবেন (পূর্ব বা পশ্চিম), কেবল আল্লাহর চেহারাই দেখতে পাবেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া কোনো কিছুরই অস্তিত্ব আপনার চোখে পড়বে না। নিচের ঘটনায় এই চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

> 'এক সুফি একদিন দেখলেন, একটি বালক জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সুফি ঠিক করলেন, বালকটিকে জীবন সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দান করবেন। তিনি বালকটিকে জিজ্ঞেস করলেন—"এ আলো কোথা থেকে এসেছে?" বালকটি প্রথমে আলোর দিকে তাকাল, তারপর তাকাল সুফির দিকে। এরপর আচমকা সে ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে পালটা প্রশ্ন করল—"কিন্তু আলোটা গেল কোথায়?"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

> ঘটনার আকস্মিকতায় সুফি নির্বাক হয়ে গেলেন। বালকটি যে মহাসত্য উন্মোচন করল, তা হলো—যে উৎস থেকে আলো আসে, অবশেষে একই জায়গায় আলো ফিরে যায়।'

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে সে কথাই ফুটে উঠেছে—

> 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন—নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' সূরা বাকারা : ১৫৬

আল্লাহর এককত্বের ভেতর তিনিই শুরু, তিনিই শেষ; তিনিই অতীত, তিনিই বর্তমান, তিনিই ভবিষ্যৎ। আল্লাহর অস্তিত্বের সামনে সব বিচ্ছেদ বিলীন হয়ে যায়, জগতের সবকিছু অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

শাহাদাহর দ্বিতীয় অংশ

একজন মানুষ যখন আল্লাহর অস্তিত্বকে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তাঁর আত্মার সহজাত জ্ঞানকে বাস্তবে পরিণত করে, তখন অনিবার্যভাবে যে প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, তা হলো—এ জ্ঞান দিয়ে সে কী করবে? মুসলিমদের জন্য মুহাম্মাদ ﷺ হলেন এ প্রশ্নের উত্তর। কুরআনের কথাগুলো লিখিত আকারে আসেনি; বরং ২৩ বছর ধরে নবিজির ওপর কুরআন ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে। সাহাবিরা যখন কুরআনের কথা ভাবতেন, তখন তাঁদের কল্পনায় রাসূল ﷺ-এর মুখ ও তাঁর কণ্ঠের তিলাওয়াতই ভেসে আসত। এ দৃষ্টিতে আল্লাহর বার্তা ও বার্তাবাহক পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। মুহাম্মাদ ﷺ হলেন ইসলামের কালিমার মৌলিক একটি অংশ। কারণ, তিনি আল্লাহর এককত্বের বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তাঁকে পবিত্র কুরআনে 'বিশ্ববাসীর জন্য রহমত' এবং 'উজ্জ্বল প্রদীপ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

তিনি শুধু একজন বার্তাবাহকই ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন জীবন্ত কুরআন, আল্লাহর একত্ববাদের সূর্য থেকে সংগৃহীত আলোর পূর্ণিমার চাঁদ।[১১৮] তিনি ছিলেন দুনিয়াতে আল্লাহর দাস ও আল্লাহর প্রতিনিধি—এ দুটি পরিচয়ের সংক্ষিপ্তসার। তাঁর চলার পথ অনুসরণ করার মাধ্যমেই আমরা কেবল সত্য ও বিভ্রমের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি।

---

১১৮ মহানবি ﷺ-এর স্ত্রী আয়িশা ﷺ বলেছেন—'নিশ্চয়ই কুরআনই ছিল প্রিয়নবির চরিত্র।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পবিত্র কুরআনে মুহাম্মাদ ﷺ-কে 'খাতামুন নাবিয়িইন'[১১৯] বা নবিদের সিলমোহর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি নবুয়তের বিশাল গ্রন্থের শেষ অধ্যায় ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন এ গ্রন্থের বাঁধাই (বাইন্ডিং)। তাঁর কাছে যে বার্তাগুলো প্রেরণ করা হয়েছিল, তা ছিল সকল নবি-রাসূলের কাছে প্রেরিত বার্তার নির্যাস। পবিত্র কুরআনে মুসলিমদের বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

> 'আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না।'
> সূরা বাকারা : ২৮৫

যদি প্রত্যেক নবিকে নবুয়তের এক একটি 'পাজল পিস' হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে মুহাম্মাদ ﷺ হবেন সেই পাজলের চূড়ান্ত পিস—যা নবুয়তের ধারাবাহিকতাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছে। তিনি ফেরেশতা বা অতিমানব ছিলেন না; ছিলেন আমাদের মতোই মরণশীল মানুষ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'বলো, আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। আমার নিকট ওহি প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ।'
> সূরা কাহাফ : ১১০

বর্ণিত আছে, তিনি যখন নামাজ পড়তেন, তখন এতখানি শূন্য হৃদয়ে নামাজ পড়তেন, যেন আল্লাহর স্মরণ ছাড়া জগতে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। তিনি কেবল খাদ্য ও পানি থেকে বিরত থেকেই রোজা করতেন না; বরং তাঁর ও আল্লাহর মধ্যকার যাবতীয় কিছু থেকে বিরত থেকেই রোজা করতেন। তিনি তাঁর অর্থ ও সম্পদ দিয়েই কেবল অভাবগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন না; বরং তাঁর সমগ্র অস্তিত্বকে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিতেন।

মহানবি ﷺ তাঁর নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে পূর্ণভাবে সঁপে দিয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রকৃত অর্থকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। তাই মহানবি ﷺ-এর কার্যক্রম হলো দুনিয়াতে আল্লাহর গুণাবলির প্রতিফলন। আল্লাহ তায়ালা এ কথাটি এভাবে বলেছেন—

> 'আমি তাঁর কান, যা দিয়ে সে শোনে, তাঁর চোখ—যা দিয়ে সে দেখে, তাঁর হাত—যা দিয়ে সে ধরে, তাঁর পা—যা দিয়ে সে হাঁটে। সে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে তা দান করি। সে আমার কাছে কোনো কিছু থেকে পানাহ চাইলে আমি তা মঞ্জুর করি।' হাদিসে কুদসি

---

[১১৯]. সূরা আহজাব : ৪০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মহানবি ﷺ কেবল আল্লাহর পথনির্দেশনার মানচিত্র প্রেরণের বাহনই ছিলেন না; বরং তিনি স্বয়ং ছিলেন সেই মানচিত্রের বহিঃপ্রকাশ। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।' সূরা নিসা : ৮০

মহানবি ﷺ ছিলেন আল্লাহর নিখাদ আয়না, আল্লাহর ইচ্ছার প্রয়োগের খাঁটি পাত্র। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'যারা তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহর কাছেই আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। তাদের হাতের ওপর রয়েছে আল্লাহর হাত।' সূরা ফাতহ : ১০

আল্লাহ তাঁর অন্যান্য রাসূলদের মতো মুহাম্মাদ ﷺ-কে আমাদের জন্য 'সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী'[১২০] হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

তিনি বাদশাহ বা শাসক হিসেবে দুনিয়াতে আসেননি; বরং তিনি এসেছিলেন নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবতার জন্য আশার আলো হিসেবে, ভয়ার্ত মানুষের জন্য নিরাপত্তা হিসেবে, দরিদ্র মানুষের জন্য দাতা হিসেবে এবং হতাশাগ্রস্ত মানুষের জন্য প্রেরণা হিসেবে। তিনি মন্দ মানুষকে ভালো মানুষ বানানোর জন্য আসেননি; তিনি এসেছেন এমন ঝরনা হয়ে, যা ঈমানের মৃত বীজে প্রাণের সঞ্চার করে।

কে ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধারা ওপরের দিকে ইবরাহিম ﷺ-এর সাথে যুক্ত হয়েছে, যিনি ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিম তিন জাতির একত্ববাদের জনক।[১২১] মুহাম্মাদ ﷺ ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬২ বছর বয়সে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ৪০ বছর বয়সে ফেরেশতা জিবরাইল ﷺ-এর মাধ্যমে প্রথম ওহিপ্রাপ্ত হন।

---

১২০. সূরা বাকারা : ১১৯

১২১. মুসা ﷺ ছিলেন ইবরাহিম ﷺ-এর দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক ﷺ-এর বংশধর এবং মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন ইবরাহিম ﷺ-এর প্রথম পুত্র ইসমাইল ﷺ-এর বংশধর।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

প্রথম কিছুদিন তিনি গোপনে আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত বার্তাগুলো পরিচিত মহলের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে থাকেন এবং একপর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশে বহুত্ববাদী মক্কার মানুষের কাছে একত্ববাদের ধারণা উপস্থাপন করেন। মক্কার অভিজাত ও নেতৃস্থানীয় বংশ কুরাইশদের নেতাদের কাছে তিনি ঘোষণা করলেন, আল্লাহ তাঁকে বার্তাবাহক (রাসূল) হিসেবে মনোনীত করেছেন। তিনি বললেন—'হে কুরাইশগণ! আমি যদি বলি—পাহাড়ের পেছনে একটি বড়ো সেনাবাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?' মানুষের ভিড় থেকে বলা হলো—'হ্যাঁ। কেননা, আমরা তোমাকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি।'[১২২]

মক্কার লোকেরা মহানবি ﷺ-কে এত বিশ্বাস করত যে, তাঁকে আস-সাদিক বা সত্যবাদী ও আল আমিন বা নির্ভরযোগ্য বলে ডাকত। তাঁর সততার আকাশচুম্বী সুনাম থাকা সত্ত্বেও মক্কার অধিকাংশ লোক তাঁর রাসূল মনোনীত হওয়ার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করল। তবুও মক্কার কুরাইশদের শক্ত ও সহিংস প্রতিরোধের মুখে মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বার্তা প্রচার চালিয়ে গেলেন।

তেরো বছর ধরে মক্কাবাসীর শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন সহ্য করার পর অবশেষে মহানবি ﷺ মদিনায় হিজরত করলেন। মদিনার লোকেরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করল এবং তিনি মদিনায় একটি নতুন ইসলামি সমাজ বিনির্মাণ করলেন। সেখানে তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠা আল্লাহর একত্ববাদের ধারণা এতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করল যে, মক্কার কুরাইশদের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব হুমকির সম্মুখীন হলো।

কয়েকটি সংঘাত সংঘর্ষের পর অবশেষে বড়ো যুদ্ধ এড়াতে মুসলিম ও মক্কাবাসীদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হলো—যার নাম হুদাইবিয়ার সন্ধি। আপাত দৃষ্টিতে এ সন্ধি ছিল মক্কার অনুকূলে; কিন্তু এ চুক্তির পর মুসলিমরা স্বাধীনভাবে তাদের বার্তা সম্প্রসারণ ও সামাজিক ভিত্তি মজবুত করার দিকে মনোনিবেশের সুযোগ পেল। ফলে দলে দলে লোকেরা ইসলামের সুমহান আহ্বানে সাড়া দিতে থাকল। ওই সন্ধি সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে—

'নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।' সূরা ফাতহ : ১

হুদাইবিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরের দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে মক্কার কুরাইশরা চুক্তিভঙ্গ করল, ফলে ওই চুক্তি অকার্যকর হয়ে গেল। ফলে রাসূল ﷺ ১০ হাজার

---

১২২. বুখারি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অনুসারী নিয়ে মক্কা অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে মক্কার নিয়ন্ত্রণ লাভ করলেন। তিনি প্রচলিত সকল নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করে পরাজিতপক্ষের লোকদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। যারা বছরের পর বছর ধরে নিপীড়ন চালিয়ে তাঁর জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তারা রাসূল ﷺ-এর ক্ষমা পেয়ে অভিভূত হয়ে গেল।

জীবনের শেষ বছরগুলোতে মহানবি ﷺ মুসলিম বিশ্বের সীমানা সংরক্ষণ, আরবের গোত্রীয় সংঘাত নিরসন এবং ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের দিকে তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন। নবিজি তাঁর মৃত্যুর বছর (৬৩২ সালে) জীবনের প্রথম ও শেষ হজ সম্পাদন করেন। মহানবি ﷺ-এর মৃত্যুর ১৪০০ বছর পরও তাঁর ক্ষমা, দয়া, বিশ্বাস ও ধৈর্যের শিক্ষা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে কোটি মানুষের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনের কয়েকটি ঘটনা

বিরল সততা ও পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত দুটি পক্ষের ভেতর শান্তি স্থাপনের বিস্ময়কর ক্ষমতার জন্য দুনিয়াজুড়ে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে রাসূল ﷺ বিশেষ সম্মানের পাত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আছেন। নিচের ঘটনায় এ রকম একটি চমৎকার উদাহরণ তিনি স্থাপন করেছিলেন—

> একবার কাবার একটি অংশ আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। তখন কাবা ঘরে কয়েকশো মূর্তি ছিল। মক্কায় হজ করতে আসা বিভিন্ন গোত্রের হাজিরা এ মূর্তিগুলোকে কাবা ঘরে এনে স্থাপন করেছিল। ক্ষতিগ্রস্ত কাবা ঘর সংস্কার করা শেষ হলে বিভিন্ন গোত্রের নেতারা কাবার দেয়ালে স্থাপিত পবিত্র কালো পাথর (হাজরে আসওয়াদ) সরানোর উদ্যোগ নিল। কিন্তু মক্কার বিভিন্ন গোত্রের নেতারা পাথরটিকে সরানোর সম্মানসূচক কাজ কে করবে, তা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো; এমনকী এ নিয়ে সংঘাতের সূত্রপাতও হলো। একজন বয়স্ক লোক বিবাদমান পক্ষগুলোকে থামিয়ে একটি সমঝোতায় পৌছাল। ঠিক হলো—পরবর্তী সময়ে যে ব্যক্তি প্রথম কাবায় প্রবেশ করবে, তাঁর সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিষয়টির সুরাহা হবে। তখনও পর্যন্ত নবুয়ত লাভ না করা মুহাম্মাদ ﷺ প্রথম কাবায় পবেশ করলেন। তিনি সবটা শুনে একটি চমৎকার সমাধান দিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

> প্রথমে তিনি একটি বড়ো চাদর আনতে বললেন, এরপর পাথরটিকে চাদরের মধ্যে রাখলেন, এরপর প্রতিটি গোত্রের একজন করে নেতাকে চাদরের একেকটি প্রান্ত ধরতে বললেন। সকলে মিলে নতুন স্থানে পাথরটিকে নিয়ে গেলে। এবার মুহাম্মাদ ﷺ নিজ হাতে পাথরটিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করে দিলেন। এভাবে একটি সংঘাতমূলক পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সমাধান হলো।

নবুয়ত প্রাপ্তির আগে থেকেই রাসূল ﷺ-এর মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের অসাধারণ সৃজনশীলতা কার্যকর ছিল। একেবারে ছেলেবেলা থেকে তিনি সমাজে শান্তি স্থাপনের উপায় খুঁজে বেড়াতেন।

ক্ষমতা, সম্পদ বা সুনাম অর্জন মহানবি নবিজির লক্ষ্য ছিল না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর সন্তোষ অর্জন। এমনকী মহানবি ﷺ-এর একজন অনুসারী একবার তাঁর কুটির ঘরের দারিদ্র্য দশা স্বচক্ষে দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন—যখন রোম ও পারস্যের সম্রাটরা আরাম-আয়েশ ও জাঁকজমকভাবে জীবনযাপন করছে, তখন আল্লাহর রাসূল এমন শক্ত মাদুরে শুয়ে রাত্রিযাপন করছে যে, তাঁর শরীরে মাদুরের দাগ ফুটে উঠছে। এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে তিনি কাঁদছেন। রাসূল ﷺ জবাবে বলেছিলেন, এ দুনিয়ার আরাম-আয়েশের কোনো মূল্য তাঁর কাছে নেই। রাসূল ﷺ-এর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পরকালের ওপর, যেখানকার আরাম-আয়েশ হবে সীমাহীন, যেখানকার সৌন্দর্য হবে অতুলনীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—সেখানে তিনি থাকবেন তাঁর প্রভুর সবচেয়ে নিকটে।[১২৩]

এমনকী ইসলামের বিজয়ের পর বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ তাঁর হস্তগত হলেও তিনি সেখান থেকে নিজের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য কোনো সম্পদ গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন শান্ত ও বিনয়ী একজন মানুষ। তিনি কারও ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেননি; যদিও তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত শ্রেষ্ঠ রাসূল, মুসলিম বিশ্বের নেতা ও শাসক। তিনি ছাগলের দুধ দোহাতেন,[১২৪] নিজের ছেঁড়া কাপড়ে তালি জুড়ে দিতেন এবং দৈনন্দিন সাংসারিক কাজ করতেন।[১২৫]

---

১২৩. বুখারি, মুসলিম

১২৪. আহমাদ

১২৫. বুখারি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।' সূরা আহজাব : ২১

রাসূল ﷺ-এর রেখে যাওয়া উদাহরণের মাধ্যমেই আমরা কুরআনের শিক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করার প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকি। মহানবি ﷺ তাঁর সবচেয়ে ভয়ানক শত্রুর প্রতিও দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করতেন। তাঁর জীবনের একটি বিখ্যাত ঘটনা ছিল এমন—

> রাসূল ﷺ-এর প্রতিবেশী ছিলেন এক বৃদ্ধা মহিলা। বৃদ্ধা রাসূল ﷺ-এর দিকে প্রতিদিন ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করতেন। কারণ, তিনি রাসূল ﷺ-এর প্রচারিত বক্তব্যের সাথে একমত ছিলেন না। একদিন রাসূল ﷺ লক্ষ করলেন, বৃদ্ধাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তিনি বৃদ্ধাকে খুঁজতে বের হলেন এবং জানতে পারলেন, বৃদ্ধা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রাসূল ﷺ অসুস্থ বৃদ্ধাকে দেখতে গেলেন। বৃদ্ধা যখন জানতে পারলেন রাসূল ﷺ তাকে দেখতে এসেছেন, তখন তিনি রাসূল ﷺ-এর বদান্যতায় অভিভূত হয়ে গেলেন এবং অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করলেন।[১২৬]

অন্য একটি ঘটনা। মক্কার মূর্তিপূজারিদের অত্যাচার যখন সহ্যসীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, তখন একবার রাসূল ﷺ-এর সাহাবিরা রাসূল ﷺ-কে বললেন—তিনি যেন শত্রুদের প্রতি অভিসম্পাত করেন, যাতে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। রাসূল ﷺ জবাবে বললেন—'নিশ্চয়ই আমি অভিশাপ দেওয়ার জন্য প্রেরিত হইনি; আমি কেবল রহমত হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।'[১২৭] রাসূল ﷺ যখন তায়েফ নগরীতে ইসলামের আহ্বান নিয়ে গেলেন, তখন তায়েফের লোকেরা তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করল এবং তাঁকে অপদস্থ করল। এমন নাজুক মুহূর্তেও রাসূল ﷺ তায়েফবাসীর ধ্বংস কামনা করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেননি; বরং তিনি তাদের জন্য দুআ করেছেন এই আশায় যে, তাদের বংশধররা হয়তো ইসলামের বক্তব্য গ্রহণ করবে।[১২৮]

---

১২৬. Arbil, Majd. 'The Compassion of the Prophet Towards Those Who Abused Him.' IslamiCity. June 26, 2018

১২৭. মুসলিম

১২৮. বুখারি, মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রাসূল ﷺ বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের ভেতরে কল্যাণময়তার বীজ বসবাস করে এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে যেকোনো মুহূর্তে এ বীজ বিকশিত হতে পারে। রাসূল ﷺ-এর চোখ ছিল আধ্যাত্মিকতার গভীরতাসম্পন্ন। ফলে তিনি কোনো কিছুর বাহ্যিক দিকগুলোর পাশাপাশি অন্তর্নিহিত দিকগুলোর প্রতিও দৃষ্টিপাত করতে পারতেন। তিনি বীজের ভেতর ফুল দেখতে পেতেন, রাতের ভেতর ভোর দেখতে পেতেন, বাঁকা চাঁদের ভেতর পূর্ণিমা দেখতে পেতেন। তিনি মানুষের সর্বোচ্চ সুন্দর রূপটি দেখতে পেতেন। মানুষের সবচেয়ে বড়ো সম্ভাবনাগুলো তাঁর চোখে পড়ত। তিনি ভালোবাসা ও অন্তর্ভেদী কথা দিয়ে মানুষের ভেতরের সৃজনশীলতাকে পরিচর্যা করতেন।

পবিত্র কুরআনে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নাম বিশেষ মর্যাদার সাথে উচ্চারিত হয়েছে। সূর্যের আলোকে বোঝাতে কুরআনে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর আলো দানকারী প্রকৃতিকে বোঝাতে একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সূর্যের আলো সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'কতই না কল্যাণময় তিনি; যিনি আসমানে নক্ষত্ররাজির সমাবেশ ঘটিয়েছেন এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সিরাজান) আর আলো বিকিরণকারী চন্দ্র!' সূরা ফুরকান : ৬১

মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ (ওয়া সিরাজান) হিসেবে।' সূরা আহজাব : ৪৬

সূর্য যেমন অস্ত গেলেও হারিয়ে যায় না, তেমনি মুহাম্মাদ ﷺ মৃত্যুবরণ করলেও তাঁর রেখে যাওয়া শিক্ষার আলো তাঁর অগণিত অনুসারীর হৃদয়কে আলোকিত করে চলেছে।

রাসূল ﷺ খোদা নন; কেবল একজন মানুষই ছিলেন। তাই তাঁর মানবীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর জীবন ও সকল মানুষের জীবনের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন রচনা করে। আপনি যদি শরণার্থী হয়ে থাকেন, তাহলে জেনে রাখুন—মুহাম্মাদ ﷺ আপনার ব্যথা বোঝেন। কেননা, তিনিও একজন শরণার্থী ছিলেন, যাকে তাঁর দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আপনি যদি প্রিয়জন হারানোর বেদনায় কাতর হয়ে থাকেন, তাহলে জেনে রাখুন—মুহাম্মাদ ﷺ আপনার কষ্ট অনুভব করতে পারেন। কেননা, তিনি জীবদ্দশায় তাঁর প্রিয় স্ত্রী ও তিন শিশুপুত্রকে হারিয়েছেন। আপনি যদি ইয়াতিম হয়ে জন্ম নিয়ে থাকেন অথবা আপনি যদি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জীবদ্দশায় আপনার বাবা-মা-কে হারিয়ে থাকেন, তাহলে জানুন—মুহাম্মাদ ﷺ আপনার দুঃখ বোঝেন। কেননা, তিনি জন্মের আগেই বাবাকে হারিয়েছেন, মাত্র ছয় বছর বয়সে মাকে হারিয়েছেন। আপনি যদি আপনার বন্ধুমহল ও পরিবারের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যানের শিকার হয়ে থাকেন, তাহলে জানুন—তিনি আপনার সমব্যথী। কেননা, তিনি তাঁর প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা মানসিক ও শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েছিলেন। যদি দুনিয়ার কেউ আপনাকে গুরুত্ব না দেয় বা অবহেলা করে, তাহলে জেনে রাখুন—মহানবি ﷺ আপনার কষ্ট বুঝতে পারেন। কেননা, তিনি মানুষকে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা বোঝাতে তাঁর বহু বছর লেগেছে।

আপনি যে অবস্থায় নিপতিত হন না কেন, রাসূল ﷺ আপনার সে অবস্থার অনুভূতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছেন এবং আপনি যে উচ্চতর অবস্থানে যেতে চান না কেন, তিনি সেই শিখরে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলেন। আপনার সবচেয়ে বড়ো সাফল্য বা সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতার মুহূর্তেও তাঁকে আপনি দৃষ্টান্ত ও পথনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। কেননা, তাঁর জীবন এমন এক কম্পাস—যা আপনাকে জান্নাতের চূড়ায় পৌছে দিতে পারে।

মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের মনে করিয়ে দেন আমরা কে

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ মহানবি ﷺ-কে এভাবে সম্মানিত করেছেন—'আর নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।'[১২৯] অনেক বিশ্লেষকের মতে, আল্লাহ যখন রাসূল ﷺ-কে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন, তখন তিনি মানবজাতির প্রত্যেকের বক্ষস্থিত হৃদয়কেও সম্বোধন করে থাকেন। কারণ, সকল মানুষ এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্ট। সূরা আ'রাফ : ১৮৯

আমরা যখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথা আলোচনা করি এবং তাঁর জন্য দরুদ পাঠ করি, তখন আমরা মূলত আল্লাহর ইবাদতেই লিপ্ত হই। কেননা, আমরা আল্লাহর নির্দেশরই অনুসরণ করছি। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবির প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবির জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো।' সূরা আহজাব : ৫৬

---

১২৯. সূরা কালাম : ৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মহানবি ﷺ-এর নবুয়তি আলোর (নুর মুহাম্মাদ) স্মরণ আমাদের ভেতরের কল্যাণময়তার বীজকে বিকাশে সাহায্য করে। আমরা যখন রাসূল ﷺ-এর প্রতি সালাম প্রেরণ করি, তখন আমরা মূলত নিজের প্রতিও সেই সালাম প্রেরণ করে থাকি।

আমরা যতই মানবীয় মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করছি, ততই দেখতে পাচ্ছি—মানবীয় সীমাবদ্ধতার দেয়ালকে ভাঙতেই দুনিয়াতে নবি-রাসূলদের আগমন ঘটেছিল। দৌড়বিদ রজার ব্যানিস্টার-এর উদাহরণ থেকে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যেতে পারে—

> ১৯৫৪ সালে রজার ব্যানিস্টার নামে এক দৌড়বিদ মানবেতিহাসে প্রথমবারের মতো চার মিনিটের কম সময়ে এক মাইল দূরত্ব অতিক্রমের রেকর্ড স্থাপন করে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, ব্যানিস্টারের এ রেকর্ড গড়ার কয়েক বছরের মধ্যে বেশ কয়েকজন দৌড়বিদ চার মিনিটের কম সময়ের মধ্যে এক মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। ব্যানিস্টার মূলত কোনো রেকর্ড ভাঙেননি, তিনি শুধু মানুষের মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক দেয়াল ভেঙে দেখিয়ে দিয়েছেন—মানুষের পক্ষে কী করা সম্ভব![১৩০] একইভাবে আল্লাহ তাঁর নবি-রাসূলদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আধ্যাত্মিকতার সামনের বাধা অপসারণের জন্য, যাতে মানুষ তার নিজের সম্ভাবনা বিকাশের জন্য উপযুক্ত দৃষ্টান্ত চোখের সামনে দেখতে পায়।

সূর্যের সাথে তুলনা করলে মহানবি ﷺ-কে পূর্ণিমার চাঁদ হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। কেননা, তিনি আল্লাহর পরম সত্যের দিকে মুখ করে আছেন এবং আমাদের আত্মার ভেতরের অন্ধকারকে আলোকিত করে চলেছেন। তিনি আল্লাহর বার্তার সাথে নিজের বিনয়, নম্রতা, দয়া, ভালোবাসা ও ক্ষমার গুণকে একীভূত করেছেন। তাঁর কাজ ওহির চেতনার পর্দাকে উন্মোচিত করেছে, তাঁর কথা মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভুল ধারণার অপনোদন করেছে, তাঁর চরিত্র ইবাদতের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং তাঁর পুরো জীবন আল্লাহর একত্ববাদ ধারণার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে। রাসূল ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন—কী করে হিংসা, কাম, ক্রোধ, লোভ, অহংকারের মতো কুপ্রবৃত্তিগুলো থেকে বেঁচে থাকা যায়, কী করে তওবা ও জিকিরের মাধ্যমে

---

১৩০. Taylor, Bill. 'What Breaking the Four-Minute Mile Taught Us About the Limits of Conventional Thinking.' *Harvard Business Review*. April 10, 2018

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নিজের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে তোলা যায়। রাসূল ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন, জগতে যা কিছু আমরা দেখি—তা হলো সেই জিনিসের প্রতিফলন, যা আমরা নিজের ভেতর বহন করে চলেছি। কাজেই আমাদের জীবনকে বদলাতে হলে আমাদের হৃদয়কে বদলানোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

পচে যাওয়া হৃদয়ের সাথে সৎকর্ম একটি কপটতা এবং পবিত্র হৃদয়ের সাথে সৎকর্মহীনতা একটি বিভ্রম। মহানবি ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন—কীভাবে অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি ও বাহ্যিক আনুগত্যের সমন্বয় সাধান করে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার যাত্রাপথে এগিয়ে যেতে হয়। মহানবি ﷺ বলেছেন—

> 'আমি মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতা সাধনের জন্য দুনিয়াতে এসেছি।'[১৩১]

রাসূল ﷺ দেখিয়ে গেছেন, নেতৃত্ব মানে কর্তৃত্ব নয়; বরং নেতৃত্ব মানে ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

“

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মর ণ করো। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।
সূরা আহজাব : ৪১-৪২

যা কিছু আসমানে আছে আর যা কিছু জমিনে আছে —সবকিছুই প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহর; যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, অতি পবিত্র, মহাপরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞানী। সূরা জুমুআ : ১

তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের পক্ষে কঠিন। সূরা বাকারা : ৪৫

”

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নামাজ : আল্লাহর ভালোবাসাকে ধারণ

আরবি শব্দ সালাহ (নামাজ) এসেছে তিন বর্ণের মূল শব্দ ص ل و থেকে, যার অর্থ—মিনতি করা, কাছ থেকে অনুসরণ করা, সংযুক্ত হওয়া, বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। আমরা যখন নামাজ পড়ি, তখন আমরা জগতের সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করি এবং আল্লাহর পরম সত্যের (আল হাক্ক) সাথে নিজেকে যুক্ত করি। নামাজ হলো এমন এক ইবাদত—যেখানে বিনয়, ধ্যান ও কুরআন পাঠের মাধ্যমে মানুষের শরীর, মন, চেতনা ও আত্মা একাকার হয়ে যায়। নামাজ হলো এমন এক চার্জিং স্টেশন, যেখান থেকে দৈনিক পাঁচবার আমরা আমাদের হৃদয়কে আল্লাহর ভালোবাসার চার্জ দিয়ে পূর্ণ করি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।' সূরা জারিয়াত : ৫৬

আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহর নিঃশর্ত ভালোবাসার যন্ত্রে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে তাঁকে জানা, ভালোবাসা এবং তাঁর ইবাদতে মগ্ন হওয়া। নামাজ হলো একটি অ্যান্টেনার মতো, যে অ্যান্টেনা দিয়ে বিশ্বজগতে প্রচারিত (ব্রডকাস্ট) আল্লাহর ভালোবাসাকে নিজের হৃদয়ে ধারণ করা যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথে আছেন।'
> সূরা হাদিদ : ৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তিনি আরও বলেন—

> 'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি। তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনি থেকেও অধিক নিকটবর্তী।' সূরা ক্বফ : ১৬

তাই নামাজ মানে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া নয়; বরং আমরা আল্লাহর কতটা নিকটবর্তী সে কথা স্মরণ করা।

> 'যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায়, তারা সঠিক পথে চলবে।' সূরা বাকারা : ১৮৬

আমরা যখন আন্তরিকভাবে আল্লাহকে ডাকি, তখন তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দেন এবং তাঁর নৈকট্যকে আমাদের জন্য উন্মোচন করেন। আমরা যখন নিজেদের সত্তাকে পেছনে রেখে আল্লাহর দিকে ফিরি, তখন অনুভব করতে পারি যে, আমরা সৃষ্টিজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নই। আল্লাহ দূর আকাশের বাসিন্দা নন; বরং আমাদের হৃদয় থেকে শুরু করে সৃষ্টিজগতের সবকিছুতে আল্লাহর ভালোবাসার প্রতিফলন অবিরতভাবে ঘটে চলেছে।

> 'ভালোবাসা খুঁজে বেড়ানো তোমার কাজ নয়। তোমার কাজ হলো— ভালোবাসার সামনে যে দেয়ালগুলো তুমি নির্মাণ করেছ, সেগুলো খুঁজে বের করা।' —জালালুদ্দিন রুমি

নামাজ কেবল কিছু শারীরিক অবস্থান পরিবর্তনের নাম নয়। কিছু প্রার্থনা-বাক্য উচ্চারণ ও বিনয় প্রদর্শনই নামাজের মূলকথা নয়। আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই, তখন মূলত ভালোবাসার কক্ষপথে যুক্ত হই, নদীর সাথে প্রবাহিত হই, গাছের ঝিরঝিরে বাতাসের সাথে মিশে যাই, চাঁদের সঙ্গে নাচি এবং পাখিদের সাথে গান গাই। আমরা যখন নামাজ পড়ি, তখন জগতের অস্তিত্বশীল সেই সব সৃষ্টির সাথে যুক্ত হই—যারা অবিরতভাবে আল্লাহর প্রশংসা করে চলেছে।

> 'তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে জমিনে; সূর্য, চাঁদ, তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের ওপর শাস্তি অবধারিত হয়ে আছে। আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন, তাকে আর সম্মানিত করার কেউ নেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন।' সূরা হজ : ১৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নামাজ কোনো শাস্তি নয়, নয় কোনো পুরস্কার; বরং নামাজ হলো আল্লাহর সাথে আমাদের সহজাত সংযুক্ততার একটি চর্চা। নামাজের গভীরতম উদ্দেশ্য কোনো লক্ষ্য অর্জন নয়; বরং নামাজ হলো আল্লাহর সাথে আন্তরিক কথোপকথনের একটি মাধ্যম মাত্র।

নামাজ আপনারই জন্য

আল্লাহর আমাদের প্রার্থনার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই আমাদের প্রার্থনা আল্লাহর জন্য নয়; বরং আমাদের নিজেদের আত্মার সুরক্ষার জন্য।[১৩২] আমরা যদি পাপ করার পর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা বন্ধ করে দিতাম, তাহলে জগতের কাউকে প্রার্থনারত দেখতে পাওয়া যেত না। মানুষ মাত্রই ভুল; পাপের উর্ধ্বে কেউ নেই। ঈমানদার সে নয়, যার কোনো পাপ নেই; বরং ঈমানদার সে, যে পথভ্রষ্ট হওয়ার পর আবার আল্লাহর কাছে ফিরে আসে।

> 'এসো, তুমি যে-ই হও, চলে এসো। তুমি পর্যটক, প্রার্থনাকারী, প্রেমিক, পরিত্যাগকারী যে-ই হও—কোনো সমস্যা নেই। এটি হতাশার কাফেলা নয়। তুমি যদি তোমার ওয়াদা হাজারবারও ভেঙে থাকো, তবুও তুমি নির্ভয়ে চলে এসো। এসো, তুমি চলে এসো।'
> —জালালুদ্দিন রুমি

সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য অর্জন নয়; বরং নামাজের মূল কাজ হলো আমাদের আল্লাহর দয়ার সেই ঝরনাধারায় প্রবেশ করিয়ে দেওয়া, যা সর্বদা আমাদের ওপর বর্ষিত হয়ে চলেছে। নিজেকে অনেক বেশি ত্রুটিপূর্ণ, মূল্যহীন ও পাপী ভেবে আল্লাহর প্রার্থনা বন্ধ করে দেওয়া মোটেই ঠিক না। কারণ, আমরা আল্লাহর কতখানি ইবাদত করব, তার পরিমাণ সীমাবদ্ধ হলেও আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ভান্ডার মোটেই সীমাবদ্ধ নয়।

আমরা এ কারণে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিই না যে, আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা ভুলে যান; বরং এ কারণে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিই যে, আমরা আমাদের ক্ষুদ্রত্ব এবং তাঁর দয়ার প্রয়োজনের কথা নিজেরাই ভুলে যাই।

---

১৩২ সূরা জাসিয়া : ১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ, প্রার্থনা আমাদের ও আল্লাহর মধ্যকার আবরণকে সরিয়ে দেয় এবং ভালোবাসার প্রাকৃতিক অবস্থানের কাছে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।'
সূরা আনকাবুত : ৪৫

কারণ, নামাজ ধারাবাহিকভাবে আমাদের মনে করিয়ে দেয়—আমরা কে এবং আমরা কেন এখানে। নামাজের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের মনোযোগ সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার দিকে নিবদ্ধ হয়। তাই নামাজ হলো দুনিয়ার বোঝা থেকে আত্মাকে মুক্তি দেওয়ার একটি মাধ্যম।

প্রায়শই লোকেরা নামাজ থেকে কী লাভ করা যায় সেদিকে দৃষ্টিপাত করে থাকে, কিন্তু নামাজ থেকে যা লাভ করা যায়, তার চেয়ে বেশি পরিত্যাগ করা যায় সেই সব জিনিস, যা আমাদের আত্মাকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত হতে বাধা দেয়। আমাদের মানসিক যে প্রতিমূর্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণে বাধা দেয়, নামাজ ঠিক তার ওপর একটি আলো নিক্ষেপ করে। নামাজের সময় আমাদের অনেক কথা মনে আসে—অন্যরা কী ভাবছে, দিনের অনান্য কাজের শিডিউল মেলানো, উপার্জন বাড়ানোর ভাবনা, কী করে আরও সফল হওয়া যায় ইত্যাদি। এসব চিন্তা আমাদের মনোযোগকে অন্যদিকে সরিয়ে দেয়, যেখানে আল্লাহ আমাদের তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান করে চলেছেন। আত্মসমর্পণের মানে এই না যে, আমরা আমাদের দৈনন্দিন সমস্যাগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখব; বরং আত্মসমর্পণের মানে হলো—আমরা আমাদের প্রচেষ্টার ফলাফলের জন্য নিজের ওপর নয়; আল্লাহর ওপরই নির্ভর করব।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নিতে হবে। অন্যথায় আমরা যদি কেবল তখনই প্রার্থনা করি—যখন প্রার্থনা করতে মন চায়, তাহলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে, আমরা যেন আল্লাহর জন্য প্রার্থনা করছি না; প্রার্থনা করছি নিজের প্রবৃত্তির জন্য।

নামাজকে সমাপ্তির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক না। কারণ, আল্লাহর সাথে সংযুক্ততা ও সংলাপই হলো সমগ্র জীবনের উদ্দেশ্য। ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার পরিচর্যার জন্য সবচেয়ে বড়ো সুযোগ এনে দেয় নামাজ। কারণ, আল্লাহ নিয়মিত আমাদের তাঁর দিকে আহ্বান জানান। আমাদের মনের অবস্থা যেমনই হোক না কেন বা আমরা যে পরিস্থিতিতেই থাকি না কেন, আমাদের নিয়মিত নামাজে দাঁড়াতে হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এমনকী সেই সব দিনেও, যেই দিনগুলোতে আমরা আল্লাহর সাথে বিচ্ছিন্ন বোধ করি। এর কারণ এই যে, আমরা আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করলেও তিনি কিন্তু আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। আমরা যখন সিজদা দিতে গিয়ে মাটি স্পর্শ করি, তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করি, জীবনের কঠিন মুহূর্তেও আল্লাহর রহমতে সিক্ত হওয়ার স্বাদ অনুভব করি।

মাঝে মাঝে আমরা নামাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত জিনিসের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করি। অথচ নামাজের মাধ্যমে যে অনেক জিনিস থেকে আমরা পবিত্র হই, সেদিকে লক্ষ করি না। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ-এর একটি বিখ্যাত হাদিস আছে এ রকম—

> 'বলো, যদি তোমাদের বাড়ির দরজার সামনে একটি নদী থাকে, আর সেখানে যদি দৈনিক তুমি পাঁচবার গোসল করো, তাহলে কি তোমাদের শরীরে কোনো ময়লা থাকবে?' সাহাবিরা বললেন—'না, কোনো ময়লা থাকবে না।' তখন রাসূল ﷺ বললেন—'নামাজের ব্যাপারটাও সে রকম। আল্লাহ এভাবেই দৈনিক পাঁচবার পাপগুলো মোচন করে দেন।'[১৩৩]

নামাজ হলো ইসলামের তাঁবুর মাঝের স্তম্ভ। নামাজ হলো এমন এক আধ্যাত্মিক গোসল, যা আমাদের আত্মার ভুলে যাওয়ার প্রবণতাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। নামাজ এমন এক ফ্লাশলাইট, যা আমাদের আত্মার ভেতরে সুপ্ত অবস্থায় থাকা আল্লাহর সামনে স্থাপিত সকল প্রতিমূর্তি ও বাধাকে আলোয় এনে দেয়, যাতে আমরা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারি।

নামাজ আমাদের আবেগকে পাশ কাটানো বা দমিয়ে রাখার মাধ্যম নয়; বরং নামাজ হলো নিজের ভঙ্গুরতা সত্ত্বেও আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়া। আল্লাহ চান—আমাদের সব সমস্যা, ব্যথা-বেদনা, সংগ্রামকে সাথে নিয়েই যেন আমরা তাঁর সামনে উপস্থিত হই। আল্লাহ চান, আমরা যেন তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করি, যাতে তিনি আমাদের সেই সত্তায় ফিরিয়ে দেন; যা আমরা সব সময় ছিলাম, কিন্তু নিজের পাপের কারণে সে সত্তাকে দেখার দৃষ্টিশক্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। রাসূল ﷺ বলেছেন—'নামাজ হলো জান্নাতের চাবি।'[১৩৪] কারণ, নামাজ আমাদের আল্লাহর সাথে একাত্ম করে দেয়, হৃদয়ের চোখকে পরিশুদ্ধ করে এবং জান্নাতের পথের সাথে সংযুক্ত করে দেয়।

---

১৩৩. বুখারি, মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নামাজের বিধান

নামাজই একমাত্র ইবাদত, যেটি জিবরাইল ﷺ-এর মাধ্যমে নয়; মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহ সরাসরি দান করেছেন। আল্লাহ মানুষের সাথে কথা বলেন তাঁর রাসূলদের কাছে পাঠানো ওহির মাধ্যমে আর মানুষ আল্লাহর সাথে কথা বলে নামাজের মাধ্যমে। এ কারণে, এমনকী আমরা যখন একাকী নামাজ পড়ি, তখনও বলি—

> 'আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।' সূরা ফাতিহা : ৫

প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি সৃষ্ট জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলে চলেছেন, নামাজ হলো আল্লাহর সেই কথার সাড়া দেওয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম।

অনেক সাধক বলে থাকেন—'যদি ত্রিশ মিনিট সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করার সময় তুমি না পাও, তাহলে আল্লাহকে এক ঘণ্টা ধরে স্মরণ করো।' অন্য কথায়, 'যদি তুমি সময়ের স্রষ্টার জন্য সময় বের করতে না পারো, তাহলে তোমার কল্পনার চাইতেও বেশি সময় ধরে ইবাদত করা দরকার।' একটি প্রশান্তির ঘুমের রাত্রি শরীরকে যা দান করে, নামাজও আত্মাকে তা-ই দান করে।

বেশিরভাগ মানুষ যা বুঝতে ব্যর্থ, হয় তা হলো—আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই, তখন আমরা আমাদের ওপর সময়ের কর্তৃত্বকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। এটি বোঝার জন্য বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের (থিউরি অব রিলেটিভিটি) ওপর দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। যেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সময় আপেক্ষিক। আইনস্টাইন দেখিয়েছেন, কোনো বস্তু যখন আলোর গতির কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন সেই বস্তুর জন্য সময় ধীর হয়ে যায়।[১৩৫] মহাজগতে ভ্রমণ করে চলা একটি আলোকরশ্মি বাস করছে বর্তমান মুহূর্তে; যার কোনো অতীত নেই, নেই কোনো ভবিষ্যৎ। আমরা যদি কোনোভাবে সেই আলোকরশ্মিতে প্রবেশ করতে পারি, তাহলে সময় থেমে যাবে। এ কারণে যখন আমরা আন্তরিকভাবে সেই আল্লাহর উপস্থিতির সাথে যুক্ত হই—'যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আলো'[১৩৬] তখন সময় প্রসারিত হতে শুরু করে।

---

১৩৫. Redd, Nola Taylor. 'Einstein's Theory of General Relativity.' Space.com. November 8, 2017

১৩৬. সূরা নুর : ৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমার প্রতিপালকের একদিন হলো তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।' সূরা হজ : ৪৭

এর কারণ হলো, আমরা আল্লাহর চিরন্তন আলোর মধ্যাকর্ষণ শক্তির যতই কাছাকাছি হই, সময় ততই ধীর হতে থাকে। তাই জীবনকালে বেশি সময় পাওয়ার গোপন সূত্র হলো নামাজে তাড়াহুড়ো না করে অন্তরের সংযোগ ও ধীরতা বাড়িয়ে দেওয়া, যাতে আমরা আল্লাহর নুরের নিকটবর্তী হতে পারি। ফেরেশতারা নুরের তৈরি। তাঁরা বসবাস করে বর্তমানের ভেতর। আল্লাহর ইবাদত ও প্রশংসা করাই তাঁদের একমাত্র কাজ। এ কারণে আমরা যখন আমাদের শরীর ও কণ্ঠস্বরকে একাত্ম করে নিজের ইবাদতে নিবিড় মনোসংযোগ করতে সক্ষম হই, সেই সময়টাতে আমরা ফেরেশতাদের অনুরূপ অবস্থানে চলে যাই।

আমরা যতই আমাদের অহংকে নির্বাপিত করব এবং যতই নিজেকে দুনিয়ার বিভ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারব, ততই আল্লাহর সর্বব্যাপী একত্বের নিকটবর্তী হতে পারব। মনের এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলোকে থামিয়ে দিয়ে সেখানে আল্লাহর উপস্থিতিকে ধারণ করতে পারলে আল্লাহর ধারাবাহিক পথনির্দেশনার ঝরনাধারার কলকল ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। নামাজের মধ্যকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক অবস্থান হলো সিজদা। কেননা, কেবল সিজদার সময়ই হৃদয় (হৃৎপিণ্ড) মস্তিষ্কের ওপরে চলে আসে এবং পুরো শরীরের ওপর রাজত্ব করে। আমরা যখন সিজদা করি, তখন মাথা থাকে হৃৎপিণ্ডের নিচে, ফলে মস্তিষ্কে সহজেই অক্সিজেন ও রক্তপ্রবাহ হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, এই শারীরিক অবস্থান মানুষের মানসিক চাপ ও হতাশা দূর করতে সাহায্য করে।[১৩৭]

নামাজ আমাদের আধ্যাত্মিক, শারীরিক ও মানসিক উপশম দান করে। কয়েক ডজন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, মাটি বা মেঝেতে উবু হয়ে সিজদা করার মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। খালি পা, হাত ও কপাল যখন মাটি স্পর্শ করে, তখন আমাদের শরীরের অনেক ক্ষতিকর বৈদ্যুতিক চার্জ ডিসচার্জ হয়ে যায়।[১৩৮] শুধু শারীরিক উপকারিতা নয়, সিজদার মাধ্যমে আমরা অনেক আধ্যাত্মিক উপকারিতা পেয়ে থাকি। সিজদা আমাদের আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও নিজের তুচ্ছতার কথা মনে করিয়ে দেয়। মুসলিম শরিফে রাসূল ﷺ বলেছেন—

---

১৩৭. Alban, Deane. 'How to Increase Blood Flow to the Brain.' *Brain Fit*, June 24, 2018

১৩৮. Chevalier, Gaétan, et al. 'Earthing: Health Implications of Reconnecting the Human Body to the Earth's Surface Electrons.' *Journal of Environmental and Public Health*.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'আল্লাহর বান্দা তাঁর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয় তখন, যখন সে সিজদায় থাকে। অতএব, তোমরা আল্লাহর কাছে মিনতি করো।'

কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ এত লম্বা সময় ধরে সিজদা করতেন যে, সেই সময়ে ৫০টি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা যেত।[১৩৯] আমরা যখন সিজদা করি, তখন দুনিয়ার সকল দুশ্চিন্তার বোঝা আমাদের মাথা থেকে নেমে যায়। নদীর স্রোত যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে প্রশান্ত হয়ে যায়, আমাদের কষ্ট-বেদনা ও নানা সমস্যাও তেমনি আল্লাহর ভালোবসার সমুদ্রে প্রবেশ করে প্রশমিত হয়ে যায়।

'নিশ্চয়ই যখন বান্দা নামাজে দাঁড়ায়, তখন তার পাপগুলো মাথায় অবস্থান করে। যতবার সে রুকু ও সিজদা করে, ততবার তার পাপগুলো ঝরে পড়ে যায়।'[১৪০]

সুফিরা বলে থাকেন—

'আল্লাহর নিকট একবার সিজদা করলে তা আপনাকে নিজের কুপ্রবৃত্তিকে হাজারবার সিজদা করা থেকে মুক্তি দেবে।'

পানি যেমন নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে, তেমনি আমরা যখন নিচু হয়ে সিজদা করি, তখন আল্লাহর ভালোবাসা ও দয়ার প্রবাহকে ধারণ করার জন্য উপযুক্ত অবস্থানে থাকি। আমরা যখন নামাজে থাকি, তখন মূলত নিজের শূন্য হাতকে সামনের দিকে প্রসারিত করে দিই, আল্লাহ তাঁর দয়ার সাগর থেকে অফুরান দয়া সেই শূন্য হাতে ঢেলে দেন।

পবিত্র কুরআনে নামাজ পড়ার সময় খুশুখুজু অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যার অর্থ—বিনয়, নম্রতা, লজ্জা, সমীহ, ভয়, তুচ্ছতা ইত্যাদি অনুভূতি। আল্লাহ বলেন—

'মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নামাজে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে।' সূরা মুমিনুন : ১-২

এজন্যই বলা হয়ে থাকে, যে নামাজের মধ্যে হৃদয়ে আল্লাহর উপস্থিতি নেই, সেটি আদতে নামাজই নয়। দৈনিক পাঁচবার বাহ্যিক নামাজ হলো মূলত হৃদয়ের বিরতিহীন নামাজের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মহানবি ﷺ-এর উম্মতদের জন্য প্রথমে দৈনিক ৫০ বার নামাজের বিধান দেওয়া হয়েছিল, যা অবশেষে কমিয়ে পাঁচবার করে দেওয়া হয়। আল্লাহ যদি নামাজের পরিমাণ কমিয়ে না দিতেন,

---

১৩৯. বুখারি

১৪০. ইবনে হিব্বান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাহলে আমাদের প্রতি বিশ মিনিট অন্তর অন্তর নামাজ পড়তে হতো। ফলে অন্য কোনো কাজই আমরা করতে পারতাম না। নামাজের প্রথম বিধান ও পরবর্তী হ্রাসকৃত বিধানের পেছনে আল্লাহর যে প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে, তা হলো— আমরা আনুষ্ঠানিক ইবাদতের ভেতর থাকি বা না থাকি, আল্লাহর ইবাদত করা উচিত বিরতিহীনভাবে। এর মানে এই না যে, আমাদের সব সময় জায়নামাজে পড়ে থাকতে হবে। কেননা, আল্লাহ সর্বদা আমাদের সাথে কথা বলে চলেছেন। জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন—

> 'তুমি কী নিয়ে চিন্তা করছ? তোমার জীবিকা অর্জন তোমার মণি-মুক্তার সন্ধান থামিয়ে দিতে পারে না। তোমার দৈনন্দিন জীবনকে ত্যাগ করো না। কারণ, সেখানেই তো সেই মণি-মুক্তাগুলো লুকিয়ে আছে।'

যেহেতু মানুষ হিসেবে আমরা ত্রুটিপ্রবণ, সেহেতু আমাদের ত্রুটিগুলো আমাদের আল্লাহর নৈকট্যশীল হতে বাধা দেয়। এ বাধাকে অগ্রাহ্য করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় হলো সিজদা। সূরা আলাক-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আর সিজদা করো এবং (তোমার রবের) নৈকট্য লাভ করো।'

তবে এ সিজদা ও নামাজ হতে হবে সর্বান্তকরণে, আল্লাহর উপস্থিতিকে ধারণ করতে হবে হৃদয় দিয়ে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'মুমিনদের বলো, তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালোভাবেই অবগত।' সূরা নুর : ৩০

এখানে কেবল শারীরিক দৃষ্টিকে অবনমিত রাখার কথা বলা হয়নি; বরং আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছু থেকে নিজের অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে অবনমিত রাখার কথা বলা হয়েছে। নামাজ আমাদের আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার সবকিছু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এক আল্লাহর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রশিক্ষণ দেয়।

আজান ও অজু

দৈনিক পাঁচবার আজানের মাধ্যমে দুনিয়ার সবকিছু থেকে মনোযোগ সরিয়ে আমাদের এক আল্লাহর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। একজন কবি বলেছেন—'আল্লাহ একটি ছোট্ট পতঙ্গের পায়ের ধ্বনিও শুনতে পান।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কাজেই উচ্চৈঃস্বরে আজান আল্লাহর জন্য দেওয়া হয় না; বরং দুনিয়ার নানা কাজে নিমজ্জিত আমাদের হৃদয়ের জন্য আজান অ্যালার্ম ঘড়ি হিসেবে কাজ করে। আমরা যে কাজেই ব্যস্ত থাকি না কেন, আমাদের হাতের কাজ যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, আজান আমাদের মনে করিয়ে দেয়—আমার হাতের কাজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আল্লাহকে স্মরণ করা।

আজান আমাদের দৃষ্টিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ করে দেয়। আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সত্যিকারের সুখ টাকা বা দুনিয়াবি কোনো অর্জনের ভেতর পাওয়া যায় না; বরং প্রকৃত সুখ রয়েছে আল্লাহর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক ও আল্লাহর ইবাদতের ভেতর। আজান মনে করিয়ে দেয়, নামাজ হলো সাফল্যের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি (হাইয়া আলাল ফালাহ)। ফালাহ শব্দটির অর্থ 'সাফল্য' বলা হলেও এ শব্দটি এসেছে ف ل ح মূল শব্দ থেকে। যার অর্থ—সাফল্য, অর্জন, চাষাবাদ। আরবি ফেল্লাহ বা কৃষক শব্দটি এসেছে এখান থেকেই। এর মানে হলো—ইবাদতের চাষাবাদের ভেতরেই রয়েছে প্রকৃত সাফল্য। এ কারণে নামাজকেই একটি পুরস্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বলা হয়, দিনে পাঁচবার আল্লাহ আমাদের আধ্যাত্মিক ভোজে আমন্ত্রণ জানান। যদি আমরা এ আমন্ত্রণে সাড়া না দিই, তাহলে আমাদের আত্মা অভুক্ত থেকে যায়।

আল্লাহর আমন্ত্রিত ভোজে যোগ দেওয়ার আগে নিজেকে পবিত্র করে নিতে হয় অজুর মাধ্যমে। অজু সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য উঠো, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, মাথা মাসেহ করো, পদযুগল গিঁটসহ ধৌত করো।' সূরা মায়েদা : ৬

পানির সাহায্যে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে ধৌত করাই হলো অজু, যার প্রতীকী অর্থ হলো—শরীর থেকে পাপগুলো ধৌত করে ফেলা এবং আমাদের ও আল্লাহর সামনে যে বাধাগুলো আমরা স্থাপন করেছি, তাকে সরিয়ে ফেলা। মুসলিম শরিফে মহানবি ﷺ বলেছেন—

> 'যখন মুমিন বান্দা অজু করে, তখন তার শরীর থেকে সব গুনাহ ঝরে পড়ে।'
>
> আল্লাহ তায়ালা বলেন—
>
> 'সবকিছুকে সৃষ্টি করা হয়েছে পানি থেকে।'[১৪১]

---

১৪১. সূরা আম্বিয়া : ৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কাজেই আমরা যখন পানি দিয়ে অজু করি, তখন প্রতীকী অর্থে নিজেকে সত্যের পানি দিয়ে পরিশুদ্ধ করি।

মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন—'নামাজের চাবি হলো অজু।'[১৪২] অজু কেবল শারীরিক পবিত্রতা অর্জনের নাম নয়। অজু হলো এ বিশ্বের মালিক রাজাধিরাজ সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃতের অধিকারী আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর আগের প্রস্তুতি হিসেবে আত্মার পরিশুদ্ধি প্রক্রিয়া।

কাবার দিকে মুখ ফেরানো

আমাদের অনুভূতি ও চেতনাকে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট করার পর আমরা একত্ববাদের কেন্দ্রবিন্দু কাবার দিকে মুখ ফেরাই। কাবাকে বলা হয় আল্লাহর ঘর। এটি হলো মক্কায় অবস্থিত ঘনক আকৃতির কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা একটি অবকাঠামোর নাম। এ দুনিয়াতে এটিই প্রথম ইবাদতগৃহ, যেটি তৈরি করেছিলেন আদম ও মা হাওয়া ﷺ। পরবর্তী সময়ে একশ্বেরবাদী ধর্মগুলোর অনুসারীদের পিতা ইবরাহিম ﷺ এটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটিই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হিদায়াত ও বরকতময়।' সূরা আলে ইমরান : ৯৬

অবশ্য কাবা আল্লাহর বস্তুগত ঘর নয়; বরং প্রতীকী অর্থে আল্লাহর ঘর। কেননা, আল্লাহর কোনো আকার নেই এবং তিনি স্থান ও সময়ের সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। আমাদের একতাবদ্ধ করার লক্ষ্যেই সবাইকে একটি ভৌগোলিক কেন্দ্রের দিকে মুখ ফেরাতে বলা হয়েছে। যখন দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ একটি কেন্দ্রের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে উদ্যত হয়, তখন পুরো দুনিয়া একটি জায়নামাজে পরিণত হয়।

ফেরেশতাদের যেভাবে আদম ﷺ-এর পায়ে সিজদা করতে বলা হয়েছে, আমরা সেভাবে বস্তুগত কোনো কিছুর কাছে সিজদা করি না; আমরা সিজদা করি আল্লাহর মহত্ব ও হুকুমের কাছে। আমরা আল্লাহর নিশ্বাসের সুগন্ধের কাছে সিজদা করি, যার ছোঁয়ায় সবকিছু প্রাণ লাভ করে। কাবা মানুষের হৃদয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। রাবেয়া বসরি বলেছেন—

> 'আমি হৃদয়ের সর্বজনীন মসজিদে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করি, যে মসজিদের কোনো দেয়াল নেই।'

---

১৪২. তিরমিজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল ফাতিহা : হৃদয়-উন্মোচক

প্রতিটি নামাজ শুরু হয় পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা ফাতিহা দিয়ে। ফাতিহা শব্দের অর্থ ভূমিকা, শুরু, সূচনা, উন্মোচক। এ সূরাটি আমাদের হৃদয়কে আল্লাহর পথনির্দেশের আলোর সামনে উন্মোচন করে দেয়। সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াতকে 'কুরআনের মা' বলে অভিহিত করা হয় এবং বলা হয়—এ সূরাটি হলো সমগ্র কুরআনের সারসংক্ষেপ। সূরা ফাতিহার আয়াতগুলো হলো আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর দরজা। কেননা, এ আয়াতগুলো কেবল আল্লাহর পথনির্দেশ প্রার্থনার কৌশলই শেখায় না; বরং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরির উপায়ও বাতলে দেয়।

মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন—

> 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন—"আমি দুআকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছি এবং আমার বান্দার ভাগে তা-ই রয়েছে, যা সে কামনা করে।" যখন সে বলে—"সকল প্রশংসা ও মহিমা বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহর জন্য", তখন আল্লাহ বলেন—"আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।" যখন সে বলে—"তিনি পরম করুণাময়, অতীব দয়ালু", তখন আল্লাহ বলেন—"আমার বান্দা আমাকে মহিমান্বিত করেছে।" যখন সে বলে—"তিনি প্রতিফল দিবসের মালিক", তখন আল্লাহ বলেন—"আমার বান্দা আমার গৌরব করেছে এবং আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।" যখন সে বলে—"আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনার কাছেই সাহায্য চাই", তখন আল্লাহ বলেন—"এটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার এবং আমার বান্দা যা চায়, তা সে পাবে।" যখন সে বলে—"আমাদের সরল পথ দেখান, তাদের পথ—যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব নাজিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে", তখন আল্লাহ বলেন—"এ হলো আমার বান্দা এবং আমার বান্দা তা-ই পাবে, যা সে চায়।"'[১৪৩]

সূরা ফাতিহা শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ শব্দটির মাধ্যমে, যার অর্থ—সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। পবিত্র কুরআনের শুরুতেই আল্লাহর প্রশংসা ও

---

১৪৩. মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, আল্লাহকে অনুভব করার পূর্বশর্ত হলো কৃতজ্ঞতার অনুভূতি। কৃতজ্ঞ হলেই কেবল আমরা আল্লাহর স্বতঃপ্রবহমান ভালোবাসাকে ধারণ করার উপযুক্ততা লাভ করি।

সূরা ফাতিহা আমাদের শেখায়, আধ্যাত্মিক পথের যাত্রা শুরু হয় আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এ সূরার প্রথম কয়েকটি আয়াতে রয়েছে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কিত জ্ঞান এবং পরের আয়াতগুলোতে রয়েছে—সেই জ্ঞানকে কীভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, সে সম্পর্কিত নির্দেশনা। আমরা যখন উপলব্ধি করতে পারি যে, এক আল্লাহ এ সৃষ্টিজগৎ ও পরকালের জগতের একমাত্র প্রভু, তখন আমরা আল্লাহর প্রতি নত হই। কারণ, আমরা জানি—আমাদের জীবনের পরিণামের ওপর কেবল তাঁরই সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে, আর কারও নেই।

নামাজ ও আল্লাহর স্মরণের রহস্য

দিনে পাঁচবার নামাজ পড়া সহজ কাজ নয়, তবে খাঁটি মুমিনের কাছে এটি আল্লাহর আদেশের আনুগত্যের চাইতেও বেশি কিছু। নামাজ হলো আল্লাহর দয়ার সাগরে সাঁতার কাটা এবং আত্মার প্রতিটি অণুকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতার সাগরে নিমজ্জিত করা। কারণ, আল্লাহ আমাদের আর একটি দিন অবকাশ দিয়েছেন, যাতে আমরা দুনিয়াতে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি। আমাদের বলা হয়েছে, প্রতি মুহূর্তে আমরা যেন আমাদের চরম অসহায়ত্বকে স্মরণে রাখি। খেয়াল রাখি, আমরা কতখানি দুর্বল এবং আমাদের প্রতিটি নিশ্বাস ও প্রতিটি হৃৎস্পন্দনের জন্য আমরা আল্লাহর ওপর কত বেশি নির্ভরশীল। আমরা যতই আল্লাহর ভালোবাসায় নিমজ্জিত হব, ততই দেখতে পাব—নামাজ কেবল কর্তব্য নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের দেওয়া উপহার।

আল্লাহর প্রকৃত প্রেমিক সে নয়, যে তার দিনের সময় কর্তন করে নামাজের জন্য সময় বের করে; বরং আল্লাহর প্রকৃত প্রেমিক সে, যে তার ইবাদতের সময় কর্তন করে কাজের জন্য সময় বের করে।

নামাজ হলো সেই এক আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন ও কথোপকথন, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের এজন্য নামাজ পড়তে বলা হয়নি যে, আমরা কোনে কিছু চাই বা আমাদের কোনো কিছু প্রয়োজন; বরং যা কিছু আল্লাহ আমাদের ইতোমধ্যে দিয়েছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমাদের নামাজ পড়তে বলা হয়েছে। জেনে রাখুন, আল্লাহ সব সময় আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেন; যদিও তাঁর সাড়া আমাদের অনুকূলে না-ও হতে পারে। আলি ﷺ বলেছেন—

> 'কখনো কখনো তোমার প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান করা হয় এ কারণে যে, তুমি না জেনে আল্লাহর কাছে এমন কিছু চেয়ে বসো—যা তোমার জন্য ক্ষতিকর।'

আল্লাহ বলেছেন—আমরা যা চাই, তা যেন আল্লাহর কাছে চাই। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহ সব সময় আমাদের তা-ই দেন, যা আমাদের প্রয়োজন, যখন আমাদের প্রয়োজন।

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা বলেন—'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।' এটি এ কারণে নয় যে, আমরা আল্লাহকে ভুলে গেলে তিনিও আমাদের ভুলে যাবেন; বরং এর কারণ হলো এই যে, আমরা যখন আল্লাহকে সম্মানিত করি, তখন আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে নিজেকেই সম্মানিত করি। সুফিরা বলে থাকেন—

> 'আমাদের প্রশংসার মাধ্যমে আল্লাহর মর্যাদা উচ্চকিত হয় না; বরং আমাদের নিজেদের মর্যাদা উচ্চকিত হয়।'

আমরা দুআ করলে বা আল্লাহর ইবাদত করলে আল্লাহ আমাদের ভালোবাসবেন বিষয় এমন নয়। বিষয় হলো—আমাদের ওপর সব সময় বর্ষিত আল্লাহর নিঃশর্ত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আমাদের ইবাদতের ভেতর। আমরা আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ইবাদত করি না; বরং আল্লাহর ভালোবাসা থেকে ইবাদত করি।

আল্লাহর ভালোবাসা ও অনুগ্রহ সর্বত্র আমাদের অনুসরণ করে চলেছে। যেমনটি একজন সুফি বলেছেন—

> 'আমি ত্রিশ বছর ধরে আল্লাহকে অন্বেষণ করে চলেছি। অবশেষে আবিষ্কার করলাম, আল্লাহ নিজেই অন্বেষণকারী আর আমি হলাম অন্বেষিত ব্যক্তি।'

আপনি আল্লাহকে খুঁজে পাবেন না। কেননা, তিনি কখনো হারান না। আমরা হারিয়ে যাই এবং আমাদের খুঁজে পেতে হয়। নামাজ হলো আল্লাহর দয়ার সাগরের দিকে আমাদের প্রতি জানানো আমন্ত্রণ, যে দয়ার সাগর সর্বদা অস্তিত্বশীল, কিন্তু আমাদের সচেতনতা না থাকায় আমরা সে দয়া অনুভব করতে পারি না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

> 'আল্লাহ যখন তোমার জিহ্বাকে কোনো কিছু চাওয়ার সুযোগ দেন, তখন জেনে নিয়ো, তিনি তোমাকে দিতে চান।'
> —ইবনে আতা আল্লাহ আল ইসকান্দারি

আমরা আল্লাহর ইবাদত করতে পারি আমাদের প্রতি আল্লাহর করুণা আছে বলেই। আমাদের ইবাদত করা না করায় আল্লাহর কিছু এসে যায় না। এতে তাঁর কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। কী করে আমরা আল্লাহকে কিছু দেবো, যেখানে তাঁর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই! তিনিই তো আমাদের সবকিছু দান করেছেন।

হৃদয় দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে পারলে দেখতে পাওয়া যায় যে, আমরা তাঁকে ভালোবাসা শুরু করার বহু আগে থেকেই তিনি আমাদের ভালোবাসা শুরু করেছেন। তাঁর কাছে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই তিনি অনেক কিছু শর্তহীনভাবে আমাদের দান করেছেন।

আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই, তখন দুনিয়ার সকল চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলি। যে মুখোশগুলো আমাদের প্রকৃত চেহারা লুকিয়ে রাখে, সেগুলো সরিয়ে ফেলি। এ নশ্বর পৃথিবীর ওপর রাখা আমাদের হাতের মুষ্টিকে আলগা করি এবং আল্লাহর ভালোবাসার সামনে আমাদের হৃদয়ের দরজাকে উন্মুক্ত করে দিই। নামাজ আমাদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করে যে, আল্লাহর ভালোবাসার চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। আর সে ভালোবাসা যেহেতু তিনি আমাদের ওপর অবিরত বর্ষণ করে চলেছেন, সেহেতু তাঁর কাছে আমাদের মূল্য কোনোভাবেই তুচ্ছ নয়। কাজেই আপনার অতীত, আপনার বর্তমান এবং আপনার পাপ যেন আপনাকে এটি না বোঝাতে পারে যে, আপনি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্য উপযুক্ত নন।

অতএব, নামাজ বন্ধ করবেন না। আপনার বেদনা যদি সহ্যক্ষমতার বাইরেও চলে যায়; এমনকী আপনি যদি হাজারবারও আল্লাহকে দেওয়া আপনার প্রতিশ্রুতি ভেঙে থাকেন, তবুও নামাজ চালু রাখুন। যত বড়ো ঝড় আপনার ওপর বয়ে যাক না কেন, যতটা খারাপ পরিস্থিতিতে আপনি পড়েন না কেন, আপনার জীবন যতই দুর্বিষহ হয়ে পড়ুক না কেন, আল্লাহর ভালোবাসা, ক্ষমা ও অনুগ্রহের দরজা আপনার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। আলি ﷺ বলেছেন—

> 'যখন সমগ্র দুনিয়া তোমাকে ধাক্কা দিয়ে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসতে বাধ্য করে, তখন জেনে রেখ—সেটাই তোমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার সবচেয়ে উপযুক্ত অবস্থান।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন ও নিজেদের মনে (ঈমানের) দৃঢ়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের তুলনা সেই বাগানের ন্যায়—যা উচ্চভূমিতে অবস্থিত, তাতে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে দ্বিগুণ ফল ধরে। যদি তাতে বৃষ্টিপাত না-ও হয়, তবে শিশিরবিন্দুই যথেষ্ট। তোমরা যা কিছুই করো, আল্লাহ তার সম্যকদ্রষ্টা। সূরা বাকারা : ২৬৫

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করো। [১৪৪]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জাকাত : আল্লাহর দান বিতরণ

যখন আপনার কাছে এমন কিছু আছে—যা অপর কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন, তখন সেই ব্যক্তির প্রার্থনার জবাব আল্লাহ আপনার মাধ্যমে দেন। যখন অপরের কোনো প্রয়োজন পূরণের প্রশ্নে আপনি 'হ্যাঁ' বলেন, তখন আপনি আল্লাহর ভালোবাসা, বদান্যতা, উদারতা ও প্রাচুর্যের উপকরণে পরিণত হয়ে যান। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তা ব্যয় করবে—যা তোমরা ভালোবাসো।' সূরা আলে ইমরান : ৯২

আল্লাহ আমাদের প্রিয়বস্তুগুলো দান করতে বলেছেন। কারণ, সৃষ্টিকে ভালোবাসা হলো আল্লাহকে ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।'[১৪৫]

কেবল দুআ ও প্রশংসাবাণী উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না; বরং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাকে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দানশীল ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। আল্লাহ কুরআনে দুই ধরনের দানের কথা বলেছেন : সাদাকা ও জাকাত। সাদাকা হলো সেই দান, যা আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর জাকাত হলো সেই দান, যা আদায় করা বাধ্যতামূলক।

---

১৪৫. আবু দাউদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সাদাকা হলো অপরের কল্যাণার্থে খাঁটি সংকল্পের ভিত্তিতে প্রদান করা উপহার। অন্যদিকে জাকাত হলো একটি বাধ্যতামূলক কাজ, যা শর্তহীনভাবে আল্লাহর বান্দাদের নিকট বিতরণ করতে হয়।

> 'একজন মুমিন কোনো গাছ রোপণ করলে বা কোনো বীজ বপন করলে সেই গাছ থেকে পাওয়া ফল যখন অন্য মানুষ ও পশুপাখি খায়, তখন সেটি মুমিনের দান হিসেবে গণ্য হয়।'[১৪৬]

কেবল অর্থদানই সাদাকা নয়; বরং কল্যাণকর যেকোনো কাজ করা বা সেই কাজটিকে উৎসাহ দেওয়া বা কোনো কল্যাণকর কাজে অংশ নেওয়াও সাদাকা। তাই রাস্তা থেকে ক্ষতিকর কোনো কিছু সরিয়ে দেওয়া, বয়স্ক লোকদের সাথে ধৈর্যপূর্ণ আচরণ করা, অন্ধ লোককে পথ দেখানো—সবই সাদাকার অংশ। এমনকী মহানবি ﷺ বলেছেন—

> 'তোমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দেওয়াও একটি সাদাকা।'[১৪৭]

হতাশ ব্যক্তিকে আশা দেওয়া, বেদনার্ত ব্যক্তির প্রতি মমতা প্রদর্শন করা, দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা, মজলুমের পক্ষে কণ্ঠ উচ্চকিত করা এবং নির্বিশেষে সকলের প্রতি হাসি ও আনন্দ উপহার দেওয়া—এ সবই সাদাকার অন্তর্ভুক্ত।

কথা বলার মাধ্যমে সাদাকা

মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন—'একটি সুন্দর কথা একটি সাদাকা।'[১৪৮] আমাদের কথা বলার সক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার। কাজেই আমাদের জিহ্বাকে বাজে ও বেহুদা কথা, গিবত ও ক্ষতিকর কথা থেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। সুফিরা বলেন—

> 'কোনো কথা বলার আগে কথাটিকে তিনটি দরজা দিয়ে অতিক্রম করাও। প্রথম দরজায় নিজেকে প্রশ্ন করো—এটি কি সত্য? দ্বিতীয় দরজায় নিজেকে প্রশ্ন করো—এটি কি প্রয়োজনীয়? এবং তৃতীয় দরজায় প্রশ্ন করো—এটি কি কল্যাণকর?'

---

১৪৬. মুসলিম
১৪৭. তিরমিজি
১৪৮. বুখারি, মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমাদের কথা বলার সক্ষমতাকে অবশ্যই অন্যদের প্রেরণা, উৎসাহ ও পথনির্দেশ প্রদানের কাজে ব্যয় করতে হবে। প্রতিটি কথারই একটি শক্তি রয়েছে। তাই তো আলি ﷺ বলেছেন—

> 'কেবল তখনই কথা বলো, যখন তোমার বলা কথা নীরবতার চেয়ে বেশি সুন্দর হয়।'

সৃষ্টিজগতের সবকিছু অস্তিত্বশীল হয়েছে আল্লাহর কথা 'হও'-এর মাধ্যমে। অতএব খেয়াল রাখুন, আপনার জিহ্বা হলো একটি ছুরির মতো। এ জিহ্বা কাউকে হত্যা করতে পারে, আবার ডাক্তারের হাতে পড়লে তা দিয়ে কারও প্রাণ রক্ষাও পেতে পারে।

জাকাত : আপনার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের করো

প্রয়োজনমাফিক অভাবগ্রস্তদের প্রতি দানের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সামর্থ্যবান মুসলিমদের বছরে একবার সকল সম্পদের শতকরা ২.৫ ভাগ গরিবদের দান করার যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তাকে জাকাত বলা হয়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় হলো—জাকাত প্রদান করা তার জন্যই অবশ্য কর্তব্য, যার সারা বছরের ব্যয় মেটানোর পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে। জাকাত কেবল ৮ ধরনের মানুষকে দেওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'জাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত, জাকাত বিতরণের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য, ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও মুসাফিরের জন্য। এ আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'
> সূরা তাওবা : ৬০

তবে জাকাত বা সাদাকা যা-ই হোক না কেন, তা অবশ্যই বৈধ পথে উপার্জিত (হালাল) হতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নিজ পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূর্ণ করার পরই কেবল জাকাত প্রদান করা বাধ্যতামূলক। এটি সাধারণ কোনো দান নয়; বরং আমাদের ওপর আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহের করো, যা সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জাকাতের আরেকটি অর্থ হলো—'যা পরিশুদ্ধ করে'। শরীর থেকে যেমন বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে গেলে শরীর পবিত্র হয়, তেমনি জাকাত পুরো সম্পদকে পবিত্রতা দান করে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'তোমাদের নিজেদের কল্যাণে ব্যয় করো। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।' সূরা আত-তাগাবুন : ১৬

কৃতজ্ঞতা ও ঈমানের শত্রু হলো লোভ। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

'আমি এ ভয় করি না যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা অন্য কারও উপাসনা শুরু করে দেবে; বরং এ ভয় করি, তোমরা দুনিয়াবি সম্পদের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।'[১৪৯]

আমরা যখন অপরকে দান করি, তখন বস্তুগত দুনিয়ার প্রতি আমাদের আকর্ষণের বাঁধন ঢিল হতে শুরু করে।

জাকাত সমাজে সম্পদ প্রদান ও গ্রহণের মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। আমরা যদি নিশ্বাস গ্রহণ করি, কিন্তু না ছাড়ি, তাহলে আমাদের শরীরে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, জাকাত না প্রদান করলে সমাজে একই রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

জাকাত হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি একটি অনুগ্রহ। কেননা, জাকাতের মাধ্যমে আমার আমাদের ধন-সম্পদকে পরিশুদ্ধ করি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তিকে যত কম তৃপ্ত করব, আমাদের আত্মা ততই আধ্যাত্মিক পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের কাছে যা কিছু আছে, তার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকটবর্তী হই না; বরং যা কিছু আমরা দান করি, তার মাধ্যমেই আল্লাহর নিকটবর্তী হই। যেহেতু আমাদের কাছে যা কিছু আছে তার সবই ধ্বংসশীল, সেহেতু যা কিছু আমরা দান করে দিই, কেবল তা-ই আমাদের জন্য থেকে যায়।

মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর স্ত্রীর কথোপকথনের মাধ্যমে এ কথাটি অসাধারণভাবে ফুটে উঠেছে। একবার রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী একটি জবাই করা ভেড়ার গোশত বিলিয়ে দিলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—'কিছু কি বাকি আছে?' স্ত্রী জবাবে বললেন—'এটির ঘাড় ছাড়া কোনো কিছু আর অবশিষ্ট নেই।' রাসূল ﷺ জবাবে বললেন—'এর সবকিছুই আছে (আল্লাহর হিসাবে), এর ঘাড়টি ছাড়া।'[১৫০] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে চেয়েছেন—যা কিছু আমরা আল্লাহর পথে দান করি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোই কেবল রয়ে যায়।

---

১৪৯. বুখারি

১৫০. তিরমিজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমরা এ জগতে যে সৎকর্মের বীজ বপন করি, তা কখনো নষ্ট হয়ে যায় না; বরং সেগুলো মৃত্যুপরবর্তী জগতে আমাদের জন্য বিশাল সঞ্চয় হয়ে দেখা দেবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'অতএব, তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র। আর যা আল্লাহর কাছে রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। এগুলো তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের পালকর্তার ওপর ভরসা করে।' সূরা আশ-শূরা : ৩৬

আমরা যখন কবরে প্রবেশ করব, তখন আমাদের সঞ্চিত ধন-সম্পদ আমাদের সাথে যাবে না; বরং যে দান ও সৎ কাজ দুনিয়াতে করব, তা-ই আমাদের সাথে যাবে।

> 'দান সম্পদ কমায় না।'[১৫১]

জাকাত শব্দটির যে শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে, তার অর্থ—বৃদ্ধি, বহুগুণ ইত্যাদি। আমরা যখন আল্লাহর জন্য দান করি, তখন মূলত আমরা আল্লাহর উদারতা ও দয়ার জন্য নিজের দরজা খুলে দিই এবং আরও সম্পদ প্রাপ্তির জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তুলি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'বলো, আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করে দেন, আর যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু (সৎ কাজে) ব্যয় করো, তিনি তার বিনিময় দেবেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।' সূরা সাবা : ৩৯

এ আয়াতে আল্লাহ দানের বিনিময় দেবেন বলেছেন। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন, তিনি বিনিময় হিসেবে বহুগুণ বেশি দান করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'এমন কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে—ফলে তিনি তার জন্য বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।'
> সূরা বাকারা : ২৪৫

---

[১৫১] মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আপনার জাকাতের মালিক আপনি নন

প্রদানকারীকে নয়; বরং গ্রহণকারীকেই জাকাতের মালিক বলা হয়। কারণ, আল্লাহ অভাবগ্রস্তদের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে চান। জাকাত কোনো দান নয়; বরং এটি গরিবের পাওনা। যতক্ষণ এটি পরিশোধ না করছেন, ততক্ষণ আপনি দায়মুক্ত নন। জাকাত আমাদের মনে করিয়ে দেয়—যা কিছু উপার্জন করি, তার মালিক আমরা নই; বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া আমাদের জন্য ঋণ। যখন আমরা কাউকে কোনো কিছু দান করি, তখন নিজের থেকে দিই না; বরং আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে দিই। আমরা আমাদের সম্পদের মালিক নই; বরং আল্লাহর সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক মাত্র।

সুফি-সাধকরা বলেন, 'ইসলামের চারটি মাত্রা রয়েছে। যথা—

১. যা আমার, তা আমার এবং যা তোমার, তা তোমার।

২. যা আমার, তা তোমার এবং যা তোমার, তাও তোমার।

৩. কোনো কিছুই আমার নয়, তোমারও নয়।

৪. আমার ও তোমার বলতে কিছু নেই; শুধু রয়েছে আমাদের।'[১৫২]

কাজেই আপনি যদি আমাকে কিছু দান করেন, তবে প্রকৃতপক্ষে আপনি আমাকে দান করছেন না; বরং আল্লাহই আমাদের দান করছেন। দান গ্রহণের সময় আমি আল্লাহর আর রাজ্জাক নামের স্বাদ অনুভব করি, আর দান করার সময় আপনি আল্লাহর আল কারিম নামের স্বাদ অনুভব করেন।

নিজের উদারতার মালিকানা দাবি করবেন না। কেননা, আমাদের উদারতা হলো আল্লাহর উদারতারই বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে ঈমানদারগণ! দানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা নিজেদের দানকে সে ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করে দিয়ো না, যে নিজের ধন ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য।' সূরা বাকারা : ২৬৪

মনে রাখতে হবে, এ জগতের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ আমাদের ধন্য করেছেন। আমাদের দানের তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই; বরং দান করার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা আমাদেরই প্রয়োজন।

---

১৫২. Safi, Omid. *Radical Love: Teachings from the Islamic Mystical Tradition*, Yale University Press, 2018

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান করো, তবে তা উত্তম। আর যদি গোপনে করো এবং অভাবগ্রস্তদের দান করো, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম; অধিকন্তু তিনি তোমাদের কিছু গুনাহ মোচন করে দেবেন। বস্তুত যা কিছু তোমরা করছ, আল্লাহ তার খবর রাখেন।' সূরা বাকারা : ২৭১

গোপন দান দান-গ্রহীতার মর্যাদা সমুন্নত রাখে এবং দাতাকে অহংকার থেকে সুরক্ষা দেয়। দান করার সুযোগ পাওয়ার জন্য দাতারই উচিত আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা। যদি কেউ অভাবগ্রস্ত না হতো, তাহলে আমরা আল্লাহর উদারতা, মমতা ও ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ পেতাম না। তাই অভাবগ্রস্তদের দান করতে পারাই সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আল্লাহ আমাদের যে অনুগ্রহ করেছেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে অপরের প্রতি সেবামূলক কাজের মাধ্যমে। যখন আমরা অন্যের সেবা করি, তখন নিজের ভেতরের দয়া ও মমতার বীজে পানি সিঞ্চন করি। মহান আল্লাহ বলেন—

> 'তোমরা ভালো কাজ করলে নিজেদের কল্যাণের জন্যই তা করবে।' সূরা বনি ইসরাইল : ৭

আমরা যখন অপরকে দান করি, তখন মূলত নিজেকেই দান করি এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে নিজের মর্যাদাকে সমুন্নত করি; যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে আদমসন্তন! তোমরা ব্যয় করো, আমি তোমাদের জন্য ব্যয় করব।'[১৫৩]

দানের প্রতিটি কণাই মূল্যবান

দান করতে গিয়ে আমাদের মনে হতে পারে, মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় আমার সামর্থ্য তো নেহায়েত তুচ্ছ। সামান্য সামর্থ্য দিয়ে কী করে মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসব! এমন অনুভূতি সৃষ্টি হলে খেয়াল করতে হবে, সবকিছুর সৃষ্টি খুব ক্ষুদ্র অবস্থা থেকেই হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাটির কণা থেকে পাহাড়ের সৃষ্টি হয়। অতি ক্ষুদ্রাকৃতির ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে মানবশিশু অস্তিত্ব লাভ করে।

---

১৫৩. বুখারি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এমনকী যে বিগব্যাংয়ের মাধ্যমে মহাশূন্যে এ বিশ্বের অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছে, তার আকৃতি একটি মটর দানার সমান। একটি খাঁটি হৃদয় ও নিষ্কলুষ সংকল্প থেকে আল্লাহ যা সৃষ্টি করতে পারেন—তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তাকে অবমূল্যায়ন করবেন না। যেমনটি আলি ﷺ বলেছেন—

> 'আল্লাহর সাথে ব্যাবসা করো, তুমি অবশ্যই লাভবান হবে।'

পবিত্র কুরআনে একই কথা ধ্বনিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো, যা উৎপন্ন করল সাতটি শিষ; প্রতিটি শিষে রয়েছে একশো দানা। আর আল্লাহ যাকে চান, তার জন্য বাড়িয়ে দেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।' সূরা বাকারা : ২৬১

আল্লাহ আমাদের সাধ্য মোতাবেক দান করতে বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন—

> 'সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে ব্যয় করবে। আর যার রিজিক সীমিত করা হয়েছে, সে ব্যয় করবে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে। আল্লাহ তাকে যতটা দিয়েছেন, তার অতিরিক্ত বোঝা তার ওপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর আরাম দেন।' সূরা তালাক : ৭

আজ যে ছোট্ট পদক্ষেপ আমরা ফেলছি, আগামীকাল তা কয়েক মাইল দূরের পথ পাড়ি দেবে।

আপনার অর্থ দান করুন, সময় দান করুন। অর্থাৎ আপনার দান করা উচিত—এমন সবকিছু দান করুন। কেননা, আপনি কেবল শূন্য ও রিক্ত অবস্থায়ই আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহের স্বাদ অনুভব করতে পারবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তিনি তোমাদের সেসব কিছুই দান করেছেন, যা তোমরা চেয়েছ (তোমাদের প্রয়োজনের সবকিছু পেয়েছ)। আর তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করতে চাইলে কখনো তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই বড়োই জালিম, বড়োই অকৃতজ্ঞ।'
> সূরা ইবরাহিম : ৩৪

মনে রাখা দরকার—যা কিছু আমরা আল্লাহর পথে দান করছি, তা ক্ষয়িষ্ণু ও ভঙ্গুর। কিন্তু বিনিময়ে আল্লাহ আমাদের যা কিছু দান করবেন, তা চিরস্থায়ী ও অসীম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বৃষ্টির একটি ফোঁটাকেও যেমন সাগর অভিবাদন জানায়, তেমনি আমাদের সামান্য দানেও আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'অতএব, কেউ অণু পরিমাণও সৎ কাজ করলে সে তা দেখবে, আবার কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলেও সে তা দেখবে।'
> সূরা জিলজাল : ৭-৮

কাজেই কোনো ভালো কাজই তুচ্ছ নয়। আলি ﷺ বলেন—

> 'তোমার দান যদি সামান্যও হয়, তুমি লজ্জা পেয়ো না। কারণ, অভাবগ্রস্তকে ফিরিয়ে দেওয়া আরও বেশি লজ্জার।'

আল্লাহর দৃষ্টিতে কোনো সৎকর্মই ছোটো নয়।

মহানবি ﷺ বলেছেন—

> 'প্রতিটি প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের পুরস্কার রয়েছে।'[১৫৪]

আমরা হয়তো সামান্য দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে পৃথিবীকে বদলে দিতে পারব না, তবে আমরা যতই ভালোবাসা রোপণ করব, ততই সুগন্ধি ফুল ফুটতে থাকবে। তাই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'জেনে রেখ, আল্লাহর কাছে তোমাদের সেই সৎকর্ম বেশি পছন্দনীয়— যা ছোটো, কিন্তু তোমরা নিয়মিত করে থাকো।'[১৫৫]

দানের সুফলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

দান কেবল আমাদের চেতনাকেই জাগ্রত করে না; বরং শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তিও এনে দেয়। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথ-এর কিছু গবেষক আবিষ্কার করেছেন, দান মানুষের মস্তিষ্কের রিওয়ার্ড সেন্টারকে উদ্দীপিত করে, যেটি Mesolimbic Pathway নামে পরিচিত। আমরা যখন অপরকে দান করি, তখন আমাদের মস্তিষ্ক থেকে Dopamine I Endorphins হরমোন নির্গত হয়, যা মস্তিষ্কে ব্যথার সিগন্যাল যেতে বাধা দেয় এবং সৎকর্মের সুখানুভূতি সৃষ্টি করে। ফলে আমরা গভীর প্রশান্তি বোধ করি।[১৫৬]

---

১৫৪. মুসলিম

১৫৫. বুখারি, মুসলিম

১৫৬. Bea, Scott. 'Why Giving Is Good for Your Health.' *Health Essentials from Cleveland*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

গবেষণায় আরও দেখা গেছে, দান করলে আমাদের আয়ু বৃদ্ধি পায়, মানসিক অবস্থা দৃঢ় হয়, সামাজিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং মানসিক চাপ কমে যায়। উপরন্তু দান করলে এর প্রতি আকর্ষণ আমাদের চারপাশের অন্যান্য লোকের মধ্যেও দেখা যায়। ফলে পুরো সমাজের ওপরই দানের একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।[১৫৭] এ কারণে যখন আমরা হতাশা বোধ করি, নিরুৎসাহিত হয়ে যাই, জীবনের মানে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হই, তখন বেশি বেশি দান করতে বলা হয়েছে—

> যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে,
> তাদের জন্য সেই দানের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রভুর কাছে।
> তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা চিন্তিতও হবে না।
> সূরা বাকারা : ২৭৪

আমাদের জীবনের অধিকাংশ দুশ্চিন্তার জন্ম হয় নিজের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্বারোপের গর্ভ থেকে। যেমনটি একজন স্কলার বলেছেন—

> 'নিজেকে নিয়ে কম চিন্তা করার নাম বিনয় নয়; নিজেকে "কম" চিন্তা করার নামই বিনয়।'

যখন আমরা নিজের দৃষ্টিকে বৃহত্তর ক্যানভাসের ওপর নিবদ্ধ করি, তখন মাথা থেকে বিশাল বোঝাগুলো একে একে নেমে যেতে থাকে।[১৫৮] তাই যখনই আমরা দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ বোধ করব, তখনই কিছু না কিছু দান করব। কারণ, আমরা যখন নিজেদের ওপর করা অনুগ্রহগুলোকে অপরের সাথে ভাগ করে নেব, তখন প্রকৃতপক্ষে নিজেরই উপকার করব। এজন্যই প্রবাদ আছে—

> 'If you want to go fast, go alone; but if you want to go far, go together. অর্থাৎ যদি দ্রুত যেতে চাও, তবে একাকী চলো; কিন্তু যদি অনেক দূর যেতে চাও, তাহলে অপরের সাথে চলো।'

---

১৫৭. Suttie, Jill, and Jason Marsh. '5 Ways Giving Is Good for You.' Greater Good, December 13, 2010

১৫৮. Swalin, Rachel. '4 Health Benefits of Being Generous.' Health.com, December 2, 2014

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মানুষের প্রশংসার জন্য দান নয়

আলি ﷺ বলেছেন—

> 'দুনিয়াতে এমনভাবে বাস করো, যেন দুনিয়া তোমার ভেতর প্রবেশ করতে না পারে। কারণ, একটি নৌকা যখন পানির ওপর থাকে, তখন নৌকাটি ভালোভাবে চলে; কিন্তু নৌকার ভেতর পানি উঠলে সেটি ডুবে যায়।'

জাকাত ও সাদাকা হলো আমাদের হৃদয়ের জাহাজে অনুপ্রবেশ করা লোভ, কৃপণতা ও আত্মকেন্দ্রিকতাকে ফেলে দেওয়ার নামান্তর। যে ব্যক্তি খ্যাতি অর্জনের জন্য নয়; বরং আল্লাহর সামনে নিজেকে পরিশুদ্ধ হিসেবে তুলে ধরার জন্য দান করে, তার ঈমানের জাহাজ চলমান থাকে। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন—

> 'যে তার সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে, আর তার প্রতি কারও এমন কোনো অনুগ্রহ নেই—যার প্রতিদান দিতে হবে—কেবল তার মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়; আর অচিরেই সে সন্তোষ লাভ করবে।' সূরা লাইল : ১৮-২১

সুনাম ও খ্যাতি অর্জনের জন্য নয়; বরং আমাদের কেবল আল্লাহর ভালোবাসার প্রতিফলন হিসেবে দান করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তারা বলে—"আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কোনো শোকরও করি না।"' সূরা আদ-দাহর : ৯

সূর্য পৃথিবীকে যেভাবে দান করে

জাকাত আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আল্লাহই একমাত্র দাতা এবং তিনিই একমাত্র চিরস্থায়ী। কারণ, 'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর (সূরা আন-নুর : ৬৪)।' যেহেতু সবকিছু আল্লাহরই সৃষ্টি এবং সবকিছু আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে, তাহলে এ জগতের কোন জিনিসটির মালিক আমরা? আমরা এ দুনিয়ার তত্ত্বাবধায়ক মাত্র; এর বেশি কিছু নই। কোনো বৈষম্য না করে নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি আল্লাহ যে করুণা করেছেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং অপরের সাথে তা ভাগাভাগি করে নেওয়াই আমাদের কাজ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মহানবি ﷺ বলেছেন—

> 'সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, যে তার উদরপূর্তি করে খায়, কিন্তু তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।'[১৫৯]

মুসলিম হিসেবে আমাদের দান করতে হবে তেমনভাবে, যেমনভাবে সূর্য পৃথিবীকে দান করে মুক্ত ও শর্তহীনভাবে। সূর্য কখনো পৃথিবীকে এ কথা বলে না যে, তুমি আমার কাছে ঋণী।

সকল মানুষ ও সৃষ্টজীব একটি শরীরের ভিন্ন ভিন্ন কোষের মতো। মহানবি ﷺ বলেছেন—

> 'মুসলিম জাতি একটি শরীরের মতো। এর একটি অংশ বেদনা বোধ করলে সমগ্র শরীর বেদনা বোধ করে।'[১৬০]

এজন্যই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে।'
> সূরা মায়েদা : ৩২

মানুষের সেবা করা মানে আল্লাহরই সেবা করা আর মানুষকে অবহেলা করার মানে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এটি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে মহানবি ﷺ-এর একটি হাদিসে—

> 'আল্লাহ বলবেন—"হে আদমের সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসোনি।" মানুষ বলবে—"হে প্রভু! আমি কেমন করে আপনাকে দেখতে যেতাম, যেখানে আপনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু?" আল্লাহ বলবেন—"তুমি কি জানো না, আমার অমুক অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, কিন্তু তুমি তাদের দেখতে যাওনি? তুমি কি জানতে না, যদি তাদের দেখতে যেতে, তাহলে তার সাথে আমাকেও পেয়ে যেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে খাদ্য দাওনি।" মানুষ বলবে—

---

১৫৯. আল কুবরা, ইবনে আব্বাস

১৬০. বুখারি, মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"আমি আপনাকে কীভাবে খাওয়াব, যেখানে আপনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু?" আল্লাহ বলবেন—"তুমি কি জানো না, আমার অমুক অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাদ্য দাওনি? তুমি কি জানো না, যদি তাদের খাদ্য দিতে, তাহলে আমাকে সেখানে পেতে?" আল্লাহ বলবেন—"হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি দাওনি।" মানুষ বলবে—"আমি আপনাকে কীভাবে পানি দেবো, যেখানে আপনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু?" আল্লাহ বলবেন—"তুমি কি জানো না, আমার অমুক অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি দাওনি? তুমি কি জানো না, যদি তাদের পানি দিতে, তাহলে আমাকে সেখানে পেতে?"'[১৬১]

এই হাদিসে আল্লাহ আমাদের স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন—যখন আমরা সৃষ্টির সেবা করি, তখন মূলত আল্লাহরই সেবা করি।

জীবন নিস্তরঙ্গ নয়; বরং সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। কখনো আমরা ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে যাই, কখনো-বা পড়ে যাই গভীর খাদে। কখনো আনন্দ ও প্রাপ্তি জীবনকে রাঙিয়ে দেয়, কখনো বিপদ ও হতাশা জীবনকে গ্রাস করে ফেলে। জীবনের অন্ধকার রাতগুলোতে যখন আমরা ভেঙে পড়ি, অসহায় বোধ করি, চাকরি হারাই, অর্থসংকটে পড়ি, ঋণগ্রস্ত হই বা চরম বিপদে নিপতিত হই, তখন জাকাত ও সাদাকা আমাদের জন্য নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করে। আমাদের ভাইদের প্রদত্ত জাকাত ও সাদাকা আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে, আমাদের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখে।

'কোন কাজ সর্বোত্তম? কোনো মানুষের হৃদয়কে খুশি করে দেওয়া, ক্ষুধার্তকে আহার করানো, দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করা, দুঃখী মানুষের দুঃখ লাঘব করা, আহতের কষ্ট দূর করা।'[১৬২]

---

১৬১. হাদিসে কুদসি। হাদিসে কুদসি হলো এমন হাদিস—যার মূল কথাগুলো আল্লাহর, কিন্তু বর্ণিত হয়েছে রাসূল ﷺ-এর ভাষায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

“

রমজান মাসই হলো সে মাস, যাতে নাজিল হয়েছে কু রআন—যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্য পথের পথিকদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। সূরা বাকারা : ১৮৫

রোজা আমাদের শরীরকে বেঁধে র াখে, যেন আমরা আত্মার চক্ষুকে উন্মুক্ত করতে পারি। —জালালুদ্দিন রুমি

”

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রমজান : আত্মশুদ্ধির মাস

পবিত্র কুরআন মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল চন্দ্রবছরের রমজান মাসের রহস্যময় রাত লাইলাতুল কদরে; যে রাত সম্পর্কে বলা হয়েছে—এটি 'হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।'[১৬৩] কুরআনের অলৌকিকত্বকে উদ্‌যাপন করার জন্য সমগ্র রমজান মাস ধরে মুসলিমরা দিনের বেলা পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত থেকে আত্মশুদ্ধির চর্চা করে। একে রোজা বলা হয়। রোজার আরবি প্রতিশব্দ সাওম। এ শব্দটি যে মূলশব্দ থেকে এসেছে, তার অর্থ—আত্মসংযম। অর্থাৎ রোজা হলো নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রশিক্ষণ। শরীরের ওজন কমানোর নাম রোজা নয়; বরং রোজা হলো পাপের ভার কমানোর নাম।

আমরা যখন রোজা রাখি, তখন শারীরিক নয়; বরং মানসিক শক্তির উৎস থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করি। যেমনটি জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন—

> 'পাকস্থলীর শূন্যতার ভেতর একটি গোপন মিষ্টতা রয়েছে... যদি আমাদের সাউন্ডবক্স পুরোপুরি ভরা থাকে, তাহলে তা আত্মার ভেতর কাঁপন সৃষ্টি করতে পারে না।'

রমজান মাসে আমাদের বেশি বেশি নামাজ পড়তে বলা হয়েছে, সৎকর্ম করতে বলা হয়েছে এবং দান করতে বলা হয়েছে। এমনটি করার মাধ্যমে অমরা সেই পর্দাকে

---

১৬৩. সূরা কদর : ৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অপসারণ করি, যা আল্লাহ ও আমাদের মাঝে স্থাপিত হয়েছে। রোজার উদ্দেশ্যে হলো সংযম অর্জন।

> 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনভাবে তোমাদের আগের লোকদের প্রতি ফরজ করা হয়েছিল— যাতে তোমরা সংযমশীল (মুত্তাকি) হতে পারো।' সূরা বাকারা : ১৮৩

অসীম রহমতের মাস

রমজান হলো রহমত, দয়া, অনুগ্রহ ও ভালোবাসার মাস। মাসব্যাপী রোজা রাখার বিধান কাঠিন্য আরোপের জন্য দেওয়া হয়নি; বরং মুমিনের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা ও শোকরের পরিচর্যার সুযোগ হিসেবে দান করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না; যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ করো এবং তিনি তোমাদের যে হিদায়াত দান দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করো এবং শোকর করো।'
> সূরা বাকারা : ১৮৫

এ মাসে রহমতের ফেরেশতাদের দুনিয়াতে পাঠানো হয় এবং আল্লাহর রহমতের বারিধারা আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বুখারি শরিফে বর্ণিত আছে—

> 'যখন রমজান মাস শুরু হয়, তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় আর জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।'

রমজান কেবল আত্মনিয়ন্ত্রণের নাম নয়; বরং আত্মার প্রশিক্ষণেরও নাম। প্রতিদিন রোজা রাখলে, দান করলে এবং কুরআন পড়লেই কারও রমজান সফল হয়েছে—এটি বলা যাবে না; বরং রমজানের সাফল্য নির্ভর করে রমজান মাস শেষ হওয়ার পরও এর শিক্ষাকে ধরে রাখার ওপর। সাময়িক সময়ের জন্য পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য রোজা রাখতে বলা হয়নি; বরং হৃদয়ের ভেতর থেকে পাপের বীজ ও বদভ্যাসগুলোকে চিরতরে উপড়ে ফেলার প্রশিক্ষণ লাভের জন্য রোজা রাখতে বলা হয়েছে।

রোজা কেবল ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ থেকে বিরত থাকার বিষয় নয়; বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে সামনে রাখার নাম রোজা। ইমাম গাজালি বলেছেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

> 'ওষুধের তিতা স্বাদের ওপর যেমন এর কার্যকারিতা নির্ভর করে না, তেমনি রোজার ক্ষুধার ওপরই এর কার্যকারিতা নির্ভর করে না।'

আমাদের কারাগারে নিক্ষেপের জন্য কিংবা শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য রোজার বিধান দেওয়া হয়নি; বরং রোজা হলো আল্লাহর দেওয়া উপহার, যাতে আমরা নিজেদের বদলাতে পারি—কেবল এক মাসের জন্য নয়; বরং সমগ্র জীবনের জন্য। আমরা যখন কেবল আল্লাহর জন্যই রোজা রাখি, তখন মূলত এটিই প্রদর্শন করি—এ দুনিয়ার প্রতি আমাদের যতখানি ভালোবাসা আছে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা তার চেয়েও অনেক বেশি। রোজা রাখার সময় যদি আমরা কার জন্য রোজা রাখছি—সে ব্যাপারে সচেতন থাকি, তখন আমাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণাগুলো আল্লাহর জিকির ও ইবাদতে পরিণত হয়।

তিরমিজি শরিফে বর্ণিত আছে—

> 'ইফতারের সময় আল্লাহর কাছে যা প্রার্থনা করা হয়, আল্লাহ তা-ই মঞ্জুর করেন এবং তা কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না।'

এটির কারণ সম্ভবত এই যে, যখন আমরা আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করি, তখন আল্লাহর অসীম করুণা গ্রহণের জন্য উপযুক্ততা অর্জন করি। রমজান আমাদের শিক্ষা দেয়, শৃঙ্খলা ও সীমাবদ্ধতা আমাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করে না; বরং সত্যিকারের স্বাধীনতার ভিত্তি গড়ে দেয়।

দুনিয়ার আসক্তি আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। প্রবৃত্তির তাড়না আমাদের গোলাম বানিয়ে দেয়। রোজার মাধ্যমে আমরা এ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করি। রোজার মাধ্যমে আমরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হই যে, দুনিয়ার মোহের কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার চাবি মূলত আমাদের হাতেই রয়েছে। আমরা যখন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি এবং নিজের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকি, তখন আমরা আল্লাহর নির্দেশের ভেতর গভীর শান্তিময়তার সন্ধান পাই।

আল্লাহর পথনির্দেশনা প্রাপ্তির উপযুক্ততা অর্জন

মুহাম্মাদ ﷺ যখন আলোর পাহাড়ে (জাবাল আন-নুর) গিয়ে থাকতেন, তখন তিনি দুনিয়ার আসক্তি থেকে রোজা করতেন। দুনিয়া থেকে রোজা রাখা হলো হৃদয় দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ এবং আল্লাহকে বোঝার পূর্বশর্ত। একটি গামলা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তখনই ব্যবহার করা যায়, যখন এটি শূন্য থাকে। তেমনি আমাদের হৃদয় দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত হলেই কেবল সেটি আল্লাহর স্মরণ দিয়ে পূর্ণ করা যায়।

রোজা রাখার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর গুণাবলির প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ পাই। কারণ, আমরা যখন পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত থাকি, তখন আমরা আমাদের মানবীয় দুর্বলতাগুলোকে অতিক্রম করার সক্ষমতা লাভ করি। রোজার মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'রোজা আমার জন্য এবং আমি নিজে এর পুরস্কার দেবো।'[১৬৪]

রোজা শারীরিক চাহিদা পূরণ থেকে বিরত থাকার চাইতেও অনেক বেশি কিছু। রোজা বান্দাকে এমনভাবে সাজিয়ে দেয়—যাতে সে আল্লাহর সামনে সঠিকভাবে হাজির হতে পারে। মহানবি ﷺ রোজা ও আল্লাহর সাথে একাত্ম হওয়ার বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

> 'রোজাদারের দুটি আনন্দ; ইফতারের সময়ের আনন্দ এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আনন্দ।'[১৬৫]

আমরা যদি প্রবৃত্তির কামনা চরিতার্থ করেই দিন অতিবাহিত করতে থাকি, তাহলে প্রবৃত্তি বিবেকের শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। অন্যদিকে আমরা যদি প্রবৃত্তির বিপরীতে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করি, তাহলে আমাদের বিবেক প্রবৃত্তিকে শাসন করতে শুরু করে। আর প্রবৃত্তিকে বশে আনার সবচেয়ে মোক্ষম উপায় হলো রোজা।

রোজার আধ্যাত্মিক স্তরসমূহ

রোজাকে বাহ্যিকভাবে মুসলিমের পরিচয় হিসেবে দেখা হলেও এটির অভ্যন্তরীণ তিনটি স্তর রয়েছে। এগুলো হলো—বাহ্যিক রোজা, অভ্যন্তরীণ রোজা ও হৃদয়কেন্দ্রিক রোজা। রোজা রাখতে হয় শরীর, মন ও আত্মা দিয়ে। কারণ, ইসলামে বস্তুজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ একে অপরের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত।

রোজার স্তরগুলো পরস্পরের থেকে পৃথক নয়; বরং পরিপূরক। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য এ তিনটি মাত্রাকে একত্রে চর্চা করতে হয়। যখন আমাদের বাহ্যিক কর্ম, মনের চিন্তা ও হৃদয়ের অবস্থান একত্রে আল্লাহর দিকে রুজু হয়, কেবল তখনই জীবনে শান্তির ঐকতান সৃষ্টি হয়।

---

[১৬৪]. মুসলিম

[১৬৫]. [illegible]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাহ্যিক রোজা

বাহ্যিক রোজা অভ্যন্তরীণ ও হৃদয়ের রোজার ভিত্তি গড়ে দেয়। এটি প্রবৃত্তির শক্তিকে দুর্বল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও হৃদয়ের রোজা ধারণের জন্য স্থান তৈরি করে দেয়। বাহ্যিক বা শারীরিক রোজার মাধ্যমে আমরা রোজার ন্যূনতম বিধান মান্য করি—দিনের বেলায় পানাহার ও যৌনতা থেকে বিরত থাকি। যেমনটি সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> 'আহার ও পান করতে থাকো, যে পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো রেখা হতে উষাকালের সাদা রেখা প্রকাশ না পায়। তৎপর রাতের আগমন পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করো, আর মসজিদে এতেকাফ অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না। এসব আল্লাহর আইন, কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। আল্লাহ মানবজাতির জন্য নিজের আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন—যাতে তারা মুত্তাকি হতে পারে।'

তিরমিজিতে বর্ণিত আছে—

> 'আদম সন্তান পাকস্থলীর চেয়ে খারাপ কোনো পাত্র ভরতে পারে না।'

পাকস্থলী হলো শরীরের ফুয়েল ট্যাংকের মতো। যখন এটি পূর্ণ থাকে, তখন সে প্রবৃত্তিকে পুষ্টি জোগায়। ফলে হিংসা, ক্রোধ, কাম, লোভ, অহংকার ইত্যাদি শক্তিশালী হয়ে ওঠে; অথচ প্রবৃত্তির চাহিদা পূর্ণ করার মাধ্যমে কখনো আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা যায় না। আমরা যখন রোজা করি, তখন পুরো শরীরকে খানিকটা ধীর করে দিই, প্রবৃত্তিকে দুর্বল করি এবং প্রবৃত্তির ওপর বিবেকের শাসনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি। রোজা আমাদের প্রবৃত্তিকে স্বৈরশাসক থেকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত গোলামে পরিণত করে।

বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, যখন আমরা নিজেকে তৃপ্ত করাকে পিছিয়ে দেওয়ার অনুশীলন করি, তখন নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে সক্ষম হই।[১৬৬] রোজা আমাদের ইচ্ছাশক্তির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আনতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, রোজা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে বিষমুক্ত (ডিটক্সিফাই) করে, প্রদাহ কমায়, মানসিক পরিচ্ছন্নতা আনে, কোষগুলোকে দ্রুত পরিশুদ্ধ করে এবং ক্যানসার, হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, ডিপ্রেশনসহ আরও বহু রোগের ঝুঁকি কমায়।[১৬৭]

---

১৬৬. Group, Dr. Edward. '20 Health Benefits of Fasting for Whole Body Wellness.' *Dr. Group's Healthy Living Articles*, Global Healing Center, Inc, June 13, 2017

১৬৭. Whiteman, Honor. 'Fasting: Health Benefits and Risks.' *Medical News Today*,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমরা যখন নিজের প্রবৃত্তিকে বশীভূত করি, তখন মূলত বিবেকের শক্তি বৃদ্ধির জন্য জায়গা করে দিই। ষষ্ঠ শতকে চীনা দার্শনিক লাওৎসি বলেছেন—

> 'যে অন্যান্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে, সে হয়তো শক্তিশালী; কিন্তু যে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে, সে আরও বেশি শক্তিশালী।'

আমাদের কামনা-বাসনা থেকে দূরে রাখা রমজানের উদ্দেশ্য নয়; বরং রমজানের উদ্দেশ্য হলো—এগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান করা। এ কারণে আমরা রোজা ভাঙার পরও অতিরিক্ত আহার গ্রহণ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করি।

কম খাদ্য গ্রহণ, উদরপূর্তি করে খাওয়া থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে নিজের ওপর যে কর্তৃত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব, অন্য কোনো উপায়ে তা সম্ভব নয়। জাপানকে বলা হয় দুনিয়ার সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান মানুষের দেশ। জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপের মানুষের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, তাদের সুস্বাস্থ্যের পেছনের গোপন রহস্য হলো—তারা পাকস্থলী শতকরা ৮০ ভাগ পূর্ণ হলেই খাওয়া বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ তাদের পাকস্থলী সব সময় কমপক্ষে শতকরা ২০ ভাগ খালি থাকে।[১৬৮] এই জাপানি কৌশল মূলত মহানবি ﷺ-এর প্রদর্শিত কৌশলেরই অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আহার গ্রহণের সময় 'পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক-তৃতীয়াংশ পানি এবং এক-তৃতীয়াংশ ফাঁকা'[১৬৯] রাখতে বলেছেন।

রমজান আমাদের মনে করিয়ে দেয়—খাদ্যের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত। রমজান আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, প্রবৃত্তিকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়; বরং আল্লাহর ইবাদত করার জন্য শরীরকে সুস্থ রাখার স্বার্থে যতখানি প্রয়োজন, কেবল ততখানি খাদ্যই আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

মনের অভ্যন্তরীণ রোজা

বাহ্যিক রোজা অভ্যন্তরীণ রোজার পথ নির্মাণ করে দেয়। অভ্যন্তরীণ রোজা তখন শুরু হয়, যখন আমরা আল্লাহর গুণাবলি নিজের জীবনে অনুশীলন শুরু করি। 'দারিমি শরিফ' আবু হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত আছে—

> 'অনেক লোক রোজা রাখে, কিন্তু রোজা থেকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া আর কোনো কিছুই অর্জন করে না।'

---

১৬৮. Stibich, Mark. 'Hara Hachi Bu: The Japanese Secret to Longevity.' *Verywell Health*, October 19, 2017

১৬৯. তিরমিজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমরা যখন পাকস্থলীকে শূন্য করি, তখন মূলত মন থেকে সেই সব অনুভূতিকে সরিয়ে দিই, যেগুলো আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী হতে বাধা দেয়। আমাদের অনুভূতিগুলো জগতের সাথে আমাদের সংযুক্ততার নির্ণায়ক। আমরা যা দেখি, যা শুনি, যা বলি, যা স্পর্শ করি, তা থেকেই নির্ধারিত হয় আমরা কীভাবে চিন্তা করি, বিশ্বাস করি ও কর্মসম্পাদন করি। হৃদয় হলো শরীরের রাজধানী, যার চারদিকে রয়েছে সাতটি দরজা। এগুলো হলো পাকস্থলী, চোখ, কান, মুখ, পা, হাত ও যৌনাঙ্গ। হৃদয়ের ভেতর যেহেতু আল্লাহর স্মরণ বাস করে, সেহেতু মুমিনের দায়িত্ব হলো এই সাতটি দরজায় ছাঁকুনি স্থাপন করা, যাতে যা কিছু আল্লাহর ইচ্ছাবহির্ভূত—তা হৃদয়ে প্রবেশ করতে না পারে।

যদি আমাদের হৃদয়কে বদলাতে চাই, তাহলে এই সাতটি দরজা দিয়ে হৃদয়ে যা কিছু প্রবেশ করে, সেগুলোকে বদলাতে হবে। আমাদের কান যদি মন্দ কিছু শোনা থেকে বিরত না থাকে, চোখ মন্দ কিছু দেখা থেকে বিরত না থাকে, হাত-পা যদি মন্দ কিছু করা থেকে বিরত না থাকে, মন যদি কুচিন্তা করা থেকে বিরত না থাকে, তাহলে কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকলেই রোজা হয় না। মহানবি ﷺ বলেছেন—'যে ব্যক্তি রোজা রেখে মন্দ কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকল না, তার পানাহার থেকে বিরত থাকায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।'[১৭০]

মূলত রোজা কেবল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকার নাম নয়; বরং রোজা হলো নিজের সবগুলো অনুভূতিকে মন্দ প্রবণতা থেকে পবিত্র রাখার নাম। এভাবে শরীর ও মন অর্থাৎ আমাদের সমগ্র সত্তা আল্লাহর দিকে রুজু হয়।

হৃদয়ের রোজা

যখন সূর্য অস্ত যায় এবং বাহ্যিক রোজার সময়কাল শেষ হয়, তখনও হৃদয়ের রোজা অব্যাহত থাকে; এটি কখনো শেষ হয় না। রোজার এ অবস্থানের কথা রাসূল ﷺ-এর কথায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

> 'আমার চোখ ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় জাগ্রত থাকে।'[১৭১]

যখন আমরা সবকিছুর ভেতর আল্লাহর নিদর্শন দেখতে পাই, তখন আমাদের সব কাজই দুআয় পরিণত হয়, সবগুলো মুহূর্তই ইবাদতে পরিণত হয় এবং সব মানুষ, স্থান ও জিনিসই আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

---

১৭০. বুখারি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমরা যখন আল্লাহর সাথে একাত্ম হওয়ার অবস্থানে চলে যাই, তখন যদিও আমাদের পা এ দুনিয়াতে থাকে, কিন্তু আমাদের হৃদয় চলে যায় সর্বোচ্চ আসমানের ওপরে—যেখানে আল্লাহ রয়েছেন। আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে রোজা (বিরত) থাকার মানে হলো—সমগ্র সৃষ্টিজগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। আমরা যখন খাদ্য, পানীয়, কুচিন্তা ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে মুক্ত করি, তখন নিজের ভেতর আল্লাহর ফুঁকে দেওয়া নিশ্বাসের স্বাদ অনুভব করতে পারি। এ অবস্থায় আমরা আল্লাহর খাঁটি আয়নায় পরিণত হই।

ইসলাম আল্লাহর সাথে আমাদের সংযুক্ততার সামনের বাধাগুলো অপসারণের পথ দেখায়। রমজান হলো 'মুরাকাবা' বা পর্যবেক্ষণের মাস। এ মাসে আল্লাহ আমাদের আত্মপর্যালোচনার সুযোগ দিয়ে থাকেন। আল্লাহকে অনুভব করার সামনে আমরা কতখানি পর্দা স্থাপন করেছি, তা অনুভব করা যায় এ মাসে।

রোজা আমাদের ভঙ্গুরতা ও অসহায়ত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয়, আমাদের শরীর কত কম সময়ে দুর্বল হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ প্রতিনিয়ত যে রহমতগুলো দিয়ে আমাদের জীবন ধন্য করেছেন, সেগুলো আমাদের মানসপটে ভেসে আসে। রোজা দুঃখী মানুষের ক্ষুধাকে অনুভব করার সুযোগ এনে দেয়। তাই রোজার মাসে বেশি বেশি দান করার জন্য রাসূল ﷺ আমাদের উৎসাহিত করেছেন। আলি ﷺ বলেছেন—

> 'খাদ্য হলো শরীরের পরিচর্যা, অপরকে খাওয়ানো হলো আত্মার পরিচর্যা।'

অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে তার জন্য রোজা রাখা ফরজ নয়, তবে তাকে প্রতিটি রোজার জন্য গরিবদের খাওয়ানোর বিধান রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে—কেউ যদি প্রদত্ত বিধানের চেয়ে বেশি কিছু করে, তাহলে তা তার জন্য আরও কল্যাণকর হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'যে অপরকে দয়া দেখায় না, সে নিজে দয়াপ্রাপ্ত হয় না।'[১৭২]

রাসূল ﷺ মনে করিয়ে দিয়েছেন—আমরা আল্লাহর গুণাবলি যত বেশি অন্যদের প্রতি প্রয়োগ করব, আমাদের আত্মার ভেতর সেসব গুণ তত বেশি বিকশিত হবে।

---

১৭২. বুখারি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

লাইলাতুল কদর : মহিমান্বিত রজনি

রমজানের আধ্যাত্মিক শিখর হলো লাইলাতুল কদর বা মহিমান্বিত রজনি। এটি হলো কুরআন নাজিলের বছরপূর্তির রাত। যদিও কেউ জানে না রমজান মাসের নির্দিষ্ট কোন রাতটি লাইলাতুল কদর, তবুও মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন—রমজানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতগুলোর একটি রাতই হলো লাইলাতুল কদর।[১৭৩]

এই রাতে দুনিয়াতে আল্লাহর অসীম করুণাধারা বর্ষিত হয়, ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে ক্ষমা করা হয় এবং মানুষ যা কিছু চায়, আল্লাহ তাকে তা প্রদান করেন। এ রাতে জিবরাইল ﷺ সহ আরও অনেক ফেরেশতা সর্বোচ্চ আসমান থেকে দুনিয়ার বুকে নেমে আসে এবং আল্লাহর নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন করে। মহানবি ﷺ বলেছেন—

> 'সত্যিই এ রাতে ততসংখ্যক ফেরেশতা নেমে আসে, যতসংখ্যক নুড়ি পাথর এ দুনিয়াতে রয়েছে।'[১৭৪]

> 'নিশ্চয়ই আমি এটি নাজিল করেছি মহিমান্বিত রজনিতে। তুমি কি জানো, মহিমান্বিত রজনি কী? মহিমান্বিত রজনি হচ্ছে হাজার মাসের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রুহ (জিবরাইল) তাঁদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে। শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।' সূরা কদর : ১-৫

এই রাতে আল্লাহ তাঁর রহমতের দরজাগুলো সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং মানুষের সৎকর্মগুলোকে বহুগুণ বর্ধিত করে দেন, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'লাইলাতুল কদর হলো হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।' সূরা কদর : ৩

অন্যকথায় আল্লাহ এখানে বলেছেন—এ রাতের ইবাদত ৮০ বছরের ইবাদতের চাইতেও উত্তম, যা একজন স্বাভাবিক মানুষের সমগ্র জীবনকাল হিসেবে ধরা যেতে পারে। লাইলাতুল কদর হলো বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাত। কারণ, এ রাতে আল্লাহ আমাদের আমন্ত্রণ জানান আমরা যেন তাঁর কাছে ক্ষমা চাই, তাঁর কাছে মনের বাসনা ব্যক্ত করি। আল্লাহ এ রাতে তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করার জন্য অপেক্ষমাণ থাকেন। সে-ই সৌভাগ্যবান, যে এ রাতে আল্লাহর ক্ষমা লাভ করে ধন্য হয়।

---

১৭৩. বুখারি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

“

আর তোমরা হজ ও উমরাহ পালন করো আল্লাহর উদ্দেশ্যে।
সূরা বাকারা : ১৯৬

তুমি কি ভালোবাসার পথের হাজি হতে চাও? প্রথম শর্ত হলো —
নিজেকে ধূলিকণা ও ছাইয়ের মতো তুচ্ছ বানিয়ে নাও।
—জালালুদ্দিন রুমি

”

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হজ : আল্লাহর দিকে যাত্রা

আল্লাহ শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান সব মুসলিমকে জীবনে কমপক্ষে একবার পবিত্র নগরী মক্কায় ভ্রমণ করার আহ্বান করেছেন, যা হজ নামে পরিচিত।[১৭৫] যদিও বছরের যেকোনো সময় ছোটো হজ বা উমরাহ পালন করা যায়—যা ঐচ্ছিক, কিন্তু বাধ্যতামূলক হজ অনুষ্ঠিত হয় ইসলামি বর্ষপঞ্জির দ্বাদশ মাসের নির্দিষ্ট ছয়টি দিনে।

হজ হলো চেতনাগতভাবে আল্লাহর দিকে ফেরার জীবনব্যাপী ভ্রমণের নাম। আমরা যখন হজের জন্য প্রস্তুতি নিই, তখন যেন মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুতি নিই। হজে গমনের পূর্বে আমরা সব দায়-দেনা পরিশোধ করি, অসিয়ত লিখি, পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করি এবং অতীতে কষ্ট দিয়ে থাকতে পারি এমন সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই। হজের শারীরিক পরিশ্রমগুলো হলো আমাদের আত্মার পরিশুদ্ধির প্রক্রিয়া। কারণ, আমাদের শরীর যতই দুর্বল হয়, প্রবৃত্তি ও বস্তুগত দুনিয়ার বাঁধন ততই আলগা হয়, ফলে চেতনা জাগ্রত হওয়ার জন্য আদর্শ অবস্থা তৈরি হয়। হজ হলো শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভ্রমণের নাম—যা আমাদের দেখিয়ে দেয়, আমরা কতখানি এ জীবনের সাথে জড়িয়ে গেছি এবং মৃত্যুর জন্য কতখানি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।

হজের আনুষ্ঠানিকতাগুলো আমাদের আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে সাহায্য করে। বিশ শতকের স্কলার গাই ইটন হজ সম্পর্কে বলেছেন—

---

১৭৫. সূরা আলে ইমরান : ৯৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

> 'হজ হলো শারীরিক ভ্রমণ, যা অভ্যন্তরীণ ভ্রমণেরই হুবহু রূপায়ণ। এটি প্রান্তিক এলাকা থেকে কেন্দ্র অভিমুখে ভ্রমণ, যেখানে ইসলামের আনুভূমিক ও উলম্ব উভয় দিক একটি স্থানে মিলিত হয়, যেখানে মানুষ আল্লাহর সাথে এক বিন্দুতে একাত্ম হয়।'

হজ পরোক্ষভাবে আল্লাহর ইবাদতের নাম নয়; বরং আল্লাহর ভালোবাসার ভেতর বিলীন হয়ে যাওয়ার নাম, যেভাবে সূর্যের আলোর স্পর্শে মেঘ বিলীন হয়ে যায়।

হজের আনুষ্ঠানিকতাগুলো একদিকে আমাদের প্রবৃত্তির তাড়নাগুলোকে সীমিত করে দেয়, অন্যদিকে আমাদের ভেতর তৈরি হওয়া বর্ণবাদকে মুছে দিয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে এক সুতোয় গেঁথে ফেলে। হজের এই দিকটি মানবাধিকারকর্মী ম্যালকম এক্সকে দারুণ প্রভাবিত করেছিল, যা তাঁর কথায় ফুটে উঠেছে—

> 'দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজারো হাজির আগমন ঘটেছে। এদের মধ্যে রয়েছে নীল চোখের স্বর্ণকেশী থেকে শুরু করে কালো চামড়ার আফ্রিকান পর্যন্ত নানা বর্ণের মানুষ। কিন্তু সবাই একই রকম আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করছে এবং একতা ভ্রাতৃত্ববোধের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। এ দৃশ্য দেখে আমি এটি ভাবতে অনুপ্রাণিত হই যে, আমেরিকাতে সাদা ও অসাদার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা থাকা ঠিক না।'

আমরা হয়তো দেখতে ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আল্লাহর যে ভালোবাসার জন্য আকাঙ্ক্ষিত, তা অভিন্ন। হজের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই, আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন—সমগ্র মানুষজাতি একটি আত্মা থেকে এসেছে, কাজেই গায়ের রং ও ভাষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ রচনা করা ঠিক না; বরং এগুলোকে আল্লাহর অসীম সৃজনশীলতা হিসেবে দেখতে হবে।

> 'হে মানুষ! তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে-ই অধিক সম্মানিত, যে অধিক মুত্তাকি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব খবর রাখেন।' সূরা হুজুরাত : ১৩

আমাদের বিভক্ত করার জন্য ইসলাম আসেনি; বরং ইসলাম এসেছে সেই সত্যকে আমাদের সামনে উন্মোচন করতে—যদিও আমরা ভিন্ন ভিন্ন ফল, কিন্তু আমরা সবাই একই বৃক্ষ থেকে উদ্‌গত। আল্লাহ আমাদের গায়ের রঙের মধ্যে ভিন্নতা দান করেছেন, কিন্তু আমাদের আত্মার রং একটিই। হজের সময় আমরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এক আত্মার অংশ হিসেবে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করি এবং এক আল্লাহর কাছেই ফিরে আসি। হজে সবাই এক হয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভেতরকার বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক ভিন্নতাকে অতিক্রম করার অসাধারণ শিক্ষা লাভ করে থাকি।

ইবরাহিম ﷺ : একেশ্বরবাদীদের পিতা

হজ করতে গিয়ে হাজিরা হাজারো বছর আগে ইবরাহিম ﷺ-এর সময়ে চলে যায়। ইবরাহিম ﷺ হলেন দুনিয়ার প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর মধ্যকার সংযোগসেতু। জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন—

> 'ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিম—আমরা সবাই ইবরাহিম ﷺ-এর প্রভুর কাছে মাথা নত করি।'

হজের একটি বড়ো আনুষ্ঠানিকতা হলো কুররানি। ইবরাহিম ﷺ যখন তাঁর প্রথম পুত্র ইসমাইল ﷺ-কে কুরবানি করার নির্দেশ পেলেন,[১৭৬] সে ঘটনাকে স্মরণ করেই মুসলিম উম্মাহ হজের সময় পশু কুরবানি করে থাকে। অনেকের মনে এ প্রশ্নের উদয় হয় যে, আল্লাহ কী করে একজন পিতাকে তাঁর সন্তানকে জবাই করার নির্দেশ দিতে পারেন?

ওই ঘটনাকে বুঝতে হলে ঘটনাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আল্লাহর দৃষ্টিতে মৃত্যু জীবনের সমাপ্তি নয়; বরং অন্তহীন জগতে প্রবেশের দরজা মাত্র। স্কলারগণ বলেছেন—আল্লাহ চাননি ইবরাহিম ﷺ তাঁর সন্তানের কোনো ক্ষতি করুন; বরং তিনি চেয়েছিলেন, ইবরাহিম ﷺ যেন আল্লাহ ছাড়া তাঁর ভালোবাসার অন্য সকল কিছুকে ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। আল্লাহ ইবরাহিম ﷺ-কে এই কঠিন পরীক্ষায় আপতিত করার মাধ্যমে তাঁর হৃদয় থেকে আল্লাহ ছাড়া জগতের সবকিছুকে ঝেড়ে ফেলার প্রশিক্ষণ দান করলেন। আল্লাহ ইবরাহিম ﷺ-কে শিক্ষা দিলেন—কী করে *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র* শিক্ষাকে হৃদয় ও আত্মার ভেতর সঠিকভাবে ধারণ করতে হবে। শৈশবকালে ইবরাহিম ﷺ মূর্তিপূজার এতখানি বিরোধী ছিলেন যে, তিনি মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করে তাঁর বাপ-দাদার আমলে স্থাপিত মূর্তিগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। বৃদ্ধ অবস্থায় ইবরাহিম ﷺ-কে বলা হলো, তিনি যেন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রমাণ করতে তাঁর ভালোবাসার বস্তু ইসমাইল ﷺ-কে কুরবানি করে দেন।

---

১৭৬. ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাস করে, ইবরাহিম ﷺ তাঁর পুত্র ইসমাইল ﷺ-কে নয়; বরং স্ত্রী সারার গর্ভে জন্ম নেওয়া পুত্র ইসহাক ﷺ-কে কুরবানি করার আদেশ লাভ করেছিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এভাবে মহান আল্লাহ ইবরাহিম ﷺ-কে শাস্তি দেননি; বরং মনে করিয়ে দিয়েছেন, তিনি যেন আল্লাহর দেওয়া উপহার পুত্র সন্তানকে এতখানি ভালো না বাসেন, যাতে তাঁর দৃষ্টি উপহারদাতার ওপর থেকে সরে যায়।

ওই ঘটনা কেবল ইবরাহিম ﷺ-এর ত্যাগ সম্পর্কিত নয়; বরং ইসমাইল ﷺ এর ভূমিকাও এখানে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে ইবরাহিম ﷺ পুত্র ইসমাইল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন—

> 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি তোমাকে জবেহ করছি। এখন বলো, তোমার অভিমত কী?' সে বলল—'হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা-ই করুন, আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন।' সূরা সফফাত : ১০২

ইসমাইল ﷺ খুব সুন্দরভাবে নজির স্থাপন করলেন—কী করে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এ ঘটনায় তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতার বিশাল দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইসমাইল ﷺ যখন আল্লাহর নির্দেশ শুনলেন, তখন কোনো প্রশ্ন না করে তিনি নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে দিলেন। কারণ, তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করতেন এবং জানতেন, তাঁর প্রভু তাঁকে যতখানি ভালোবাসেন, কোনো মানুষ এমনকী তাঁর পিতাও তাঁকে ততখানি ভালোবাসার সামর্থ্য রাখেন না।

এ দুনিয়ার ফুল ও ফলকে ভালোবাসতে বলা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, এ উপহারগুলো যেন আমাদের হাতেই থাকে; হৃদয়ের ভেতর প্রবেশ না করে। কেননা, প্রকৃত মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কারও আবাস থাকতে পারে না। এক আল্লাহকে অনুভব করতে হলে আমাদের অবশ্যই হৃদয় থেকে দুনিয়াবি সকল জিনিসের প্রতি আকর্ষণকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ইবরাহিম ও ইসমাইল ﷺ তাঁদের ওপর আপতিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাঁদের মক্কায় অবস্থিত কাবা ঘর পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দিলেন।

কাবার তাৎপর্য

অনেক স্কলারের মতে, আদম ও মা হাওয়া ﷺ যখন দুনিয়াতে পুনরায় একত্রিত হলেন, তখন তাঁরা মক্কা উপত্যকায় ফেরেশতাদের প্রদক্ষিণ করা বাইতুল মামুর[১৭৭]-এর দৃশ্য দেখে আকৃষ্ট হলেন। স্কলারদের কেউ কেউ বলেন—বাইতুল মামুর হলো ফেরেশতাদের কাবা, যেটির অবস্থান আমাদের বস্তুজগতের বাইরে

---

১৭৭. সূরা আত-তুর : ৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কাবার ঠিক ওপরে সপ্তম আসমানে। কারও কারও মতে—মক্কায় অবস্থিত কাবা ঘরই বাইতুল মামুর। আদম ও মা হাওয়া ﷺ-কে এখানেই কাবা ঘর নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটিই এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত দুনিয়ার প্রথম ঘর।

> 'নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর—যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হিদায়াত ও বরকতময়।' সূরা আলে ইমরান : ৯৬

সময়ের পরিক্রমায় হাজার হাজার বছর পর কাবা ঘরের ধ্বংসাবশেষই কেবল অবশিষ্ট রয়ে যায় এবং ইবরাহিম ﷺ ও পুত্র ইসমাইল ﷺ এটির পুনর্নির্মাণ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তাঁরা দুআ করছিল—"হে আমাদের রব! আমাদের কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।"' সূরা বাকারা : ১২৭

একসময় যে ঘর নির্মিত হয়েছিল একত্ববাদের ভিত্তির ওপর, কালের বিবর্তনে সেখানে ধীরে ধীরে মূর্তি প্রবেশ করানো হতে থাকে এবং একসময় মুশরিকদের কাছে এটি জনপ্রিয় স্থানে পরিণত হয়। মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন কাবা ঘর থেকে সব মূর্তিকে অপসারণ করেন এবং এটিকে একত্ববাদের ওপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

কাবা হলো আল্লাহর ঘর। কাবার স্থাপত্যশৈলী খুব সাধারণ হলেও এটির প্রতীকী রূপ অনেক সমৃদ্ধ। কাবা ঘরের অবকাঠামো ঘনক্ষেত্র (কিউব) আকৃতির। এটি নির্দিষ্ট একটি দিক নয়; বরং একই সঙ্গে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্ধ্ব ও নিচ দিকের প্রতি অভিমুখ করে স্থাপিত; যা ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ একই সাথে সবগুলো দিকের প্রতি অভিমুখী।

আজকের কাবা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা, যা আল্লাহর অসীমত্বের প্রতীক বহন করে। অন্যান্য রঙের অনুপস্থিতির কারণে কালোর সৃষ্টি হয় না; বরং যখন সব রং প্রতিফলন ছাড়াই শোষিত হয়, তার পরিণতিতেই কালো বর্ণ অস্তিত্ব লাভ করে। একইভাবে জগতের সকল বৈচিত্র্য আল্লাহর এককত্বের কাছে এসে বিলীন হয়ে যায়। কাবার ভেতরটা পুরোপুরি শূন্য। এটির প্রতীকী অর্থ হলো—আল্লাহর কোনো আকৃতি নেই এবং তাঁকে দেখা যায় না, তাঁকে কোনো কিছু দিয়ে আবদ্ধ করা যায় না।

তবে একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা কাবার ইবাদত করি না; বরং কাবার মালিক এক আল্লাহর ইবাদত করি। আমরা কাবার দিকে মুখ করে ইবাদত করি,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এর মানে এই নয় যে, আল্লাহ শুধু কাবার দিকেই আছেন; বরং আমরা যেদিকেই ফিরি না কেন, সেদিকেই আল্লাহর নিদর্শন বিদ্যমান।

> 'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে; বরং বড়ো সৎকর্ম হলো এই যে, যারা ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং সমস্ত নবি-রাসূলগণের ওপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেজগার।' সূরা বাকারা : ১৭৭

কাবা ঘর এমন ঘর নয়, যেখানে আল্লাহ বসবাস করেন; বরং কাবা ঘর হলো বাইতুল মামুরের প্রতিফলন, যেখানে অগণিত ফেরেশতা বিরতিহীনভাবে প্রদক্ষিণ ও আল্লাহর ইবাদত করে চলেছে। আমরা যখন কাবাকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করি, তখন আল্লাহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়া সমগ্র সৃষ্টিজগতের সাথে যুক্ত হই। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, কিন্তু আল্লাহর নড়াচড়ার প্রয়োজন নেই, তিনি সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে।

জগতের অস্তিত্বশীল সবকিছু আবর্তনশীল। অণুর ভেতর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন আবর্তিত হয়। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদ আবর্তিত হয়, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী আবর্তিত হয় এবং কৃষ্ণ গহ্বরকে কেন্দ্র করে সূর্য আবর্তিত হয়। কৃষ্ণ গহ্বর যেমন এর কক্ষপথের ভেতর সবকিছুকে মধ্যাকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে আকর্ষণ করে, কাবাও তেমনি সব আত্মাকে আল্লাহর ভালোবাসার দিকে আকর্ষণ করে।

হজের আনুষ্ঠানিকতাগুলোর প্রতীকী অর্থ

হজের আনুষ্ঠানিকতাগুলো পালন করতে গিয়ে আমরা আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কগুলোকে পুনরায় ঝালাই করে নেওয়ার সুযোগ পাই। মরুভূমির আবহাওয়ায় লম্বা সময় ধরে ইবাদত করা, বিভিন্ন স্থানে কষ্টকর ভ্রমণ, হজের নির্দিষ্ট সাধারণ কাপড় পরিধান ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা আল্লাহর ওপর নিজের নির্ভরতার অনুশীলন করে থাকি।

হজ শব্দটি এসেছে ح-ج-ج মূলশব্দ থেকে, যার অর্থ—পূর্ণ সংকল্প (নিয়্যাত)। এর গূঢ় অর্থ হলো—কেবল এক আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার বাসনায় জগতের সবকিছুকে পরিত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প। যেমনটি জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

> 'তোমার জীবনটাকে এমন একজনকে দিয়ে দাও, যিনি ইতোমধ্যেই তোমার নিশ্বাস ও তোমার সময়ের মালিক হয়ে আছেন।'

কাবা ঘরের সংস্পর্শে এসে হাজিরা সেই সংকল্পের কথাই উচ্চারণ করেন, যাকে তালবিয়া বলা হয়। এর অর্থ—

> 'আমি উপস্থিত হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত! আপনার ডাকে সাড়া দিতে আমি উপস্থিত। আপনার কোনো অংশীদার নেই। নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা ও সম্পদরাজি আপনার এবং একচ্ছত্র আধিপত্য আপনার। আপনার কোনো অংশীদার নেই।'

হজের সময় ইহরাম বাঁধতে হয়। পুরুষদের জন্য সেলাইবিহীন এক টুকরো সাধারণ সাদা কাপড় পরিধান করতে হয়। মহিলাদের জন্য যদিও নির্দিষ্ট কোনো পোশাকের বিধান নেই, তবুও তাদেরও সাধারণ ও ভদ্রোচিত পোশাক পরিধান করতে বলা হয়েছে। এ ধরনের পোশাকের মাধ্যমে মানুষকে একদিকে নিজের তুচ্ছতাকে উপলব্ধি করতে বলা হয়েছে, অন্যদিকে এটি অনুধাবন করতে প্রাণিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান; সম্পদ, প্রতিপত্তি, গায়ের রং ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষে মানুষে সৃষ্ট বিভেদ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

হজই একমাত্র স্থান, যেখানে একজন বাদশাহ ও একজন সাধারণ মানুষ একই পোশাক পরিধান করেন। কোটিপতি ও দিন এনে দিন খাওয়া মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আল্লাহর ক্ষমা ভিক্ষা করেন। বিখ্যাত মুভিস্টার ও সাধারণ গ্রাম্য মানুষ এক তাঁবুতে ঘুমায়। নারী ও পুরুষরা যখন ইহরাম বাঁধে, তখন কিছু কাজ তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায় : যৌন সম্পর্ক স্থাপন, শিকার করা, চুল কাটা ইত্যাদি। এসব কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মানুষ তাদের প্রবৃত্তি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আল্লাহর জিকিরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের দিকে ধাবিত হয়। হজে এসে সকল 'আমি' 'আমরা'তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। প্রতিটি মানুষ সাদা সমুদ্রের একেকটি জলকণায় পরিণত হয়। এখানে লিঙ্গ, বর্ণ, গোত্র, সম্পদ, প্রতিপত্তির ভিত্তিতে মানুষে মানুষের কোনো ভেদাভেদ থাকে না, সকল মানুষের সমান মর্যাদার এক অনুপম পরিবেশ তৈরি হয়।

হজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাতবার দৌড়ানো। এর পেছনে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে। ইবরাহিম ﷺ-কে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁর পুত্র ইসমাইল ﷺ ও পুত্রের মা হাজেরাকে মক্কার শুষ্ক ও নির্জন মরুভূমির মধ্যে সাফা ও মারওয়া নামক দুটি পাহাড়ের মাঝখানে রেখে যান। ইবরাহিম ﷺ আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালন করলেন এবং তাঁদের সেখানে রেখে এলেন। তিনি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ওপর অনেক বেশি আস্থাশীল ছিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তিনি জানতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর স্বজনদের রক্ষা করবেন। মা হাজেরা তাঁর শিশুপুত্রের জন্য পানির সন্ধান করতে গিয়ে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাতবার ছুটে বেড়ান। এ ঘটনাকে স্মরণ করতে হাজিরা সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাতবার দৌড়ান। মা হাজেরা দৌড়ে বেরিয়েছিলেন পানির সন্ধানে, যেখানে হাজিরা দৌড়ে বেড়ান আল্লাহর দয়া, করুণা, ক্ষমা ও অনুগ্রহের সন্ধানে। অবশেষে পিপাসার্ত ও কান্নারত শিশু ইসমাইল ﷺ-এর পদাঘাতে মরুভূমির বালু ফুঁড়ে একটি সুপেয় পানির ঝরনা বের হয়—যেটি জমজম নামে পরিচিত।

মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের বহু আগে থেকে পবিত্র জমজম কূপ থেকে হাজিরা পানি পান করে আসছে। এ ঘটনার শিক্ষা হলো—পিপাসার্ত শিশু ইসমাইল ﷺ-এর পদতলেই যেমন আল্লাহ সুপেয় পানির ঝরনা বইয়ে দিয়েছেন, আমাদের ব্যথা-বেদনার খুব কাছেই তেমনি মহান আল্লাহ হৃদয় উপশমের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন—'যেখানেই ব্যথা, সেখানেই রয়েছে উপশম; যেখানে দারিদ্র্য, সেখানেই প্রাচুর্য। যেখানেই কঠিন প্রশ্ন, সেখানেই রয়েছে এর উত্তর। যেখানেই জাহাজ, সেখানেই রয়েছে পানি। পানির জন্য হাহাকার করো না; তোমার পিপাসাকে বাড়াও, পানি তোমার সামনে এসে ধরা দেবে। একটি ছোট্ট শিশু জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে কে তার মায়ের বুকে দুধের সঞ্চার করে?'

হজের সবচেয়ে স্মরণীয় ও জীবন পরিবর্তনকারী অভিজ্ঞতা হলো—আরাফাতের মাঠে আল্লাহর কাছে দুআ করার ঘটনা। বলা হয়ে থাকে, আরাফাত হলো হজের শীর্ষবিন্দু। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাদা পোশাক (যেমন পোশাক হবে তার কাফনের পোশাক) পরিধান করে লাখো মানুষের এক মাঠে মিলিত হওয়ার এ দৃশ্য হলো পরকালের বিচার দিবসের একটি ড্রেস রিহার্সেলের মতো, যেখানে সব মানুষ আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় দাঁড়াবে—যখন তাদের সাথে ঈমান ও সৎকর্ম ছাড়ার আর কিছুই থাকবে না। আদম ও মা হাওয়া ﷺ-কে দুনিয়ার ঠিক কোথায় প্রেরণ করা হয়েছিল—তা নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও কিছু স্কলার মনে করেন, জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নেমে আসার পর আরাফাতেই আদম ও মা হাওয়া ﷺ একত্রিত হয়েছিলেন। কিছু স্কলারের মতে—আরাফাত হলো আল্লাহর অসীম ক্ষমার প্রতীক। কারণ, রহমতের পাহাড়ে (জাবালে রহমত) আদম ও মা হাওয়া ﷺ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং আল্লাহ সেই দুআ কবুল করেছিলেন।

আরাফাত হলো মুমিনদের জন্য পাওয়ার হাউস। এখানে মুমিনরা আল্লাহর কাছে তাদের প্রতিজ্ঞাকে নবায়ন করে নেয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে—

> 'আরাফাতের দিনে আল্লাহ যত বেশিসংখ্যক মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন, অন্য কোনো দিনে তা করেন না।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন—'এই দিনের সবচেয়ে উত্তম দুআ হলো—*লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির।*' অর্থ হলো—'আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপসনা পাওয়ার অধিকার নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সকল প্রশংসার অধিকারী এবং সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'[১৭৮]

মিনায় শয়তানের ওপর পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে আমরা প্রতীকীভাবে আমাদের নিজেদের ভেতর গড়া মূর্তিগুলোকে ভেঙে থাকি। শয়তানের তিনটি পিলারে সাতবার করে নুড়ি পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে কেবল বাহ্যিক শয়তানকেই আমরা প্রত্যাখ্যান করি না; বরং আমাদের ভেতরের হিংসা, লোভ, অহংকার ইত্যাদি যেগুলো আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলে, সেগুলোকেও ঝেড়ে ফেলি।

আমাদের ভেতরের লোভ ও প্রবৃত্তির তাড়নাকে কুরবানি করার লক্ষ্যে আমরা হজে পশু কুরবানি দিই এবং এর গোশত বিলিয়ে দিই। ইবরাহিম ﷺ যেভাবে আল্লাহর নির্দেশে তাঁর প্রিয়বস্তুকে ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, সে ঘটনাকে স্মরণ করার জন্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পশু কুরবানির এ বিধান চালু হয়েছে।

পশু কুরবানি ছাড়া হজের আর একটি বিধান হলো মাথার চুল ছাঁটা বা মাথা কামিয়ে ফেলা। চুল ছাঁটা বা কামিয়ে ফেলার মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে এই বার্তা দিই যে—'আপনার ওপরে কোনো কিছুকেই আমি প্রাধান্য দিই না। আমি দুনিয়ার সকল কিছুর সাথে আমার সম্পৃক্ততাকে পরিত্যাগ করছি, আমার সুনাম, খ্যাতি ও দুনিয়াবি সকল চাওয়া-পাওয়াকে আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের কাছে তুচ্ছ ঘোষণা করছি।

হজ হলো আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্তি ও নিজের ফিতরাতে ফিরে যাওয়ার একটি শর্টকাট উপায়। বুখারি শরিফে বর্ণিত আছে—

> 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ করে এবং অশ্লীল ও গুনাহর কাজ থেকে বেঁচে থাকে, সে নবজাতক শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।'

---

১৭৮. তিরমিজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

“

পার্থিব জীবন ছলনার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।’
সূরা আলে ইমরান : ১৮৫

মৃত্যু হলো চিরস্থায়িত্বের সাথে বিবাহের মতো। —জালালুদ্দিন রুমি

”

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মৃত্যুর আধ্যাত্মিক রহস্য

মানুষের রুহ চিরন্তন, যা আল্লাহর ফুঁকে দেওয়া নিশ্বাস থেকে উদ্‌গত। আমাদের শরীর আমাদের মূল পরিচয় নয়; বরং শরীর হলো রুহের বাহন মাত্র। আমাদের শরীর কাদামাটি দিয়ে তৈরি এবং পৃথিবী হলো একটি চুল্লি, যেখানে আমাদের পুড়িয়ে মৃৎশিল্পের আকৃতি দেওয়া হয়। এ পৃথিবী আমাদের ঠিকানা নয়; বরং পৃথিবী হলো এমন এক খোলস—যেখানে আমরা সেই আকৃতি লাভ করি, যে আকৃতি আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।

মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়; বরং মৃত্যু হলো রূপান্তরের একটি প্রক্রিয়ামাত্র, যেখানে আমরা আমাদের খোলসকে ঝেড়ে ফেলে রুহের প্রকৃত রূপে পরিণত হই। জীবন্ত সবকিছুরই যাত্রা শুরু হয় একটি মৃত্যু, একটি ক্ষতি বা একটি ত্যাগ থেকে। মৃত্যুর সার থেকেই জীবনের যাত্রা শুরু। একটি প্রজাপতিকে অস্তিত্ব লাভ করতে হলে তার খোলসকে ভেঙে বেরিয়ে আসতে হয়। একটি চারাগাছের বেড়ে উঠার পেছনে তার বীজ ফেটে যাওয়ার অতীত থাকে।

নতুন করে জেগে উঠার লক্ষ্যেই জীবন-মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। মৃত্যু হলো এমন এক সেতু, যার অপর প্রান্তে রয়েছে চিরজীবনের শুরু। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আর অবশ্যই তোমার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে উত্তম।' সূরা আদ-দোহা : ৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মাতৃগর্ভের অন্ধকারে বাস করা কোনো শিশুকে আপনি যদি আলো ঝলমলে পাহাড়, সমুদ্র ও নক্ষত্রে ভরা দুনিয়ার জগতের কথা বলেন, তাহলে তার জন্য এটি বিশ্বাস করা হবে কঠিন। সেই শিশুর মতোই দুনিয়ার মাতৃগর্ভে বাস করা আমাদের পক্ষে চিরস্থায়ী বাস্তব জগৎ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। অথচ মাতৃগর্ভের শিশুর জন্য যেমন ভূমিষ্ঠ হওয়া অনিবার্য সত্য, আমাদেরও তেমনি পরকালের চিরন্তন জগতে প্রবেশ করা অনিবার্য সত্য। আমাদের শরীর অবশ্যই একদিন মারা যাবে, কিন্তু আমাদের রুহ কখনো মারা যাবে না; বেঁচে থাকবে চিরকাল। মৃত্যু শেষকথা নয়; বরং মৃত্যু হলো সেই আল্লাহর একটি নিদর্শন, যার কোনো শেষ বা মৃত্যু নেই।

দুনিয়াতে আমরা অনেক মৃত্যু অবলোকন করি, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়—দুনিয়াতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়; কেবল আল্লাহই চিরস্থায়ী। এখানকার সবকিছুই একদিন আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষাক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।' সূরা বাকারা : ১৫৫

মানুষের অবস্থা সমুদ্রসৈকতে নির্মিত বালুর ঘরের মতো, যেকোনো সময় সমুদ্রের ঢেউ এ ঘরকে তার কোলে টেনে নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের আত্মাকে নিয়ে নেন; আর দিনের বেলা যা তোমরা করো, তা তিনি জানেন। অতঃপর দিনের বেলা তিনি তোমাদের জাগিয়ে দেন, যাতে জীবনের নির্দিষ্টকাল পূর্ণ হয়। অতঃপর, তাঁর পানেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি তোমাদের নিকট বর্ণনা করে দেবেন—যা তোমরা করছিলে।' সূরা আনআম : ৬০

জীবন কত তুচ্ছ

জীবনের প্রতি আকর্ষণের চাদর বাস্তবতার সূর্যকে ঢেকে রাখতে চায়। আমরা যখন সত্যিকার অর্থে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শিখি এবং মৃত্যুকে সানন্দে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই, তখনই কেবল জীবনের প্রকৃত রং আমাদের কাছে ধরা দেয়। বিশ্ববিখ্যাত বীর আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেটের মৃত্যুর ঘটনায় এটি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট যখন ভয়ানকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তিনি দুনিয়ার সেরা ডাক্তার, কবিরাজ, হেকিমকে ডাকলেন এবং তার অর্জিত বিপুল ধন-সম্পদ দেওয়ার বিনিময়ে আরোগ্য লাভ করতে চাইলেন, কিন্তু কোনো চিকিৎসা দিয়েই কোনো কাজ হলো না। জগদ্‌বিখ্যাত বীর মৃত্যুশয্যায় কাতরাচ্ছেন; অথচ কেউ কিছু করতে পারছে না।

অবশেষে আলেকজান্ডার নিজ ভাগ্যকে মেনে নিলেন। তিনি আত্মীয়স্বজন ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডাকলেন এবং তার মৃত্যুর পর তিনটি ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে বললেন। প্রথমটি হলো, তার কফিন কবর পর্যন্ত বহন করবে ডাক্তারগণ। দ্বিতীয়টি হলো, তার কবর পর্যন্ত রাস্তাটি সাজানো হবে তার উপার্জিত বিপুল সম্পদরাজি দিয়ে। তৃতীয়টি হলো, তার হাত দুটি যেন তার কফিনের বাইরে ঝোলানো থাকে।

আলেকজান্ডার ব্যাখ্যা করলেন, ডাক্তারদের কফিন বহন করানোর মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে এই বার্তা দিতে চান—যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন দুনিয়ার কোনো চিকিৎসক মৃত্যুকে রুখতে পারে না। কবর পর্যন্ত রাস্তায় মণি-মুক্তো ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তিনি এই বার্তা দিতে চান, বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের জীবনের জন্য সামান্য সময়ও কিনে নিতে পারলেন না। হাত দুটি কফিনের বাইরে ঝুলিয়ে রাখার মাধ্যমে তিনি এটি বলতে চান যে, তিনি দুনিয়াতে এসেছিলেন খালি হাতে, ফিরে যাচ্ছেন খালি হাতে; দুনিয়ার কোনো সম্পদই তিনি সাথে নিয়ে যেতে পারেননি।

আলেকজান্ডার দেখলেন, তার সীমাহীন সম্পদ ও ঐতিহাসিক বিজয়গাথা তাকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারেনি। এ ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি, দুনিয়ার অর্জিত সম্পদরাজি আমাদের কোনো কাজে আসবে না। সময় এত মূল্যবান যে, তা কখনো ফিরে পাওয়া যায় না। আমরা পাপ করলে ক্ষমা পেতে পারি, অসুস্থ হলে সুস্থতা পেতে পারি, নিঃস্ব হয়ে গেলে আবার প্রাচুর্য অর্জন করতে পারি, কিন্তু সময় চলে গেলে তা ফিরে আসে না। আমরা দান, ভালোবাসা, জ্ঞান ও সৎকর্মের যে চারা দুনিয়াতে রোপণ করব, কেবল তা-ই পরকালীন জীবনে বিশাল বৃক্ষ হয়ে দেখা দেবে। আমাদের কবরে আমাদের সাথে কিছুই যাবে না; যাবে কেবল আমাদের সৎকর্ম।

> 'ধন-সম্পদ আর সন্তানাদি পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য, আর স্থায়ী সৎ কাজ তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রতিদানে উত্তম, প্রত্যাশাতেও উত্তম।' সূরা কাহাফ : ৪৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমাদের ভাগ্য, দুনিয়াবি সাফল্য, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব সবকিছুই পেছনে রয়ে যাবে। যেমনটি একজন সাধক বলেছেন—'তুমি ভালোবাসো দুনিয়ার এমন সব মানুষকে, যারা হয় তোমাকে দাফন করবে, নয়তো তুমি তাদের দাফন করবে। এর অন্যথা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।'

পৃথিবী আমাদের প্রকৃত বাড়ি নয়

আমাদের শরীর একটি বাহন এবং এটি আল্লাহর দেওয়া ঋণ। এ দুনিয়া হলো আল্লাহর কাছ থেকে আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথের একটি বাসস্টপ। নিচের ঘটনায় এটি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

এক ব্যক্তি আবু হুসেইন নামক এক সুফির সাথে দেখা করার জন্য কুফার পথে রওয়ানা হলো। লোকটি আবু হুসেইনের বাড়িতে প্রবেশ করে দেখতে পেল, বাড়ির ভেতর কোনো আসবাবপত্র নেই। লোকটি হতভম্ব হয়ে আবু হুসেইনকে জিজ্ঞেস করল—'আপনার বাড়িতে কোনো আসবাবপত্র দেখছি না, ব্যাপার কী?' আবু হুসেইন হেসে বললেন—'আচ্ছা তুমি আগে বলো, তুমি এত দূর এসেছ, সাথে কোনো আসবাবপত্র আনোনি কেন?' লোকটি জবাবে বলল—'আমি তো কেবল পথিক মাত্র। আসবাবপত্র দিয়ে আমি কী করব?' এবার আবু হুসেইন জবাবে বললেন—'আমিও তো এ দুনিয়ায় কেবল একজন পথিক মাত্র। আমি খুব অল্প কয়েকদিনের জন্য এ দুনিয়াতে এসেছি, তারপর আমার আসল বাড়িতে ফিরে যাব। কাজেই আমার তো কোনো আসবাবপত্রের প্রয়োজন নেই।'

আমাদের আসল বাড়ি সেটা নয়, যেটা টাকা দিয়ে কেনা যায়; আমাদের আসল বাড়ি রয়েছে আল্লাহর কাছে। মহানবি ﷺ বলেছেন—

> 'দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমার জন্য নয়। দুনিয়াতে আমি একজন পথিকের ন্যায়, যে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং তারপর তার নিজস্ব পথে চলে যায়।'[১৭৯]

অনেক স্কলার মানুষের জীবনের সংক্ষিপ্ততার বর্ণনা এভাবে দিয়ে থাকেন—যখন মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তার কানে আজান দেওয়া হয়; কিন্তু কোনো নামাজ অনুষ্ঠিত হয় না। মানুষ যখন মারা যায়, তখন আজান দেওয়া হয় না,

---

১৭৯. তিরমিজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কিন্তু তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এর কারণ হলো এই যে, মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ে দেওয়া আজানের নামাজ অনুষ্ঠিত হয় তার মৃত্যুর সময়। কাজেই আজান ও নামাজের মধ্যকার সময় যত সংক্ষিপ্ত, আমাদের দুনিয়ার জীবনও ততই সংক্ষিপ্ত।

আমরা আমাদের বাড়ি, দেশ বা শরীরের বাসিন্দা নই; বরং আমরা হলাম পথিক মাত্র। কোনো পথিক যেমন তার হোটেলরুমকে সাজায় না। কারণ, সেখানে তার অবস্থানকাল হয় বড়োই সংক্ষিপ্ত, তেমনি কোনো মানুষেরও তার দুনিয়ার জীবনকে খুব বেশি সাজানো ঠিক না। কারণ, দুনিয়ার এ ঠিকানা বড়োই স্বল্প সময়ের জন্য; বরং আমাদের রুহকে সাজানো উচিত সৎকর্ম দিয়ে। কেননা, সৎকর্মই হলো একমাত্র মুদ্রা—যা সময় ও স্থানকে অতিক্রম করে পরকালে আমাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। অতএব, নশ্বর দুনিয়ার জন্য নয়; বিনিয়োগ করতে হবে অবিনশ্বর পরকালের জন্য।

জীবনের অস্থায়িত্ব ও আল্লাহর করুণা

ইসলামে জীবনের অস্থায়িত্বকে শাস্তি হিসেবে দেখা হয় না; বরং আল্লাহর সমন্বিত করুণার একটি অংশ হিসেবেই দেখা হয়। জীবনের অস্থায়িত্ব ও সব নাটকীয়তা আমাদের কাছে আশা হিসেবে হাজির হয়, মৃত্যু আমাদের আল্লাহর করুণার কথাই মনে করিয়ে দেয়। কেননা, যদি সবকিছু অবিনশ্বর হতো, তাহলে আমাদের ব্যথা-বেদনা ও ক্ষতিগুলোও অবিনশ্বর থেকে যেত।

মৃত্যু আমাদের সব আনন্দ-সুখের ভেলাকে ভাসমান কোনো কিছুর কাছে নয়; বরং সেই আল্লাহর কাছে নোঙর করতে শেখায়, যার ভালোবাসা অসীম ও চিরস্থায়ী। মৃত্যু আমাদের মনে করিয়ে দেয়—কেবল একটি জিনিসই প্রকৃত ও অপরিবর্তিত, আর তা হলো আল্লাহ। জগতের অস্তিত্বশীল সবকিছু; তা ভালো হোক বা মন্দ—একদিন ধ্বংস হবেই।

আমরা যখন আমাদের প্রবৃত্তি ও মরণশীল শরীরের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমাদের ভেতর ফুঁকে দেওয়া আল্লাহর নিশ্বাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন মৃত্যুর ভয় তেমনিভাবে বাতাসে মিলিয়ে যায়; যেমনিভাবে রোদ উঠলে তুষারকণা মিলিয়ে যায়। আমাদের রুহের মৃত্যু নেই। রুহ দুনিয়ার সময়কে অতিক্রম করেও জীবিত থাকে। এই জগৎ কেবল আমাদের খোলসকে ভেঙে ফেলতে পারে, রুহের কোনো ক্ষতি করার সামর্থ্য এ জগতের কারও নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে বৃষ্টিতে পরিণত হয়, তবুও সে প্রকৃতির কাছে অভিযোগ দায়ের করে না। কারণ, বৃষ্টির মাধ্যমেই তো দুনিয়ার গাছপালা সজীব হয়ে থাকে। স্বর্ণ কখনো পোড়ানোর অভিযোগে আগুনকে অভিশাপ দেয় না। কারণ, আগুনই তো স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করে তোলে। গর্ভফুল পড়ে যাওয়ার জন্য কোনো মা ব্যথিত হয় না। কারণ, বিনিময়ে সে একটি শিশুসন্তান লাভ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি।' সূরা ইনশিরাহ : ৫

যা কিছু আমরা হারাই, তার জন্য শোক প্রকাশ করতে হয় না। মহান আল্লাহ বলেন—

> 'আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে ভালো কিছু দেখেন, তাহলে তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে, তা থেকে উত্তম কিছু তোমাদের দান করবেন আর তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।' সূরা আনফাল : ৭০

শীতকালে গাছের পাতা ঝরে পড়ে এ কারণে যে, বসন্তে সেখানে নতুন পাতা গজাবে। তেমনিভাবে আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে কিছু কেড়ে নেন কিছু দেওয়ার জন্যই। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুকেই শক্ত করে আঁকড়ে না ধরার মধ্যেই সত্যিকারের শান্তি লুকিয়ে আছে।

কবি আরু বারজাক বলেছেন—

> 'যদি হারানোর ব্যথা তোমাকে খুব তীব্রভাবে ভোগায়, তাহলে হারানোর মতো কিছুর প্রতি আর কখনো খুব বেশি সংযুক্ত হয়ো না।'

যা কিছু ধ্বংসশীল, তাকে ছেড়ে দিন এবং যা চিরস্থায়ী, তাকে আঁকড়ে ধরুন। প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসশীল সবকিছুই ধ্বংসহীন আল্লাহর স্মরণের সামনে বাধাস্বরূপ। কাজেই দুনিয়াবি উপকরণের প্রতি ঝোঁক যত কমানো যাবে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ততই সহজ হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মৃত্যু প্রকৃত সত্যকে উন্মোচন করে

একজন স্কলার বলেছেন—

> 'জীবন ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্নের মতো। যখন আমরা মারা যাই, তখন মূলত ঘুম থেকে জেগে উঠি এবং মেকআপ ছাড়া সত্যিকারের জগৎকে আবলোকন করি। মৃত্যু আমাদের মুখোশ খুলে দেয়। সমস্ত মিথ্যাকে মৃত্যু হত্যা করে। কেননা, মিথ্যাকে বিলুপ্ত করার জন্যই সত্যের আগমন ঘটে।' সূরা বনি ইসরাইল : ৮১

যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে দেয়, সত্যের ভেতর বাস করে; জীবন তাকে যেখানেই নিয়ে যাক না কেন, সব সময় ভালোবাসাই রোপণ করে যায়। তার জন্য মৃত্যু কোনো ভয়ের ব্যাপার নয়। কেননা, মৃত্যু তো হলো ভালোবাসার আদি উৎস (আল ওয়াদুদ) আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ারই অপর নাম। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে গুনাহ করে আবার অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে, আশা করা যায়—মৃত্যুর সময় মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু যারা অপরের প্রতি জুলুম করে, অপরের অধিকারকে গ্রাস করে, ঘৃণার চর্চা করে, তাদের জন্য মৃত্যু হবে বেদনাদায়ক। মৃত্যু হলো বিচার দিবসে প্রবেশের দরজা, যে দিবসে আল্লাহ মানুষের সৎকর্ম ও অসৎকর্মকে দাঁড়িপাল্লায় মাপবেন।

আপনি যত ধনবান, বিখ্যাত বা সৌন্দর্যমণ্ডিতই হন না কেন, মৃত্যু থেকে পালানোর কোনো সুযোগ আপনার নেই। প্রত্যেককেই কবরের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যু আমাদের মনে করিয়ে দেয়—আমাদের সম্পদরাজি, আমাদের ভালোবাসার মানুষ বা আমাদের সন্তানাদি মৃত্যু থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে না। মৃত্যুর কাছে বয়স, বর্ণ, লিঙ্গ বা ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নেই। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'কেউ জানে না কোন স্থানে সে মারা যাবে।' সূরা লোকমান : ৩৪

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

> 'অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা ত্বরান্বিত করতে পারবে না।'
> সূরা নাহল : ৬১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমরা যখন মৃত্যু থেকে পালানোর চেষ্টা করি, তখন মূলত মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যাই। মহান আল্লাহ বলেন—

> 'তোমরা যদি মৃত্যু বা হত্যা থেকে পলায়ন করো, তবে এ পলায়ন কোনো কাজে আসবে না।' সূরা আহজাব : ১৬

কারণ,

> 'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের পেয়ে বসবেই।' সূরা নিসা : ৭৮

আপনি কেন মৃত্যুকে ভয় পাবেন

কেউ মৃত্যুকে ভয় পায় মানে হলো—সে আল্লাহ ছাড়া অন্য এমন কিছুকে আঁকড়ে ধরেছে, যার ভিত্তি বড়োই নড়বড়ে। আমাদের সুখ যদি এমন কিছুর ওপর নির্ভরশীল হয়—যার ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তাহলে আমরা কখনোই সন্তোষ লাভ করতে পারব না। আমাদের শান্তি মূলত নির্ভর করে আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের ওপর। কারণ, আল্লাহ চিরস্থায়ী ও পরিবর্তনহীন।

ইসলামের মূল ভিত্তি হলো আত্মসমর্পণ। কারণ, কেবল দুনিয়ার মিথ্যা আকর্ষণগুলোকে সমর্পণ করার মাধ্যমেই আমরা সত্যিকারের স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে থাকি। এক দৃষ্টিতে, মৃত্যু আপনাকে হয় ভয় অথবা ঈমানের দিকে ঠেলে দেয়। যখন আমরা একবার ঠিকমতো বুঝে নিতে পারি যে, ভবিষ্যতের ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এবং যখন আমরা আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করতে সক্ষম হই, কেবল তখনই সত্যিকারের শান্তির সন্ধান পাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আর যে তার রবের প্রতি ঈমান আনে, তার কোনো ক্ষতি বা জুলুমের ভয় থাকবে না।' সূরা জিন : ১৩

কিন্তু আমরা যখন দুনিয়ার অজানা ভবিষ্যৎ গড়ার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করি, তখন দুশ্চিন্তা ও হতাশা আমাদের গ্রাস করে ফেলে। কেবল আল্লাহর অসীমত্বকে স্মরণ ও তাঁর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণই আমাদের প্রকৃত প্রশান্তি এনে দিতে পারে। মৃত্যুচিন্তা আমাদের সেই পথের দিকে এগিয়ে দেয়। মহানবি ﷺ আমাদের সর্বদা মৃত্যুচিন্তা করতে বলেছেন এবং কবরস্থান পরিদর্শন করতে বলেছেন। কারণ, গোরস্থান এমন এক জায়গা, যেটি নীরব হলেও তার বার্তা নীরব নয়। আমরা মাটির ওপরের চেয়ে মাটির নিচে বেশি সময় অতিবাহিত করব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আপনি একদিন মারা যাবেন

মৃত্যু হলো সবচেয়ে বড়ো শিক্ষক। কেননা, এটি আমাদের চিরস্থায়ী আল্লাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে শেখায়। মহান আল্লাহ বলেন—

> ‘পৃথিবীপৃষ্ঠে যা আছে সবই ধ্বংসশীল, কিন্তু চিরস্থায়ী তোমার প্রতিপালকের চেহারা; যিনি মহীয়ান, গরীয়ান।’
> সূরা আর-রহমান : ২৬-২৭

আমরা যখন মৃত্যুকে স্মরণ করি, তখন আসলে জীবনের তুলনায় মৃত্যুকে বেশি গুরত্ব দিই। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।’ সূরা আনকাবুত : ৫৭

কিন্তু প্রশ্ন হলো—কতজন মৃত্যুর মিষ্টতার স্বাদ আস্বাদন করবে?

যখন মৃত্যু সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন অবহেলায় নষ্ট করা সময়গুলোর কথা আমাদের মনে পড়বে। মৃত্যুর সময় আমাদের সব গোপনীয়তা, সব গুনাহ ও দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়বে। সেই সব বিষয় আমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে, যা আমাদের করার কথা ছিল, কিন্তু করা হয়ে ওঠেনি।

> ‘যতদিন পারো বেঁচে থাকো, কিন্তু জেনে রেখ, একদিন তুমি মারা যাবে। যাকে ইচ্ছা ভালোবাসো, কিন্তু জেনে রেখ, একদিন তুমি বিচ্ছেদের সম্মুখীন হবে। যা মনে চায় করো, কিন্তু জেনে রেখ, একদিন তোমাকে সবকিছুর জবাব দিতে হবে।’[১৮০]

মৃত্যুর অনিবার্যতা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে—আমরা কি এমনভাবে জীবনযাপন করছি যে, প্রতিটি দিনই হয়তো হতে পারে আমাদের শেষ দিন? মৃত্যু আমাদের ভাবতে শেখায়—আমরা কি অর্থবহ জীবনযাপন করছি, নাকি মূল্যবান সময়গুলো হেলায় কাটিয়ে চলেছি?

আলি ﵁ বলেন—

> ‘জীবনের জন্য এমনভাবে কাজ করবে, যেন তুমি চিরকাল বাঁচবে; পরকালের জন্য এমনভাবে কাজ করবে, যেন তুমি কালকেই মারা যাবে।’

---

১৮০. Al-Ghazali, Abu Hamid. *Dear Beloved Son*—Ayyuhal Walad

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মহানবি ﷺ বলেছেন—

> 'মৃত্যুর কথা এমনভাবে স্মরণ করো, যেন তুমি দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত সময় থেকে পূর্ণ সুবিধা নিতে পারো।'[১৮১]

মহান আল্লাহ বলেন—

> 'তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন—কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।' সূরা মুলক : ২

আমরা কোথায় ও কখন মারা যাব, তা ঠিক করার সুযোগ আমাদের হাতে নেই। তবে আমরা কীভাবে বেঁচে থাকব, তা ঠিক করার সুযোগ আমাদের হাতে রয়েছে। একবার এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন—'কবে বিচার দিবস অনুষ্ঠিত হবে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে পালটা প্রশ্ন করলেন—'তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?'[১৮২] নবিজি মূলত আমাদের করণীয়র দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। অন্য একসময় রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'যখন কিয়ামত এসে যাবে, তখন যদি তোমার কাছে খেজুর গাছের একটি চারাও থেকে যায় এবং সেটি রোপণ করা সম্ভব হয়, তাহলে তোমার উচিত চারাটি রোপণ করা।'[১৮৩]

পবিত্র কুরআনে কিয়ামত দিবসের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে—যেদিন সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে এবং আল্লাহর সামনে বিচারের মুখোমুখি হবে। সেদিন প্রত্যেককেই দুনিয়াতে তার কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কুরআনের সেদিনের ভয়াবহতার বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উঠে এসেছে। কুরআন বলেছে—

> 'পৃথিবী প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে।' সূরা জিলজাল : ১
>
> 'মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো। পর্বতগুলো হবে ধুনিত রঙিন পশমের ন্যায়।' সূরা কারিয়া : ৪-৫

---

১৮১. তিরমিজি

১৮২. বুখারি

১৮৩. আলবানি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'সমুদ্রগুলোকে অগ্নি-উত্তাল করা হবে।' সূরা আত-তাকভির : ৬

'তারকাগুলো তাদের উজ্জ্বলতা হারিয়ে খসে পড়বে।'
সূরা আত-তাকভির : ২

'সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে।' সূরা কিয়ামাহ : ৯

'আকাশকে গুটিয়ে নেওয়া হবে, যেভাবে গুটিয়ে রাখা হয় দলিলপত্রাদি।' সূরা আম্বিয়া : ১০৪

'মৃতরা জীবন লাভ করবে এবং আল্লাহর দিকে ছুটে আসবে।'
সূরা ইয়াসিন : ৫১

সেদিন সৃষ্টিজগতের সকল কিছু আল্লাহর সামনে মাথানত করে দাঁড়াবে। এদিন দুনিয়ার বিচারের অসম দাঁড়িপাল্লাকে আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহের সাহায্যে নিখুঁতভাবে সমান করে স্থাপন করা হবে।

কেউ জানে না, কবে সে মারা যাবে এবং কবে কিয়ামত সংঘটিত হবে। আমাদের হাতে কেবল সেই ক্ষমতা আছে—যা দিয়ে আমরা নিজের বর্তমান জীবনকে বদলাতে পারি। কাজেই মৃত্যু নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে আমাদের উচিত বর্তমানকে উন্নততর করার কাজে আত্মনিয়োগ করা। পারস্য কবি আবু সাইদ আবুল খাইর যথার্থই বলেছেন—

'যখন তুমি ভূমিষ্ঠ হয়েছ, তখন তুমি কেঁদেছ; কিন্তু সবাই হেসেছে। এমনভাবে তোমার জীবনটা গঠন করো, যেন মৃত্যুর সময় তুমি হাসবে, কিন্তু সবাই কাঁদবে।'

যদি কখনো আপনি জানতে পারেন যে আজ রাতেই আপনারা মৃত্যু হবে এবং আগামীকাল সকালে আপনি আর জেগে উঠবেন না, তখন আপনার মনে কী অনুভূতির সৃষ্টি হবে? আপনি কি মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে ভেঙে পড়বেন? নাকি আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা পেতে তাঁর দরজায় ধরনা দেবেন? যেহেতু আমরা জানি না মৃত্যু কখন আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হবে, সেহেতু আমাদের এমনভাবে জীবনযাপন করা উচিত, যেন আজ রাতই হতে যাচ্ছে আমার জীবনের শেষ রাত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মৃত্যুর জন্য আমাদের সৃষ্টি হয়নি

আল্লাহ যদি কেবল জীবনের জন্য আমাদের সৃষ্টি করতেন, তাহলে মৃত্যু বলতে কোনো কিছু থাকত না। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু জীবনের বিপরীত কিছু নয়; বরং মৃত্যু হলো অস্তিত্বহীনতা। আমরা যে কেবল জীবনের জন্য সৃষ্টি হইনি, তার প্রমাণই হলো মৃত্যু। জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন—

> 'আমার আত্মা ভিন্ন কোথাও থেকে আগত—আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত। তাই অবশেষে সেখানেই আমার যাত্রা সমাপ্ত করব বলে ঠিক করেছি।'

মৃত্যু শূন্যতার জগতে প্রবেশের নাম নয়; বরং মৃত্যু হলো চিরন্তন জগতে নতুন করে জন্ম নেওয়ার দরজা মাত্র। চিরস্থায়ী জগতে জন্ম নেওয়ার জন্য এ পথ আমাদের পাড়ি দিতেই হবে। চোখ মেলে তাকিয়ে যেমন আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠি, তেমনি মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা নতুন জগতের জন্য জেগে উঠি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে চমৎকারভাবে বলেছেন—

> 'মৃত্যু মানে আলো নিভে যাওয়া নয়; বরং মৃত্যু হলো আলো নিভিয়ে দেওয়া। কেননা, ভোর চলে এসেছে।'

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'অতঃপর তোমরা ভূমিকে দেখ শুষ্ক, মৃত। অতঃপর আমি যখন তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তাতে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়, আর তা উদ্‌গত করে সকল নয়নজুড়ানো (জোড়ায় জোড়ায়) উদ্ভিদ।' সূরা হজ : ৫

মৃত শীত যেমন জীবন্ত বসন্তের আগমন ঘটায়, তেমনি মৃত্যুও নতুন জীবনের আগমনি বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়। শাইখ সিদি মুহাম্মাদ আল জামাল সুন্দরভাবে বলেছেন—

> 'মৃত্যুর পদধ্বনি শোনো, যেটি আসলে পরকালীন জীবনেরই গান।'

দুনিয়াতে আপনি যা কিছু রেখে যাচ্ছেন, তার জন্য শোক করবেন না। কারণ, এই জগৎ কেবল পরবর্তী জগতেরই সুগন্ধ মাত্র।

> 'পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবন হলো ততটুকু, সমুদ্রে একটি আঙুল ডুবিয়ে তুললে সেই আঙুলে যতটুকু পানি লেগে থাকে।'[১৮৪]

---

১৮৪. মুসলিম, আহমদ

আমার পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মুমিনের জন্য মৃত্যু হলো ঘরে ফেরার আনন্দ উদ্‌যাপন। আল্লাহর স্মরণকে সাথে নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ ও আমাদের মধ্যকার পর্দা সরে যায় এবং আমরা আল্লাহর চেহারা ও সৌন্দর্য অবলোকনের সুযোগ পাই। মুমিনের কাছে মৃত্যু অপরিচিত কিছু নয়। কারণ, আমরা অপরিচিত কোথাও যাচ্ছি না; বরং আমরা আমাদের আদি উৎসের কাছে ফিরে যাচ্ছি।

> 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।' সূরা বাকারা : ১৫৬

আমরা যখন আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে সক্ষম হই, তখন আমাদের মৃত্যুর মানে দাঁড়ায় চূড়ান্ত স্বাধীনতা। মুমিনের মৃত্যু তো হলো প্রবৃত্তির খাঁচা ভেঙে চির মুক্তি লাভের অপর নাম। মৃত্যুর মাধ্যমে রুহ ডানা মেলে উড়ে যায় তার প্রভুর কাছে। মৃত্যু সমাপ্তি নয়; বরং চিরকালীন জীবনের শুরু মাত্র।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

“জান্নাতে যাওয়ার পথ তোমার ভেতরেই রয়েছে। তোমার ভালোবাসার ডানাগুলোকে ভালোভাবে ঝাঁকুনি দাও, যাতে এগুলো শক্ত হয়। এ ডানাই তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে; সিঁড়ির প্রয়োজন হবে না।”

—জালালুদ্দিন রুমি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জান্নাত ও জাহান্নামের রহস্য

মহান আল্লাহ বলেন—

> 'আমি প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়।'
> সূরা আজ-জারিয়াত : ৪৯

এর কারণ সম্ভবত এই যে, সৃষ্টিজগতের সবকিছুর মান নির্ণীত হয় তার বিপরীত বস্তুর সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে। ভেতর ছাড়া বাহির হয় না, সাদা ছাড়া কালো হয় না, নারী ছাড়া পুরুষ হয় না। অন্ধকার না থাকলে আলোর কি কোনো মূল্য থাকে? জাহান্নাম না থাকলে জান্নাতের কি কোনো মর্যাদা থাকে? যদি রঙের বৈপরীত্য না থাকত, তাহলে আমাদের চোখ কোনো কিছু দেখতে পারত না। যদি শব্দের তরঙ্গ না থাকত, তাহলে আমাদের কান কোনো কিছু শুনতে পারত না। কারণ, আমাদের মনের বোঝাপড়া নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যকার সম্পর্ক, বাস্তবতা ও সংযুক্ততার ওপর। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির মাঝে দ্বৈততা সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ আল্লাহর গুণগুলোকে তাঁর সৃষ্টির ওপর প্রয়োগ করতে পারে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রেমে পড়ার স্বাদ অনুভব করতে পারে।

যেহেতু ভালোবাসা কখনো জোর করে হয় না, সেহেতু আল্লাহ আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা দান করেছেন, যাতে আমরা প্রকৃত ভালোবাসার স্বাদ অনুভব করতে পারি। জাহান্নাম হলো আমাদের স্বাধীন ইচ্ছারই উপজাত (বাইপ্রোডাক্ট)। কারণ, আল্লাহ যেহেতু আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা দান করেছেন, সেহেতু তাঁর থেকে বিমুখ হওয়ার স্বাধীনতাও আমরা ভোগ করে যাচ্ছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দুনিয়া হলো পরকালের শস্যক্ষেত্র। এখানে যে শস্য আমরা রোপণ করব, তার ফসল দিয়েই পরকালে নিজের গোলা ভরব। যদি পরকালকে কেবল শাস্তি ও পুরস্কারের জায়গা হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে আল্লাহর বার্তাগুলোর নির্যাসকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারব না। মূলত জান্নাত ও জাহান্নাম শুধু বস্তুগত বিষয় নয়; বরং এ দুটি হলো আল্লাহর কাছাকাছি ও আল্লাহর কাছ থেকে দূরে থাকার অনুভূতিরই বাস্তব রূপায়ণ। অন্যকথায়, জান্নাত ও জাহান্নাম হলো সেই আয়না, যেখানে আল্লাহর সাথে আমাদের আত্মার সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়।

জান্নাত ও জাহান্নামের গভীরতম অর্থ

জান্নাত ও জাহান্নাম কেবল বস্তুগত গন্তব্য নয়; বরং আধ্যাত্মিক বাস্তবতাও। জান্নাত ও জাহান্নামের প্রকৃত রূপের বর্ণনা কোনো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ, এগুলো এমন বাস্তবতা—যা মানবীয় অনুভূতির বহু ঊর্ধ্বে। পবিত্র কুরআন ও মহানবি ﷺ-এর হাদিসে জান্নাত ও জাহান্নামের সেই বর্ণনাগুলো এসেছে, যা মানবীয় অনুভূতি ধারণ করতে সক্ষম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বর্ণনাগুলো জান্নাত ও জাহান্নামের প্রকৃত রূপের ছিটেফোঁটা মাত্র।

পরকাল গঠিত হবে দুনিয়ার জীবনের ওপর ভিত্তি করে। দুনিয়াতে যে সৎকর্মের বীজ আমরা বপন করে চলেছি, সে বীজগুলোই জান্নাতের বাগানে মহিরুহ হয়ে দেখা দেবে। জান্নাতের বাসিন্দাদের আল্লাহ তায়ালা বলবেন—

> 'বিগত দিনসমূহে তোমরা যা অগ্রে প্রেরণ করেছ, তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও এবং পান করো।' সূরা হাক্কাহ : ২৪

আপনি যদি দুনিয়াতে আল্লাহর সাথে বিচ্ছেদ ও প্রত্যাখ্যানের জীবনযাপন করেন, তাহলে পরকালেও একই জীবনের সম্মুখীন হবেন। জাহান্নাম হলো বিচ্ছেদের অপর নাম, যেখানে মানুষের সামনে এমন এক আবরণ পড়ে যাবে, যার ফলে সে আল্লাহর সর্বব্যাপী ভালোবাসা ও দয়া থেকে বঞ্চিত হবে। অন্যদিকে জান্নাত হলো আল্লাহর নৈকট্যের অপর নাম, যেখানে মানুষ আল্লাহর ভালোবাসা ও প্রশান্তির সমুদ্রে নিজেকে বিলীন করার অপার্থিব আনন্দ অনুভব করবে।

> 'ভবিষ্যতের ভেতর জান্নাত ও জাহান্নামকে তালাশ করো না। জান্নাত ও জাহান্নাম তো এখনই বর্তমান। আমরা যখন কোনো প্রত্যাশা, পুরস্কার বা সমঝোতা ছাড়াই ভালোবাসার চর্চা করি, তখন জান্নাতেই থাকি। আর যখন ঝগড়া করি বা ঘৃণার চর্চা করি, তখন জাহান্নামে অবস্থান করি।'—শামস তিবরিজি (জালালুদ্দিন রুমির আধ্যাত্মিক শিক্ষক)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দুনিয়াতের আমাদের উদ্দেশ্য কেবল জান্নাতে পৌঁছা নয়; বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে জানা, তাঁকে ভালোবাসা এবং তাঁর ইবাদত করা। আপনি যদি জানতে চান, আল্লাহর কাছে আপনার অবস্থান কোথায়? তাহলে খুঁজে দেখতে হবে, আপনার কাছে আল্লাহর অবস্থান কোথায়। আমরা যদি কেবল পুরস্কারের আশায় আল্লাহর ইবাদত করি, তাহলে আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কটা হবে নিরস লেনদেনের সম্পর্ক—যেখানে ভালোবাসা ও আবেগের কোনো স্থান থাকবে না। ফলে আল্লাহর সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সামগ্রিক উদ্দেশ্যের পেছনে যে প্রাণসত্তা রয়েছে, তার স্বাদ অনুভব করতে পারব না। আমরা যদি কেবলই জান্নাতের পুরস্কার লাভের জন্য ইবাদত করি, তাহলে তা আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কুরআনের কোথাও আল্লাহ বলেননি, জান্নাতের কামনা করার জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে; বরং কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, তাঁর ইবাদত করার জন্যই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। যাতে আমরা আমাদের কুপ্রবৃত্তিকে পরাভূত করতে পারি এবং হৃদয়কে ত্রুটিমুক্ত করে আল্লাহর ভালোবাসামাখা চেহারা অবলোকনের জন্য উপযুক্ততা অর্জন করতে পারি। বিশিষ্ট সাধক রাবেয়া বসরি বলেছেন—

> 'হে আল্লাহ! আমি যদি জাহান্নামের ভয়ে আপনার ইবাদত করি, তাহলে আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন। আমি যদি জান্নাত লাভের আশায় আপনার ইবাদত করি, তাহলে আমাকে জান্নাত থেকে দূরে রাখুন। কিন্তু আমি যদি কেবল আপনারই জন্য আপনার ইবাদত করি, তাহলে আপনার চিরস্থায়ী সৌন্দর্য থেকে আমাকে বিমুখ করবেন না।'

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন—

> 'আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে প্রস্রবণ। তারা সেগুলোর মাঝেই থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড়ো হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটাই হলো মহাসাফল্য।'

দেখা যাচ্ছে—বান্দার জন্য জান্নাতের সবচেয়ে বড়ো উপহার হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। অনেক স্কলার বলেছেন—আল্লাহ যদি জাহান্নামের ভেতর তাঁর চেহারা প্রদর্শন করেন, তাহলে জাহান্নামের আগুন নিভে গিয়ে নয়নাভিরাম বাগানে পরিণত হয়ে যাবে এবং আল্লাহ যদি জান্নাত থেকে তাঁর উপস্থিতিকে সরিয়ে নেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাহলে সীমাহীন আনন্দের জান্নাত পুরোপুরি অর্থহীন হয়ে পড়বে। জান্নাতের সকল সৌন্দর্যের উৎস হলো এর স্রষ্টার নৈকট্য।

জান্নাত-জাহান্নামের আধ্যাত্মিক ও প্রতীকী রূপ

জান্নাত হলো এমন একটি জায়গা, যেখানে আপনি আল্লাহর গুণাবলির বস্তুগত প্রতিফলনের ভেতর মোড়ানো থাকবেন। জান্নাতের জগতে আপনি আল্লাহর দয়ার ছায়ায় ঢাকা থাকবেন। আল্লাহর মহিমার প্রাসাদে বসবাস করবেন। আল্লাহর উদারতার বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করবেন। আল্লাহর অনুগ্রহে নদী থেকে পানি পান করবেন। আল্লাহর সৌন্দর্যের রেশমি কাপড় দিয়ে জড়ানো থাকবেন। আল্লাহর শান্তিময়তার খাটে হেলান দিয়ে বসবেন এবং আল্লাহর ভালোবাসার মদ পান করবেন।[১৮৫] আল্লাহর সত্যের ঝরনায় সাঁতার কাটবেন। আল্লাহর মহত্ত্বের বৃক্ষরাজি দিয়ে ঘেরা থাকবেন এবং আল্লাহর প্রজ্ঞার খেজুর ও ডালিম খাবেন। এসবের চাইতেও বড়ো যে জিনিসটি পাবেন, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথায় এভাবে উঠে এসেছে—

> 'তুমি তোমার প্রভুকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমন দেখ পূর্ণিমার চাঁদকে।'[১৮৬]

জান্নাত হলো সেই জায়গা, যেখানে অদৃশ্য দৃশ্যমান হবে, আল্লাহর গুণগুলো জীবন্ত হয়ে উঠবে; যেখানে দুশ্চিন্তা, হতাশা বা দুঃখের কোনো স্থান থাকবে না। কারণ, সেখানে মানুষ চাওয়ার আগেই সবকিছু পেয়ে যাবে।

আল্লাহর খাঁটি বান্দারা দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন—

> 'যারা বলে—"আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।" অতঃপর সে কথার ওপর সুদৃঢ় থাকে, ফেরেশতারা তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় আর বলে—"তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না, আর জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হয়েছে।"'
> সূরা হামিম সিজদা : ৩০

---

১৮৫. সূরা আত-তুর : ২৩

১৮৬. তিরমিজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জান্নাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'আমার খাঁটি বান্দাদের জন্য আমি জান্নাতকে এমনভাবে প্রস্তুত করেছি—যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কখনো শোনোনি, কোনো অন্তর কখনো অনুধাবন করেনি।'[১৮৭]

জান্নাত সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

'কোনো ব্যক্তিই জানে না, চোখ জুড়ানো কী (জিনিস) তাদের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে।'
সূরা আস-সিজদা : ১৭

জান্নাতে আমরা নতুন সৃষ্টি হিসেবে আবির্ভূত হব। সেখানে আমরা এমন গঠনে গঠিত থাকব—যা এখন আমাদের কাছে অজানা। জান্নাত এমন একটি জগৎ, যা বর্তমান জগৎ থেকে এতখানি ভিন্ন যে, মানুষের বুদ্ধিমত্তা সে জগতের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। আমরা দুনিয়ার সাফল্য কামনা করে থাকি, কিন্তু আল্লাহ আমাদের পরকালীন সাফল্য দিতে চান।

'তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছ; অথচ আল্লাহ চান আখিরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান।' সূরা আনফাল : ৬৭

আল্লাহর মহত্ত্ব এত বিস্তৃত যে, দুনিয়ার জগৎ সে মহত্ত্বকে ধারণ করার জন্য যথেষ্ট বড়ো নয়। আল্লাহর অসীম করুণার স্বাদ কেবল জান্নাতেই পাওয়া সম্ভব। কেননা, জান্নাতই একমাত্র জায়গা—যা আল্লাহর অসীমত্বকে ধারণ করতে পারে।

জান্নাতে চার ধরনের নদী আছে বলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন—

'মুত্তাকিদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার উপমা হলো—তাতে আছে নির্মল পানির ঝরনা, আর আছে দুধের নদী—যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু মদের নদী আর পরিশোধিত মধুর নদী। তাদের জন্য সেখানে আছে সব রকম ফলমূল আর তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে ক্ষমা।' সূরা মুহাম্মাদ : ১৫

অনেকে বলেন—পানি, দুধ, মধু ও মদ চার রকম জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে; প্রাকৃতিক, আধ্যাত্মিক, জ্ঞানগত ও ইন্দ্রিয়গত।[১৮৮]

---

১৮৭. তিরমিজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যেখানে জান্নাতের মানে হলো আল্লাহর নৈকট্য, সেখানে জাহান্নামের মানে আল্লাহর নিকট থেকে বিচ্ছেদ। জাহান্নামের ভয়াবহতার কিছু বর্ণনা কুরআনে এভাবে উঠে এসেছে—

> 'তারা বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদের পরাস্ত করেছিল, আর আমরা ছিলাম এক পথভ্রষ্ট জাতি।' সূরা মুমিনুন : ১০৬
>
> 'সেদিন অপরাধীদের জন্য কোনো সুসংবাদ থাকবে না। আর তারা বলবে—হায়! কোনো বাধা যদি তা আটকে দিত।' সূরা ফুরকান : ২২
>
> 'জাহান্নামিরা জান্নাতিদের ডেকে বলবে—"আমাদের কিছু পানি ঢেলে দাও কিংবা আল্লাহ তোমাদের যে রিজিক দিয়েছেন, তা থেকে কিছু দাও।" তারা বলবে—"আল্লাহ এ দুটো অবিশ্বাসীদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।"' সূরা আ'রাফ : ৫০

জাহান্নাম হলো আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছেদেরই অপর নাম, আর জান্নাত হলো আল্লাহ ও আমাদের মধ্যকার স্থাপিত পর্দাকে উন্মোচন করে আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার অপর নাম।

আমরা নিজেরাই নিজেদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করি

ইসলাম প্রতিটি মানুষকে সহজাতভাবে ভালো (ফিতরাত) হিসেবে বিবেচনা করে, যার জীবনপথ আল্লাহর পথের অনুকূলে বহমান। তাই জান্নাতকে সাধারণভাবে সকল মানুষের গন্তব্য হিসেবে ধরা হয়। আর জাহান্নাম তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যারা মানুষ হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও অবশেষে তারা মনুষ্যত্বকে পরিত্যাগ করে ঘৃণা, স্বার্থপরতা ও বিচ্ছেদের মধ্যে জীবনযাপন করেছে।

শয়তানের লক্ষ্য হলো আমাদের কুপ্রবৃত্তির গোড়ায় পানি সিঞ্চন করে আমাদের ভেতর বিচ্ছেদ ও অহংকার সৃষ্টি করা। আমরা যতই অহংকার, লোভ ও হিংসার বীজ বপন করব, ততই আমাদের হৃদয়ের দুয়ার সংকুচিত হবে। ফলে আমাদের হৃদয়ে আলো পৌঁছবে কম। অন্যদিকে আল্লাহর জন্য দুনিয়াতে আমরা যা কিছু করব,

... al. *Sacred Spaces: A Journey with the Sufis of the Indus.* ... 2009

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তা আখিরাতের ভূমিতে বীজ হিসেবে রোপিত হবে এবং বিচার দিবসে সেখান থেকে আমরা ফল সংগ্রহ করতে পারব।

> 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেই অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।'
> সূরা জিলজাল : ৮

আল্লাহ চান না আমরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হই; বরং তিনি অমাদের পছন্দের স্বাধীনতা দান করেছেন। আমরা চাইলে আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছেদের জীবনযাপন করতে পারি, আবার চাইলে তাঁর সাথে একান্ত সম্পর্কের ভেতর দিয়ে জীবনযাপন করতে পারি। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না; বরং মানুষই নিজের ওপর জুলুম করে।' সূরা ইউনুস : ৪৪

আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতাই আমাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে। কুরআনে কোথাও বলা নেই, গাছ বা পশুপাখি জাহান্নামে যাবে। বৃক্ষলতা, পশুপাখি বা কীটপতঙ্গ জাহান্নামে যাবে না। কেননা, তাদের মানুষের মতো ভালো-মন্দ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামিরাই তাদের কর্মের মাধ্যমে নিজের জন্য জাহান্নামের শিখা জ্বালিয়ে দেয়।

মানুষ যদি ভুল না করত, তাহলে আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ, ক্ষমা ও মমতার স্বাদ অনুভব করতে পারত না। সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন, ভুল করার সুযোগ দিয়েছেন। এক দৃষ্টিতে সৎকর্মের উচ্চ অবস্থান তুলে ধরার জন্যই অসৎকর্ম প্রয়োজনীয় বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। একটি নৈতিকতাসম্পন্ন জগতের জন্য সৎকর্মের পাশাপাশি অসৎকর্মেরও অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাপের অনুপস্থিতিই যেমন ঠান্ডা, আলোর অনুপস্থিতি যেমন অন্ধকার, তেমনি আল্লাহর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার নামই মন্দ কাজ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমার কোনো কল্যাণ হলে তা হয় আল্লাহর তরফ থেকে এবং তোমার কোনো অকল্যাণ হলে তা হয় তোমার নিজের কারণে।'
> সূরা নিসা : ৭৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অন্যকথায়, মন্দ হলো মানুষের ভুল ধারণার তৈরি পর্দাবিশেষ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যেখানে মোতায়েন আছে পাষাণ হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতা।'
> সূরা আত-তাহরিম : ৬

এখানে মহান আল্লাহ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন—আমরাই আমাদের জাহান্নামের আগুনের নির্মাতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের পূজা করো, সেগুলো তো জাহান্নামের জ্বালানি। তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে।'
> সূরা আম্বিয়া : ৯৮

কেবল সেই জায়গা নয়, যেটি হবে আল্লাহর ওপর অবিশ্বাসীদের ঠিকানা; বরং জাহান্নাম হলো মনের সেই অবস্থা, যা অবিশ্বাসীরা নিজেদের ভেতর বহন করে চলেছে।

আল্লাহর রহমতের নুর থেকে নিজের চোখ বন্ধ করার মাধ্যমে আমরা নিজেদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করি। আমরা যখন আল্লাহর নুর থেকে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নিই, তখন আমাদের হৃদয়ের পাপড়ি বুজে যায় এবং আল্লাহর নুরের কাছ থেকে সৃষ্ট দূরত্বের কারণে হৃদয় শুষ্ক ও বিবর্ণ হয়ে যায়।

> 'মুত্তাকিদের জন্য জান্নাতকে নিকটে আনা হবে—তা মোটেই দূরে থাকবে না।' সূরা ক্বাফ : ৩১

অন্যদিকে জাহান্নাম তৈরি হয়েছে তাদের জন্য, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার কাছে নিজের ইচ্ছা, জীবন ও মৃত্যুকে সমর্পণ করে এবং আল্লাহকেন্দ্রিক জীবনযাপন না করে প্রবৃত্তিকেন্দ্রিক জীবনযাপন করে। আপনি যদি আল্লাহকে ছাড়া দুনিয়ায় জীবনযাপন করেন, তাহলে আপনার পরকালও হবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন। বিচার দিবসে আল্লাহ আপনার ওপর জুলুম করবেন না; বরং অপনার কাজেরই উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন। সেদিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন—

> 'আজ তোমরা অজুহাত পেশ করো না। তোমরা যা করতে, তোমাদের তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।' সূরা আত-তাহরিম : ৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যদি আপনি আল্লাহর কাছে চান—জাহান্নাম বলতে কোনো কিছু না থাকুক, তাহলে মূলত পরোক্ষভাবে চাইছেন যে, আপনার ইচ্ছার স্বাধীনতা তুলে নেওয়া হোক। আপনি একদিকে নিজের পছন্দমাফিক চলার স্বাধীনতা চাইবেন, আবার অন্যদিকে জাহান্নামের অস্তিত্ব না থাকার কামনা করবেন—এটি হয় না। কেননা, এটি হলে আল্লাহকে ন্যায়বিচারক হিসেবে পাওয়া সম্ভব হবে না। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকলে একদল লোক ভালো পথে চলবে, আরেকদল লোক মন্দ পথে চলবে—এটাই স্বাভাবিক। এমন অবস্থায় দুই ধরনের মানুষের জন্য দুই রকমের প্রতিফলের ব্যবস্থা না থাকলে আল্লাহ ন্যায়বিচারক হবেন কী করে? আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তবে কি আমি মুসলিমদের অবাধ্যদের মতোই গণ্য করব? তোমাদের কী হলো? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ!' সূরা কালাম : ৩৫-৩৬

জান্নাত ও জাহান্নাম হলো দাঁড়িপাল্লার দুটি দিকের প্রতিফল। ভালো ও মন্দ কর্মের দুই রকম প্রতিফল স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধির অনিবার্য দাবি। মানুষের মর্যাদা ফেরেশতাদের চেয়ে ঊর্ধ্বে এ কারণে যে, মানুষ আল্লাহর ইবাদত না করার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ইবাদত করে। মানুষের মর্যাদা পশুর চাইতেও নিচে নেমে যায় তখন, যখন সে তার স্বাধীন ইচ্ছাকে ব্যবহার করে নিজের কুপ্রবৃত্তির কামনাকে চরিতার্থ করতে করতেই জীবন পার করে দেয়।

আপনি যদি প্রবৃত্তির দাসত্ব করেন আর জান্নাত কামনা করেন, তাহলে বোকার স্বর্গে বাস করছেন। আলোর কাছে অন্ধকারের কোনো স্থান নেই। কেননা, আলো জ্বললে অন্ধকার সেখানে থাকতে পারে না। আল্লাহ কারও জান্নাতের পথে বাধা সৃষ্টি করেন না; বরং আমরাই জান্নাতের সামনে এমন পর্দা টেনে দিই যে, একসময় সেই পর্দা ভেদ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

যারা আল্লাহর কাছে পথনির্দেশনা চায়, আল্লাহ তাদের জন্য রহমতের দরজা বন্ধ করেন না। আল্লাহ যেখানে ডানে যেতে বলেছেন—সেখানে যদি আমরা বামে যাই, তাহলে কখনো গন্তব্যে পৌঁছতে পারব না। আমরা যদি আল্লাহর দিকনির্দেশনা উপেক্ষা করে চলতে থাকি, তাহলে একসময় পথ হারিয়ে ফেলব। এই পথভ্রষ্টতার জন্য আল্লাহ দায়ী নন; বরং আমরাই দায়ী।

আল্লাহ আমাদের জন্য যে মমতামাখা পথ সাজিয়ে রেখেছেন, সে পথে চলতে তিনি আমাদের বাধ্য করেন না। কিন্তু তিনি ভালোবাসেন বলে নানা উপায়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমাদের সঠিক পথে ফিরে আসার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। পবিত্র কুরআনে বারবারই সে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকী আমরা যদি আল্লাহর কাছ থেকে একশো কোটি পদক্ষেপও দূরে চলে যাই, তবুও তাঁর কাছে ফিরে আসার দরজা আমাদের জন্য সব সময়ই খোলা থাকে। আল্লাহ খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন—এমন কোনো পাপ নেই, যা ক্ষমার অযোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন—

> 'হে আমার বান্দারা! তোমরা দিনে ও রাতে গুনাহ করে থাকো এবং আমি সব গুনাহ ক্ষমা করে দিই। কাজেই তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেবো।'[১৮৯]

যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে, তা হলো—জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই তৈরি হয়েছে আল্লাহর গুনাহগার বান্দাদের জন্য। জাহান্নাম তৈরি হয়েছে অহংকারী গুনাহগারদের জন্য এবং জান্নাত তৈরি হয়েছে অনুতপ্ত ও তওবাকারী গুনাহগারদের জন্য। পবিত্র কুরআন আমাদের বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে, প্রেমময় আল্লাহ চান, আমরা যেন আমাদের আদি উৎস জান্নাতে ফিরে যাই। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদিস রয়েছে—

> 'একবার রাসূল ﷺ দেখলেন, এক মা তার শিশুসন্তানকে বুকের দুধ পান করাচ্ছে। তিনি সাহাবিদের বললেন—"তোমরা কি ভাবতে পারো, এই মা তার শিশুকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?" সাহাবিরা জবাবে বললেন—"না; বরং সে পারলে এটি রোধ করবে।" রাসূল ﷺ বললেন—"একজন মা তার শিশুসন্তানকে যতটা মায়া করে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তারচেয়ে বেশি মায়া করেন।"'[১৯০]

অপরের চূড়ান্ত পরিণাম সম্পর্কে আমরা জানি না

আমরা জানি না—কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে। কেননা, আমাদের বিচার হবে নিজের হৃদয়ের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে। আর আল্লাহ ছাড়া হৃদয়কে দেখার সক্ষমতা কারও নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'সেদিন তো ধন-সম্পদ কাজে লাগবে না, না সন্তান-সন্ততি; অবশ্য যে বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হবে।'
> সূরা আশ-শুআরা : ৮৮-৮৯

---

১৮৯. হাদিসে কুদসি

১৯০. বুখারি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বিচার দিবসে কে মুক্তি পাবে আর কে পাবে না—সেটা একমাত্র আল্লাহই জানেন। তাই কুরআনে আল্লাহ অপরের সম্পর্কে অনুমান করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি বেশি অনুমান করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, কিছু কিছু অনুমান অপরাধ।' সূরা হুজুরাত : ১২

মহানবি ﷺ অপরের সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত দিতে নিষেধ করেছেন—

> 'তোমরা কেউ অপরকে কাফির হিসেবে অভিযুক্ত করবে না। যদি সে কাফির না হয়ে থাকে, তাহলে সে অভিযোগ অভিযোগকারীর ওপর আরোপিত হবে।'[১৯১]

মহান আল্লাহ বলেন—

> 'এবং তোমাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সামান্যই।'
> সূরা বনি ইসরাইল : ৮৫

কাজেই সীমিত জ্ঞান নিয়ে আমরা কী করে অন্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত মত দিতে পারি? কুরআন মানুষকে সরল-সঠিক পথের দিকে আহ্বান করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কাউকে বিচার করার চূড়ান্ত এখতিয়ার রয়েছে কেবল আল্লাহর হাতেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'কর্মফল দিবস সম্পর্কে কি তুমি জানো? সেদিন কারও অপরের জন্য কিছু করার সামর্থ্য থাকবে না এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।' সূরা মুতাফফিফিন : ১৮-১৯

অর্থাৎ সেদিন সকল ক্ষমতা-কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হবে এবং আল্লাহ ছাড়া সকলে হবে শক্তি ও ক্ষমতাহীন।

অপরের গন্তব্য যা-ই হোক না কেন, তার ওপর ভিত্তি করে মুসলিমের কর্মপন্থার কোনো হেরফের হয় না। অপরের ধর্ম ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়; বরং আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই অপরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধার বিষয়টি নির্ধারিত হওয়া উচিত। যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি—প্রতিটি মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি এবং প্রতিটি মানুষের প্রতি আল্লাহ তাঁর রহমত ও ভালোবাসার বারিধারা বর্ষণ করে চলেছেন, সেহেতু প্রতিটি মানুষই আমাদের কাছে সম্মান ও মর্যাদার পাত্র; তার ধর্মীয় বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর রহমত সবকিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'আর আমার রহমত সর্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত।' সূরা আ'রাফ : ১৫৬

অর্থাৎ আল্লাহর রহমত থেকে কেউ-ই বঞ্চিত নয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে চান না; তাই তিনি বান্দার সামান্য সৎকর্মেরও বিশাল পুরস্কার দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্ম ও মন্দ কর্মের হিসাব রাখেন এবং এগুলোকে পরিষ্কার রাখেন। কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করার সংকল্প করলে কাজটি না করার আগেই আল্লাহ তাকে সে কাজটি সম্পন্ন করার সওয়াব দিয়ে থাকেন। যখন বান্দা কাজটি সম্পন্ন করে, তখন আল্লাহ তাকে সে কাজটির দশ থেকে সাতশোগুণ পর্যন্ত; এমনকী তারও বেশি সওয়াব দিয়ে থাকেন। বান্দা যখন খারাপ কোনো কাজ করার সংকল্প করে—কিন্তু কাজটি সম্পন্ন করে না, তখন আল্লাহ তার জন্য একটি সৎকর্মের সওয়াব লিখেন। যখন সে কাজটি করে ফেলে, তখন আল্লাহ কেবল একটি মন্দকর্মের গুনাহ লিখেন।'[১৯২]

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সীমাহীনভাবে ভালোবাসেন। মহানবি ﷺ বলেছেন—

'দুনিয়ার সব মায়া-মমতা আল্লাহর ময়া-মমতার তুলনায় একশো ভাগের একভাগ মাত্র। বাকি নিরানব্বই ভাগ মায়া-মমতা আল্লাহ বিচার দিবসের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন।'[১৯৩]

যদিও আমাদের কর্মগুলো দাঁড়িপাল্লায় মাপা হবে এবং হৃদয়ের অবস্থানকে বিবেচনা করা হবে, তবুও আমরা কখনো আমাদের কর্ম দিয়ে জান্নাত অর্জন করতে পারব না। কেননা, যতখানি ইবাদত করা উচিত, ততখানি ইবাদত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

দুনিয়ার কর্ম দিয়ে জান্নাতকে কেনা সম্ভব নয়। জান্নাত অর্জন করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; যদি না আল্লাহ দয়া করে তাকে জান্নাত না দান করেন।

---

১৯২. বুখারি

১৯৩. বুখারি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মহানবি ﷺ বলেছেন—

> 'তোমাদের কেউ কেবল নিজের আমল দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন—'এমনকী আপনিও হে আল্লাহর রাসূল?' রাসূল ﷺ জবাবে বললেন—'এমনকী আমিও; যদি না আল্লাহ তাঁর মহিমা ও রহমত দিয়ে আমাকে পরিব্যাপ্ত করেন!'[১৯৪]

এ কারণে মুমিন কখনো তার সৎকর্ম নিয়ে অহংকার করে না। কারণ, সে জানে—তার সৎকর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; কেবল আল্লাহর দয়া, করুণা, ক্ষমা ও ভালোবাসাই তাকে জান্নাতে নিতে পারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহ আপনাকে ততখানি ভালোবাসেন, যতখানি আপনি কল্পনাও করতে পারেন না। আপনি মূল্যবান। আপনি গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে আপনার জন্য, যাতে আপনি আল্লাহর ইবাদত এবং আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আপনার ভেতর বহন করা মূল্যবান সম্পদরাজিকে আবিষ্কার করতে পারেন।

আল্লাহর ভালোবাসা কখনো বদলে যায় না; বরং আমরা যে অনুভূতি দিয়ে আল্লাহর ভালোবাসাকে অনুভব করি, সে অনুভূতিই বদলে যায়।

আল্লাহর ভালোবাসা নিঃশর্ত ও অমূল্য; একে কোনো কিছু দিয়ে কেনা সম্ভব নয়। তবে আমাদের সৎকর্মগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সৎকর্মের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ অনুভব করতে পারি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহ্ আপনাকে ভালোবাসেন

বিশ্বজগতের স্রষ্টা মহামহিম আল্লাহ আপনার ভেতর রুহকে ফুঁকে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি নিজের ভালোবাসার গোপন রহস্যকে আপনার আত্মার ভেতর রোপণ করে দিয়েছেন। সৃষ্টিজগতের প্রভু তাঁর অপার ভালোবাসা দিয়ে সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্য থেকে আপনাকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে পছন্দ করেছেন। আপনার সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর মাধ্যমে, আল্লাহরই জন্য। অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনাকে সৃষ্টি করা হয়নি কিংবা আপনার সংস্কৃতি ও সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্যও আপনাকে সৃষ্টি করা হয়নি। আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আপনার সমগ্র হৃদয় দিয়ে আল্লাহকে জানার জন্য, আল্লাহকে ভালোবাসার জন্য এবং আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। আপনাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে—যাতে আপনি আল্লাহর প্রশংসার ভেতর ডুবে থাকেন, আল্লাহর রহমতের সাগরে সাঁতরে বেড়ান এবং আপনার হৃদয়ের গহিনে থাকা আধ্যাত্মিক মণি-মুক্তোগুলোকে আবিষ্কার করেন।

আপনি গুরুত্বপূর্ণ

বিশ্বজগতের স্রষ্টা তাঁর অসীম করুণা ও ভালোবাসার নুর থেকে আপনাকে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেছেন। যে আল্লাহর নিশ্বাস আপনাকে জীবন দান করেছে, আপনার মূল্য নির্ধারিত হয় তার ভিত্তিতে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আপনার শরীরটা আপনি নন, যে শরীর একসময় ভেঙে পড়বে; বরং আপনি হলেন সেই আত্মা, যার বিনাশ নেই। জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন—

> 'ভাবছ, তুমি এ বিশ্বজগতের একজন নাগরিক। ভাবছ, তুমি এ ধূলিকণার জগতের মালিক। তুমি মূলত নিজের জন্য ধূলিকণার একটি প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করেছ এবং এভাবে তোমার সত্যিকার উৎসের কথা ভুলে গেছ।'

আল্লাহ আপনাকে ততখানি ভালোবাসেন, যতখানি আপনি কল্পনাও করতে পারেন না। আপনি মূল্যবান। আপনি গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে আপনার জন্য, যাতে আপনি আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আপনার ভেতর বহন করা মূল্যবান সম্পদরাজিকে আবিষ্কার করতে পারেন।

আল্লাহ আপনাকে নিঃশর্তভাবে ভালোবাসেন

আল্লাহ যেহেতু তাঁর সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল নন, সেহেতু আমাদের কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর গুণগুলো প্রভাবিত হয় না। আমরা যখন গুনাহ করি, তখন আল্লাহ আমাদের ওপর তাঁর ভালোবাসাকে কমিয়ে দেন না; বরং গুনাহ করার মাধ্যমে আমরা নিজেরাই আল্লাহর ভালোবাসার সামনে একটি আবরণ স্থাপন করি। আল্লাহর ভালোবাসা কখনো বদলে যায় না; বরং আমরা যে অনুভূতি দিয়ে আল্লাহর ভালোবাসাকে অনুভব করি, সে অনুভূতিই বদলে যায়।

ইসলামের স্তম্ভ ও মূলনীতিগুলো হলো কাপড় পরিষ্কার করার মতো, যা আমাদের গুনাহ, আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা ও দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণের ময়লাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। আপনি যখন একবার উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন—আল্লাহর কাছে আপনি গুরুত্বপূর্ণ, তখন দুনিয়ার যেকোনো স্বীকৃতি ও সাফল্য আপনার কাছে তুচ্ছ মনে হবে।

আল্লাহর ভালোবাসা নিঃশর্ত ও অমূল্য; একে কোনো কিছু দিয়ে কেনা সম্ভব নয়। তবে আমাদের সৎকর্মগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সৎকর্মের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ অনুভব করতে পারি। বাতাসের মাধ্যমে চলার জন্য যেমন একটি নৌকাকে পাল তুলতে হয়, তেমনি আল্লাহর অবারিত ভালোবাসার মাধ্যমে জীবনের পথ চলতে হলে আমাদের হাত ও হৃদয়কে প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণের দিকে বাড়িয়ে ধরতে হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আপনার যা কিছু প্রয়োজন, তা ইতোমধ্যে পেয়ে গেছেন

সুবিশাল বিশ্বজগতের মধ্যে আপনি একটি ক্ষুদ্র বিশ্বজগৎ। আপনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের একটি প্রতিফলন। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রতিটি মুহূর্তে আপনার সাথেই রয়েছেন। আপনি যে-ই হন, যেখানেই থাকুন, তিনি আপনার খুব নিকটে রয়েছেন। তাঁর কাছে কোনো কিছুর অভাব নেই। প্রাণসম্পন্ন সবকিছুই তাঁর প্রাণের প্রতিফলন। অস্তিত্বশীল সবকিছুই তাঁর একত্বের প্রতিফলন। আপনি যা চান, তা ইতোমধ্যেই আপনার ভেতরে রয়েছে। ইসলামের বিধানগুলো কেবল আপনার সীমাবদ্ধতাকে দূর করে দেয়, যাতে আপনি আল্লাহর ভালোবাসাকে গ্রহণ করার উপযুক্ত হতে পারেন।

আল্লাহর নামগুলো ইতোমধ্যে আমাদের হৃদয়ের জমিনে রোপিত হয়ে আছে। আমাদের কাজ হলো—আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সেই জমিনে পানি সিঞ্চন করা। জান্নাত সেই জায়গা নয়, যেখানে আমরা মৃত্যুর পিঠে চড়ে পৌঁছাই; বরং জান্নাতকে আমরা নিজেদের ভেতরেই বহন করে চলেছি। ভবিষ্যতের জান্নাতকে অর্জন করার জন্য আমাদের ইবাদত করতে বলা হয়নি; বরং আমাদের ইবাদত করতে বলা হয়েছে আল্লাহর ভালোবাসার গুণগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে দুনিয়াতেই জান্নাতের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য।

আপনার জীবনের উদ্দেশ্য

আপনার জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে জানা, আল্লাহকে ভালোবাসা ও আল্লাহর ইবাদত করা। দৃশ্যমান সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর অসীম চেহারার প্রতিফলন। আল্লাহ কাবা ঘরের ভেতর লুকিয়ে রয়েছেন—বিষয়টি এমন নয়; বরং তিনি সর্বদা আরশে আজিমে অধিষ্ঠিত তার কুরসি পরিব্যাপ্ত করে আছে সমস্ত আকাশ-কমিন।

আল্লাহ তাঁর সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্যের প্রতিফলন হিসেবে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি দুনিয়াতে আপনাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য, নিজেকে জানার জন্য, জীবনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য, অসহায়কে সাহায্য করার জন্য এবং হৃদয় দিয়ে সকল মানুষ ও সৃষ্টিকে ভালোবাসার জন্য। আল্লাহ আপনার জীবনের কলসকে তাঁর অপার করুণার পানি দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন, যাতে আপনি পিপাসার্ত হৃদয়গুলোকে ভালোবাসার পানি সরবরাহ করতে পারেন।

আল্লাহর আপনাকে পড়ে যাওয়া মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে বলেছেন, অসুস্থ মানুষের জন্য ডাক্তারের ভূমিকা পালন করতে বলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর ভালোবাসা ও অনুগ্রহকে শুধু বিশ্বাসীদের নিকট নয়, নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিতে বলা হয়েছে। আর এজন্য আপনার কমফোর্ট জোন থেকে আপনাকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং দিশাহীন, নৈরাশ্যের অন্ধকারের যাত্রীদের জন্য আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন—

> 'আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা করো তোমার জান ও মাল দিয়ে।'
> সূরা আস-সফ : ১১

কিন্তু আপনি যা বিশ্বাস করেন, তা অপরকেও বিশ্বাস করানোর বাধ্যবাধকতা আপনার ওপর আরোপিত হয়নি। আপনি আপনার বিশ্বাসকে সংহত করুন। মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিন, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। মানুষকে আল্লাহর ভালোবাসার দিকে আহ্বান করুন এবং তাদের নিজেদের পথ নিজেদের ঠিক করে নেওয়ার সুযোগ দিন। সকল মানুষের কান্নার ভাষা এক, সকল মানুষের রক্তের রং এক। কাজেই দুনিয়াতে আল্লাহর ভালোবাসার প্রবাহের ব্যাপারে বিশ্বাসের ভিত্তিতে বৈষম্য করা ঠিক নয়।

মুসলিম হতে হলে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ—গরিব, অভাবগ্রস্ত, বিপদাপন্ন, অসুস্থ, দুঃখী, দুর্বল, ইয়াতিম, ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী—সকলের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। মুসলিম কখনো বর্ণান্ধ হতে পারে না; বরং মানুষের বৈচিত্র্যের ভেতর সে আল্লাহর নিদর্শন দেখতে পায়।

> 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।' সূরা রূম : ২২

সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই কী করে এক মানুষের তুলনায় অন্য মানুষ বেশি মূল্যবান হতে পারে—যেখানে একই আল্লাহ তাঁর একই নিশ্বাসকে একই রকমভাবে সবার ভেতরে ফুঁকে দিয়েছেন? কাজেই মানুষে মানুষে বাহ্যিক প্রভেদকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। নির্বিশেষে সকল মানুষকে আল্লাহর নিঃশর্ত ভালোবাসার প্রবাহের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং তাদের ওপর সেই ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

আমরা একের ভেতরে বহু। আমরা একটি বীজ থেকে উৎসারিত বহু ফলের সমাহার। কাজেই আপনি যে-ই হন, যেখানেই থাকুন, আমি আপনাকে ভালোবাসি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমি কী করে কাউকে ভালো না বেসে পারি, যে ভালোবাসা থেকেই তৈরি? আমি কী করে ভালোবাসাকে না ভালোবেসে পারি?

আল্লাহ তায়ালা ঠিক আপনাকেই বলছেন—

> 'তোমরা ভয় করো না। আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি।' সূরা ত্ব-হা : ৪৬

মহান আল্লাহ ঠিক আপনাকেই বলছেন—

> 'আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য তৈরি করেছি।' সূরা ত্ব-হা : ৪১

আল্লাহ বলেননি, দুনিয়ার জীবন আপনার জন্য কুসুমাস্তীর্ণ হবে। তবে তিনি বলেছেন—

> 'আর ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' সূরা আনফাল : ৪৬

আপনি বিপদে পড়বেন; দুঃখ, কষ্ট ও বেদনা আপনাকে তাড়িত করবে। আপনাকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হবে। কিন্তু ভয় পাবেন না। কেননা, আল্লাহ আপনার পাশেই রয়েছেন। প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ খুব সুন্দরভাবে বলেছেন—

> 'আল্লাহর বিধিনিষেধের রক্ষা করবে, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ রাখবে, তাহলে আল্লাহকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আল্লাহর নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহর নিকটই করো। আর জেনে রেখো, যদি সমগ্র জগৎ তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে তারা তোমার ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সমগ্র জগৎ তোমার কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহ শুকিয়ে গেছে।'[১৯৫]

আল্লাহ আপনাকে নিয়ে এক নিখুঁত প্রেমের গল্প লিখেছেন। আপনি যা কিছুর মুখোমুখি হন, যত পাহাড়, সমুদ্র বা মরুভূমি আপনার সামনে এসে দাঁড়ায়,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সবকিছুই আপনার সামনে এ কারণে রাখা হয়েছে, যাতে আপনি নিজেকে এবং আপনার প্রভুকে জানতে পারেন। প্রতিটি আনন্দ-ব্যথা, প্রতিটি সাফল্য-ব্যর্থতা, প্রতিটি চড়াই-উতরাই আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আপনার সামনে যা কিছু আসে, তার মধ্যে আল্লাহর দিকে ফেরার আহ্বান লুকিয়ে আছে।

আল্লাহ আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। তিনি আপনার কণ্ঠের শিরার চাইতেও নিকটে অবস্থান করেন। তিনি আপনার ফুসফুসের নিশ্বাসের চাইতেও কাছে রয়েছেন। আল্লাহ এখানেই, তিনি আপনার অতি নিকটে, আপনার জন্য অপেক্ষমাণ। কাজেই তাঁর কাছে ফিরে আসতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করবেন না।

> 'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে।' সূরা ফাজর : ২৮

আল্লাহর কাছে আপনি গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি আপনাকে শর্তহীনভাবে ভালোবাসেন। আল্লাহ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে, সুপরিকল্পিতভাবে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন। আপনি যত দূরেই যান না কেন, যত নষ্টই হন না কেন, আল্লাহ তাঁর ক্ষমা ও ভালোবাসা নিয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আল্লাহকে ভালোবাসতে দিন, আপনার ব্যথাগুলোকে উপশম করতে দিন, আপনার আত্মার ভেতরে থাকা মণি-মুক্তোগুলোকে অবমুক্ত করার সুযোগ দিন। আপনি যখনই পথভ্রষ্ট হন, তখনই আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন। আপনি যখনই হোঁচট খেয়ে পড়ে যান, তখনই আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন। ফিরে আসুন আল্লাহর ভালোবাসার সাগরের কাছে এবং তাঁর সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহের ঢেউকে আলিঙ্গন করুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com